Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/157

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

চতুর্থ খণ্ড

একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়

(প্রায় ষাঠখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ্
মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি
সহ বিশদ ব্যখ্যা।)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।
(Ex-Professor, Selection Grade, Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।
বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী – ১
১৯৬৬

10/=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Third Five Year Plan—Development of Modern Indian Languages. The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government.
(Grant has been kindly made by Government of West Bengal)

LIBRARY
No. 2/157
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

চতুর্থ খণ্ড

একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়

(প্রায় ষাঠখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ, মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতিসহ বিশদ ব্যাখ্যা)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।
(Ex-Professor, Selection Grade, Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।
বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী—১
১৯৬৬

মূল্য 10/-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থখণ্ডের এই একাদশ অধ্যায় যজ্ঞেশ্বর প্রেস বারাণসী হইতে, ও ত্রয়োদশ অধ্যায় বিজ্ঞান ভারতী প্রেস বারাণসী হইতে, ও "নিবেদন" ও এই দুই অধ্যায়ের "মুখবন্ধ" ও কভার, টাইটেল, ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, বারাণসী শাখা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/154
৫/৪৪

নিবেদন

প্রপন্ন পারিজাতায় তোৎত্রবেত্রৈক পাণয়ে,
জ্ঞান মুদ্রায়, কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।
বসুদেব সুতং, দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগৎ গুরুম্।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীত—
মেকো দেবো, দেবকীপুত্র এব,
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি,
কর্ম্মণ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ,
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা

যাঁহার মহান্ শক্তি ও মহতী কৃপা, এই শোক কাতর জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে প্রেরণা দিয়া, ৩৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রীগীতার ব্যাখ্যা রচনা করাইয়াছে, প্রাণের সকল ভক্তি তাঁহার চরণে উজাড় করিয়া দিয়া বার বার তাঁহাকে প্রণাম করি। আর, গীতা মায়ের কথা আর কি বলিব? যাহা কিছু এই ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, মা-ই তাহা করাইয়া দিতেছেন, এ সবে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছু মাত্র নাই।

আমি ঋণী অনেকের নিকট, সেই সব আমার উপকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাজনদিগের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। কয়েকজনের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অযাচক আশ্রমের অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর পরমহংস পূজ্যপাদ স্বামী স্বরূপানন্দজী, আমার দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন, প্রথম খণ্ডের ন্যায়, এবারও শুল্ক না লইয়া, তাঁহার "প্রতিধ্বনি" পত্রিকায় দিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র ভাবে ঐ পত্রিকাতে সুন্দর আলোচনাও দিয়াছেন, যাহা অভিমত পুস্তিকাতে দৃষ্ট হইবে, এবং যাহার ফলে তাঁহার অনেক শিষ্য এই বই ক্রয় করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার দয়া পাইতেছি। আমি, আমার দ্বারা প্রফেসর অবস্থায় ক্রীত বিজ্ঞানের দামী দামী বইগুলি, গীতার মুদ্রণ খরচ চালাইবার জন্য বিক্রয় করিতেছি। এইরূপ কয়েকখানা বই এখানকার একটি নামী প্রকাশন সংস্থার বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদকের, নিকট লইয়া গিয়াছিলাম তিনি কিনিতে গা করিলেন না দেখিয়া, বইগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম; পথে, স্বামীজীর আশ্রম পড়ায়, ভাবিলাম তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া যাই। হাতে বই দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গিয়াছিলাম। সব শুনিয়া তিন বলিলেন, তিনিই বইগুলি কিনিয়া লইবেন। আমি তাঁহাকে বলা সত্ত্বেও যে ঐ বইগুলি তাঁহাদের কোনও কাজে আসিবে না, তিনি শুনিলেন না, এবং আমার তো কিছু সাহায্য হইবে, এই বলিয়া বইগুলি কিনিয়া লইলেন। নিঃস্বার্থভাবে টাকা দিয়া আজকাল কয়জন এইরূপ সাহায্য করিতে পারেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী (now President Rama Krishna Math and Mission Organisation) যখন Genrel Secretary ছিলেন তখন বই কিনিয়া, পড়িয়া, সুন্দর অভিমত দিয়াছেন, যাহা অভিমত পুস্তিকাতে দৃষ্ট হইবে তিনি General Secretary হইতে President হইবা মাত্র, আমার অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়া আবার আর এক set ঐ (দুই খানি) বই বেলুড় মঠের জন্য ক্রয় করাইলেন, এবং পাণ্ডিত্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী তেজসানন্দজীকে দিয়া আবার নূতন করিয়া আর একটি অভিমত পাঠাইলেন। অভিমত পুস্তিকা দেখুন)।

গুণ-গ্রাহী, পরম বিচক্ষণ, শ্রীফনিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহোদয় (Ex Governor West Bengal, Ex-Chief Justice Calcutta High Court and present Chairman Law Commission and Legal Terms Commission) বই দুইখানি কিনিয়া, পড়িয়া, প্রত্যেকটির উপর যে সুন্দর সমালোচনা পাঠাইয়াছেন, তাহা অভিমত পুস্তিকাতে পড়িলে তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হইবে, যে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বই দুইখানি পাঠ করিয়াছেন। আমি তো এইরূপ পাঠই চাই। অতীব কৃপা তাঁহার যে তাঁহার শত কার্য্যের ভিতর তিান এইরূপ ভাবে বই দুইখানি পড়িয়াছেন। কিন্তু ঐখানেই সম্বন্ধ শেষ করেন নাই, মাঝে মাঝে তাঁহার উৎসাহ বাক্য সমন্বিত পত্র আমি পাই। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের Law এর Head Select করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাস কয়েক পূর্ব্বে, তাঁহাকে এখানে আসিতে হইয়াছিল। ফিরিয়া গিয়া, তিনি আমাকে লেখেন, তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, আমার সহিত দেখা করিয়া আলাপ করিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার সভার পর সভা হইতে থাকায়, তিনি কোনও ক্রমে উহা ঘটাইতে পারিলেন না। একজন সাধারণ লোককে, তঁহার মত বিদ্বান উচ্চপদস্থ পুরুষ, কে এরূপ লেখেন ?

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পদ্মভূষণ এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আমায় জানান, যে তাঁহার নিজস্ব গবেষণায় প্রাপ্ত একটি তত্ত্বের প্রতিধ্বনি তিনি আমার দার্শনিক আলোচনায় পাইয়াছেন। এ সংবাদ আমায় বড়ই তৃপ্তি দিয়াছে।

শ্রী শ্রীপ্রকাশজীর, ও শ্রীসম্পূর্ণানন্দজীর কথা আমি দ্বিতীয় খণ্ডে বলিয়াছি ; তাঁহারা বহু মানাস্পদ পুরুষ, কিন্তু আমার প্রতি সমান স্নেহ বরাবরই রাখিয়া চলিয়াছেন। যখন যে বিষয়ে আমি পরামর্শ চাহিয়াছি, বিনা বিরক্তিতে তাঁহারা দিয়াছেন।

আমার গীতার দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণে খরচ পড়িয়াছে, প্রায় ১৩০০৲ টাকা। ঐরূপ খরচ পড়িবে জানিয়া আমি ঐ খণ্ডের মুদ্রণে নামিতাম না, যদি না দানবীর শ্রী কে, কে বিড়লাজী আমাকে ১০০০৲ টাকা দান করিতেন। যাঁহার ঐ দান আমার দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণে সাহায্য করিয়াছে. সেই দানবীর শ্রীকে, কে, বিড়লাজীকে, ভগবান দীর্ঘজীবী, ও চিরসুখী করুন। সাহায্য তিনি আরও করিয়াছেন। "আমি প্রথম খণ্ডের ছয়খানি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় খণ্ডের ১০০ খানি বই তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছি, বাজারে বিক্রয় করিতে বা কাহাকেও দিতে পারিব না” ইহা তাঁহাকে জানাইয়া এবং “আমি বিদেশী হওয়ায়, কলিকাতা বা বঙ্গদেশে যে সব গ্রন্থাগার, কলেজ ও ধর্ম্মসংস্থাদি আছে, এবং যে সব গীতাপ্রেমী মহাশয় লোকেরা আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা শত চেষ্টাতেও আমি জানিতে পারিব না এবং ঐ একশত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি পত্র লেখা, আমার এ দুর্ব্বল হাতে সম্ভব নহে, তিনি যদি ঐ উৎসর্গীকৃত বইগুলি ঐ সব গ্রন্থাগার, সংস্থা ও লোকদের ভিতর বিতরণ করাইবার ব্যবস্থা করেন, এ বৃদ্ধের বড়ই সাহায্য করা হইবে”—কাকুতি মিনতির সহিত বারবার তাঁহাকে লিখিয়া, এই সাহায্যদানে আমি অতি কষ্টে তাঁহাকে রাজী করাইয়া ঐ বইগুলি তাঁহাকে দিয়া বিতরণ করাইতেছি। তিনি ক্রোড়পতি, এই গরিবের কথা রাখিলেন বলিয়া, ভগবান তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করুন। যাঁহারা আমার প্রথম খণ্ড, (দাম ছয় টাকা ; এখন দাম ছয় টাকা বার আনা) লইয়াছেন তাঁহাদিগকে এই দ্বিতীয় খণ্ড আমি প্রায়, অর্দ্ধ মূল্যে, (তিন টাকা বার আনাতে) দিতেছি এই সঙ্কল্প করিয়া, (এবং লোকদের বলিয়াও) যে এই দাম, কম করার পুণ্য যেন দানবীর শ্রীবিড়লাজীর হয়।

যে সব স্বনামখ্যাত মনীষিগণ আমার দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা, পাঠাইয়াছেন, (সুন্দর সেইসব সমালোচনা যাহা অভিমত পুস্তিকায় দৃষ্ট হইবে), তাঁহাদের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ঋণী রহিলাম। ইঁহাদের অনেকের সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই ; তবুও যে তাঁহারা অজানা একজন গ্রন্থকারকে সাহায্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মহত্বের পরিচয়। আরও অনেক প্রশংসা পত্র আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে আগত পত্রগুলিতেই ৫০ পাতা ভরিয়া গেল দেখিয়া, খরচ আর বাড়াইতে পারিলাম না। বইগুলি বাঁধাইয়া ফেলিলাম। পরে আসায়, অনেকগুলি বিখ্যাত মনীষির পত্র বাদ পড়িয়া গিয়াছে ; এ গরীবকে তাঁহারা যেন ক্ষমা করেন। ঐ পত্রগুলি পরে মুদ্রিত করাইব।

যে পুস্তকগুলি হইতে উদ্ধৃতি লইয়াছি সেইপুস্তকগুলির গ্রন্থকারদিগের, প্রকাশকদিগের ও মালিকানা সত্ত্ব যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। মূল গ্রন্থগুলির প্রকাশকদিগকে, আমাদের বইখানা এইভাবে সেবা দিবে যে তাঁহাদের গ্রন্থগুলির বিক্রয় বাড়িবে।

মাননীয় শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ মহাশয়ের মহৎবংশে জন্ম। তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ও মহাপ্রাণ। তিনি বই দুইখানিতো কিনিয়াইছেন ; তাঁহার Personal Assistant মহাশয়কে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আমার কামনা জানাইয়া অনুরোধ লিপি পাঠাইবামাত্র, তিনি বিনা শুল্কে আমার বইয়ের বিজ্ঞাপন তাঁহার বাংলা কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের বই সম্বন্ধে দুই এক কথা পাঠকদের কৃপা দৃষ্টি পাইতেএখানেউপস্থিত করিলাম, নিজে নিজের গুণগান করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ঘৃণা বোধ করি। বিদ্বান মনীষি সমালোচকেরা আমাদের লেখা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই জানান হইল। তবুও সঙ্কোচ বোধ করিতেছি বলিয়া বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমরা ভাষায় ও ভাবে কোথাও জটিলতা ও অবোধগম্যতা রাখি নাই, শাব্দিক-অনুবাদ দিয়া কঠিন স্থান গুলিতে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করি নাই, গোঁজামিল ও কষ্ট কল্পনা চালাই নাই, অনুবাদ গুলিতে যাহা শ্লোকে নাই এরূপ মনগড়াকথা প্রবিষ্ট করাই নাই, বা উচ্ছ্বাসের আবরণ দিয়া রচনাটাকে তথ্য-কথিত সুন্দর করিতে ও স্ফীত করিতে চেষ্টা করি নাই। আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা সমূহ সহজ বুদ্ধি সঙ্গত, ও সঙ্কীর্ণতাহীন ভাবে ও সরল ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। কোথাও, পূর্ব্বে কোন্ শব্দের কি অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই, সুবিধা মত অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নাই। অনেক স্থলে আমরা নিজেরা কূট প্রশ্ন তুলিয়াছি, এবং যুক্তির দ্বারা (অনেক স্থলে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা) তাহার সমাধানও করিয়াছি, ইহারও মনীষীবৃন্দেরা উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার অনেক স্থলে মনে হইবে, যেন সঙ্গতি নাই বা যেন বোধগম্য কোনই অর্থ দিতেছে না। অনেক টীকাকার এসবের কোনই সমাধান করেন নাই, মাত্র শাব্দিক অনুবাদ দিয়াই ছড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু গীতা-মার অসীম কৃপায়, এরূপ প্রত্যেক স্থল, আমরা যত্ন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি। আমাদের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে (এবং তাহা সকল স্থলে দেখানও হইয়াছে) যে গীতায় যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাপছাড়া অর্থ লক্ষিত হইবে, সেখানে একাধিক অর্থ মিশ্রিত রহিয়াছে জানিতে হইবে, এবং তাহারা কি কি তাহা বুদ্ধি লাগাইয়া বাহির করিতে হইবে। আর, আর একটি কথা, ইহা আমরা বারবার বলিয়াছি, যে প্রায় সকল স্থলে গীতা-মা নিজেই অর্থ বলিয়া দিয়াছেন, সেই শ্লোকের সামান্য কিছু পূর্ব্বে, বা সামান্য কিছু পরে। আর একটা কথা, গীতা অসাম্প্রদায়িক, ও ইহা সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বকালিক। বুদ্ধি লাগাইয়া পড়িলে, উহা তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হইবে।

আমি যখনি কোন নূতন পুস্তক পাই ও পড়িতে ভাল লাগে, তখনই তাহার বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি ও ভাবগুলি analysis (বিশ্লেষণ) করিতে আরম্ভ করি ও তাহা লিখিয়া লই, এই দেখিতে যে বইখানাতে সঙ্গতি আছে কি না। গীতার বেলাতেও উহা ভাল লাগিবা মাত্র, উহার শব্দগুলি (যথা ব্রহ্ম, প্রকৃতি, অক্ষর, প্রবৃত্তি, যজ্ঞ, অব্যক্ত, আত্মা, মায়া, সন্ন্যাস, যোগ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি ত্রিংশাধিক শব্দ) ইহাদের এক একটি লইয়া, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে যে যে শ্লোক গুলিতে ঐ শব্দগুলি রহিয়াছে উহা লিখিয়া ফেলিতে আরম্ভ করি। দেখিলাম সুন্দর এ বইটি. কোথাও অসঙ্গতি নাই, প্রতিটি তত্ত্ব ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, "অরুন্ধতী দেখানর" মত। বইখানির উপর আমার অনুরাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ তালিকাটি করিতে বেশ খাটিতে হইয়াছে। ঐ তালিকাটি যদি মুদ্রিত করা হয় তো একখানি ছোট reference পুস্তক হয়। বড়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃপ্তি পাইলাম দেখিয়া যে, পণ্ডিত প্রবর ড': রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সুন্দর সামলোচনায় এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন "গ্রন্থকার আরও এক কাজ করিয়া পাঠকদের উপকার করিয়াছেন। তিনি বহু বিশিষ্ট শব্দ (যথা পুরুষ ইত্যাদি) কতবার কোথায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সূচী দিয়াছেন, এই সবের দ্বারা ব্যাখ্যার উপাদেয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

আরও একটি কথা জানাইতে চাই, কোথাও আমাদের লেখার প্রাধান্য দিই নাই, যেখানে যেখানে, আমাদের মোটা বুদ্ধি প্রসূত অর্থ বা ব্যাখ্যা দিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে অন্য টীকাকার দিগের অর্থ ও ব্যাখ্যান সমূহও দিয়াছি। বিশেষ করিয়া, ভাল যেখানে যেখানে পাইয়াছি, সেই ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার উদ্ধৃতিতে দিয়াছি, চুরি করিয়া নিজের ব্যাখ্যায় চালাই নাই। একটু দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে দুই চার জনের নহে, অনেকের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, নিম্বার্ক, যোগ, বৈষ্ণব, ইত্যাদি, যিনি যে সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা চাহিবেন তিনি তাহা পাইবেন। আমাদের এ পুস্তক সকল সম্প্রদায়ের সেবায় আসিবে। আমাদের এই গীতার একটি উদ্দেশ্য, ঋষিপ্রতিম, ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যা সমূহ এক জায়গায়, উপস্থিত করা। ইহার জন্য গীতা সম্বন্ধীয় ৬০ খানার উপর বই পড়িতে হইয়াছে। অনেক বই আর পাওয়া যায় না অনেক দাম দিয়া সেগুলি জোগাড় করিতে হইয়াছে। এতগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকার ও কথামৃত, Bible, Imitation of Christ বশিষ্ঠ গীতা ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পুস্তকের ও প্রাচীন উপনিষদ সমূহের ও মহাভারতের reference দেওয়া এরূপ কোন পুস্তক আমাদের যতদূর জানা ভারতবর্ষে বা বাহিরে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তবুও দুঃখ রহিয়া গেল যে উপনিষদ ও মহাভারতের উক্তি সমূহ, পুস্তকে অনেকটা স্থান লইবে ও বইয়ের ছাপানোর খরচ অনেকখানি বাড়িয়া যাইবে, এবং সেই জন্য দাম ও বাড়াইতে হইবে বলিয়া পূর্ণ ভাবে মুদ্রিত করা হইল না; reference মাত্রই দেওয়া হইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে, এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক. আমাদের গীতা একাধিক শ্রেণীর পাঠকদিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যাঁহাদের গীতা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে কি বলা হইয়াছে, জানিতে চাহেন, প্রতি অধ্যায়ের "বিবৃতি" পাঠে ইহা তাঁহাদের জানা হইবে, আর পরিপ্রশ্নমালা ও অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোকগুলি কর্ম্মমূলক, কোন্ শ্লোক ভক্তি মূলক ও কোন্ শ্লোক জ্ঞান মূলক ও কোন্ শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়া রাখা উচিত, এই সবের নির্দ্দেশ, তাহাদের জন্য অধ্যায় গুলির শেষে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে সক্ষম, তাঁহারা অধ্যায়ের ভূমিকা, শ্লোকগুলির ভূমিকা, কঠিন শব্দগুলির অর্থ, এবং ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সমূহ অনুবাদ পড়িবেন; বহু নূতন কথা পাইবেন। যাঁহারা আরও ব্যাপক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রকৃষ্ট আলোচনা ও গবেষণা চাহেন, তাঁহারা আমাদের মৌলিক ও নূতনতর ব্যাখ্যা সমূহ ও গীতার উপর লেখা ষাট-খানা টীকাও পুস্তকাদি হইতে ও কথামৃত ইত্যাদি হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহ ও উপনিষদ, মহাভারত ইত্যাদির reference সমূহ দেখিবেন। গবেষকেরা এতগুলি টীকা একত্রে পাইয়া বাছাই ও যাচাই করিবার সুবিধা পাইবেন, ও মূল টীকাগুলি পড়িবার প্রেরণাও পাইবেন।

অধ্যায়গুলি কেন ধারাবাহিক ভাবে লওয়া হইতেছে না, তাহার কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। খাপছাড়া ভাবে অধ্যায়গুলি পড়িবার যে বিশেষ অন্তরায়, অর্থাৎ তাহাদের ভিতর যে ক্রমিক ভাব ও পারস্পরিক যোগ রহিয়াছে, তাহা ফুঠিবে না সেই অন্তরায়, অপসারণ করা হইয়াছে, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে 'অধ্যায় সংযোগ" নামক একটি বৃহৎ ও বিশেষ প্রবন্ধ দিয়া ; যাহাতে মৌলিক ভাবে, এবং নানা টীকা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া, অধ্যায়গুলির সংযোগ বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অধ্যায় গোড়াতে পড়িতেই হইবে, এবং তখন এ প্রবন্ধ পড়িতেই হইবে ; উহা পড়া হইয়া যাইলে, খাপছাড়া ভাবে অধ্যায়গুলি পঠিত হইতে থাকিলেও পাঠকের কোনও অসুবিধা থাকিবে না।

মাত্র শাব্দিক অনুবাদ পড়িলে, (যাহা আজকাল চারি আনাতে পাওয়া যায়) বা কেবল একখানি বই পড়িলে (যাহা প্রায়ই সাম্প্রদায়িক হয় ও যাহাতে উদার বা ব্যাপক দৃষ্টি থাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভব হয় না, এরূপ বই পড়িলে) গীতা পড়া হয় না, সেইজন্য অধিকারী ভেদে স্তর বিভাগ, মৌলিক আলোচনা, ও মহাজন-দিগের প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়া, আমরা সকল রকম চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বিনীত অনুরোধ, পাঠক প্রথমে শ্লোকের অর্থ নিজে বাহির করিতে যেন চেষ্টা করেন, তাহার পর টীকাদি দেখেন তাহার পর আমাদের ব্যাখ্যা দেখেন, তাহা হইলে আমাদের বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবেন। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, উপর উপর ভাবে না পড়িয়া, পাঠকেরা যেন তন্ন তন্ন ও পক্ষপাত শূন্য ভাবে আমাদের বইগুলিকে পরীক্ষা করেন—সেই সব স্থানগুলিকে বিশেষ করিয়া, যেখানে আমরা অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছি।

এইবার আমাদের সিদ্ধান্তগুলির কথা বলিয়া ফেলিতে চাহি, কারণ জীবন তো শেষ হইয়া গেল, বলিবার আর অবকাশ পাইব না। আমরা মূর্খ, মূর্খের সিদ্ধান্তগুলিকে, পণ্ডিতেরা যেন কৃপার চক্ষে দেখেন ও মূর্খকে ক্ষমা করেন।

(১) আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বার বার বলিয়াছি এবং এখানে আবার বলিয়া লই, গীতার লক্ষ্য মানুষকে, গুণাতীতত্বে লইয়া যাওয়া, ইহা গীতা প্রতিষট্‌কে বহুবার ঘোষিত করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় গীতার লক্ষ্য এবং গীতার মৌলিকত্ব, এই গুণাতীতত্ব। (এই বাক্যটিকে সাধারণ অর্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন না লওয়া হয়।) কি চমৎকার ভাবে, আর মাত্র, চারটি কথায় (নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম, আত্মবান ১২।৪৫) গীতা গোড়াতেই এই গুণাতীতত্ব কী তাহাও বলিয়াছে। নির্দ্বন্দ্ব কথায় সমদর্শিতা ও মনে সাম্য ভাব রাখা আসে। সাম্যভাব রাখা গীতার একটি মূল নির্দ্দেশ ইহাই 'সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ২।৩৮) ; সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে (২।১৫) দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগত স্পৃহঃ (২'৫৬) এবং আরও বহু বহু শ্লোকে। নিত্য-সত্ত্বস্থ কথার ভিতর, ঈশ্বরে স্থিতি পাওয়া ও শরণাগতিতে থাকা আসে, যাহা ২।৫৯, ও ৬১, ও পরের অধ্যায়গুলির বহু শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ; (আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে, এই ২।৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নিত্যসৎত্বস্থর ব্যাখ্যা দিয়াছি)। নির্যোগক্ষেম শব্দের ভিতর সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস, যাহা ২।৫৭, ৩।১৭, ১৮, ষষ্ঠ অধ্যায়, ও আরও বহুস্থলে। আর আত্মবান শব্দের ভিতর, নিজের ভিতর ঠিক থাকা, অর্থাৎ দেহ মন বুদ্ধির সম্যক সংযম আসা, যাহার উপর স্থিতপ্রজ্ঞার শ্লোকগুলিতে ও গীতার প্রায় সকল অধ্যায়ে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ২।৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা এই শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছি। ইন্দ্রিয় সংযমের উপর এত জোর দেওয়া, আমাদের দেখা কোনও পুস্তকে নাই। স্থিতপ্রজ্ঞার ১৮ শ্লোক উপরিউক্ত চারিটি কথার ব্যাখ্যা।

(২) কর্ম্ম সন্ন্যাস গীতার মান্য নহে। গীতা গৃহীর দ্বারা গৃহীকে কথিত হইয়াছে। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষি নর ও নারায়ণের, নারায়ণ কথিত "প্রবৃত্তি ধর্ম্ম", (প্রবৃত্তি এখানে পারিভাষিক শব্দ) উহাই গীতার ধর্ম্ম, ঋষি নর, নারায়ণ ভগবানের অবতার, ভগবানের যোগ মূর্ত্তি। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ঋষি নর ঋষি নারায়ণ বলিয়া বহু শাস্ত্রে স্বীকৃত। খুবই সম্ভব ভগবৎ মূর্ত্তি ঋষি নারায়ণ কথিত, গৃহীর সেই "প্রবৃত্তি" ধর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে দেখাইতে ঐ ঋষিদ্বয় অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে আসিয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই আরও অনেক কাজের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন (৪।৭ শ্লোকের আমাদের টিপ্পনী দেখুন)। এই প্রবৃত্তি ধর্ম্মের মূল কথা, সংসারে থাকিয়া রাগ দ্বেষ রহিত নিষ্কাম ভাবে সহজাত ধর্ম্মপালন করা ; (সে সহজাত ধর্ম্ম যেরূপই হউক না কেন) (২।৩৩, ৩ ৩৫, ১৮।৪৬, ৪৭) ও নির্লিপ্তভাবে কর্ত্তব্য সমূহ করিতে থাকা এবং যখন পথ খুঁজিয়া পাওয়া, নিজ পুরুষকারে, নিজ বুদ্ধি বা সামর্থে কুলাইবে না তখন অকপট ভাবে "মামেকং শরণং ব্রজ" হওয়া। এই নারায়ণীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলন।

(৩) গীতার দৈনন্দিন কর্ম্ম, সহজাত ধর্ম্ম পালন। কেন,— তাহার ব্যাখ্যা আমরা বহু স্থলে দিয়াছি। স্বধর্ম্মের অর্থ সহজাত ধর্ম্ম, ইহা রাগ দ্বেষ বিহীন ভাবে পালনীয়। ইহা সহজ পাল্য।

(৪) কর্ম্মের অর্থ, কর্ম্মযোগে কৃত কর্ম্ম লইলে "জ্ঞান-কর্ম্ম, সমুচ্চয় হয় না ইহা গীতা কোথাও বলে নাই। বরং সমুচ্চয় হওয়াই উচিত, ইহারই নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, যথা চতুর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যায়ের শেষের শ্লোকগুলিতে, পঞ্চম অধ্যায়ের গোড়ার শ্লোক-গুলিতে এবং অন্যান্য বহু স্থলে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনই মহান দৃষ্টান্ত। তিনি একাধারে মহান কর্ম্মী ও মহাজ্ঞানী ছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আচার্য্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ, ইঁহাদের জীবনও, মহান দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের ছোট্ট জীবনে কত কাজই না তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। গীতা বলিতেছে, জ্ঞান, কর্ম্মও ভক্তির সমন্বয় হওয়া উচিত (৪।৪২)। অদ্বৈতবাদী প্রসিদ্ধ টীকাকার রামকণ্ঠও এইরূপ নিজের অভিমত দিয়াছেন। আত্মারামেরা সাধারণতঃ কর্ম্মে নামেন না, ইহা ঠিক; কিন্তু সেখানে কর্ম্মের অর্থ বৈদিক কর্ম্ম, যোগের কর্ম্ম নহে। তাঁহারা ঐরূপ ; কারণ তাঁহারা নির্যোগক্ষেম, তবুও অনেকেই, লোক সংগ্রহার্থ, অর্থাৎ যাগযজ্ঞ পূজাদির দৃষ্টান্ত স্থাপনার্থ, কর্ম্মে নামিতেন, শ্রীকৃষ্ণের মত।

(৫) গীতার চিত্তশুদ্ধি "আমি ও আমার ত্যাগ", এই ত্যাগই ত্যাগ। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "তাগী তাগী" (অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী) বলিলে, গীতা গীতা বলা হয়। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ঊর্দ্ধ মূলং শ্লোকের অর্থ আমরা এইরূপ লইয়াছি যে অভদাত্মকত্ব অস্ত্রের দ্বারা কর্ম্মফল বৃক্ষের গোড়া কটিয়া দিতে হইবে।

(৬) গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়ার কথা। বিনশ্বর "কাঁচা" আমি ও অবিনশ্বর আত্মার ভেদ নির্দ্দেশ করা। উদ্দেশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা আজ আছে, কাল নাই এরকম "কাঁচা আমির" প্রতি আত্মার যেন টান না হয়, যেন তদাত্মকত্ব না আসে। ইহাই আত্মানাত্ম বিবেক।

(৭) গীতার ব্রাহ্মী স্থিতি—বিহায় কামান্ যং সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ, নির্ম্মমো, নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।

(৮) কুস্তিগিরকে মাংসপেশীগুলিকে পরিপুষ্ট রাখিতে, তাহার প্রতিদিনই একটু কুস্তি করা প্রয়োজন, গীতারও নির্দ্দেশ—চিত্তস্থৈর্য্যকে পরিপুষ্ট রাখিতে, প্রতিদিন একটু ধ্যানে বসা সেইরূপই প্রয়োজন জানিবে। (ষষ্ঠ অধ্যায়)।

(৯) ভগবান কর্ম্মকে, নিঃস্বার্থ ও ভগবৎ স্মরণে করা কর্ম্মযোগে, ভক্তিকে অনন্যশরণ নিষ্কাম ভক্তিযোগে, এবং জ্ঞানকে মতবাদ-নিরপেক্ষ জ্ঞানযোগে (যথা বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানে, যেখানে "বাসুদেব" পারিভাষিক শব্দ) উন্নীত করিয়াছেন। চিত্তস্থৈর্য্যকেও কর্ম্মযোগে রাখিয়াছেন। জ্ঞানের practical side কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগও তদাত্মকত্ব পরিহারই ব্রাহ্মীস্থিতিতে থাকা।

(১০) নিরীশ্বর ও প্রকৃতি-পুরুষবাদী সাংখ্যদর্শনের দোষ ত্রুটি —(যথা, ঈশ্বরহীনতা আনা, প্রকৃতি পুরুষ নিজেরাই মিলিত হয় বলা, ও বহু পুরুষের জন্য তদ্রূপ বহু নহে, মাত্র একটি প্রকৃতি রাখা) এই সব দোষ ত্রুটি বাদ দিয়া, পরিমার্জিত রূপে ভগবান উহাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১) মীমাংসকদিগের মতে যজ্ঞার্থে কৃত কর্ম্মে, কর্ম্ম-বন্ধন হয় না। ভগবান তাহাকে মার্জ্জিত করিয়া বলিলেন, সর্ব্ব কর্ম্ম, এমন কি যজ্ঞ "মুক্তঃ সঙ্গঃ সমাচর।"

(১২) অনেকে বলেন শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল, তিনিই বলিয়াছেন, তিনি যজ্ঞেশ্বর "অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ ; অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাম্ ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"। যজ্ঞ চিত্ত-শুদ্ধিকর, বার বার তিনি ইহা বলিয়াছেন, তিনি ইহাকে "ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং" ইত্যাদি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কারণ তাহাতে সমাধি আসে না।

(১৩) শাস্ত্রাজ্ঞা পালন, করিতেই হইবে, কিন্তু শাস্ত্র কি ? ইহা কঠিন প্রশ্ন। গীতা তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, "ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্ত ময়ানঘ (১৫ ২০)। শঙ্করও উহা খোলা মনে মানিয়া লইয়াছেন। আর উহা সেই অধ্যায়ের শেষ কথা, যেখানে সেই অতীত হইতে বিবর্দ্ধমান কর্ম্মফল বৃক্ষকে অতদাত্মকত্ব অস্ত্রে কাটিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

(১৪) ব্রহ্ম, ঈশ্বরঃ (অর্থাৎ ভগবান) ও পরমাত্মা সব একই। তবুও, বোধহয়, বুঝিবার সুবিধার জন্য, গীতা ঈশ্বরকে (পুরু-ষোত্তমকে) (১৫।১৬—২০) (১৪।২৭), নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উপর রাখিয়াছে।

(১৫) পথ হিসাবে, অব্যক্তের পরিচিন্তন, খুব বড় জিনিষ হইলেও "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" বলিয়া, গীতা সগুণ ভগবানের

2

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনায় যেন বেশী মূল্য দিয়াছে, এবং তাঁহার উপাসনা কিরূপে করিতে হয়, তাহাও কয়েক স্থানে বলিয়াছে।

(১৬) গীতা কিরূপ practical তাহা গোড়াতেই এবং বহু-স্থলে দেখা যায়। জ্ঞানে, কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ, অর্জ্জুনের নিকট উপনিষদের এই বড় কথা না আওড়াইয়া, ভগবান সোজা বলিয়া দিলেন শোকাদি এ সব সহ্য করিতেই হইবে। (২।১৪) জ্ঞানী বশিষ্ঠ, জ্ঞানী ব্যাস, এমন কি স্বয়ং মহাযোগী মহাদেব, তাঁহারাও শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই শোক, মোহ, যেখান হইতে আসে সেই তদাত্মকত্ব, পরে তিনি ধীরে ধীরে, অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিলেন, সেই অরুন্ধতী দেখানর মত। আরও দৃষ্টান্ত "অভ্যাস করিতে থাক" এইরূপ বহু practical নির্দ্দেশ গীতায় ভগবান দিয়াছেন।

(১৭) ভগবানের, সকল মতবাদ-নিরপেক্ষ, বিশ্বরূপ, আমরা গীতাতেই, তাহা পাইলাম ; তাহা "কাল", তাহা মৃত্যু। আমরা একাদশ অধ্যায়ে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

গীতা সগুণ ঈশ্বরকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দেয় নাই। সগুণ ভাবে, এবং অনেকের তাহাতেও হয় না, তাঁহাকে মূর্ত্ত ভাবে, না ভাবিয়া মানুষ যে থাকিতে পারে না। ভগবানের পুরুষোত্তম বিভাবের বিশেষ মান্য আমরা গীতাতে পাই।

(১৮) দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এবং বিশেষ করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে, ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে প্রকৃতির ত্রিগুণ দুইরকম ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের নিকট তাহাদের সত্তা জানায় :—(১) কোন কোন গুণ আসিয়া পড়ে "আগন্তুক" ভাবে,—যথা উহা ছিল না হঠাৎ উদ্ভুত হইল। কাল যাহাতে রাগ করি নাই, আজ তাহাতে রাগান্বিত হইলাম। ইহা আহার, সঙ্গ ইত্যাদির প্রভাবে হয়। আর (২), পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে প্রারব্ধে প্রাপ্ত, কাম, ক্রোধ; ইহারা সহজাত ভাবে থাকে, আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে। প্রথমটীর দমন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহ ইন্দ্রিয়-সংযম এবং রাগদ্বেষকে দূরে পরিহার করিলে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টীকে দূর করা কঠিন; তাহার উপায়, মাত্র ভগবানের শরণগতি। ইহা আমরা যথাস্থান সমূহে আলোচনা করিয়াছি। "প্রকৃতি করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার?" "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে," এসব বাহানা যেন না তোলা হয় তাই গীতা পরিষ্কার ভাবে চক্ষু খুলিয়া দেওয়ার উপায় বলিয়া দিয়াছে।

(১৯) বহু বহু কাল হইতে যথা বেদের সময় হইতে, কোন্ সময়ে মরিলে দেবযান প্রাপ্তি ও কোন্ সময়ে মরিলে পিতৃযান প্রাপ্তি ঘটে, তাহার বর্ণনা চলিয়া আসিতেছে। ভীষ্মের ইহার উপর খুবই বিশ্বাস ছিল। কৃষ্ণ, বোধহয় সেইজন্য, ঐরূপ বিশ্বাস মূল্যহীন বলিয়া ভাঙ্গিয়া দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার এই বিষয়ে একটি ছোট্ট উক্তিতে তাঁহার মনের কথা বেশ টের পাওয়া যায়। সেই উক্তিটি "নৈতে-সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন, তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন (৮।২৭)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২০) গীতার শেষের শ্লোক কয়টি চমৎকার। ইহারা ১৮।৪৫ হইতে ৫৮ এবং ৬০,৬১,৬৫,৬৬ শ্লোক। ইহারা গীতার নির্য্যাস, গীতার নিজের দেওয়া recapitulation। গীতার সব শ্লোক যেন এই গুলিতে আসিয়া গিয়াছে। সংন্যাস অর্থে কাম্য কর্ম্ম ফল ত্যাগ তো বটেই গীতার Schemeএ ইহা কর্ম্ম ভগবানে নিবেদন করা; ইহা কর্ম্মফল ত্যাগ, ইহা সর্ব্ব সঙ্কল্প সংন্যাস, ইহা কর্ম্মত্যাগ নহে। ব্রহ্ম অর্থে ব্রাহ্মী স্থিতি। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি পরমা অর্থাৎ সাধারণ ভাবের নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি নহে। ইহা "অকর্ম্ম ভাবে" আত্মসমর্পণ ভাবে, কর্ম্ম করায় দক্ষ হওয়া। (আমাদের ঐ অধ্যায় দেখুন) ৬১,৬২,৬৫, ও ৬৬ শ্লোকের তো তুলনা নাই।

(২১) আমাদের মনে হয় (ইহা হয়তো মূর্খের মনে হওয়া) প্রাচীন উপনিষদে পরমাত্মা শব্দ নাই। পরমাত্মা অর্থে, এবং আরও অনেক অর্থে, জীবাত্মা অর্থে তো বটেই, আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; একটু বুঝিয়া পড়িলে, কোন গোল বাধে না। কিন্তু ক্রমে ইহা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সাধারণের দ্বারা আত্মা শব্দ জীবাত্মা অর্থে গৃহীত হইতে থাকায়, শাস্ত্রে যেখানে আত্মা, পরমাত্মা ভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে, সাধারণে সেখানেও আত্মা অর্থে জীবাত্মা লাগ'ইতেছেন, যথা "অহম্ আত্মা গুড়াকেশ"। যাহাকে সাধারণতঃ "জীবাত্মা" বলা হয়, বোধ হয়, তাহারই জন্য গীতায় দেহী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে গোল না বাধে। বুদ্ধি, মন, নিজ (যথা আত্মনা = নিজের দ্বারা) এইরূপ নানা অর্থে গীতায় আত্মা শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং পরমাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমাত্মা শব্দও গীতাতে দুই এক স্থলে আছে। অহমাত্মা গুড়াকেশ, গীতার এই বাক্য লইয়া, জ্ঞানবাদীরা বিঘোষিত করেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে জীবাত্মা বলিয়াছেন। তাহাই কি? উহা দশম অধ্যায়, বিভূতি যোগ। এই অধ্যায়ে যে শ্রেণীর যাহা শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে "তিনি তাহাই" বলিয়াছেন, যথা হস্তীদিগের ভিতর তিনি ঐরাবত, বা, যথা, দ্যুতম্ ছলয়তামস্মি। সেইরূপ এই দেহ মন বুদ্ধি ও জীবাত্মার জীবন্ত সংঘাতের উপাদান সমূহের ভিতর তিনি জীবাত্মা, এই বলাতে এমন কি বিশেষ কথা বলা হইল, যাহাতে জ্ঞানবাদীরা এত আনন্দ পাইয়াছেন। তিনি নিজেকে ঠগ্-বিদ্যা পাশা খেলাও তো বলিয়াছেন।

(২২) আর এক কথা (হয়তো ইহাও মূর্খের ধারণা) গীতা জীবাত্মাকে ও পরমাত্মাকে এক করে নাই। কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরাবৃত জীবাত্মা, উহা সসীম-কিছু, নানা যোনিতে প্রবেশ করিতে, নানা জীব দেহে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, গীতা পরিষ্কার ভাবে ইহা বহুস্থানে বলিয়াছে, যথা ২।২২;৬ ৪২;৯।৭; ২০,২১; ত্রয়োদশ অধ্যায়; ১৪।৩;৪;১৫।৭—১১, ইত্যাদি পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী তাঁহার নড়িবার চড়িবার স্থান কোথায়? জীবাত্মা সম্বন্ধে নানা দার্শনিক theories আছে। আমরা নিজেদের গীতার ভিতর রাখিলাম।

(২৩) গীতা জগৎকে উড়াইয়া দেয় নাই, সপ্তম অধ্যায় এবং বহু অধ্যায় তাহার প্রমাণ। কঠোর বৈদান্তিকদের কথা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর illusory, উহা সাত্ত্বিকা বা বিশুদ্ধা মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিফলন, এবং মায়াও illusory ; এবং মিশ্রিতা মায়ায় ব্রহ্মের প্রতিফলন বলিয়া, জীব বা জীবাত্মাও illusory,—এরূপ কথা সমূহ গীতায় দেখা যায় না।

(২৪) আত্মমায়া ও যোগমায়া, এই দুইটি কথা ছাড়িয়া দিলে গীতায় মায়া শব্দ মাত্র তিনবার আসিয়াছে—৭।১৪, ৭।১৫ ১৮।৬১ ; মহাভারতেও কয়েক স্থলে আছে, সাধারণ অর্থে। মনে হয় গীতার সময় ইহার ততটা প্রচলন ছিল না, যতটা ইহার এখন হইয়াছে। এখন তো অতি সাধারণ পুস্তকে প্রতি পাতায় ইহাকে পাওয়া যায়। মায়ার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মাপা। ভগবান নিজেকে বহু মাপাভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, অসীম সসীম হইয়াছেন! আত্মমায়া শব্দে, মায়ার পুরাতন অর্থ "শক্তি", (নিজ বিশেষ শক্তি), রহিয়াছে, যে শক্তি কোনও বিশেষ কারণে বাহির করা হয়, সব সময় নহে। ইহা সে শক্তি নহে, যে শক্তি জগতের সাধারণ ব্যবহারে কাজ করিয়া চলিয়াছে। আর যোগমায়া শব্দ এইভাবে বুঝিতে পারা যাইবে, যে ইহা যেন ভগবানের পরিচারিকা। ভগবানকে মুখ ফুটিয়া বলিতে হয় না, ভগবানের যাহা দরকার এই পরিচারিকাটি আগে হইতে তাহা জোগাড় করিয়া রাখে। রাস করিতে হইবে,—উহার পূর্ণাঙ্গভাবে যোগমায়া সব কিছুর যোগাড় দিল। প্রলয়ে সৃষ্টি ও পালনের সকল শক্তি (অর্থাৎ যাহাকে প্রকৃতি বলা যায় যাহা বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি,) ভগবানে লীন হইয়া যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগমায়া নিজের সত্তায় তখনও থাকে ; যোগনিদ্রা ভাবে ভগবানকে ঘুম পাড়াইয়া রাখে ; ঘুমের ব্যাঘাত না হয় এই জন্য সে সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। যোগমায়াই স্থির করে, ভগবানকে কতটা কাহার কাছে প্রকাশিত করাইবে। ভগবানের নিকট এই শক্তি সর্ব্বদা মোতায়েন থাকে। উপরিউক্ত কাজের জন্য, এবং প্রলয়ে সে লীন হয় না, সেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে সেইজন্য এবং উহা যেন যোগে অর্থাৎ ভগবানের ধ্যানের ভিতর বর্ত্তমান থাকে, ভগবানে যুক্ত থাকে সেইজন্য, মনে হয়, ইহাকে যোগমায়া বলা হইয়াছে। অন্য তিন স্থলে (৭।১৪, ১৫ ও ১৮।৬১) মায়ার যাহা অর্থ আমরা বুঝি তাহা ভগবানের উদ্বুদ্ধ শক্তি নহে, তাহা প্রকৃতির ত্রিগুণের সেই বৃত্তি, যে বৃত্তি আমরা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে পাই, যে বৃত্তি (রাজসিক ও তামসিক গুণ), আমাদের মোহে, ভ্রম-প্রমাদে, চিত্তের অস্থিরতায় ও বিষয়াভিমুখে রাখে, ঈশ্বরাভিমুখী হইতে দেয় না। ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে শ্বেতাশ্বতরে (মায়াং তু প্রকৃতিম্ বিদ্যান্ শ্লোকে). মায়ার অর্থ প্রকৃতিই ছিল, (আত্মকালঙ্কার মিশ্রিত-একটা অর্থ নহে)। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে গীতা—মা কঠিন শব্দের নিজেই অর্থ বলিয়া দেন, কাছাকাছি শ্লোকে। (৭।১৪,১৫) শ্লোকের ঠিক পূর্ব্বেকার দুইটী শ্লোকে (৭।১২,১৩) প্রকৃতির ত্রিগুণের কথা আসিয়াছে, কাজেই ৭।১৪ ও ১৫ শ্লোকে, মায়ার অর্থ গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ; এবং ঐ প্রকৃতি "মম" ইহা স্পষ্ট। কারণ একটু পূর্ব্বেই (৭।৪, ৫) ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইয়াছেন পরা প্রকৃতির মত অপরা প্রকৃতিও তাঁহার। এই অপরাতেই পড়ে ত্রিগুণযুক্ত উপাদানগুলি। মায়া আমাদেরই বৃত্তি, আমাদের কর্ম্মফলে উৎপন্ন। তবে ঈশ্বর প্রকৃতির স্বামী, মায়াধীশ প্রকৃতি তাঁহারই ইচ্ছা, তাঁহারই নিয়ম পালন করে, তাই তিনি বলিয়াছেন, মামেব যে প্রপদ্যন্তে," যে ঈশ্বরাভিমুখী হয় মায়ার দড়ির বাঁধন হইতে সে খালাস পায়। ১৮।৬১ শ্লোকেও মায়ার অর্থ এই ত্রিগুণ, যাহা তিন গাছা দড়ি বাঁধা ভাবে, (গুণের এক অর্থ দড়িও) আমাদের ভ্রামিত করাইতে থাকে। ঈশ্বর আমাদের হয়রান করাইবার জন্য, মায়া নামক একটা-কিছুকে পাঠান, তাহা নহে। ঈশ্বর এমন নিষ্করুণ নহেন। মায়া ঈশ্বরের দ্বারা পাতা ভ্রম জন্মাইবার ফাঁদ নহে, আর, কিছু-নয় এ জগৎ তাহাও নহে, যাহার অণু পরমাণুতে ঈশ্বর রহিয়াছেন (সপ্তম অধ্যায়)। ভেলকীর ভিতর ভেল্‌কীওয়ালা কি থাকে ?

এইখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, মায়া শব্দের অর্থে বহু বহু পরিবর্ত্তন হইতে থাকিয়াছে। ঋগ্‌বেদে ইহার অর্থ ছিল Supernatural power ও অথর্ব্ব বেদে Inherent Mystery, (Das Gupta)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও প্রশ্ন উপনিষদে এই শব্দটী মাত্র একবার আসিয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে, পরিষ্কার ভাবে দুইবার মাত্র ইহা আসিয়াছে, (১।১০ বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ ও ৫।১০ মায়াং তু প্রকৃতিম্ বিদ্যান্। বেদ হইতে উপনিষদে অর্থের পরিবর্ত্তন লক্ষিতব্য। পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে deceitful conduct; নাগার্জ্জুন ও লঙ্কাবতারে Sense of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

illusion, মায়ার এইরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়। গৌড়পাদই প্রথম "Worked out a system with the help of Maya doctrine. In Samkara, the word Maya is used in the sense of illusion, both as principle of creation as sakti (power) or accessory cause, and as phenomenal creation itself, as the illusion of world appearance (Dr. S. N. Das Gupta) History of Indian Philosophy Vol II)। শঙ্করের পর, অনুবর্ত্তীরা মায়ার অর্থ আরও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া দিয়াছেন, এবং ঈশ্বর বেচারীকে দোষী করিয়াছেন, যেন তিনিই মায়ার ভেল্কী দেখাইতেছেন ও মানুষকে ফাঁদে ফেলিতেছেন।

(২৫) জ্ঞান-বিজ্ঞান কথাটির আমরা নিজেদের এক ব্যাখ্যা দিয়াছি যাহা আমাদের সপ্তম অধ্যায়ে পাইবেন।

আমরা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যে সিদ্ধান্ত গুলিতে আসিয়াছি, দয়ালু পাঠকদিগের নিকট বারবার ক্ষমা চাহিতে চাহিতে তাহার কয়েকটা লিখিয়া ফেলিলাম। আমাকে ইহা লিখিয়া ফেলিতে অনবরতঃ উৎসাহ দিয়াছেন, এখানকার উদারচেতা কয়েকজন বিখ্যাত প্রোফেসার, যাঁহারা গীতায়, শাস্ত্র সমূহে ও দর্শনাদি শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত। তাঁহারা অনবরতঃ বলিয়াছেন, স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করিতে কেহই থতমত খান না, আপনি কেন খাইবেন ? কিন্তু আমি যে মূর্খ।

আমার বইয়ের অনন্যশরণতা ভাব, যদি চ তাহা আমি বিশেষ জোর দিয়া কোথাও প্রকাশ করি নাই, তবুও যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানবাদী, তাঁহাদের কয়েক জনের নিকট উহা বিরক্তিকর হইয়াছে। আমার কপালটা নিতান্তই মন্দ। জানিনা সকল জ্ঞানবাদী সাধু মহাজনেরা বইখানিকে কি চক্ষে দেখিবেন; তবে ভক্তিবাদী অনেক সাধু মহাত্মা ও বিশেষ করিয়া অনেক ভক্ত গৃহস্থ, আমাদের ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে আনন্দ পাইতেছেন, বেশ জোর দিয়াই তাহা জানাইতেছেন। অনুদার, পর-মত অসহিষ্ণু এবং আলোচনায় ক্রোধ প্রকাশ করা. অনেকেরই স্বভাব হয়, তবে দুঃখ পাই ইহাতে যে, বইগুলি প্রশংসা পাইতেছে ও কিছু কিছু বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া সূক্ষ্মভাবে অনেকেই নিন্দা করিতে ও গরীবের হানি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গীতার ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। বই কয়খানি কিনিবার বিনীত অনুরোধ জানাইয়া Reply Card সহ, বহু বহুবার পত্র লিখিয়াছি, অনেক গণামান্য লোকেদের ও অনেক নামী ধর্ম্ম-সংস্থা ও গ্রন্থাগারাদির সম্পাদকদিগের নিকট, কিন্তু Reply Card গুলি ফিরিয়া আসে নাই।

মুদ্রণের দামে Indian Press কিছু কম লইয়াছেন, ধন্য-বাদের সহিত এইখানে তাহার উল্লেখ করিলাম, কারণ উহা উল্লেখ করিতে আমি বাধ্য। উল্লেখের সহিত, এই Press এর Managing Director মহোদয়কে ও এখানকার Manager মহাশয়কে আমার আশীর্ব্বাদ দিলাম।

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজ (অধ্যক্ষ, Ramkrishna Mission, Lucknow) গুণগ্রাহী মহৎ লোক। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার আশ্রমের জন্য দুইসেট বই তো কিনিয়াইছেন, বই বিক্রয় করাইয়াও দিতেছেন। তাঁহার নিকট আমি অপরিচিত ছিলাম, তবুও তিনি যখন জানিতে পারিলেন, বাধ্য হইয়া বহু ভুল থাকা সত্ত্বেও আমি ছাপিতে order দি যাহাতে আর দেরী না হয়, তখন মহাপ্রাণ তিনি, নিজেই লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যদি কাশীতে থাকিতেন, আমার proof correction করিয়া দিতেন। তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, যে, মুদ্রিত ফর্ম্মা হইতে কিছু ফর্ম্মা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে, তিনি ভুল সমূহ 'চিহ্নিত' করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাঁহার নিজের অনেক কাজ থাকে, আর থাকে বৃহৎ ঐ লক্ষ্মৌ সংস্থার নানা রকমের শত শত কাজ ; কিন্তু তবুও আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া খুব খাটিয়া ভুল সব ঠিক করিয়া দিয়া সেইফর্ম্মাগুলি পাঠাইয়া দিলেন। আমি বিশেষ ভাবে তাঁহার নিকট ঋণী হইয়াছি।

Bibliography আর ছাপাইলাম না, অনেক পাতা খরচ হইবে বলিয়া। পাঠকেরা দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন। আরও অনেকগুলি, ছোট, বড়, বই পড়া ও তাহাদের হইতে note লওয়া হইয়াছে ; উল্লেখকরা যাইতে পারে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি ভারতী ভাগীরথী মহাশয়ের গীতা মাধুরিমা, ও স্বামী চিদ্‌ভবানন্দের বৃহৎ ইংরাজী পুস্তক, **Bhagavad gita.**

ডাঃ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য **M. A. Ph. D.** ব্যাকারণাচার্য্য, কাশীরাজ ন্যাস সংস্থার প্রাক্তন পুরাণ-গবেষক ও **Research**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Assistant, Varanasi Sanskrit University এবং ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য M.A. (Hon) Ph. D. (Lond) D. Litt. (Lin), Bar at Law, কাব্যতীর্থ, ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্য (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) ময়ুরভঞ্জ প্রফেসর, ও অধ্যক্ষ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়,—পরোপকারী এই দুইজন, এবারেও আমাকে ঋণী করিয়াছেন। বইখানি যখন মুদ্রিত হইতেছিল, ইঁহারা উহা যত্ন সহকারে পড়িয়া note লইয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ডের জন্য, তৃতীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই তিনটি অধ্যায় এক সঙ্গে বাঁধাইলে বইখানা বড়ই মোটা হইয়া যায় বলিয়া, মাত্র তৃতীয় অধ্যায়কে তৃতীয় খণ্ড করা হইল, ও মিলিত একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়কে চতুর্থ খণ্ড করা হইল। সকলেই সহজে কিনিতেও পারিবেন। যে দামে বইগুলি দেওয়া হইতেছে, তাহাতে সব বইগুলি বিক্রয় হইয়া যাইলেও ঘরের টাকা ঘরে আসিবে না। Cover, Binding ইত্যাদির খরচ ও কমিশন না ধরিয়াই, প্রতিখণ্ডে কত পৃষ্ঠা আছে, তাহা দেখিয়া, ক্রেতারা নিজ নিজ স্থানের প্রেসের নিকট হইতে, Composing, Printing, ও কাগজের দাম জানিয়া লইয়া, নিজেরাই হিসাব করিয়া দেখিতে পারেন, কত খরচ পড়ে। কেহ হয়তো বলিবেন, প্রতি পুস্তক হাজার খানা করিয়া কেন না ছাপান হয়? কিন্তু ঐ সংখ্যা কখনও কি বিক্রয় হইতে পারে? ইহাতো উপন্যাস নহে।

কিন্তু তবুও ইচ্ছা, যাঁহারা দ্বিতীয়, (দ্বিতীয় অধ্যায়), তৃতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও চতুর্থখণ্ড একসঙ্গে কিনিবেন, একুনে তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু কম দাম লওয়া হইবে। প্রথম খণ্ড. (প্রথম, পঞ্চদশ দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়) দান ও বিক্রয়ের পর খুব সামান্যই আছে।

যদি কোনও ধর্ম্ম প্রাণ পুরুষ. আমার দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫।৩০ খানা আমার নিকট হইতে সস্তায় কিনিয়া. তাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভক্তগণকে ও যাঁহারা ইহা পাইবার যোগ্য তাঁহাদিগকে ও ধর্ম্ম সংস্থা ও গ্রন্থাগারাদিতে বিতরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন আমার সহিত পত্র ব্যবহার করেন। আমি তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ড খুব সস্তায় দিব। আমি চাই ইহার প্রচার।

আমাদের নূতন ভাবে দেওয়া ব্যাখ্যাগুলি ও আমাদের সিদ্ধান্তগুলি কোন্ কোন্ পাতায় আছে, তাহা জানাইতে হিতৈষীগণের পীড়াপীড়িতে প্রথম খণ্ডের জন্য একখানি পাতা, ও দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য একখানি পাতা, বই ছাপানোর ও সেগুলি বাঁধানোর পর মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল, এবং যে বইগুলো, তখনও বিক্রয় হয় নাই, তাহাতে রাখিতে হইয়াছিল। ইহা করা আমি ভালবাসি নাই, কারণ আমি নিজেকে মোটেই প্রাধান্য দিতে চাহি নাই। এবারও বন্ধুগণের অনুরোধে ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। দয়ালু পাঠকগণ বই পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহা যেন দেখেন। পাঠকেরা পুস্তকের প্রতি অধ্যায়ে অনেক নূতন কথা, নূতনভাব পাইবেন। তবে মূর্খের কাজের দোষ সমূহ, সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি জরাজীর্ণ, বয়স ৭৭, হাত কাঁপে বলিয়া অন্যকে দিয়া লেখার কাজ করাই। এক চক্ষে তো দেখিতেই পাই না, অন্যটিও যাইতে বসিয়াছে, পেটের wind colic এ মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি—তবুও খাটিয়া চলিয়াছি, এই তীব্র ইচ্ছা লইয়া যে গীতার বাকী কয় খণ্ড যেন মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারি। যাবার সময় বহুদিন হইল হইয়াছে, বাঁচিয়া আছি বোধ হয় ঐ তীব্র ইচ্ছার জন্য, এবং "গীতা শেষ করিতে পারিবেন" আদর্শ-জীবন একটী মহাপুরুষের এই আশীর্ব্বাদের প্রভাবে।

আর একবার আমার বিনীত অনুরোধ জানাই। বই কেনা নহে, যাঁহারা আমার বই কিনিবেন বা কিনিয়াছেন, তাঁহারা যেন বইখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়েন, এবং টীকাগুলির সহিত আমার ব্যাখ্যাগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া পড়েন। বিরাট খাটুনীর দিকটাও যেন দেখেন, এবং চিন্তাশীলতার দিকটাও যেন দেখেন। সবটা সকলে যেন পড়েন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়।

B6/15 Pitambarpura, Varanasi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়। বিশ্বরূপ দর্শনযোগ।

(মুখবন্ধ)

(১) সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।

(২) সর্ব্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি,

(৩) সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্
বিশ্বং নারয়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্।

(৪) যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তে ঽপি বা
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।

(৫) নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমোঃ।

(৬) ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

(৭) রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

(৮) Come not in terrors, As the King of
Kings.
But kind and good, with Healing on
Thy wings.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৯) ভীষাঽস্মাদ্বাতঃপবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

(১০) মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃত্যাস্তে ভবন্তি।

(১১) যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।

এ অধ্যায়ে আমাদের নিজেদের যৎ সামান্য যাহা আছে, এ অধ্যায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই গুলিও সুধী পাঠকগণ যেন ভাল করিয়া পড়েন,আমাদের ইহা বিনীত অনুরোধ। এই তৃতীয় খণ্ডের নিবেদনে এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, তাহা যেন প্রথমে পড়িয়া লওয়া হয়। এই অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপের মতবাদ নিরপেক্ষ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানও করা হইয়াছে, তাহা, ভগবান তো বিশ্বরূপ অনেককে দেখাইয়াছেন, তবে কেন বলিলেন তিনি অর্জ্জুনকেই প্রথম ইহা দেখাইলেন ? বিবদমান টীকাকারদিগের আরও কয়েকটি সমস্যারও সমাধান করা হইয়াছে।

এ অধ্যায়ে আমাদের কাজের অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা—

ভূমিকার চার পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠা ৭ হইতে ১০, পৃষ্ঠা ১৫, ১৭, ২১, ২৩ (নিম্ন) ৩৩ (উপর) ৪৬ নিম্ন, ৪৮ উপর, ৫০, ৫২ মাঝখান, ৫৫, ৬১, ৬৬,৬৭, (অর্দ্ধেক), ৭১, ৭২ ও ৭৩ (অর্দ্ধেক) ৭৮, হইতে ৮৩, ৮৯ (নিম্ন), ৯৭ (উপর), ১০৫ উপর, ১১১, ১১২ (উপর) ১১৩ হইতে ১১৫, ১১৭ উপর, ১২৩, ১২৪ (উপর), ১২৫ মাঝখান, ১২৮ হইতে ১৩০, ১৩৫ হইতে ১৩৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

একাদশ অধ্যায়। বিশ্বরূপ দর্শন যোগ।

ভূমিকা ঃ

এই অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা আছে বলিয়া ইহার নাম বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। অর্জ্জুনের মুখে বিশ্বরূপের স্তুতি, দুইটি স্তবই কাব্য হিসাবে অতি সুন্দর ও ইহাদের বহুস্থান প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়। ইহা ছাড়া,—অধ্যায়ের নিহিত অর্থ ও আলোচিত সাধনা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করিবার বিষয়।

"ভগবানের এমন কি কি চিহ্ন থাকিতে পারে, যাহারা আমাকে আন্‌মনা থাকিতে না দিয়া, অনবরতঃ আমার চোখে ও মনে ঠেলিয়া আসিতে থাকিবে, যাহাতে আমি ভগবানকে না ভুলিয়া, সামান্য সময়ের জন্যও না ভুলিয়া, যাইতে পারি" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে, ভগবান তাঁহার অজস্র বিভূতির নাম করিলেন; জগৎটাই তাঁহার বিভূতি, যে জগৎ, ধারণা করা যায় না এত বৃহৎ। তবুও এই জগৎ তাঁহার ভিতর এক নগণ্য অংশে স্থিত। ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনের তীব্র অভিলাষ হইল সেই জগৎ স্রষ্টাকে, বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে দেখিতে। অর্জ্জুনের মনে হইল শ্রীকৃষ্ণই তো সেই জগৎস্রষ্টা, অর্জ্জুনের অভিলাষ কি পূর্ণ করিবেন না? নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই বিশ্বরূপ দেখাইলেন। কি দেখাইলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিসের পরে, কি হইল, শেষ কি?—এই অধ্যায় তাহার বিবৃতি দিয়াছে।

এ অধ্যায়ে শিখিবার অনেক কিছু আছে, দু একটা যথা, মৃত্যুই ভগবানের সকল মতবাদ নিরপেক্ষ বিশ্বরূপ। আর, ভগবান নিজে হাত দিয়া কিছু করেন না, তবুও সে কাজ হইয়া যায়, আমরাই করি,—করাটা কিন্তু হয় "নিমিত্ত মাত্র" ভাবে। তবুও শিখিবার বিশেষ কথা এই যে, সেইজন্য কর্ত্তাভাব যেন আমাদের মনে না আসে। আর শিখি শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই, অর্জ্জুনই করিয়াছিলেন, কিন্তু "কাল কবলিত" অর্জ্জুনের দ্বারা হয় নাই, যুদ্ধে যাঁহারা মরিয়াছিল, বাস্তবে তাহারা নিজেদের কর্ম্মফলে মরিয়াছিল, কর্ম্মফল-বিধাতা, ছিলেন যিনি অস্ত্র ধরেন নাই সেই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই তাহাদের 'মারিয়া' রাখিয়াছিলেন, অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র। আর শিখি, আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ ভাব, আর অনন্য ভক্তিই ভক্তি; এই অনন্য ভক্তিতে ভগবানকে উপলব্ধি করা কেন, তাঁহাকে মূর্ত্ত মূর্ত্তিতে যে মূর্ত্তিতে ভক্ত চায়, সেই মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া ও তাহাতে মিশিয়া যাওয়া, সবই সংঘটিত হয়। আর, ভগবানের ভক্ত সেই,—যে "মৎকর্ম্মকৃৎ, সঙ্গবর্জ্জিত ও নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু", ইহা যেন আমাদের মনে থাকে।

ভগবান পূর্ব্বেকার দশ অধ্যায়ে নিজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া, তিনি উৎপত্তি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রভব, তিনিই প্রলয়, ইহা বার বার বলিয়াছেন। সেই 'অন্ত' কিরূপ, তাহার পরিষ্কার চিত্র এখনও অবধি দেন নাই। তিনি কত রকমের তাহা জানাইয়া, এই শেষ জানান যাহা বাকী ছিল, তাহা ঠিক স্থলে জানাইয়া দিলেন। তিনি শুধু ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুক্ত নহেন, তিনি ভীষণ, আবার তিনি ভীষণও নহেন, তিনি মধুর। মধুরের অন্তরালে ভীষণ মূর্ত্তি, ও ভীষণের অন্তরালে মধুর মূর্ত্তি, ভগবান অতি যুক্তিযুক্ত সময়ে দেখাইয়া দিলেন।

কালের দুই অর্থ, সময় ও মৃত্যু, দুইই এই অধ্যায়ে আসে। অনন্ত কালের ধারা বহিয়া চলিয়াছে; জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, ভাসিয়া আসিতেছে; সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি, কালের ইহাই ধারা। কালে পুরাতনের ধ্বংশ না হইলে, নূতনের আগমন হয় না। নূতনকে আনিতে স্থান দিতে, কাল পুরাতনকে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

ভগবান যাহা বিশ্বরূপ বলিয়া দেখাইলেন, নিজেই তাহার নাম দিলেন 'আমি মৃত্যু'। ভগবানের শত শত চিত্র আমরা মনে আঁকি, শত শত বর্ণনা পাঠ করি, কিন্তু সবই আংশিক বর্ণনা; সকলের দ্বারা কোনটিই সত্য ও ক্রটি বিরহিত বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কিন্তু মৃত্যুই একমাত্র বিশ্বরূপ, যাহা সকলের দ্বারা স্বীকৃত। ভগবানকে স্বীকার না করিলেও চলে, কিন্তু 'মৃত্যু নাই' এ কথা বলিতে কেহই সাহস করিবে না। মৃত্যুই ভগবানের বিশ্বরূপ। জন্মকে প্রতিরুদ্ধ করা যায়, কিন্তু মৃত্যুকে করা যায় না।

ভগবানের কাছে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নাই। তাঁহার পরিকল্পনায় রহিয়াছে, এ যুদ্ধ ঘটিবে; এবং ভগবান যে উদ্দেশ্যে, এ পরিকল্পনা করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে, শুধু নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্। অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র না হইতে চায়, না হইবে শুধু নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে (১৮।৫৮)। তাহা ছাড়া, অর্জ্জুনকে (১৮।৬০) তাহার স্বভাব যুদ্ধ করাইবেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসল কথা, অর্জ্জুন কাহাকেও নিহত করিবে তাহাও নহে, পরিকল্পনায় পূর্ব্ব হইতেই সকলে নিহত হইয়া আছে। অর্জ্জুনের গৌরব বাড়াইবার জন্য, লোক চক্ষুতে অর্জ্জুনই যুদ্ধে সকলকে নিহত করিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্য অর্জ্জুনকে "নিমিত্ত" মাত্র করা হইয়াছে। অর্জ্জুন, বা কোন কর্ম্মের তথাকথিত কোন কর্ত্তার কর্তৃত্বাভিমান যেন মনে না আসে, অর্জ্জুনরূপী সকল যোদ্ধা যেন এই শিক্ষা মনে রাখে।

ভগবান তাঁহার বিশ্বরূপ কি তাহা দেখাইলেন, আর তাহার অর্থই বা কি তাহা জানাইলেন; আর জানাইলেন ভগবানে কি ভাবে স্থিতি পাওয়া যাইতে পারে। বিশ্বরূপ যেমন চূড়ান্ত বিভাব, এ জানানও তেমনি চূড়ান্ত জানান; তিনি বলিলেন, ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন, জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। মৎকর্ম্মকৃৎমৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গ বর্জ্জিতঃ, নির্বৈর সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। অন্য কোন ক্রিয়াদি দ্বারা নহে, মাত্র শুদ্ধা, নিষ্কাম ভক্তির দ্বারা, মানুষ যথার্থতঃ, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সমেত আমাকে জানিতে সমর্থ হয়; এ জানা যদি তেমন তেমন হয়, সে আপন ইষ্ট দেবতার পূর্ণরূপে আমাকে দেখিতেও পায়, ও সেই দেখায় তাহার নিজত্ব বিলুপ্ত হয়, তার আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হয়। ভক্ত নির্ব্বাণ-মুক্তি চাহে না, আত্মসমর্পণ করিতে চায়।

ভক্তি ষট্‌কের অধ্যায় গুলিতে আমরা পাইয়াছি স্মরণ কীর্ত্তন মনন, এই অধ্যায়ে পাইলাম আত্মসমর্পণ। মৎকর্ম্মকৃৎ = কর্ম্ম, মদ্ভক্ত = ভক্তি, সঙ্গবর্জ্জিত নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু - সাম্যভাব = জ্ঞান। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, তিনের মিলন ঐ শ্লোকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যামুন মুনি। একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তি লাভের পক্ষে ভক্তিই একমাত্র উপায়, কীর্ত্তিত হইয়াছে।

Gandhi Desai. This discourse is a favourite with the Bhaktas. Here there is no argument, there is pure poetry. Its solemn music reverberates in one's ears, and it is not possible to tire of reading it again and again.

Krishna Prem. (Many have thought this seeing the Cosmic Form) to be the final Goal, beyond which naught remains. If that were so, the Gita would have ended with this chapter; never the less, he who has seen this Vision, has attained to the third stage called by the Buddhists অনাগামিন, whence but one stage remains to tread. (Krishna Prem, then explains, the meaning of অনাগামিন)

Modi. The originality of this chapter has been doubted by several scholars. Tilak argues that the বিশ্বরূপ দর্শন incident must have been there in the original Gita; it has been copied four times in the Mahabharata. C. V. Vaidya arguing about the Gita as a whole, says that the first or original work "জয়" of Vyasa may have contained the germ of the Gita, but বৈশম্পায়নের ভারত contained

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

it as it is today,...and সৌতি copied it thrice in his মহাভারত......Otto thinks অধ্যায় ১১ is the original part of the Gita.

সচ্চিদানন্দ। সপ্তম অধ্যায়স্থ সূচির অনুসারে, ২৪ শ্লোকাদি বর্ণিত যোগমায়াকৃত পররূপের বিজ্ঞান একাদশ অধ্যায়ে বলিলেন।

কৃষ্ণানন্দ। অর্জ্জুন ভগবানের দেবদেহে সমস্ত বিশ্বের বিকাশ দেখিলেন। ভগবানকেই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়ের আশ্রয় দেখিয়া, অর্জ্জুনের জগদ্‌বিষয়ক ভ্রম বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি ভগবানের মহামহিমাময় সর্ব্বতোব্যাপী ভয়ঙ্কর অত্যুগ্র মহাকাল স্বরূপ দর্শনে, নিজ কর্ত্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানকেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ জানিয়া বিস্মিত ও বিহ্বল চিত্তে তাহার শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান অনন্য ভক্তকে একনিষ্ঠ করিবার নিমিত্তই এইরূপে কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

Vaidya, also Tilak. Verses are in Vedic long metre, not under classical restrictions. This gives clue to date of Gita.......

বিবৃতি মূলক সূচী

১-৪। পূর্ব্ব অধ্যায়ে, ভগবানের নিকট তাঁহার বিভূতি সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা শুনিবার, এবং তাঁহার মূর্ত্তির মাত্র একাংশে অনন্ত সংখ্যক সকল জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে, জানিবার পর, অর্জ্জুন সেই ঐশ্বররূপ, দেখিতে উৎসুক হইলেন।

৫-৮। অর্জ্জুনের প্রার্থনায়, ভগবান সেইরূপ দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন যে তুমি তোমার ঐ চক্ষে সেইরূপ দেখিতে পাইবে না; আমি দিব্য চক্ষু দিতেছি, সেই চক্ষে দেখ। দেখ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসু রুদ্র মরুৎ চর অচর সমস্ত জগৎ, আরও যদি কিছু দেখিতে চাও, তাহাও দেখিতে পাইবে, এই দেহে।

৯-১৪। অর্জ্জুন কি দেখিলেন, সঞ্জয় তাহা বর্ণনা করিলেন। সে রূপ প্রথমে, অনেকটা, বহু বিষ্ণুরূপের সমষ্টি ছিল; তবে ক্রমেই তাহার তেজ বাড়িয়াই চলিতেছিল।

অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে রোমাঞ্চিত কলেবরে, এই রূপকে প্রণাম করিলেন, এবং কি দেখিলেন তাহা স্তুতিরূপে বলিতে লাগিলেন।

১৩-৩১। অর্জ্জুনের স্তব। কিন্তু সেইরূপ যখন অত্যন্ত বিকট হইল, অর্জ্জুন ভীত মোহগ্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে উগ্রমূর্ত্তি পুরুষ, আপনি কে? কি কার্য্য সংসাধনের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন?

৩২-৩৪। বিকট মূর্ত্তি উত্তর করিলেন 'আমি কাল, (কালই প্রকৃতপক্ষে ভগবৎরূপ বা বিশ্বরূপ), "সমস্ত যোদ্ধাদের, আমি (কাল) পূর্ব্বেই মারিয়া রাখিয়াছি। অর্জ্জুন তুমি যুদ্ধ চালাইয়া যাও, তুমিই বিজয় লাভ করিবে, কারণ তুমি "নিমিত্ত মাত্র" ভাবে আমার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছ; তোমাকে দিয়া, আমার কাজ, আমি করাইয়া লইতেছি।

৩৪-৪৬। অর্জ্জুন এইসব শুনিয়া, করজোড়ে সেই মূর্ত্তিকে বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে উচিৎ মর্য্যাদা না দিয়া, তাঁহার সঙ্গে সখার মত ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আর, ঐ বিকটরূপ দেখিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে সেই চতুর্ভুজ বিশ্বরূপ দেখান হউক বলিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৭।৫৫। ঐ বিশ্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান বলিলেন যে অর্জ্জুনদৃষ্ট ঐ বিশ্বরূপ দুর্লভ দর্শন ; যজ্ঞ দান তপস্যায় উহা দেখা যায় না। তারপর, অর্জ্জুনের ক্লেশ নিবারণার্থ, প্রথমে প্রার্থিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ও পরে দ্বিভুজ নরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, আবার বলিলেন যে দেবতারাও ঐ বিশ্বমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই ; যজ্ঞ দান তপস্যাতেও উহা দৃষ্ট নহে। অনন্য ভক্তি যাহার হয়, মাত্র সেইই, আমি কি, তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, আমার রূপ দেখিতে পায়, ও আমিই সব করিয়া রাখি, মানুষ নিমিত্ত ভাবে তাহা করে, কর্ম্মভাবে নয়। কর্ম্ম আমিই, ইহা সে তখন উপলব্ধি করে এবং সম্পূর্ণভাবে আমাকে আত্মসমর্পণ করে।

মনে রাখিবার মত শ্লোক—১ হইতে ৮,১০,১১,১২, ১৫ হইতে ৩৪, ৩৬ হইতে ৪৯, ৫১ হইতে ৫৫।

কর্ম্ম ব্যঞ্জক শ্লোক—৩৩,৩৪,৫৫

জ্ঞান ব্যঞ্জক শ্লোক—৩২,৪৮,৫৩

ভক্তি ব্যঞ্জক শ্লোক—অর্জ্জুনের স্তব ১৫ হইতে ৩১,৩৯-৪৬,৫৪,৫৫

এই অধ্যায় হইতে যে যে শিক্ষা পাই, তাহা আমরা ভূমিকাতে বলিয়াছি।

একাদশ অধ্যায়। বিশ্বরূপ দর্শন

(১) দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছিলেন, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'। ইহা শুনিয়া ভগবানের সেই বিরাট বিশ্বরূপ কিরূপ, তাহা দেখিতে, অন্ততঃ কিছু আভাস পাইতে, অর্জ্জুনের চিত্তে তীব্র ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। শোনা এক জিনিষ, দেখা অন্য জিনিষ। তাই তিনি বলিলেন,

১। অর্জ্জুন উবাচ। মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্ম সংজ্ঞিতম্,
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহো হয়ং বিগতো মম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।১)

পদচ্ছেদ। মৎ-অনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্, যৎ ত্বয়া উক্তম্ বচঃ তেন মোহঃ অয়ম্ বিগতঃ মম।

অন্বয়। মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং বচঃ ত্বয়া যৎ উক্তং তেন মম অয়ম্ মোহঃ বিগতঃ।

কঠিন শব্দ। মদনুগ্রহায়=আমার প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য, (কারণ দশম অধ্যায় ভগবানের দ্বারা কথিত হইয়াছিল, যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া, ১০।১); 'আমার যাহাতে শোক নিবৃত্ত হয় সেই উপকার করিতে' (মধুসূদন)। পরমং=নিরতিশয় পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী (মধুসূদন); পরমাত্মনিষ্ঠ (শ্রীধর)। গুহ্য= 'যাহাকে তাহাকে বলা যায় না এরূপ' (মধুসূধন) ভগবান সম্বন্ধীয় সকল কথা এক ভগবান ছাড়া অন্যদের নিকট অজানিত (১০।২,১৪,১৫, কারণ দেবতা ও মহর্ষিরা তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্=যাহা অধ্যাত্ম আখ্যায় পড়ে, যাহা বোধি দ্বারা বোধিতব্য, যাহা মনকে উচ্চে লইয়া যায়; আত্মা অর্থে জীবাত্মা, বুদ্ধি ইত্যাদি; ইহা সেই জ্ঞান যাহা জীবাত্মা সম্বন্ধীয় বা যাহা বুদ্ধি সম্পর্কিত (এ দুই সম্বন্ধে ভগবান অনেক কথা বলিয়াছেন) (৮।৩ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) (১০।৪,১০,২০); বুদ্ধিতে কি ভাবে ভগবৎ জ্ঞান জাগ্রত হয়, তাহার সম্বন্ধেও বলিয়াছেন ও পরে বলিবেন; আত্মানাত্মবিবেক সম্পর্কীয় জ্ঞান, এ অর্থও দেওয়া যাইতে পারে; "আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য অবলম্বন করিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্' ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত গ্রন্থে ত্বংপদের অর্থ নিরূপণ পর" (মধুসূধন)। অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ কি, অর্জ্জুন পরের শ্লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেই বলিয়াছেন। মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ=আমার তোমার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইয়াছে, আমি বুঝিয়াছি, তুমিই পরমেশ্বর; তোমার তত্ত্বপূর্ণ কথাবার্ত্তা শুনিতে আমার আর আলস্য নাই; "আমা কর্ত্তৃক ইহারা নিহত হইতেছে" ইত্যাদি রূপ নানাবিধ বিপর্য্যয়াত্মক আমার এই যে মোহ, অর্থাৎ যে মোহ আমি স্বয়ং অনুভব করিতেছি, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, কেননা, তুমি বহুবার বলিয়াছ আত্মা বিক্রিয়াশূন্য" (মধুসূদন)। অনেকে মোহ অর্থে সেই মোহ বলিয়াছেন, যাহাতে অর্জ্জুন মুহ্যমান হইয়া 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাই যদি ঠিক ব্যাখ্যা হইত তাহা হইলে গীতা এইখানেই শেষ হইয়া যাইত। মহাভারতের সভা পর্ব্বে সভায়, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কিছু অলৌকিকত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তথাপিও তাঁহাকে পরব্রহ্ম ভাবিতে পারেন নাই; তাহা না হইলে বলিতে পারিতেন না, "অপরং ভবতঃ জন্ম" ইত্যাদি (৪।৪)। তাহার পরে, ভগবানের মুখনিঃসৃত অধ্যায়ের পর অধ্যায়, বিশেষ করিয়া অজস্র বিভূতিপূর্ণ অসংখ্য জগৎ, মাত্র তাঁহার একাংশেস্থিত, এই সকল শুনিয়া ও যুক্তি সমূহ উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রুত জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথাগুলির অর্থ তাঁহার পূর্ব্বেকার মোহ অর্থাৎ ভুল ধারণা ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ভুল ধারণা হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিলেন। রামকণ্ঠ (ডাঃ অধিকারী অনূদিত)। মোহ=তোমার কথিত পরমার্থ প্রতীতিতে অন্যথা জানা।

অনুবাদ। আমার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া, পরম গোপনীয় অধ্যাত্ম বিষয়ক যে কথাগুলি তোমার দ্বারা কথিত হইল, আমার এই যে মোহ তাহা বিনষ্ট হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।১)

তিলক। অধ্যাত্ম=সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান বিজ্ঞান আরম্ভ করিয়া, সপ্তম ও অষ্টম পরমেশ্বরের অক্ষর অথবা অব্যক্ত রূপের এবং নবম ও দশমে অনেক ব্যক্ত রূপের জ্ঞান। **R Otto.** অধ্যাত্ম refers to indestructibility of the true self (২।৩৭) মোহ= অবিবেক বুদ্ধি (শঙ্কর); আত্মবিষয়ক মোহ (রামানুজ); জীব পরতন্ত্র অতএব আমি কর্ত্তা, আমা কর্ত্তৃক ভীষ্মাদি হত হইবে ঈদৃশ ভ্রম (শ্রীধর); স্বধর্ম্ম ভুলিয়া যাওয়া (রামদয়াল); veil of my ignorance (ভক্তিপ্রদীপ) গীতাপ্রেমী। (শ্বে০ উ০ ১।১২)

অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত=আত্মানাত্ম বিবেক বিষয়ক বাক্য (শ্রীধর, গিরীন্দ্র, শঙ্কর, গৌরগোবিন্দ) General metaphysical doctrines of Adhyayas 9, and 10 (Modi); about the transcendental knowledge (ভক্তিপ্রদীপ)। অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিয়া গুহ্য (সন্তদাস)। সোপাধিক ও নিরুপাধিক মাহাত্ম্য (কৃষ্ণানন্দ)। ২।১২ হইতে ৬।৪৬, (রামানুজ)।

Radhakrishnan, The illusion that things of the world exist in themselves and maintain themselves, that they live and move apart from God, has disappeared.

তিলক। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জ্ঞান বিজ্ঞান ও পরমেশ্বরের অক্ষর অব্যক্ত রূপের ও নবম ও দশম অধ্যায়ে ব্যক্ত রূপের যে সব জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তাহাই অধ্যাত্ম।

চিন্তামণি। অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত=পরমাত্ম স্বরূপ, বিভূতির লক্ষণাদি বর্ণনাত্মক বাক্য।......তিনি জগতের সৃজন, পালন ও সংহার কর্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াও, অকর্ত্তা, সকলকে নিয়মন করিয়াও উদাসীন, সর্ব্বব্যাপী হইয়াও নির্লিপ্ত, স্বভাব ও কর্ম্মের সুখ দুঃখ রূপ ফল দিয়াও নির্দয়তা ও বিষমতা দোষ রহিত।

বলদেব। তুমি শ্রীকৃষ্ণ, অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছ।

বিশ্বনাথ। যখন তাঁহার অংশ মাত্রই এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তখন সেই পূর্ণকে অর্জ্জুন দেখিতে চাহেন।

নীলকণ্ঠ। অনুষ্টুপ ছন্দে প্রত্যেক চরণে আটটি করিয়া অক্ষর থাকে, এ স্থলে মদনুগ্রহায় পরমং এই চরণে নয়টি অক্ষর আসিয়াছে, ইহা আর্ষ প্রয়োগ।

অরবিন্দ নিজের গীতার দুই অধ্যায় (প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া) বিশ্বরূপের আলোচনায় দিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ! এ অধ্যায় সোপাধিক ও নিরুপাধিক অব্যয় মাহাত্ম্য।

সচ্চিদানন্দ। ভগবান দশম অধ্যায়ে "তে হিত কাম্যয়া" বলিয়াছেন, তাই অর্জ্জুন মদনুগ্রহায় বলিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। দেহাত্মবোধ, এই জ্ঞানই জীবের মহামোহ।··· অর্জ্জুন বলিলেন তোমার এই সকল বাক্য হইতে আমি বুঝিয়াছি, আমি কে, তুমি কে, এবং তোমার সহিত আমার ও এই জগতের কি সম্বন্ধ। আর আমি কর্ত্তা সাজিয়া অহঙ্কার করিব না।······ (গুরুদয়াল আত্মস্থ হইয়া জীবকে অধ্যাত্ম জ্ঞান দেন।

মতিলাল। অর্জ্জুনের মোহ, তাহার অনাত্মবোধ। বুদ্ধি, অহং কর্ত্তা অভিধা লাভ করিলে, "আমি হত্যা করিলাম, আমি হত হইলাম," এইরূপ অভিনিবেশের বশবর্ত্তী হয়। অর্জ্জুনের এই মোহ হইয়াছিল······মন ও বুদ্ধির উপরে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।১, ১১-২)

চৈতন্য পুরুষ, আত্মা। ইহার সম্বন্ধে চৈতন্য যেখানে জাগ্রত, সেইখানে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান প্রকটিত।

মহানাম ব্রত। আমি কর্ম্মের কর্ত্তা, এই ভুল জুড়িয়া বসিয়াছিল; আমার মন ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। সে ভুল চলিয়া গিয়াছে, প্রকৃত কর্ত্তা কে তাহা বুঝিয়াছি। যাহা বলিয়াছ, সকলই কৃপা প্রণোদিত।

(২) অর্জ্জুন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন—

২। ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া,
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্। ২।

পদচ্ছেদ। ভব-অপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ শ্রুতৌ বিস্তরশঃ ময়া, ত্বৎ-ত্বঃ কমল পত্র অক্ষ মাহাত্ম্যম্ অপি চ অব্যয়ম্

অন্বয়। হি কমলপত্রাক্ষ, ময়া ভূতানাম ভবাপ্যয়ৌ ত্বত্তঃ বিস্তরশঃ শ্রুতৌ অব্যয়ম্ মাহাত্ম্যম্ অপি।

কঠিন শব্দ। হি=কারণ। কমল পত্রাক্ষ=পদ্মের পাপড়ির মত স্নিগ্ধ ঈষৎ লালাভ, বিস্তৃত চক্ষু যার, এমন যে তুমি, শ্রীকৃষ্ণ। ভবাপ্যয়ৌ=উৎপত্তি ও বিনাশের কথা। ত্বত্তঃ=তোমার নিকট হইতে। অব্যয়=অমর, নিত্য পরমাত্মরূপ (শ্রীধর, ইনি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যথা, ভগবান প্রপঞ্চের অতীত হইলেও, মূর্খেরা তাঁহাকে মৎস্য কূর্ম্মাদির ভাব প্রাপ্ত মনে করে, ইত্যাদি)। মাহাত্ম্য=মহিমা, "প্রভাব" (রামানুজ), "ঐশ্চর্য্য অবিকারিতা, অবৈষম্য, ফলদাতা অথচ অসঙ্গ।

অনুবাদ। কারণ, হে কমলনেত্র, তোমার দ্বারা সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও বিনাশের কথা, এবং (শুধু তাহাই নহে) তোমার অবিনাশী মাহাত্ম্যের কথা, তোমার নিকট হইতে বিস্তৃত ভাবে শ্রুত হইয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-২), ১১-৩

রামানুজ। প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশের কথা, সাত হইতে দশ অধ্যায়ে।

কৃষ্ণানন্দ। কমল=ব্রহ্মানন্দ প্রকাশক, পত্র=আত্মজ্ঞান।

ভক্তি প্রদীপ। অব্যয়ম্ মাহাত্ম্যম্—The super-excellence of the Transcendental Glory, of Thy Eternal Beautiful Form.

রামদয়াল। অক্ষর মাহাত্ম্য যথা বিশ্বসৃষ্ট্যাদিতে কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও তোমার বিকার নাই; শুভাশুভ ফলপ্রদানে বিষমভাব নাই ইত্যাদি

তিলক। এক অব্যক্ত হইতে অনেক ব্যক্ত পদার্থ নির্ম্মিত হইবার যে বর্ণনা সপ্তম (৪-১৫) অষ্টম (১৬-২১) এবং নবম (৪-৮) অধ্যায়ে আছে, তাহাই 'ভূত সকলের উৎপত্তি ও লয়' শব্দে অভিপ্রেত হইয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথ। সেই বিশ্বতোদর্শী বিরাট চক্ষু, প্রতি জীবের মধ্যে পদ্মপত্রের ন্যায় মণ্ডলাকার রূপেই অনুভূত হয়,—মনে হয় উহা আমার অন্তস্তল ভেদ করিয়া সব দেখিয়া লইতেছে।

মতিলাল। কমলপত্র, (শ্বেত অথচ লোহিত আভাযুক্ত) অনুরাগ দৃষ্টির এই উপমা যথাযুক্ত।

(৩) অর্জ্জুন যেন বলিলেন বিশ্বজোড়া তোমার কার্য্য ও বিভূতি সকলের কথা, তুমি শুনাইয়াছ, একবার কি দেখাইবে না তোমার সেই বিশ্বজোড়া রূপ।

৩। এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম। ৩।

পদচ্ছেদ। এবম্ এতদ্ যথা আত্থ ত্বম্ আত্মানম্ পরমেশ্বর, দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরম্ পুরুষোত্তম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। পরমেশ্বর, ত্বম্ আত্মানম্ যথা আত্থ এতৎ এবম্, পুরুষোত্তম তে ঐশ্বরম্ রূপম্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি।

কঠিন শব্দ। আত্মানম্=নিজেকে। আত্থ=বলিতেছ। এতৎ এবম্=তাহা ঐ রূপই বটে। ঐশ্বরম্=জ্ঞানঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজ যুক্ত (শঙ্কর ও মধুসূদন) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অসাধারণ রূপ রামানুজ) ঐশ্বর্য্যময় বিষ্ণু বা বৈষ্ণব রূপ (শঙ্কর); উহা এবং যাহার একাংশে স্থিত এই জগৎ (গোয়েন্ কা), বিশ্বরূপ [ভক্তি প্রদীপ]। পুরুষোত্তম =শ্রেষ্ট পুরুষ; [পুরুষোত্তম-তত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে]।

অনুবাদ। পরমেশ্বর, তুমি নিজ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছ তাহা ঐরূপই [আমার কণা মাত্র সন্দেহ নাই] তবু হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। [যে জগৎ ভগবানের মাত্র একাংশে স্থিত, এবং যে জগতে এত বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে তাঁহার বিভূতির যে প্রতিচ্ছবি পাই, তাহাই এত আশ্চর্য্য জনক, তখন ভগবানের নিজ মহীয়ান্ ঐশ্বরিক রূপ, না জানি কিরূপ ? অর্জ্জুনের তাহা দেখিতে তীব্র কৌতুহল জাগিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের কোন্ রূপ সেই বিশ্বরূপ ? বিষ্ণু অর্থে যিনি জগতে ওতঃ প্রোতঃ ভাবে প্রবিষ্ট, বা জগৎ যাঁহাতে স্থিত; আর, বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের একটি রূপ। এই বিশ্বরূপ, জগৎ যাহার একাংশে স্থিত, তাহা কি চতুর্ভুর্জ বিষ্ণুমূর্ত্তি, বা সমষ্টিকৃত বিরাট বিষ্ণুমূর্ত্তি ? অর্জ্জুন যে মূর্ত্তি দেখিলেন, উহাকে বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, এবং মূর্ত্তি ভয়ানক ভাব পরিগ্রহ করিবার পরও, তাহাকে বিষ্ণু বলিয়াই সম্বোধন (১১.২৪।৩০) করিয়াছিলেন]

Radha krishnan. It is one thing to know that the Eternal Spirit dwells in all things, and another, to have the visicn of it.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।৩) (১১।৪)

Krishna Prem. Not knowing of the terror that the Vision holds for all that yet remains of self in him, he longs to look upon that Face which nothing that is mortal may behold.

রামদয়াল। অন্তরে বুঝিলেও আমি স্থূল চক্ষে তোমার বিশ্বরূপ দেখিতে চাহি।

বলদেব। যে ব্যক্তি অন্তর প্রদেশে ভগবানের মাধুর্য্য রসাস্বাদন জানিয়াও বিমলানন্দ উপভোগ করে, তাহার পক্ষে বাহ্য নয়নের রূপ দর্শন বা বিভূতি বিজ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না; তবু যেন আস্বাদ পরিবর্ত্তনের মত রূপ দেখার কামনার উদ্ভব হওয়া, অসঙ্গত হয় না।

২। **মহানাম ব্রত।** সকল উৎপত্তির মূলে যে তুমি, এবং সকল বস্তুর চরম বিলয় যে তোমাতে, একথা, আর তোমার অব্যয় অনৈসর্গিক মাহাত্ম্য···যাহা বলিয়াছ, ঠিকই।

৩। **ভূপেন্দ্রনাথ।** কূটস্থের মধ্যে সূচ্যগ্র পরিমিত ক্ষুদ্র একটি বিন্দু, তাহার মধ্যে এই অনন্ত বিশ্ব ভরা—সেই অত্যাশ্চর্য্যময় সহস্র দলপদ্মে শিবশক্তি সম্মিলিত অবস্থাই অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে জগতের মাতা ও পিতা একসঙ্গে মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উহাই ব্রহ্মের একাংশ। এই একাংশই বিরাট বিশ্বরূপ। এইবার অর্জ্জুন তাহা দেখিতে চাহিতেছেন।

৪। অর্জ্জুনের মনে ভয় রহিয়াছে, তিনি এমন কি পুণ্য করিয়াছেন যে এ রূপ তিনি দেখিতে পারেন? তাই অনুনয়ের সঙ্গে বলিলেন।

৫। মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ।৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৪)

পদচ্ছেদ। মন্যসে যদি তৎশক্যম্ ময়া দ্রষ্টুম্ ইতি প্রভো, যোগেশ্বর ততঃ মে ত্বম্ দর্শয় আত্মানম্ অব্যয়ম্।

অন্বয়। প্রভো ময়া তৎ দ্রষ্টুম্ শক্যম্ ইতি যদি মন্যসে, ততঃ যোগেশ্বর ত্বম্ অব্যয়ম্ আত্মানম্ মে দর্শয়।

কঠিন শব্দ। প্রভু = 'যিনি সৃষ্টি, সংহার, প্রবেশ ও প্রশাসন বিষয়ে আধিপত্য করেন, (মধুসূদন)। মন্যসে = বিবেচনা করেন। যোগেশ্বর = যিনি সকল কর্ম্ম যোগবলে অর্থাৎ ইচ্ছায় সম্পাদন করেন ও যোগ সমূহের ঈশ্বর; যোগিনোযোগাঃ তেষাম্ ঈশ্বর যোগিগণের ঈশ্বর, (শঙ্কর); অব্যক্ত রূপ হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য যাঁহার আছে; যোগ সমূহের ঈশ্বর, ১৮।৭৫ শ্লোকে: (তিলক); যোগ শব্দে জ্ঞানাদি কল্যাণময় গুণের সংযোগ বিবক্ষিত হইয়াছে, কারণ 'পশ্যমে যোগৈশ্বরম্, একথা আগে বলিবেন (রামানুজ); যিনি অনিমা আদি অষ্ট সিদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত যোগগণের অর্থাৎ যোগিগণের ঈশ্বর; ঐশ্বর্য্যশালী বিভূতিমান্, (ব্যোমব্রহ্ম); যোগ শব্দের একটি সার্থকতা এই—যদি ভগবৎরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে যোগেশ্বরের শক্তি তদ্দর্শনের হেতু ভূত হইবে) বলদেব ও বিশ্বনাথ) Lord or Master of yoga (Desai)

অনুবাদ। হে প্রভু, যদি তুমি বিবেচনা কর, (তোমার) সেই রূপ, আমার দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারা যাইবে, তাহা হইলে, হে যোগেশ্বর, তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ আমাকে দর্শন করাও।

(ভাবটা এই, তুমি যোগেশ্বর, আমি অযোগ্য হইলেও, তোমার যোগ শক্তিতে আমাকে দেখাবার যোগ্য কর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১·৪) ১১-৫

মহানামব্রত। তোমার উপদেশ, আমার অযোগ্যতা যদি দূর করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে একটিবার দেখাও তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ, যাহার একাংশে স্থিত রহিয়াছে নিখিল বিশ্ব সংসার।......আমাতে যদি নাই থাকে সে অধিকার, (তুমি তো প্রভু) কর্ত্তুং অকর্ত্তুং অন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ।

ভুপেন্দ্রনাথ। সেই কৃষ্ণ জ্যোতি হইতেও বৃহৎ জ্যোতিরূপ এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অণু হইতেও যে অণুরূপ—সেই ক্ষুদ্র অণু কিরূপে বিশ্বব্যাপী হইতে পারে, উহা ধারণা করা খুবই শক্ত। যিনি বৃহৎ কুটস্থ না দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উহা ধারণা করাও অসম্ভব। তাই অর্জ্জুনের শঙ্কা হইল যে মহৎরূপ কি আমি দেখিতে পাইব ?

(৫) ভগবান অর্জ্জুনকে সেইরূপ দেখিতে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন ; বারবার 'পশ্য' শব্দ উক্ত হইয়াছে ও নিজেই সে রূপের বর্ণনা দিলেন (নিম্নের তিন শ্লোক)।

৫। শ্রীভগবানুবাচ। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ। ৫।

পদচ্ছেদ। পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশঃ, অথ সহস্রশঃ, নানা-বিধানি দিব্যানি নানা-বর্ণ-আকৃতীনি চ।

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ :—পার্থ মে শতশঃ নানাবিধানি চ নানাবর্ণাকৃতীনি দিব্যানি রূপাণি পশ্য।

কঠিন শব্দ। পশ্য = দেখ, "দেখিবার যোগ্য হও" (মধুসূদন)। শতশোঽথ সহস্রশঃ = শত শত এবং সহস্র সহস্র, অর্থাৎ অপরিমিত (মধুসূদন)। দিব্যানি = অদ্ভুত (মধুসূদন); divine (ভক্তি প্রদীপ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১·৫) ১১·৬

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, আমার শত শত সহস্র সহস্র নানাপ্রকারের, নানাবর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট অলৌকিক, অদ্ভুত (একত্রীভূত করা) রূপ সকল দেখ। [যে বিশ্বরূপের বর্ণনামাত্র বেদে পাই, ভগবান প্রত্যক্ষঃ তাহা অর্জ্জুনকে সেই 'সর্ব্বম্' কি, কল্পনায়, ধ্যানে, তাহা কি ভাবের হইতে পারে, তাহা দেখাইলেন। কিন্তু বিশ্বরূপের আরও এক অর্থ হয়; তাহাও দেখাইলেন]।

গীতার ১০।১২, ১৩ ও ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্ত দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানেশ্বরী। অর্জ্জুন, তুমি একটি স্বরূপ দেখাইবার জন্য বলিয়াছ, আর যদি আমি তাহাই দেখাই, তো এমন কি দেখাইলাম? দেখ, সমস্ত জগৎ আমারি রূপে ভরা, কেহ কৃশ, কেহ স্থূল, কেহ হ্রস্ব, কেহ দীর্ঘ, কেহ লাল, কেহ নীল······কেহ সাদা। (প্রায় দেড় পৃষ্ঠা এইরূপ বর্ণনা)।

শ্রীধর। রূপ এক হইলেও, নানাবিধ বলিয়া, রূপাণি বহু বচন।

Radhakrishnan. The vision is not a myth or legend, but spiritual experience. In the history of religious experience, we have a number of such visions.

মতিলাল। এই বিশ্বরূপ বেদে মন্ত্রমাত্র, গীতায় তাহা বিগ্রহান্বিত।

শংকর। দিব্য = দেবলোক সম্বন্ধীয়, অলৌকিক।

৬। পশ্যাদিত্যান্ বসূন্রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা
বহূন্যদৃষ্ট-পূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ।৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৬)

পদচ্ছেদ। পশ্য আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতঃ তথা,
বহূনি অদৃষ্ট-পূর্ব্বাণি পশ্য আশ্চর্য্যাণি ভারত।

অন্বয়। ভারত, আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতঃ
পশ্য, তথা বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য।

কঠিন শব্দ। ভারত=ভরত বংশীয়, অর্জ্জুন। তথা=এই বাক্যে, অপরাপর দেবগণ সূচিত (মধুসূদন)। অদৃষ্টপূর্ব্ব=পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই, 'দিব্যের' বিবরণ (মধুসূদন)। আশ্চর্য্যাণি=পূর্ব্ব শ্লোকের "শত শত নানাবিধ" বাক্যের বিস্তৃতি। আশ্চর্য্যময় অদ্ভুত (শঙ্কর)। (ভাগবত, ১।৩।৫, গীতাপ্রেমী)

অনুবাদ। হে ভারত (অর্জ্জুন), (দ্বাদশ) আদিত্য, (অষ্ট) বসু (একাদশ) রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, (উনপঞ্চাশ) বায়ু, আরও (ইত্যাদি দেব সমূহ), পূর্ব্বে দেখ নাই (নামই শুনিয়াছ, বা তাহাও শোন নাই) এরূপ বহু আশ্চর্য্যময় রূপ সকল (আমাতে) দেখ)

রামানুজ। অশ্বিনীকুমারাদি নাম সকল উপলক্ষণ। অদৃষ্ট পূর্ব্ব=এই লোকে যাহা প্রত্যক্ষ হয় নাই ও শাস্ত্রেও দেখা যায় নাই।

তিলক। আদিত্যাদি বৈদিক দেবতা (আদিত্য ক্ষত্রিয়, মরুদগণ বৈশ্য, অশ্বিনীকুমার শূদ্র (শতপথ ব্রাহ্মণ); নারায়ণীয় ধর্ম্মে, নারদকে বিশ্বরূপ দেখান হইয়াছিল, অনেকটা এইসব দেব সমষ্টি।

জ্ঞানেশ্বরী। আমি যখনই দৃষ্টি খুলি, তখনই আদিত্যাদির জন্ম হয়, ইত্যাদি।

(৭) শুধু উহাই নহে, আরও দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৭)

৭। ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি। ৭।

পদচ্ছেদ। ইহ একস্থম্ জগৎ কৃৎস্নং পশ্য অদ্য সচরাচরম্, মম দেহে গুড়াকেশ, যৎচ অন্যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি।

অন্বয়। গুড়াকেশ, অদ্য ইহ মম দেহে একস্থম্ সচরাচরম্ কৃৎস্নম্ জগৎ পশ্য, অন্যৎচ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি।

কঠীন শব্দ। ইহ=এখানে, আমার দেহে। অদ্য=অন্য সময়ে পাইবে না, আজ একস্থানে স্থিত ভাবে পাইবে, তা আজ এখনই দেখ, দেরী করিও না। একস্থং=একস্থানে স্থিত ভাবে, অর্থাৎ যাহাদের নাম করিলাম এবং আরও সকল বস্তু ইহারা জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে; কিন্তু আজ একস্থানে অর্থাৎ আমার দেহে, এক সঙ্গেই দেখিতে পাইবে, (আশ্চর্য্যজনকই ইহা)। সচরাচরম্ কৃৎস্নম্ জগৎ=জঙ্গম স্থাবর সহিত সম্পূর্ণ জগৎ এই আজ একস্থানে অবস্থিত তাহা, সহস্র বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও সব দেখা যায় না, আজ সব একসঙ্গে দেখিতে পাইবে (মধুসূদন, শ্রীধর)। গুড়াকেশ=জিতনিদ্র; আলস্যবিহীন (সন্তদাস)

অনুবাদ। হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন, আজ এই আমার শরীরে, একস্থানে স্থিত ভাবে, জঙ্গম ও স্থাবর সহিত সম্পূর্ণ জগৎ দেখ; আর, আরও যাহা কিছু দেখিতে চাও, দেখ। (আমাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নাই, সবই বর্ত্তমান,—ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহাও আমাতে পাইবে; তোমার প্রশ্ন ছিল উহারা আমার দ্বারা বিজিত হইবে, কি আমি উহাদের দ্বারা বিজিত হইব, সেই প্রশ্ন সম্বন্ধীয় ব্যাপার সমূহও দেখিয়া লও—ইহারও যেন ভগবানের কথায় ইঙ্গিত রহিয়াছে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৭)

শ্রীধর। জগতের আশ্রয়ভূত কারণ, জগতের বিশেষ বিশেষ অবস্থা, এবং যুদ্ধে কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, তাহাও দেখিতে পাইবে।

রামদয়াল। যে আমাকে যেরূপ ভাবে চায়, আমি তাহার নিকট সেরূপ ভাবে প্রকাশ হই।···জগৎ আমার মায়া শরীর; আগে হইতেই, যাহা ঘটিবে, তাহা দেখাইতেছে। যুদ্ধ, আমার মনে আগেই হইয়া গিয়াছে।

সচ্চিদানন্দ। একস্থ=আমার একাংশে। মম দেহে অর্থাৎ পরাপর প্রকৃতিরূপে। আমি এই উভয় হইতে পর।

অরবিন্দ। আমার দেহের মধ্যে সমগ্র জগৎকে সংগ্রথিত ও একত্রিত দেখিতে পাইবে।···ইহা মূল ভাব; ভিতরের অর্থ,—ইহা হইতেছে বহুর মধ্যে এককে দর্শন, একের মধ্যে বহুকে দর্শন—সবই সেই এক।···এই যে দর্শন, ইহা সামঞ্জস্য করে, ঐক্য সাধন করে। এই দর্শনে ভগবানকে যে ভাবে দেখা যায়, যদি তাহার সহিত আত্মা ঐক্যবোধ লাভ করিতে পারে, (অর্জ্জুন এখনও তাহা পারেন নাই, তাই আমরা দেখি, তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন), জগতে ভীষণ যাহা কিছু আছে, সে-সবেরও ভীষণতা দূর হইয়া যায়।

শঙ্কর। জয় পরাজয় বিষয়ও দেখিয়া লও।

রামকণ্ঠ। একই দেহে আমার, একত্র অবস্থিত অখিল জগৎ, চর অচর দর্শন কর (ডাঃ অধিকারী অনূদিত।)

৫,৬,৭, **মহানামব্রত।** দেখ পার্থ আমার অলৌকিক রূপ সকল। আমি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত। পশ্যাদ্য=এখনই দর্শন কর, বিলম্ব নয়।···দ্বাদশ আদিত্যাদি তাহাদের তো তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব চেন,—কিন্তু কখনও যাহা দেখ নাই, এমন বহু বস্তু আমাতে দেখ।

৭। ভূপেন্দ্রনাথ। এই কূটস্থ মণ্ডলের মধ্যে সকল জীব ও বস্তুই দেখা যায় উহারা আত্মারই রূপ, চিৎএর প্রতিবিম্ব।... তিনি অখণ্ড মহাকাল কিনা, তাই খণ্ডকাল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এসব তাঁহার মধ্যে একসঙ্গে থাকে।

(৮)। কিন্তু সাধারণ চক্ষে অর্জ্জুন সেইরূপ দেখিতে পাইবে না জানিয়া, ভগবান কৃপা পরবশ হইয়া তাহাকে, দিব্য চক্ষু দিলেন।

৮। ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা,
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্। চ।

পদচ্ছেদ। ন তু মাম্ শক্যসে দ্রষ্টুম্ অনেন এব স্ব-চক্ষুষা, দিব্যম্ দদামি তে চক্ষুঃ, পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্।

অন্বয়। তু মাম্ অনেন স্বচক্ষুষা দ্রষ্টুম্ এব ন শক্যসে, তে দিব্যম্ চক্ষুঃ দদামি, মে ঐশ্বরম্ যোগম্ পশ্য।

কঠিন শব্দ। স্বচক্ষুষা=নিজ প্রাকৃত চর্ম্ম চক্ষুর দ্বারা। দিব্যম্ চক্ষুঃ=অলৌকিক অপ্রাকৃত চক্ষু, দিব্যদৃষ্টি বিশ্বরূপ দেখিবার শক্তি (রামদয়াল)। (জ্ঞান চক্ষু জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ হয়, আত্মাকে উপলব্ধি করিতে; দিব্যচক্ষু যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা দেখিবার শক্তি পাওয়া; clairvoyance এর সাধনায় পাওয়া যাইতে পারে, ভগবানের কৃপায় বা কোন ক্ষমতাপন্ন যোগীর কৃপায় পাওয়া যাইতে পারে যেরূপ সঞ্জয় পাইয়াছিলেন; ইহা সাময়িক পাওয়া শক্তি, এবং জ্ঞানের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই)। যোগমৈশ্বরম্=ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও যোগসামর্থ্য (শঙ্কর)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৮)

অঘটন ঘটনা সামর্থ্য (শ্রীধর, ব্র্যোমব্রহ্ম মধুসূদন); যে শক্তির বলে ভগবান নির্লিপ্ত থাকিয়াও সৃষ্টি করেন (গিরীন্দ্র শেখর); যোগ ও ঐশ্বর, অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানাদি গুণযুক্ত অসাধারণ যোগ ও অনন্ত বিভূতি যোগ, (রামানুজ) sovereign yoga (ভক্তি প্রদীপ)। এব = নিঃসন্দেহ।

অনুবাদ। পরন্তু, আমাকে এই নিজ প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা দেখিতে তুমি নিশ্চয় সমর্থ নহ, সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তাহার দ্বারা আমার ঐশ্বরিক মহিমা ও ইচ্ছায় প্রকটিত শক্তি দর্শন কর; (মুণ্ডক উ০ ৩।১।৮)

Radha krishnan. The inner soul is perceived by the eye of spirit.

বিশ্বনাথ। প্রাকৃতিক চক্ষু দ্বারা আমার এই চিদ্‌ঘন রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

কৃষ্ণানন্দ। মানুষের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বা মনোবুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে দর্শন বা অনুভব করা যায় না। ভগবানের কৃপা, দিব্য চক্ষু চাই···জগৎরূপ চিন্মাত্র স্বরূপ নহে।

"Is not the vision He? Tho' He be not that which He seems." (Tennyson)

আশুদাস। দিব্য চক্ষু = জ্ঞান নেত্র; তন্ত্রমতে আজ্ঞাচক্র ইহার স্থান।

শঙ্কর। ঐ দিব্য চক্ষু দিয়া তুমি আমারূপ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যও যোগ অর্থাৎ অতিশয় যোগ-সামর্থ্য দেখ।

(৮) ভূপেন্দ্রনাথ। গুরু কৃপা করিয়া যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তাহা আকাশ চক্ষুর মত। তাই আকাশ চক্ষুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব কিছু ফুটিয়া উঠে।

ভক্তি প্রদীপ। পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ = Behold my sovereign yoga.

৮। মহানামব্রত। চক্ষু শুদ্ধ সত্ত্বময় না হইলে বিশ্বরূপ দর্শন হইতে পারে না।...কয়লা নিজ চেষ্টায় অগ্নি হইতে পারে না।. তাই করুণাময় পার্থসখা সখাকে দিলেন কৃপা বাসিত দিব্যদৃষ্টি, যাহার দ্বারা সে দেখিবে, তাঁর বিরাট স্বরূপকে।

সঞ্জয় পাঁচ শ্লোকে সে রূপের বর্ণনা করিতেছেন। (ইহা নিশ্চিত যে যদি আকৃতি দিয়া সেইরূপ আঁকিতে হয়, তাহা হইলে, এই শ্লোকগুলিতে যাহা রহিয়াছে সেইরূপ ভাবেই আঁকিতে হয়)।

৯। সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্। ৯।

পদচ্ছেদ। এবম্ উক্ত্বা ততঃ রাজন্ মহাযোগ-ঈশ্বরঃ হরিঃ, দর্শয়ামাস পার্থায় পরমম্ রূপম্ ঐশ্বরম্।

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ। রাজন্, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরম্ রূপং দর্শয়ামাস।

কঠিন শব্দ। রাজন্ = ধৃতরাষ্ট্র। মহাযোগেশ্বর = সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, যিনি যোগমায়ার অধীশ্বর, ইচ্ছায় সকল কিছু সংঘটন করিতে পারেন। মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যিনি যোগিগণের ঈশ্বর' (মধুসূদন)। হরি = যিনি ভক্তগণের সকল প্রকার ক্লেশ অপহরণ করেন (মধুসূদন) (১৮।৭৭) পরমং = দিব্য। রূপমৈশ্বরম্ = ঐশ্বর্য্যযুক্ত স্বরূপ বিরাট স্বরূপ (শঙ্কর) গিরীন্দ্র ; "হরি বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হইলেও, বাস্তবিক তাহারা বিভিন্ন দেবকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশ করে। বিষ্ণুর অর্থ বহুমূর্ত্তি। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মনু নামক দেবতা হইতে আকুতির গর্ভে যজ্ঞ বা বিষ্ণু নামা ব্যক্তি উৎপন্ন হন। ইনি প্রথম বিষ্ণু। স্বরোচিষ মন্বন্তরে দেবতাগণের মধ্যে অজিত জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি দ্বিতীয় বিষ্ণু। উত্তমি মন্বন্তরে বশবর্ত্তী নামা তৃতীয় বিষ্ণু। এই মন্বন্তরেই সত্য নামক আর এক বিষ্ণু জন্মেন। তামস মন্বন্তরে হর্য্যার গর্ভে হরি জন্ম গ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নামা বিষ্ণু উৎপন্ন হন। বিবস্বত মন্বন্তরে ধর্ম্ম হইতে নারায়ণ নামা বিষ্ণু জন্মেন, এবং অদিতির গর্ভে বামন বিষ্ণু জন্ম লন।...বহুকাল পরে রাম ও কৃষ্ণ বিষ্ণু পদবাচ্য হন।...বসুদেব পুত্র বাসুদেব-কৃষ্ণের বহুপূর্ব্বে এক বাসুদেব ব্রহ্মরূপে বা বিষ্ণুরূপে উপাসিত হইতেন। ইনি আদি বাসুদেব, ও কৃষ্ণ ইহার অবতার কল্পিত হইয়াছেন। (বিষ্ণু পুরাণ ও বায়ু পুরাণ)। বিষ্ণু পুরাণে বাসুদেব=যিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্ববস্তুতে বাস করেন।

অনুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী হরি, এই কথা বলিবার পর অর্জ্জুনকে তাঁহার পরম ঈশ্বরীয় রূপ দেখাইলেন।

৯। মহানাম ব্রত। গীতার শেষে, সর্ব্বশেষে সঞ্জয় অতি অল্প কথায় গীতার মূল শিক্ষাটি বলিয়াছেন; একটি মাত্র শ্লোকে সহস্র গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। সৃষ্টি রচনাদি পরম বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটন করিতে যিনি নিরঙ্কুশ সামর্থ্যশালী, তিনি মহাযোগেশ্বর। যিনি অন্ধকার অমঙ্গল হননকারী, তিনি হরি। তাঁহার স্বরূপ-দর্শনে যে বাধা তাহাও অপনোদন করিতে যিনি শক্তিশালী, তিনি হরি। স্বকীয় অদ্ভুত রূপ্যে রত বিস্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে এবং তদ্দর্শনে অযোগ্য ব্যক্তিরও সকল বাধা অপসরণে যিনি যোগ্য তিনি মহাযোগেশ্বর হরি। যাহা চক্ষুগ্রাহ্য, তাহা রূপ; আর যাহা সাধনলব্ধ চক্ষুর গ্রাহ্য তাহা ঐশ্বরিক রূপ, আর যাহা কৃপালব্ধ দিব্য দৃষ্টির গোচর, তাহাই পরম ঐশ্বরিক রূপ।

(৯) ভূপেন্দ্রনাথ। বিবেক উৎপন্ন হইলে অন্ধজনেরও দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। মনই যেন তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়; একজন বক্তা, অপরটি শ্রোতা।...তিনিই হরি—আমাদের মনের নিম্নগামী বৃত্তিগুলি তখন হরণ করিয়া লন। সিদ্ধসাধক তাঁহাদের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা ভূত ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

ভক্তি প্রদীপ। ঐশ্বরম্ রূপম্ = His Lordly form.

(১০)। সেরূপ কি রকম?—

১০। অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুত দর্শনম্

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ।১০।

পদচ্ছেদ। অনেক-বক্ত্র-নয়নম্, অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্, অনেক-দিব্য-আভরণং, দিব্য অনেক-উদ্যত আয়ুধম্।

অন্বয়। যেরূপ আছে।

কঠিন শব্দ। অনেকাদ্ভুত দর্শনম্ = যাহাতে অনেক বিস্ময়কর বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। দিব্য উদ্যত আয়ুধ = (হস্ত সমূহে) অনেক বিস্ময়কর অস্ত্র উত্থিত রহিয়াছে; কুরুক্ষেত্র সমরস্থিত যে সমস্ত বীরগণ অনেক দিব্য অস্ত্র উদ্যত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই সেইভাবে ভগবদ্ দেহে দেখা যাইতেছিল (মধুসূদন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-১০) ১১-১১

অনুবাদ। অনেক মুখ ও চক্ষু বিশিষ্ট ও যাহাতে অনেক বিস্ময়কর বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, ও অনেক আশ্চর্য্য বা উজ্জ্বল অলঙ্কার যুক্ত, ও অনেক অলৌকিক অস্ত্র উদ্যত ভাবে ধৃত।

জ্ঞানেশ্বরী। তখন অর্জ্জুন সেই স্বরূপে অনেক মুখ এখন দেখলেন, ঠিক যেন বিষ্ণুর রাজভবন হয়েছে।

ভক্তি প্রদীপ। অদ্ভুত দর্শনম্ = Form which is unprecedented and unique.

শঙ্কর। এ-শ্লোক পূর্ব্ব শ্লোকের ,দর্শয়ামাস' বাক্যের সহিত সম্বন্ধিত।

১১। দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ।১১।

পদচ্ছেদ। দিবা-মাল্য অম্বর-ধরং দিব্য-গন্ধ অনুলেপনম্
সর্ব্ব-আশ্চর্য্যময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্

অন্বয়। যেরূপ আছে।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বশ্চর্য্যময় = সমস্তই আশ্চর্য্যময়; যাহাতে প্রচুর পরিমাণে অদ্ভুত বস্তু সকল ছিল। দেব = প্রকাশময়। বিশ্বতো-মুখম্ = তিনি সকল প্রাণীর আত্মা হওয়ায়, সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা (৯।২৪; ৫।২৬) হওয়ায়, তাঁহার বদন সমূহ চতুর্দ্দিকেই দৃষ্ট হইতেছিল; "যেন সমস্ত অণু-পরমাণু এবং সমস্ত বৃহৎ বস্তু সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে" (রামদয়াল) "সর্ব্ব বিশ্বে প্রকাশিত ভগবান অসংখ্য চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন" ইত্যাদি, (অরবিন্দ); সর্ব্বাত্মক (ব্যোমব্রহ্ম)। কেহ কেহ দেবম্ = ঈশ্বরম করিয়াছেন।

অনুবাদ। সুন্দর মাল্য ও সুন্দর বস্ত্রধারী (অথবা দেবভোগ্য মাল্যাম্বরধারী), সুন্দর গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, সেই মূর্ত্তির সমস্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-১১)

আশ্চর্য্যময় এবং তাহা দ্যুতিমান সীমাহীন পরিব্যাপ্তি বিশিষ্ট, এবং তাঁহার বদন সমূহ চতুর্দ্দিকেই দৃষ্ট হইতেছিল।

রামকণ্ঠ। (ডাঃ অধিকারী অনূদিত)। বিশ্বই ভগবানের রূপ বিশেষ এইজন্য অনন্ত=বিশ্বতোমুখম।

গীতাপ্রেমী। ভাগবত ৩৮।২৫। শঙ্কর। সকল ভূতের আত্মা হওয়ার জন্য, সকল দিকে মুখ।

Modi. Rajwade writing on the Gita conception of God, and having his opinion on these verses, ridicules the doctrine of the Gita by (substantially) saying that the God of the Gita is a great number of human beings put together. From this judgment of his, he concludes that the Gita is a work neither of a great poet, nor that of a great philosopher...Rajwade thinks that the compound should be উদ্যতানেক দিব্যায়ুধম্, and remarks that the poet author of the Gita could not frame a good correct compound even.

This verse is as old as পুরুষসূক্ত (R. V. X. 90) (Bhandarkar)

রামানুজ। দেব=প্রকাশমান; অনন্ত=তিনকালে বর্ত্তমান। বিশ্বতোমুখ=সকল দিকে মুখ।

২০।৯৯। মহানামব্রত। রূপে তিন প্রকারের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। (১) অনেকত্ব, একের মধ্যে অনেক (অনেক বক্ত্র, ইত্যাদি)।...'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ভুল নহে, নানাত্ব মিথ্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-১১) ১১-১২

একের অনেকত্ব শাশ্বত।...(২) দিব্যত্ব, দ্যোতিমানত্ব বা ক্রীড়ামরত্ব, (দিব্য আভরণাদি)। দিব্য=অপ্রাকৃত, উজ্জ্বল শুদ্ধ সত্ত্বময়।... (৩) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, দিব্যের পরাকাষ্ঠা; অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বের যেদিক দিয়াই দৃষ্টিপাত কর না কেন, সর্ব্বদাই পূর্ণবস্তুরূপে পরিদৃষ্ট।

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রতি দেহরূপ ঘটে সেই আত্মার প্রতিবিম্ব ঝক্‌মক্ করিতেছে, আবার কূটস্থের মধ্যে সেই অসংখ্য বিম্বের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে!! আমি যেমন বাহিরে, তেমনিই আমার কূটস্থের মধ্যেও; এবং অসংখ্য জীবদেহের মধ্যেও আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি। তাক্ লাগিয়া যাইতেছে!

(১২) সেই বিরাট মূর্ত্তির প্রভা কি রূপ?

১২। দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।১২

পদচ্ছেদ। দিবি সূর্য্য-সহস্রস্য ভবেৎ যুগপৎ উত্থিতা, যদি ভাঃ সদৃশী স্যাৎ ভাসঃ তস্য মহাত্মনঃ।

অন্বয়। দিবি সূর্য্য-সহস্রস্য যুগপৎ উত্থিতা ভাঃ ভবেৎ সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী যদি স্যাৎ।

কঠীন শব্দ। দিবি=অন্তরীক্ষ। ভাঃ=প্রভা। মহাত্মনঃ=মহান বা বিরাট পুরুষের। যদি স্যাৎ=হয়তো হইতে পারে।

অনুবাদ। আকাশে যদি সহস্র সূর্য্যের প্রভা, একসঙ্গে প্রকাশিত হয়, তবে সেই প্রভা, সেই মহান্ বা বিরাট পুরুষের জ্যোতিঃর সমান হয়তো হইতে পারে। (এমন কি নাও হইতে পারে)। (গীতা ১৩।১৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-১২) ১১-১৩

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রলয়কালে এইরূপ সহস্র সূর্য্যের উদয় এককালে হয়! তখন যে মহাকাল প্রলয় নৃত্যে মগ্ন হন, অর্জ্জুনকে ভগবান সেই মহাকালের রূপ দেখাইতেছেন।

মহানামব্রত। শ্লোকে বার দশেক 'স' কারের অনুপ্রাস, ও বার ছয়েক 'দ' কারের অনুপ্রাসে, শব্দের ধ্বনি দ্বারাই যেন অর্থের গাম্ভীর্য্যের দ্যোতনা হইতেছে। তারপরে, জ্যোতি··· বরেণ্যবর্গ···জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি,···যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

(১৩) সেই প্রকাশময় অদ্ভুত রূপের ভিতর সমস্ত বিশ্ব যেন একস্থ দৃষ্ট হইল।

১৩। তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রাবিভক্তমনেকধা
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ১৩।

পদচ্ছেদ। তত্র একস্থম্ জগৎ কৃৎস্নম্ প্রবিভক্তম্ অনেকধা
অপশ্যৎ দেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবঃ তদা।১৩।

অন্বয়। তদা পাণ্ডবঃ শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তম্
কৃৎস্নম্ জগৎ তত্র দেব দেবস্য শরীরে একস্থম্ অপশ্যৎ।

কঠিন শব্দ। পাণ্ডব=অর্জ্জুন। অনেকধা প্রবিভক্তম্=বহু প্রকারে পৃথকীকৃত, "দেবতা পিতৃগণ ও মনুষ্য আদি নানা প্রকারে প্রবিভক্ত" (মধুসূদন, শঙ্কর) কৃৎস্নম জগৎ=সমগ্র জগৎ। দেব দেবস্য=বিরাট মূর্ত্তির। একস্থ=একস্থানে স্থিত, যেমন ছড়ান ভাবে এখন আছে, তেমন নহে। (এই শ্লোকগুলিতে বর্ণনার সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।)

অনুবাদ। তখন অর্জ্জুন, বহুপ্রকারে পৃথকীকৃত (অর্থাৎ ছড়ান), এই নিখিল জগৎ সেই বিরাট মূর্ত্তির ভিতর একস্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১·১৩)

একত্রীভূত ভাবে অবস্থিত দেখিলেন। (দেবলোক, পিতৃলোক ও নানা দেশে বিভক্ত মনুষ্য লোক, ও এইরকম এক জগতের নহে, সকল জগতের সব কিছু অর্জ্জুন একসঙ্গে দেখিতে পাইলেন)। (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

Krishna Prem. There, in the body of that boundless Being all the living Powers that men have worshipped as Gods, not as if standing side by side......but so interfused that he who sees knows not indeed whether it is one Being or many Powers. c. f. Plotinus 'He who is the one God and all the gods, where each is all, blending into a unity, distinctive powers.

Radhakrishnan. Arjuna had the vission of the One in the many, and the many in the One.

শ্রীধর। শরীরের পৃথক পৃথক ভাগ যেমন একই শরীরের মধ্যে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ সেই দেব দেবের শরীরে নানা ভাগে বিভক্ত জগৎ একত্র অবস্থিত ছিল।

সন্তদাস। দেব দেবের সেই শরীরে নানা প্রকারে বিভক্ত ভাবে দৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎকে একই দেহের অবয়বরূপে স্থিত দেখাইলেন।

রামানুজ। ভোক্তা ভোগ্য ইত্যাদি পদার্থ সমন্বিত। ১০।৮, ১৯, ২০, ২১, ৩৯, ৪২ দ্রষ্টব্য।

Modi. See Gita 13/16. and Brahma Sutra II. 3.7.......How the One becomes many, or the Infinity

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

becomes finite is a mystery. The author of the Gita here makes an effort to explain.

১৩। বিশ্বরূপ দর্শনের তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য—"তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা", এই ভাষায়, ১১।৭ শ্লোকে। দর্শয়ামাস (১১।৯) তিনি না দেখাইলে, দেখিবে কে? "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্ম বিবৃণুতে তনূং স্যাং। বিশ্বজগৎ একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমরা ক্ষিত্যাদি দেখি, মনুষ্য পশু, বৃক্ষাদি দেখি, ইহাতেও বিশ্বের রূপই দেখা হয়, কিন্তু, বিশ্বরূপ দর্শন হয় না, কেননা "একস্থ" দেখি না, একই দেবাদিদেবের শরীরে দেখি না।—অর্জ্জুন অবয়বগুলির সঙ্গে সঙ্গে মূল অবয়বী বিরাট পুরুষবরকে দেখিলেন।······বিশ্বরূপ দর্শন অর্থ একত্বের মধ্যে বহুত্বের দর্শন, "জগৎ সর্ব্বং শরীরস্থতে।"

(১৩) ভুপেন্দ্রনাথ। সকলের শরীর পঞ্চ তত্ত্বময় বা পঞ্চ পাণ্ডবের শক্তি সম্মিলিত। আপনার শরীরের মধ্যেও যাহা, সকলের শরীরের মধ্যেও তাহাই রহিয়াছে। এইজন্য আপনাকে ভাল করিয়া জানিলেই বিশ্ব ভুবনকে অবগত হওয়া যায়।

ভক্তি প্রদীপ। Then Arjuna beheld the entire universe divided into many parts, but strung together in the Divine Form of that God of all gods.

(১৪) তখন অর্জ্জুন কি করিলেন ?—

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়,
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।১৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।14)

পদচ্ছেদ। ততঃ সঃ বিস্ময়াবিষ্ট ঃ হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয় ঃ প্রণম্য শিরসা দেবম্ কৃতাঞ্জলি ঃ অভাষত ।১৪।

অন্বয়। ততঃ সঃ বিস্ময়াবিষ্ট ঃ হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ, দেবম্ শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলি ঃ অভাষত।

কঠিন শব্দ। হৃষ্টরোমা=আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া। দেবম্ =বিশ্বরূপ-ধারী সেই বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণকে।

অনুবাদ। তদনন্তর সেই ধনঞ্জয় বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া সেই দেবমূর্ত্তিকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কর-জোড়ে বলিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন ভাবিয়াছিলেন তিনি বিষ্ণুমূর্ত্তি বা একত্রীভূত বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন ; পাইয়াও ছিলেন দেখিতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি কারণ ১৬ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন "কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ"। উহা একত্রীভূত বহু বিষ্ণু মূর্ত্তি, কারণ বহু মুখ চোখ ছিল। কিন্তু অলৌকিকতা বাড়িতেই লাগিল ; দৃষ্ট মূর্ত্তির তেজ, সহস্র সূর্য্যের তেজের সমান হইল। সমস্ত জগৎ একসঙ্গে একস্থানে দৃষ্ট হইল।

অরবিন্দ। অর্জ্জুন দেখিলেন- অত্যাশ্চর্য্যময় সুন্দর ভীষণ ভগবান, জীবগণের-অধিপতি যিনি, তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তার মহিমা ও মহত্বে, এই উদ্দাম ও বিকট সুশৃঙ্খলাময় ও চমৎকার, মধুর ও ভয়ঙ্কর জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন।

Krishna Prem Filled with great wonder, the disciple sees, and in his soul wells up the mystic knowledge which bursts forth from his lips in an ecstatic hymn.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।১৪), ১১।১৫

মধুসূদন। অর্জ্জুনের চিত্তে কি ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহার ব্যাখ্যায়, দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী, আলঙ্কারিকদের রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, ভাব বিভাব স্থায়ীভাব সঞ্চারীভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। স্থায়ীভাবের সাত্ত্বিক পরিণামে হয় স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু প্রলয়। নানাভাব যথা ধৃতি, মতি, হর্ষ ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। এই সূত্রে বলিয়াছেন, রস অনুভাব্য নহে, অনুভূতি স্বরূপ, উহা অখণ্ড ও আনন্দ স্বরূপ এবং এই জন্যই আলঙ্কারিকগণ উহাকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলিয়াছেন।

১৪) ভূপেন্দ্রনাথ। অণুর মধ্যে আবার ব্রহ্মাণ্ড আছে। বিস্ময়ে পুলকে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। তখন সেই আত্মদেব কূটস্থকে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া সাধকের কিছু যেন বলিবার ইচ্ছা হয়।

(১৫) সেই বিশ্বরূপ দর্শনে, হর্ষে ও আশ্চর্য্যে রোমাঞ্চিত হইয়া, অর্জ্জুন নিজের অনুভব স্তবে প্রকাশ করিলেন। (ছন্দে, কবিত্বে, ইহা চমৎকার)।

১৫। পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাং স্তথা ভূত বিশেষ সংঘান্
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।

পদচ্ছেদ। পশ্যামি দেবান্ তব দেব-দেহে সর্ব্বান্ তথা ভূত-বিশেষ-সঙ্ঘান, ব্রহ্মাণম্ ঈশম্ কমল-আসনস্থং ঋষীন্ চ সর্ব্বান্ উরগান্ চ দিব্যান্।

অন্বয়। দেব, তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূত বিশেষসঙ্ঘান্ কমলাসনস্থ ব্রহ্মাণম্ ঈশম্ চ সর্ব্বান্ ঋষীন্ চ দিব্যান্ উরগান্ পশ্যামি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।১৫), ১১।১৫

কঠিন শব্দ। ভূত বিশেষ সঙ্‌ঘান্‌=নানা বিশিষ্ট শ্রেণীতে পড়া প্রাণী ও বস্তু সমূহকে ; "নানা সংস্থান অর্থাৎ বিভিন্ন অবয়ব সম্পন্ন স্থাবর ও জঙ্গমরূপ ভূত বিশেষগণের যে সমূহ, তাহাদিগকে"। "ঈশ="সকলের ঈশিতা (অধিপতি) যে ব্রহ্মা, (মধুসূদন), কেহ ঈশ অর্থে মহাদেব করিয়াছেন। উরগ=সর্প ; দেব লোকস্থ সর্প, (শঙ্কর)। দেব দেহ, এক কথাও হইতে পারে, কারণ পরে ৪৫ শ্লোকে এক কথা ভাবে পাওয়া যায়। (ব্রহ্মা ; মহাভারত ৩।২৭২।৪৪ দ্রষ্টব্য)।

অনুবাদ। হে দেবতা, তোমার শরীরে সকল দেবতাকে, নানা বিশিষ্ট শ্রেণীতে পড়া প্রাণী ও বস্তু সমূহকে. পদ্মের আসনে উপবিষ্ট জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মাকে, ঋষি সকলকে ও অলৌকিক সর্প সমূহকে দেখিতেছি। (অর্জ্জুন আর সখা বলিতে সাহসী হইলেন না, 'হে দেবতা' বলিলেন)।

রামকণ্ঠ। (ডাঃ অধিকারী অনূদিত)। ব্রহ্মা অর্থাৎ উর্দ্ধ-লোক, ঋষিগণ মধ্যলোক, ভুজঙ্গাদি অর্থাৎ পাতাল লোক। একই দেহে তিন ভুবন।

ভূত বিশেষ সঙ্‌ঘান্‌=অনেক মহাভূতের পঞ্চক ও ভূত সৃষ্টির সমুদয় দৃষ্ট হইল'; (জ্ঞানেশ্বরী); জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ (শ্রীধর); স্থির ও চর, নানা আকার-বিশেষ ধারী (গৌর গোবিন্দ); ক্ষিত্যাদি (ব্যোমব্রহ্ম)।

বলদেব ঈশ শব্দ স্বতন্ত্র বলিয়া ব্রহ্মার অন্তর্যামী গর্ভোদক শায়ীকে গ্রহণ করিয়াছেন।

রামদয়াল। ঈশকে রুদ্র বলিয়াছেন।

রামানুজ। তোমার শরীরে চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে, আর সেই রকম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।১৫)

ভাবে কমলাসনস্থ ব্রহ্মার অধিষ্ঠিত ঈশকে—কমলাসন ব্রহ্মাতে স্থিত, অর্থাৎ তাঁহার মনে স্থিত, ঈশকে, (মহাদেব) …… দেখিতেছি।

শ্রীধর। দেবাদির ঈশ্বর ব্রহ্মাকেও দেখিতেছি, পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকারূপী মেরুদেশে অবস্থিত, অথবা সুমেরু রূপ কর্ণিকায় উপবিষ্ট (শঙ্কর) অথবা তোমায় নাভিদেশ পদ্মে উপবিষ্ট।

রামানুজ মনে করেন যে এ স্থানে দুই ব্রহ্মার উল্লেখ হইয়াছে, প্রথম চতুর্ম্মুখ অণ্ডাধিপতি ব্রহ্মা, অপর, কমলাসনাবস্থিত ব্রহ্মার অধিষ্ঠিত ঈশ, ব্রহ্মাতে স্থিত মহাদেব। বলদেব অন্য ব্যাখ্যা দেন, তিনি বলেন ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ এবং তদ্রূপে কমলাসনে অবস্থিত; তাঁহার অন্তর্যামিরূপে গর্ভোদকশায়িত ঈশ, এ স্থলে লক্ষিত রাঘবেন্দ্র, যতি বলেন কমলাসনাবস্থিত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এস্থলে লক্ষিত। ঈশ শব্দ রুদ্র বাচক ও কমলাসনস্থিত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মায় রুদ্রাদি দেবগণ সমাসীন।

ব্যোমব্রহ্ম। পৃথক পৃথক ভূত সমূহ। ঈশ = শিব, তমোগুণ লয়-কর্ত্তা, ব্রহ্মা রজোগুণ সৃষ্টিকর্ত্তা। ঋষি = যাহা তত্ত্বে গমন করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। দেবান্ = মনবুদ্ধি অহঙ্কার। উরগা = নাড়ী সকল; অর্জ্জুন আত্ম শরীরের অনুরূপ ব্রহ্ম শরীর প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

গিরীন্দ্র শেখর। উরগ, সর্প নহে, জাতি বিশেষ।

Krishna Prem. He sees the upward Path. the contemplative Rishis; also the serpent's way spirally down-wards in divinely urged desire. See Verse 5, নাসদীয়সূক্ত।

Modi শঙ্কর, রামানুজ and মধুসূদন do not explain

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the ভূত বিশেষ, We suggest that Bhutas were beings, who received worship from the people.

১৫। ভূপেন্দ্রনাথ। সাধনলব্ধ দৃষ্টি দ্বারা ইহা নিজ বোধ রূপ। সাধক স্বয়ংও আত্মারই রূপ, তবুও তিনি যখন সাধন করেন, তখন তাহার মধ্যে নিজেই এই সকল দৃশ্য দেখেন। তাহা দর্শন হয় 'দেব দেহে' অর্থাৎ আকাশের মধ্যে; সেই আকাশ নিজের মধ্যেই রহিয়াছে।……মেরু মধ্যস্থ মূলাধার পদ্মেই ব্রহ্মার আসন; সেই মূলাধার হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে।

মতিলাল। পদ্মপুরাণে আছে, বিষ্ণুতে সমাশ্রিত ব্রহ্মা, ব্রহ্মার অঙ্গে হর, হরের অঙ্গ আশ্রয় করিয়া দেবগণ।

ভক্তি প্রদীপ। ভূত বিশেষ সংঘান্ = the assembly of all living beings.

১৬। অনেক বাহূদর বক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং।১৬।

পদচ্ছেদ। অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রম্ পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতঃ অনন্ত রূপম্, ন অন্তম্ ন মধ্যম্ ন পুনঃ তব আদিম্ পশ্যামি বিশ্ব-ঈশ্বর বিশ্ব-রূপম্।

অন্বয়। বিশ্বেশ্বর, ত্বাম্ অনেক বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রম্ সর্ব্বতঃ অনন্ত রূপম্ পশ্যামি, বিশ্বরূপ, তব ন অন্তম্ ন মধ্যম্ পুনঃ আদিম্ পশ্যামি।

পুরুষ সূক্ত গীতার ১৩।১৩, ভাগবত ১।৩।৪ দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ। হে বিশ্বেশ্বর, তোমাকে অনেক হস্ত উদর মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।১৬), ১১।১৭

ও নেত্র যুক্ত, সর্ব্বতোভাবে, সকল প্রকারে বা সকল দিক হইতে অনন্ত রূপধারী দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ, তোমার না অন্ত দেখিতে পাইতেছি, না মধ্য, না আদি। (অর্জ্জুন দেখিলেন, সে মূর্ত্তি এখন বিশ্ব জুড়িয়া ফেলিয়াছে, তাই কোথায় আদি, কোথায় মধ্য, কোথায় অন্ত কিছুই ঠিক করা যাইতেছিল না। মূর্ত্তি বিশ্ব ছাইয়া ফেলিয়াছে, বিশ্বের রূপ লইয়াছে, তাই তাহাকে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর বলিলেন। বিরাট, সে মূর্ত্তি এখন হইয়াছে)।

রামানুজ। তুমি অনন্ত বলিয়া তোমার আদি মধ্য অন্ত দেখিতে পাইতেছি না।

শ্রীধর। অনন্ত রূপ যাহার সেই তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি, কিন্তু তুমি সর্বগত বলিয়া, তোমার অন্ত মধ্য আদি দেখিতে পাইতেছি না।

Jeremy Taylor. God is every-where present by His Power. He rolls the orb of heaven with His hands. He fixes the earth with His foot. He guides all creatures with His eye, and refreshes them with His influence.

ভক্তি প্রদীপ। বিশ্বরূপ = Universal form.

১৭। কিরীটিনং গদিনঞ্চ চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্ক দ্যুতিমপ্রমেয়ম্। ১৭।

পদচ্ছেদ। কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্রিণম্ চ তেজোরাশিম্ সর্ব্বতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।১৭)

দীপ্তিম্ অনন্তম্ পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যম্ সমন্তাৎ দীপ্ত অনল-অর্ক-দ্যুতিম্ অপ্রমেয়ম্।

অন্বয়। কিরীটিনম্ গদিনম্ চ চক্রিনম্ চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তম্ তেজোরাশিম্ দীপ্তানলার্ক দ্যুতিম্ দুর্নিরীক্ষ্যম্ অপ্রমেয়ম্ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বতঃ=সর্ব্বত্র, সকল দিক হইতে। দীপ্তিমন্তম্=তীব্র জ্যোতির্ম্ময়, দুর্নিরীক্ষ্যম্=দেখা যায় না, বা কষ্টের সহিত দেখা যায় এরূপ, অপ্রমেয়ম—অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন, যাহার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না এরূপ। (শঙ্কর), বুদ্ধি দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায় না। সমন্তাৎ=সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী ভাবে।

অনুবাদ। মুকুটযুক্ত, গদা ও চক্রধারী, সকল দিক হইতে তীব্র জ্যোতির্ম্ময়, পুঞ্জীভূত তেজঃ স্বরূপ, (অসহ্য বলিয়া) যাহা দেখা যায় না (বা কষ্টের সহিত দেখা যায় এরূপ উদ্দীপ্ত বা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্যের মত জ্বালাবিশিষ্ট, অপরিচ্ছিন্ন (সীমা যাহার নির্দ্দেশ করা যায় না), এই ভাবের তোমাকে আমি সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। (সেই বিরাট বিষ্ণুমূর্ত্তিতে অত্যন্ত জ্বালা-বিশিষ্টতেজ আসিয়াছে।)

ব্যোমব্রহ্ম। চক্র ও গদা=কর্ম্মচক্র ও শাসন দণ্ড।

শ্রীধর। প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্যের মত দ্যুতি বলিয়া তুমি দুর্নিরীক্ষ্য; অপ্রমেয়=তুমি নিশ্চয় যে কিরূপ তাহা স্থির করা যায় না। সমন্তাৎ=সর্ব্বত্র।

রামদয়াল। শ্রুতি ইহার উপরও বলিয়াছেন, প্রকৃতি=পুরুষের কৌস্তভ; মহৎ তত্ত্ব=শ্রীবৎস; সাত্ত্বিক অহঙ্কার=গদা; তামস অহংকার=শংখ; জ্ঞান=শার্ঙ্গ; অজ্ঞান=খড়্গ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১.১৭), ১১।১৮

অজ্ঞানাবরক মন=চক্র ; জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ=শর ; স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সকল= বনমালা ।

Krishna Prem. The Mace of Time is all dominating power. চক্র=the shining Discus of its ever circling flight.

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়া করিয়া যে ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হয়—তাহাই বৈশ্বানর সদৃশ তাহাতে যাবতীয় বিষয় ও "আমি ও আমার" নাশ হইয়া যায়। বৈশ্বানর অগ্নিই প্রাণ, ইঁনই আত্মা ও গুরু।·· বিষ্ণুই ক্রিয়ার পর অবস্থা ; ইহাতে থাকিতে থাকিতে "(ত্রেধা নিদধে" অর্থাৎ অনাহত হইতে বিশুদ্ধাখ্যে যাওয়া যায়, বিশুদ্ধাখ্য হইতে মূলাধারে, মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাখ্যে, বিশুদ্ধাখ্য হইতে স্বাধিষ্ঠানে, স্বাধিষ্ঠান হইতে মণিপুর—এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা নাভিস্থানে স্থিতি হইলেই প্রকৃত ধারণা, অর্থাৎ ব্রহ্মপদ রূপ ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হয় ; তখন সমস্ত অজ্ঞতা নাশ হইয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায় ···আত্মার স্বরূপ হংস ব্রহ্ম চক্রে ঘুরিতেছেন। (ইহার পরে ভূপেন্দ্রনাথ কূটস্থের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন)।

(১৮) সেইজন্য, আপনার যোগ শক্তি দেখিয়া আমি অনুমান করি, (শঙ্কর)

(১৮) ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা
সনাতন স্ত্বং পুরুষো মতো মে।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১-৩৪]

পদচ্ছেদ। ত্বম্ অক্ষরম্, পরমম্ বেদি তব্যম্ ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম্ ত্বম্ অব্যয় শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা, সনাতনঃ ত্বম্ পুরুষঃ মতঃ মে।

অন্বয়। ত্বম্ বেদিতব্যম্ পরমম্ অক্ষরম্ ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম্, ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা, ত্বম্ সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ।

কঠিন শব্দ। বেদিতব্যম্ = মনে উপলব্ধব্য, "বেদান্ত বাক্য শ্রবণাদির সাহায্যে মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয়", (মধুসূদন, শঙ্কর), পরমম্ অক্ষরম্ = পরম ক্ষয়হীন পরিবর্ত্তনহীন অর্থাৎ পরব্রহ্ম ৮।৩। নিধানম্ = আশ্রয়, গতি; বিশ্বের অধিষ্ঠান। শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা = চিরদিন ধর্ম্মের রক্ষক; "নিত্য যে বেদ, তাহার প্রতিপাদ্য হওয়ায়, যাহা নিত্য সেই সনাতন ধর্ম্মের পালন কর্ত্তা," (মধুসূদন) ("শাশ্বত"কে সম্বোধন পদরূপেও গ্রহণ করা যায়, অর্থ হইবে, হে শাশ্বত; (মধুসূদন)। অব্যয় = অবিনাশক। সনাতন = চিরন্তন। মতঃ মে = আমার অভিমত; "আমার বাঞ্ছিত," (ব্যোমব্রহ্ম)। (সাত্বত ধর্ম্মগোপ্তা, অভিনব গুপ্ত ধৃত পাঠ)।

অনুবাদ। তুমি জ্ঞেয় পরব্রহ্ম, তুমি এই জগতের পরম আশ্রয় (বিশ্বের অধিষ্ঠান তুমি); তুমি চিরদিন ধর্ম্মের রক্ষক, তুমি অবিনাশী চিরন্তন পুরুষ,—ইহাই আমার অভিমত। (স্তবের সৌন্দর্য্য দ্রষ্টব্য)। (১১।৩৮ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীধর। বেদিতব্য = মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য। বেদিতব্য কথার ব্যাখ্যায়, রামানুজ মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে শৌনক আঙ্গিরস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাখ্যান, ও বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলদেবও ঐরূপ করিয়াছেন। (রাঘবেন্দ্র যতি শাশ্বত ধর্ম্ম গোপ্তার অর্থে অনাদি পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়াছেন।

বিশ্বনাথ, নিধান = লয়স্থান বলিয়াছেন।

Krishna Prem. ধর্ম্মগোপ্তা = As Cosmic order, It maintains eternal Dharma the Principle by which all things are linked to all in faultless harmony.

১৮। **ভূপেন্দ্রনাথ।** তুমি কূটস্থ, একমাত্র জানিবার যোগ্য, আর যাহা কিছু দেখাশুনা, তাহা আগমাপায়ী। তুমি ক্রিয়ারূপ ধর্ম্মের রক্ষক, এই ধর্ম্মই প্রাণ। স্থির প্রাণরূপ মহাবিদ্যা, তখনই মহামায়ারূপ পরিগ্রহ করেন, যখন তিনি জন্মমরণশীল চঞ্চল শ্বাসে পরিণত হইয়া বিষয়ান্তর আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার ভোগ্যরূপে এই পঞ্চতত্ত্বময় জগৎ কল্পনা করেন। কিন্তু অচঞ্চলরূপ তাঁহার এই নিত্যভাব গুপ্ত।

রামকণ্ঠ। (ডাঃ অধিকারী অনুদিত)। ওঁ তৎসদিতি, এই সৎ, যাঁহাদের বিদ্যমানে তিনি সত্ত্বাবান পরমেশ্বর; তিনি যাঁহাদের দেবতা তাঁহারা সাত্বত বা ব্রহ্মবিৎ, তাঁহাদের ধর্ম্ম, বা জ্ঞানক্রিয়া সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান, কালরূপে অপচিত হয়; তুমি পুনঃ পুনঃ প্রণয়ন কর, বিঘ্ন-বিঘটন হইতে রক্ষা কর।···তুমি নিরন্তর জ্ঞেয়তত্ত্ব।

মতিলাল। শুধু সৃষ্টির চরম আশ্রয় নহে. ত্রিকালের আশ্রয়।

১৯। অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য—

মনন্ত বাহুং শশি সূর্য্যনেত্রম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১—৩৬

(১১।১৯)

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশ বক্ত্রং বক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্। ১৯।

পদচ্ছেদ। অনাদি-মধ্য-অন্তম্ অনন্ত-বীর্য্যম্ অনন্ত-বাহুম্ শশি-সূর্য্য-নেত্রম্ পশ্যামি ত্বাম্ দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রম্ স্ব-তেজসা বিশ্বম্ ইদম্ তপন্তম্।

অন্বয়। অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্য্যম্ অনন্ত বাহুম্ শশি-সূর্য্য নেত্রম্ দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রং স্বতেজসা ইদম্ বিশ্বম্ তপন্তম্ ত্বাং পশ্যামি।

কঠিন শব্দ। অনাদিমধ্যান্ত="উৎপত্তি-স্থিতি ও বিনাশ রহিত" (মধুসূদন ও সন্তদাস) অথবা যাহার আদি মধ্য অন্ত পরিলক্ষিত হয় না (১১।১৬)। অনন্ত বাহুম্ অন্যান্য অবয়বাদির অনন্তনতার উপলক্ষণ। দীপ্তহতাশ বক্ত্রম্=প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরূপ, বা অগ্নিই মুখ সকল যাহার।

অনুবাদ। আদি মধ্য ও অন্তরহিত মূর্ত্তি (অথবা যে উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ রহিত), অনন্তশক্তিসম্পন্ন অনন্তবাহু, (বা যাঁহার সবই অনন্ত) চন্দ্র সূর্য্যরূপ (দীপ্তিমান) চক্ষু বিশিষ্ট (বা চন্দ্র-সূর্য্যই যাহার চক্ষু), প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরূপ মুখসকল যাহার (বা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিই মুখ সকল যাহার; নিজের তেজের দ্বারা জগৎকে সন্তাপিত ক্লিষ্ট করিতেছ, তোমাকে (এইরূপ মূর্ত্তিতে) দেখিতে পাইতেছি। (মূর্ত্তির জলন্ত তেজ ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে) (প্রশ্ন উপনিষদের, উপনিষদের ১।৫ দ্রষ্টব্য, কৃষ্ণপ্রেম)।

রামানুজ। বীর্য্য=অসীম নিরতিশয় জ্ঞান, বল ইত্যাদি। (বলদেবও তাহাই বলেন)। চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান শীতলতা ও প্রখরতা সম্পন্ন।..."একই দিব্য শরীরে অনেক উদরাদি হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি করিয়া সম্ভব" রামানুজ এই শঙ্কা তুলিয়া তাহার এইরূপ উত্তর দিয়াছেন, "এই প্রকারে সম্ভব, অনন্ত পরিমাণ এক কটি প্রদেশের উপরদিকে প্রকটিত পূর্ব্বোক্ত অনেক দিব্য উদরাদি হইতে পারে, আর নিম্নদিকে উপরিউক্ত অনেক দিব্য পদসমূহও হইতে পারে।"

বিশ্বনাথ ও বলদেব, অর্জ্জুন-বাক্যের স্থানে স্থানে পুনরুক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি।

রাঘবেন্দ্র যতি, বলেন ১৬ শ্লোকের নান্তং ইত্যাদির এখানে পুনরুক্তি হয় নাই, পূর্ব্বে স্থানানুসারে আর এখানে গুণানুসারে বিভাগ।

অরবিন্দ। মহান রূপের মধ্যেই ভীষণ সংহারকের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই যে অপ্রমেয়, যাঁহার অন্ত নাই, মধ্য নাই, আদি নাই, ইহারই মধ্যে সকল জিনিসের উদ্ভব স্থিতি ও লয়।

Modi. Cf. পুরুষ সূক্ত Mu Up II. ৭-৯.

১৯। ভূপেন্দ্রনাথ। "আমি আমার" না থাকিলে সবই অব্যক্তাবস্থা হইয়া যায়। আদি অন্ত মধ্য কিছুই থাকে না, জীবের যখন আত্ম সাক্ষাৎকার হয়, তখন এইরূপ আদ্যন্ত-মধ্য শূন্য অবস্থারই অনুভব হয়।

(২০) অর্জ্জুন বলিলেন, এ তীব্ররূপে ত্রিলোক যে ক্লিষ্ট হইতেছে।

২০। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি,
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।২০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ হি ব্যাপ্তম্ ত্বয়া একেন দিশঃ চ সর্ব্বাঃ-দৃষ্ট্বা অদ্ভুতম রূপম্ উগ্রম তব ইদম্ লোক-ত্রয়ম্ প্রব্যাথিতম্ মহাত্মন্।

অন্বয়। মহাত্মন্, ইদম্ দ্যাবা পৃথিব্যোঃ অন্তরম্ চ সর্ব্বাঃ দিশঃ একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তম্, তব ইদম্ অদ্ভুতঃ উগ্রম্ রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ম প্রব্যথিতম্।

কঠিন শব্দ। মহাত্মন্=বিরাট দেহী। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদং অন্তরম=স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এই মধ্যস্থল, অর্থাৎ অন্তরিক্ষ। অদ্ভুত= অলৌকিক। উগ্র=ভয়ঙ্কর; 'বকট। প্রব্যথিভম্=ক্লিস্ট হইতেছে।

অনুবাদ। হে বিরাট পুরুষ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থল এই অন্তরিক্ষ, ও সকল দিক, একমাত্র তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; তোমার অপ্রাকৃতিক অলৌকিক ভয়ঙ্কররূপ দেখিয়া ত্রিলোক ক্লিষ্ট হইতেছে। (অর্জ্জুন নিজেই ভীত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই বলিতেছেন, ত্রিলোক ভীত হইয়া পড়িয়াছে; ত্রিলোকের কাহারও চক্ষে এ বিশ্বরূপ পড়ে নাই। অর্জ্জুনের বিক্ষিপ্ত চিত্তে মনে হইতেছিল, সকলেই সেরূপ দেখিতে পাইতেছে ও সন্ত্রাসিত হইতেছে। ইহা এখনও মৃত্যুরূপ হয় নাই, যে মৃত্যুরূপ, অর্জ্জুন ছাড়া আর কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই, তাহা হইলে হইতেও পারে যে দেবতারা ইহা দেখিতেছেন)। রামানুজের মতে, দেবাদি ত্রিলোক-বাসী সকলেই যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিলেন, এবং ভগবান তাহাদিগকে দিব্য নেত্র দিয়াছিলেন।

মহাত্মন্=যিনি সাধুদিগের আশ্রয়দাতা (মধুসূদন) যিনি সকলের আশ্রয় স্বরূপ (বলদেব); যাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য বা অনুগ্রহ স্নেহ ক্রোধ ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিসমূহ, দেশকাল পাত্র নির্ব্বিশেষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন ভাবাপন্ন হয় না, (রামানুজ)।

Desai-Gandhi. See মুণ্ডক উপনিষদ ২।১।৪

২১। অমী হি ত্বাং সুর সঙ্ঘা বিশ ন্তু
কেচিদ্ ভীতাঃপ্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।

পদচ্ছেদ। অমী হি ত্বাম্ সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়, গৃণন্তি, স্বস্তি ইতি উক্ত্বা মহর্ষি-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাম্ স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।

অন্বয় অমী সুর সঙ্ঘাঃ ত্বাম হি বিশন্তি, কেচিৎভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি মহর্ষি সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাম স্তুবন্তি।

কঠিন শব্দ। অমী=ঐযে সমস্ত। সুরসঙ্ঘাঃ=দেবতা সকল; "বসু প্রভৃতি দেবগণ যাঁহারা ভীষ্মাদি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, দেখা যাইতেছে; অর্থাৎ বিলয় প্রাপ্তি হইতেছেন অমী হি ত্বা সুরসঙ্ঘাঃ অর্থাৎ ত্বা অসুর সঙ্ঘাঃ এইরূপ পাঠ ধরিলে দুর্য্যোধনাদি অসুরগণও তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এ অর্থও আসিবে; (অর্থাৎ সব মরিতেছে) (মধুসূদন)। প্রাঞ্জলয়ঃ=করজোড়ে, কৃতাঞ্জলি হইয়া। গৃণন্তি=তোমার নাম ও গুণগান করিতেছেন। স্বস্তি=মঙ্গল হউক। পুষ্কলাভিঃ=উত্তম উত্তম বা প্রচুর। কে এই যুদ্ধে জিতিবে, তাহা প্রকাশ করিতে ভগবান এই রূপ লইয়াছিলেন (শঙ্কর)।

অনুবাদ। ঐ যে সব দেবতাবৃন্দ (তাহারা) তোমার ভিতর প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ ভীত হইয়া করজোড়ে তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম ও গুণগান করিতেছেন, মহর্ষিগণ ও সিদ্ধপুরুষগণ; "সব মঙ্গল হউক" বলিয়া প্রচুর ও উত্তম উত্তম স্তোত্র সমূহ দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন।) হয়তো অর্জ্জুনের সন্ত্রাসিত মনের চিত্তে তিনি এইসব দেখিতেছেন, বা সত্যই ঐ সব ঘটিতেছে, কারণ তখনও ঐ প্রখর দীপ্তিমান মূর্ত্তি মৃত্যু-রূপ গ্রহণ করে নাই, অর্জ্জুন ছাড়া যেরূপ আর কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই; যে রূপ প্রদর্শিত হইবার পর এসব বর্ণনা আর আসে নাই। ইহা বিষ্ণুরূপ ও করাল রূপের মাঝের চিত্র।

শঙ্কর। ভূমির ভার কম করিবার জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই মনুষ্যাকৃতি বসুআদি দেবগণ আপনার ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন; যাঁহারা পলায়নে অক্ষম, তাঁহারা ভয়ভীতভাবে স্তুতি করিতেছেন।

রামানুজ। বিশ্বের আশ্রয়রূপ তোমাকে দেখিয়া, তোমারই সমীপে আসিতেছেন।

শ্রীধর। কেহ কেহ অত্যন্ত ভয় পাইয়া দূরে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলি পুটে "তোমার জয় হউক্, আমাকে রক্ষা কর", এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। অর্জ্জুন অতি মাত্রায় ভীত হইয়া কল্পনার চক্ষে যে এইসব দেখিয়াছিলেন তাহা নহে, উহা সত্যই সাধক-দিগের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। কোন সৌভাগ্যবান সাধক যখন কূটস্থের মধ্যে এই সকল দৃশ্য দেখিতে থাকেন, ঠিক সেই সময়ে হয়তো আরও সহস্র সহস্র সাধকেন্দ্রগণ কূটস্থ দেখিতেছে,...যেমন অর্জ্জুন অপরকে ভীত হইয়া তাঁহাদের স্বাস্ত স্তুতি করিতে দেখিতেছেন, তদ্রূপ অন্য সাধকও কূটস্থ দর্শন করিবার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনকে ভয় ব্যাকুলিত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছেন।

২২। রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বে হশ্বিনৌ মরুত শ্চোষ্মপাশ্চ
গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বা বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে।২২।

পদচ্ছেদ। রুদ্র-আদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতঃ চ উষ্মপাঃ চ গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ বীক্ষন্তে ত্বাম্ বিস্মিতাঃ চ এব সর্ব্বে।

অন্বয়। যে রুদ্রাদিত্যাঃ চ বসবঃ সাধ্যাঃ বিশ্বে অশ্বিনৌ চ মরুতঃ চ উষ্মপাঃ চ গন্ধর্ব্বযক্ষাসুর সিদ্ধসংঘাঃ সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ ত্বাম্ বীক্ষন্তে।

কঠিন শব্দ। রুদ্র ১১, আদিত্য ১২, বসু আট। ধর্ম্মের পত্নী দক্ষকন্যা সাধ্যা হইতে ১২ জন সাধ্য—দেবতাগণের জন্ম; স্কন্দ পুরাণে ইহাদের নাম, মন, অনুমন্তা, প্রাণ, অপান, নর, ভক্তি, ভাব, অনঘ, হংস নারায়ণ বিভু প্রভু (গোয়েন্‌কা) ধর্ম্মের পত্নী দক্ষকন্যা, বিশ্বা হইতে ১০ বিশ্বেদেবের উৎপত্তি ইহাদের নামঃ-ক্রতু, দক্ষ, শ্রব, সত্য, কাল, কাম, ধুনি কুরুবান, প্রভব.ন, রোচমান, পুরাণ ভেদে সামান্য ভেদ নামে পাওয়া যায়। (গোয়েন্‌কা) মরুৎ ৪৯, বায়ু পুরাণে নাম দেওয়া আছে। সাত পিতৃগণ, তাহাদের নাম কব, বাহ, অনল, সোম, যম, অর্যমা অগ্নিষ্বাত্ত বর্হিষদ্। তিলক বলেন পিতৃগণকে যে অন্ন দেওয়া হয় উহা যতক্ষণ গরম থাকে ততক্ষণই গৃহীত হয়, তাই নাম (মনু ৩,২৩) উষ্মপা। ইহা পিতৃগণের বিশেষণ (রামানুজ); শ্রীধর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন যতক্ষণ উষ্ম থাকে যতক্ষণ সংযমীরা ভোজন করেন, যতক্ষণ ঘৃতের গুণ বর্ণিত হয়, ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করেন। কৃষ্ণানন্দ বলেন, উষ্মপা পিতৃগণ, উষ্মভাগ অর্থাৎ তৎতৎ পদার্থ নিহিত তেজঃ শক্তি পান করিয়া পুষ্টিলাভ করেন।

অনুবাদ। রুদ্রগণ আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ অশ্বিনী-কুমার দ্বয় ও মরুদ্‌গণ, ও পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধ সমূহ, তাহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছে।

পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ পরম পুরুষের দেহে স্থিরভাবে স্থিত রহিয়াছেন, দৃষ্ট হইয়াছিল, এখন অর্জ্জুন দেখিলেন, যে দেবতারা সেই বর্ত্তমানে উত্থিত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, অনেকে পলাইয়া দেহের ভিতরে চলিয়া যাইতেছেন। ... রুদ্রাদি দেবতারা কি কারণে এ অদ্ভুত ভীষণ তেজঃ-প্রদীপ্ত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে সেই বিকট পরিবর্ত্তনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

তিলক। পিতৃগণের সোমষদ্ অগ্নিস্বাত্ত, বর্হিষদ, সোমপা, হবিষ্মান, আজ্যপা; সুকালিন, এই সাত প্রকার গণ (মনু ১৯৪-২০০)। আট বসু, এগারো রুদ্র, বারো আদিত্য এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই ৩৩, বৃহদারণ্যকের দেবতা।

(২৩) মূর্ত্তি আরও বিকটতর হইতে লাগিল, তাহার করাল দংষ্ট্রা দর্শনে লোকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

২৩। রূপং মহৎতে বহু বক্ত্র নেত্রং
মহাবাহো বহু বাহূরুপাদম্
বহূদরং বহু দংষ্ট্রা করালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১'২৩), ২৪

পদচ্ছেদ। রূপং মহৎতে বহুবক্ত্রনেত্রম্ মহাবাহো বহু বাহু-উরু পাদম্ বহু-উদরম্ বহু দংস্ট্রা করালম্ দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহম্।

অন্বয়। মহাবাহো, তে বহু বক্ত্রনেত্রম্ বহু বাহূরুপাদম্ বহূদরম্ বহু দংস্ট্রা করালম্ মহৎ রূপম্ দৃষ্ট্বা লোকাঃ তথা অহং প্রব্যথিতাঃ।

কঠিন শব্দ। করাল=অতি ভয়ানক। দংস্ট্রা=বড় বড় দাঁত। মহৎ=বিরাট।

অনুবাদ। হে মহাবাহো, তোমার বহু সংখ্যক মুখ ও চক্ষু বহু বাহু উরু ও চরণ, বহু উদর, বহু অতিভয়ানক দন্ত সমূহ বিশিষ্ট বিরাট রূপ দেখিয়া ত্রিলোক ও আমি ব্যাকুল হইতেছি।

(২৪) তাহার কারণ—

২৪। নভঃ স্পৃশং দীপ্ত মনেক বর্ণং ;
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশাল নেত্রম্
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা,
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ।২৪।

পদচ্ছেদ। নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ অনেক-বর্ণং ব্যাত্তা-আননং দীপ্ত-বিশাল-নেত্রম্ দৃষ্ট্বা হি ত্বাম্ প্রব্যথিত-অন্তর আত্মা, ধৃতিম্ ন বিন্দামি শমম্ চ বিষ্ণো।

অন্বয়। হি বিষ্ণো, নভঃ স্পৃশম্ দীপ্তম্ অনেক বর্ণম্ ব্যাত্তাননম্ দীপ্তবিশাল নেত্রম্ ত্বাম্ দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ধৃতিম্ চ শমম্ ন বিন্দামি।

কঠিন শব্দ। হি=কারণ। ব্যাত্তানন=বিস্ফারিত মুখ। প্রব্যথিত অন্তরাত্মা=শুধু যে চোখ জ্বলিয়া গেল তাহা নহে, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তঃকরণ, মনবুদ্ধি সব ক্লিষ্ট বা ব্যাকুল ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। ধৃতি=ধৈর্য্য। শম=শান্তি, "মনের প্রসাদ" (মধুসূদন)। ধৃতি পাইতেছি না, ইহার অর্থ আমার হাত পা ধৃত থাকিতেছে না, খসিয়া পড়িতেছে, এ অর্থও হয়।

অনুবাদ। কারণ হে বিষ্ণু, তোমার আকাশস্পর্শী তেজোময় নানাবর্ণ, বিস্ফারিত মুখ জ্বলন্ত অতি বৃহৎ চক্ষু; তোমাকে দেখিয়া ব্যাকুলিত অন্তর আমি ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছি না।

(এই বিষ্ণু সম্বোধনে প্রমাণিত হইতেছে যে অর্জ্জুন মনে ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত বিষ্ণু মূর্ত্তিই দেখিতে পাইবেন; সেই বিশ্বাসে তিনি এত স্থিত ছিলেন যে এখন যাহা দেখিতেছেন তাহা বিষ্ণুরই কোন মূর্ত্তি ভাবিয়া লইতেছিলেন। (বিষ্ণু=সর্ব্ব প্রবিষ্ট)।

রামানুজ। তদক্ষরে পরমং ব্যোমন্। আদিত্যবর্ণং তমস পরস্তাৎ ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৫) ভীষণ দাঁত আর ভীষণ মুখ! আমি আর আমাতে নাই!!

২৫। দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানল সন্নিভানি
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।২৫।

পদচ্ছেদ। দংষ্ট্রা-করালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব কাল-অনল সন্নিভানি দিশঃ ন জানে এ লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেব-ঈশ জগৎ নিবাস

অন্বয় তে দংষ্ট্রা করালানি চ কালানল সন্নিভানি মুখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।২৫), ২৬, ২৭

দৃষ্ট্বা দিশঃ ন জানে চ শর্ম্ম এব ন লভে, দেবেশ জগন্নিবাস প্রসীদ।

কঠিন শব্দ। দংষ্ট্রা করালানি=বৃহৎ বৃহৎ দন্ত দ্বারা ভীষণীকৃত। দিশঃ ন জানে=দিক অনুভব করিতে পারিতেছিনা, "কোন্ দিক পূর্ব্ব, কোন্ দিক্ পশ্চিম, তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেছি না" (মধুসূদন) দিক্ ভ্রম (শঙ্কর), দিশাহারা হইয়াছি। শর্ম্ম ন লভে=(মনে) সুখ পাইতেছি না; "তোমার দর্শনেও আমি সুখলাভ=করিতে পারিতেছি না" (মধুসূদন) শর্ম্ম=peace (ভক্তিপ্রদীপ)

অনুবাদ। বৃহৎ বৃহৎ দন্তদ্বারা ভীষণীকৃত ও প্রলয়াগ্নির মত তোমার মুখ সকল দেখিয়াই, আমি দিশাহারা হইয়াছি (বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়াছি)। আমি (তোমার দর্শনেও) মনে সুখ পাইতেছি না। হে সকল দেবতার ঈশ্বর, হে জগৎ আধার, (আমার প্রতি) প্রসন্ন হও। (১১।৪৫)

Krishna Prem. But there is terror in the vision too, for in that Light, all forms are seen to pass. Only the Divine can live in the Divine, all that is human dies upon the thresh-hold.

২৩-২৫। মহানাম ব্রত। এদিকে দৃশ্য পটটি স্থির না থাকিয়া যেন ধীরে গতিশীল হইল···অদ্ভুত বিশ্বরূপের স্থানটি যেন এক ভয়াবহ বিশ্বরূপ আসিয়া দখল করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ব্যথাযুক্ত অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন, অতীব বেদনাভরে······"বৃহদাকার দাঁত ······না পারি মনকে শান্ত করিতে, না পারি ধৈর্য্য ধারণ করিতে। ······মনে একবিন্দু সোয়াস্তি নাই।"

(২৬,২৭) কি ভীষণ! যুদ্ধের বিকট ভবিষ্যতের চিত্র, সে মুখেতে প্রকাশিত হইয়া উঠিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।২৬,২৭)

২৬। অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপাল সংঘৈঃ
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধ মুখ্যৈঃ
(২৭) বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি,
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ

(রামকণ্ঠের গীতায় এখানে দেড়খানি অতিরিক্ত শ্লোক আছে পরে দেওয়া হইয়াছে।

পদচ্ছেদ। অমী চ ত্বাম্ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহ এব অবনি পাল-সংঘৈঃ, ভীষ্মঃ দ্রোণঃ সুতপুত্রঃ তথা অসৌ সহ অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধ মুখ্যৈঃ। বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণাঃ বিশন্তি দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি, কেচিৎ বিলগ্নাঃ দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ।

অন্বয়। অবনি পাল সঙ্ঘৈঃ সহ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ, তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সুত পুত্রঃ চ অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধ-মুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণা ত্বাম্—তে দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি—কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে।

কঠিন শব্দ। অবনিপাল সংঘ=ভূপতি মণ্ডল। অমী=ঐ। অসৌ=ঐ, অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধ মুখ্যৈঃ সহ=আমাদের পক্ষেরও প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের সহিত। ত্বরমাণাঃ=দ্রুতবেগে। দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি=বৃহৎ বৃহৎ দন্ত সমূহের দ্বারা বিকটীকৃত মুখ সমূহে। উত্তমাঙ্গৈঃ=মস্তক সমূহের সহিত। দশনান্তরেষু=দন্ত সমূহের ফাঁকে ফাঁকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১'২৬,২৭)

অনুবাদ। ভূপতি সকলের সহিত, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রেরা, ভীষ্ম দ্রোণ এবং ঐ সূত পুত্র কর্ণও, আমাদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের সহিত দ্রুতবেগে তোমাতে——তোমার বৃহৎ বৃহৎ দন্ত সমূহের দ্বারা বিকটীকৃত ভীষণ মুখ সমূহে প্রবেশ করিতেছে। কেহ কেহ চূর্ণিত মস্তকের সহিত, দন্তসমূহের ফাঁকে ফাঁকে আটকাইয়া রহিয়াছে, দৃষ্ট হইতেছে।

অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, ইহাও তো জানিনা, আমরা জিতিব কি উহারা জিতিবে' (২।৬)। ভগবান যেন ইহার উত্তরে ১১।৭ শ্লোকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার দেহে অন্য যাহা কিছু দেখিতে চাহ দেখ।" তাই যুদ্ধের শেষ চিত্র দেখাইয়া দিতেছেন। অর্জ্জুন যাহা দেখিলেন, পাঁচটি শ্লোক তাহা বর্ণনা করিতেছে। ছন্দের গতি লক্ষ্য করিবার বিষয়; অর্জ্জুনের কম্পমান অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ভীষণ ধাক্কায়, কথার ধারা যেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে এই শ্লোকে তাহাই হইয়াছে "দ্রুতবেগে তোমাতে—"তোমাতে" এই শব্দের পর 'বিশন্তি, আসিতে ছিল, কিন্তু দাঁতের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, চমকিয়া উঠিলেন, সেই বিকট দাঁতের কথা আসিয়া গেল। বলিয়া ফেলিলেন তোমার বৃহৎ বৃহৎ দন্তসমূহের দ্বারা বিকটীকৃত মুখে প্রবেশ করিতেছে। এই রকমই হয়। সিনেমার চিত্রে চলিতেছিল এক ছবি, হঠাৎ তাহার বন্ধ করিয়া দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানির চিত্র ফুটিয়া উঠিল। ইহাই art কলা; রচনা নৈপুণ্য। গীতাকারের শ্লোক সমূহে art নাই যিনি বলিয়াছেন, বলিতে হইবে তিনি art সম্বন্ধে কিছুই বোঝেন না। "এ স্থলে পরবর্ত্তী শ্লোকের ত্বাং বিশন্তি এই অংশের সহিত এই শ্লোকের অন্বয় করিতে হইবে। "অত্যন্ত ভয় সূচনা করিতেছে বলিয়া এই শ্লোকের ক্রিয়াপদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যূনতায় অর্থাৎ ক্রিয়াপদ না দেওয়ায় "ন্যূনপদতা" এখানে দোষাবহ না হইয়া গুণেরই হইয়াছে। ......বক্তা যদি ক্রোধ, বিস্ময়, ভয়াদি সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কথিত বাক্যে ন্যূনপদতা, দোষ না হইয়া গুণেরই হইয়া থাকে, ইহা আলঙ্কারিকগণের অভিমত।" (মধুসূদন)

রামদয়াল। আমাদের পক্ষে ভূত ভবিষ্য আছে, কিন্তু শ্রীভগবানের ভূত ভবিষ্যৎ, সমস্তই বর্ত্তমান। কাজেই যুদ্ধের ফলাফল বিরাট দেহে দেখান অসম্ভব নহে। পরক্ষণে কি ঘটিবে পতঙ্গ জানে না, পতঙ্গ আপন মনে খেলা করিতেছে, কিন্তু একজন মানুষ দেখিতেছে, সে সম্মুখস্থিত ভেকের মুখে এখনি প্রবিষ্ট হইবে—তাহার পশ্চাতে সর্প, সর্পের পশ্চাতে পক্ষী, পক্ষীর পশ্চাতে শৃগাল, শৃগালের পশ্চাতে ব্যাঘ্র, ইত্যাদি। ব্যাপার যিনি দূর হইতে দেখিতেছেন, তিনি পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন, ইহারা কোথায় চলিতেছে। মনুষ্যেই যখন পূর্ব্বের অবস্থা জ্ঞাত চক্ষে দেখিতে পায়, তখন শ্রীভগবান সৃষ্ট জীবের অবস্থা ভবিষ্যতে জীব দৃষ্টিতে যাহা হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই যে ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে পারিবেন না কেন?

Krishna Prem. The hundred sons of Dhritarashtra who are the facts of the lower self, Bhisma and Drona, faith and old tradition, Karna, the mighty warrior, nobly clinging to ideals but finding them in matter, all these are swallowed up in the great teeth of never-resting Time.

—আরও এক ভাবে অন্বয় করা যাইতে পারে। যোধ মুখ্যৈঃসহ ত্বরমাণা ত্বাম্-তে দংষ্ট্রা করালানি'র পরিবর্ত্তে যোধ মুখ্যৈঃ সহ ত্বাম্ দৃষ্ট্বা তে করালানি' ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১৷২৬,২৭)

শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে ও ও পক্ষের নৃপতি দিগকে এবং এ পক্ষেরও 'অস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ সকলকে মৃত দেখাইলেন, কিন্তু, কই, অভিমন্যুকে বা ঘটোৎকচকে বা পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ পুত্রদিগকে হত দেখাইলেন না। দেখাইতেন যদি, তাহা হইলে অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ছাড়িয়া উধাও হইয়া যাইতেন, হাজার ডাকেও ফিরিতেন না। ভগবানের কৌটিল্য ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে না কি? ইহাই নয় 'ক, জগৎচক্র তিনি চালাইয়া চলেন, নিজের মৎলব অনুসারে। মানুষকে বিশ্বাসে রাখিয়া হঠাৎ ধোকা দেন!

ভূপেন্দ্রনাথ। যাহারা শত্রু এবং যাহাদিগকে আত্মীয় মনে করিতাম, কিন্তু শেষে কোথাও কেহ থাকে না দেখিতেছি। সুতরাং কালের করালমুখে সকলেই প্রবেশ করিতেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবানের নিকট ত্রিকাল এক হইয়া আছে, উহারা থাকিলে তবে না পরিবর্ত্তন? ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাদির পারম্পর্য্য, তাহা মায়িক। যতক্ষণ আমিত্বের বোধ থাকে, ততক্ষণ অখণ্ড কালের সত্তা অনুভব করা যায় না কালের খণ্ডিত অবস্থায় বহুত্বের জ্ঞানই স্বাভাবিক—বিশ্বরূপ দর্শনের মত জ্ঞান আসিলেই সাধক দেখিতে পান যে সাধনার পরিপন্থী কাম ক্রোধ লোভাদি সমস্তই সেই প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। শুধু তাহাও নহে, মুক্তি পথের সাহায্যকারী বৃত্তিগুলিও একে একে তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইতেছে।......মুক্তি সাধনের জন্য প্রথম প্রথম শমদমাদি সাধন গুলিকে সাধক আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন, আর তাহাদের আবশ্যক থাকে না।......কেহ কেহ বিচূর্ণিত হইয়া দশন সন্ধিতে লাগিয়া থাকে, কেন? তাহার কারণ, উহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না, উহাদের দ্বারাও জীবন্মুক্ত সাধকের কিছু কিছু কার্য্যে সহায়তা হয়, তবে তাহাদের সে দুষ্ট ভাব চলিয়া যায়, যাহাতে সাধকের ক্ষতি করিতে পারে।

রামকণ্ঠের গীতায় এখানে এইরূপ ; ইহাতে অতিরিক্ত দেড়খানি শ্লোক আছে।

নানারূপৈপুরুষৈ র্বাধ্যমানা
বিশন্তি তে বক্ত্রমচিন্ত্যরূপম্
যৌধিষ্ঠিরা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ যোধাঃ
শস্ত্রৈকৃত্তা বিবিধৈঃসর্ব্ব এব ।২৮

স্বতেজসা নিহতা নূনমেতে
তথাহীমে ত্বচ্ছরীরে প্রবিষ্টা,
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।২৯

(২৮, ২৯)। কি ভাবে সেই যোদ্ধবৃন্দ সেই বিকট মূর্ত্তির বিকট মুখে প্রবেশ করিতেছে, তাহা এই দুই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

২৮। যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ।২৮।

(বক্ত্রাণ্যভিবি জ্বলন্তি পাঠান্তর)

২৯। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।২৮,২৯)

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ। ২৯।

পদচ্ছেদ। যথা নদীনাম্ বহবঃ অম্বুবেগাঃ সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ দ্রবন্তি তথা তব অমী নর-লোক-বীরাঃ, বিশন্তি বক্ত্রাণি অভিতঃজ্বলন্তি (বা অভিবিজ্বলন্তি)। যথা প্রদীপ্তম্ জ্বলনম্ পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ তথা এব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ তব অপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।

অন্বয়। যথা নদীনাম্ বহবঃ অম্বুবেগাঃ সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ দ্রবন্তি, তথা অমী নরলোকবীরা অভিতঃ জ্বলন্তি (বা অভিবিজ্বলন্তি) তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। যথা পতঙ্গাঃ নাশায় প্রদীপ্তম্ জ্বলনং সমৃদ্ধবেগাঃ বিশন্তি, তথা এব লোকাঃ অপি নাশায় তব বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ বিশন্তি।

কঠিন শব্দ। অম্বুবেগা—জলস্রোত। দ্রবন্তি—প্রবেশ করে। অমী—ঐ। নরলোক-বীরাঃ—নরলোকের অর্থাৎ পৃথিবীর বীরেরা। অভিতঃ জ্বলন্তি—চারিদিকেই যাহা অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। অভিবিজ্বলন্তি—প্রজ্বলিত হইতেছে। নাশায়—নষ্ট হইবার জন্য। প্রদীপ্তম্ জ্বলনম্—প্রজ্বলিত অগ্নিতে। সমৃদ্ধবেগাঃ—অতিবেগযুক্ত হইয়া।

অনুবাদ। যেমন, নদী সকলের বহু জল শ্রোত সমুদ্রের দিকে দ্রুতবেগে চলিতে থাকিয়া, সমুদ্রেই প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ ঐ সকল নরলোকের বীরগণ তোমার জ্বলন্ত (বা অগ্নির ন্যায় চারিদিকে জ্বলিতেছে এইরূপ) মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে। যেমন পতঙ্গগণ অতি, দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া মরণ প্রাপ্তির জন্য জলন্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ লোকেরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরণ প্রাপ্তির জন্যই অতি দ্রুতবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে।

মধুসূদন। না জানিয়া মৃত্যুকবলে প্রবেশ করা, তাহার দৃষ্টান্ত নদীবেগ; আর, জানিয়া প্রবেশ করা, তাহার দৃষ্টান্ত পতঙ্গ।

Krishna Prem. These selves of ours, to which cling so fiercely, are streams of psychic states linked each to each by changeless causal law; and all these streams wind through the fields of Time like rivers flowing swiftly to the sea. Compare the Buddhistic term for the individual self, সন্তান meaning 'continuous flow'...Nothing remains but karma's subtle streams, flowing invisible to men, yet stronger than fine steel, linking each pattern of the universe to all that went before.

(৩০) সব-খাওয়া মুখের কি বীভৎস লেহন করা!

৩০। লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈ র্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।৩০

পদচ্ছেদ। লেলিহ্যসে গ্রসমান—সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈঃ জ্বলদ্ভিঃ তেজোভিঃ আপূর্য্য জগৎ সমগ্রম্ ভাসঃ তব উগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।৩০

অন্বয়। সমগ্রান্ লোকান্ জলদ্ভিঃ বদনৈঃ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লেলিহ্যসে, বিষ্ণো ; তম উগ্রাঃ ভাসঃ সমগ্রম্ জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য্য প্রতপন্তি।

কঠিন শব্দ। সমন্তাৎ লেলিহ্যসে=সকল দিক দিয়া, অর্থাৎ রুধিরে পরিপ্লুত সব দিক, চাটিতেছ। বিষ্ণু=ব্যাপনশীল পরমাত্মা (শঙ্কর)

অনুবাদ। জলন্ত মুখ সকল দ্বারা সমস্ত লোকদিগকে গ্রাস করিয়া, চারিদিকে লেহন করিতেছ ; হে বিষ্ণু, তোমার উগ্র প্রকাশ সমস্ত বিশ্বকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, উহাকে সন্তপ্ত করিতেছে।

সেই বিরাট পুরুষ, যদিও বিকটরূপে প্রতীয়মান, তবুও তিনি বিষ্ণুরই কোন মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, এই বিশ্বাসে অর্জ্জুন আবার তাঁহাকে 'বিষ্ণু' বলিয়াই সম্বোধন করিলেন। কিন্তু সেই বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যাইবার কাছাকাছি আসিয়াছে, তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন ৩১ শ্লোক।

কোন কোন টীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে সেই মূর্ত্তি বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছে এইজন্য যে উহা সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছিল। আমরা প্রথম হইতেই দেখাইয়াছি যে বিশ্বরূপ নিশ্চয়ই বিষ্ণু হইবেন, কারণ বিষ্ণু অর্থে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, এই ধারণা অর্জ্জুনের ছিল, এবং ভগবানও তাহাকে প্রথমে বিষ্ণুর সমষ্টীকৃত মূর্ত্তি দেখান্। মূর্ত্তি পরে বিকটাকার হইতে থাকিলেও, অর্জ্জুন তাহাকে বিষ্ণুরই কোন মূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়া লইতেছিলেন। গোড়া হইতেই বিষ্ণুজ্ঞান ছিল (১১।২৮); মাত্র শুধু এখন বলিলেন তাহা নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১,৩০), ৩১

ভূপেন্দ্রনাথ। সমস্ত খণ্ডকাল অখণ্ডকালের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া সাধকের মাথা ঘুরিয়া যায়।

মহানামব্রত। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণেরা, আমাদের পক্ষীয় বীরেরা, বেগে প্রবেশ করিতেছে তোমারই মুখ বিবরে…তুমি নির্ম্মমভাবে চর্ব্বণ করিতেছ তাহাদিগকে,… কাহারও বা চূর্ণিত মস্তক লাগিয়া আছে ঐ দন্তগুলির ফাঁকে।…টানিয়া লইতেছ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ তোমার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া, যেন স্বাদ গ্রহণ করিতেছ।… (ছন্দের গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়)।

(৩১) অর্জ্জুন আর ঐ বিরাট মূর্ত্তির বিকটত্ব সহ্য না করিতে পারিয়া, সন্দেহে এবং ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এবং কি কাজে আপনি রহিয়াছেন? তাঁহার 'আপনি' সম্বোধন লক্ষ্য করিবরে বিষয়।

৩১। অখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ,
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং,
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্। ৩১।

পদচ্ছেদ। আখ্যাহি মে কঃ ভবান্ উগ্র-রূপঃ নমঃ অস্তুতে দেববর, প্রসীদ, বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তম্ আদ্যম্ ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্

অন্বয়। উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ মে আখ্যাহি। তে নমঃ অস্তু, দেববর প্রসীদ। আদ্যম্ ভবন্তম্ বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি, হি তব প্রবৃত্তিম্ ন প্রজানামি।

কঠিন শব্দ। আদ্যম্—আদি পুরুষ। সর্ব্ব কারণ। "ভবন্তম্—আপনাকে। প্রবৃত্তি—„চেষ্টা, ক্রিয়াকলাপ" (মধুসূদন) আচরণ, কি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "ঘোর রূপ গ্রহণে তোমার প্রবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১ ৩১)

কেন ?" (রামকণ্ঠ, ডাঃ অধিকারী অনূদিত)।

অনুবাদ। আমায় বলুন, আপনি বিকট রূপ ধারা কে ? হে দেবশ্রেষ্ঠ আপনাকে (আমার) নমস্কার হউক, প্রসন্ন হউন্। হে (জগৎ কারণ) আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না আপনার ক্রিয়াকলাপ, অর্থাৎ আপনি কি কাজে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

মধুসূদন। আমি সখা হইলেও আপনার প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা (ক্রিয়াকলাপ) জ্ঞাত নহি।

অরবিন্দ। তোমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা আমি বুঝিতেছি না।··· অর্জ্জুনের এই যে শেষ প্রশ্ন, ইহার ভিতর বিশ্ব রূপের দুইটি ইঙ্গিত রহিয়াছে, একটি হইতেছে সনাতন চিরপুরাতন বিশ্বপুরুষের রূপ; ইনিই চিরকাল সৃষ্টি করিতেছেন, কারণ সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা ইহারই দেহে দৃশ্য দেবগণের মধ্যে একজন।······তিনি হইতেছেন সর্ব্বদা জগতের স্থিতি কারণ, তিনিই শাশ্বত ধর্ম্মসকলের প্রতিপালক কিন্তু তিনিই আবার সর্ব্বদা ধ্বংস করিতেছেন, যেন পুনরায় নূতন সৃষ্টি ক'রতে পারেন ; তিনি কাল, তিনি মৃত্যু, তিনি নটরাজ রুদ্র ; তিনি কালী মুণ্ডমালা পরিয়া উলঙ্গিনী হইয়া সমরে নৃত্য করিতেছেন, তিনি ঘূর্ণাবর্ত্ত, দাবানল, ভূমিকম্প ; তিনিই দুঃখ, দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, ধ্বংস সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্র ; আর এই যে তাহার শেষোক্তরূপ, এইটিই তিনি তখন সম্মুখে ধরিলেন। এই রূপের সম্মুখ হইতে মানুষের মন স্বভাবতই প্রত্যাবৃত্ত হয়, এবং সে চক্ষু মুদিয়া থাকে এই আশায় যে সে নিজে না দেখিলে, হয়তো বা সেই ভীষণ মূর্ত্তি তাহাকে দেখিতে পাইবে না। মানুষের দুর্ব্বল হৃদয়, শুধু চায় মনোরম ও আরামদায়ক সত্য, আর তাহা না পাওয়া গেলে, চায় মনোরম মিথ্যা কাহিনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।৩১)

……অপক্ক ধর্ম্মপন্থী, তরল বুদ্ধি আশাবাদী, ভাবপ্রবন, আদর্শবাদী, ইন্দ্রিয় ও হৃদয়াবেগের দাস মানুষ। ভারতের ধর্ম্মকে অনেকেই অজ্ঞ ভাবে নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ উহা এই লুকোচুরি খেলায় যোগ দেয় নাই ; এবং ভগবানের মধুর ও মৃদুল ভাবগুলির, তেমনি ভীষণ ভাবগুলিরও প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়াছে। এই যে আমাদের সংগ্রামের, কষ্টকর প্রয়াসের জগৎ উহা ভীষণ বিপজ্জনক ধ্বংসকারী গ্রাসকারী জগৎ এখানে জীবনের অস্তিত্ব ক্ষণভঙ্গুর, মানুষের আত্মা ও দেহ এখানে অসংখ্য বিপদের মধ্যে বিচরণ করে, একটি এমন জগৎ যে এখানে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক কোন কোন জিনিসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হয়। এখানে জীবনের প্রত্যেক নিশ্বাস, মরণের নিশ্বাস। …আমাদিগকে দেখিতে হইবে প্রবৃত্তি নিজের সন্তানগণকে উদরসাৎ করিতেছে, কাল জীব সকলের জীবন গ্রাস করিতেছে, সর্ব্বব্যাপী ও অপরিহার্য্য মৃত্যু, এবং মানুষে ও প্রকৃতিতে রুদ্রশক্তি সকলের প্রচণ্ডতা, এই সব হইতেছে পরম ভগবানের বহু বিশ্বরূপের একটি রূপ।

৩১। মহানামব্রত অর্জ্জুন এতক্ষণ বিশ্বরূপকে "তুমি" সম্বোধন করিতেছিলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসাকালে, ভয়ে সম্ভ্রমে 'আপনি' বলিলেন। ঐশ্বর্য্য দর্শনে, প্রীতিতে শিথিলতা আসিয়াছে।

রামকণ্ঠ। (ডাঃ অধিকারী অনূদিত)। এমন ঘোর রূপ গ্রহণে তোমার প্রবৃত্তি কেন? আমি জানি না তোমাকে, পরম-কারণকে, বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।

ভক্তি প্রদীপ। আদ্যম্ ভবন্তম্ = Thy superhuman form তব প্রবৃত্তিম্ = Thy inner Self.

(৩২) অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।৩২)

৩২। শ্রীভগবানুবাচ। কালো ঽস্মি লোক ক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ
ঋতে ঽপি ত্বাম্ ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যে ঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ।৩২।

পদচ্ছেদ। কালঃ অস্মি লোক-ক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ ঋতে অপি ত্বাম্ ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যে অবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ

অন্বয়। লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি ইহ লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ প্রবৃত্তঃ যে প্রত্যনীকেষু অবস্থিতাঃ যোধাঃ সর্ব্বে ত্বাম্ ঋতে অপি ন ভবিষ্যন্তি

কঠিন শব্দ। লোক ক্ষয়কৃৎ=লোক (বা সব কিছু) ধ্বংস কারী কাল= মৃত্যু; মহাকাল; "ক্রিয়াশক্তি উপহিত, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি অবচ্ছিন্ন, ক্রিয়াশক্তি প্রধান সর্ব্বসংহারক পরমেশ্বর" (মধুসূদন)। প্রবৃদ্ধ=উৎকট ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ইহ=এই সময়ে বা এই সকল। "সমাহর্ত্তুম্=সম্যক্ রূপে আহার করিবার জন্য" (মধুসূদন); ধ্বংস করিবার জন্য। প্রত্যনীকেষু অবস্থিতাঃ যোধাঃ=বিপক্ষ পক্ষে যে যোদ্ধারা রহিয়াছে। ঋতে=বিনা। ত্বাম্ ঋতে অপি=তোমা বিনাও, অর্থাৎ তুমি না মারিলেও। ন ভবিষ্যন্তি=জীবিত থাকিবে না। রামানুজ। কাল=আয়ুর অন্তসময় গণনা করিয়া যে নাশ করে, কলয়তি, গণয়তি ইতি কালঃ। Dreadful Time that wrecks the world. (ভক্তি প্রদীপ)। "কালাখ্য ঘোরা শক্তি আমার শক্তি, শক্তির সহিত অভিন্ন আমিই "কাল", (রামকণ্ঠ ডাঃ অধিকারী অনূদিত)।" গীতাপ্রেমী-কূর্ম্মপুরাণ ২।৮।২২।

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।৩২)

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন। লোক ধ্বংসকারী, উৎকট ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত "কাল" (মৃত্যু) আমি। এই লোক সকলকে সম্যক ভাবে আহার অর্থাৎ সংহার করিতে আমি এখন এইখানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণে যে যোদ্ধারা রহিয়াছে, তোমা বিনাও অর্থাৎ তুমি তাহাদের বধ সাধন না করিলেও, কেহই জীবিত থাকিবে না।

ইহাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে। ভীষ্ম, দুর্য্যোধনাদি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "কালপক্কমিদং মন্যে সর্ব্বং ক্ষত্রং জনার্দ্দন।"

প্রবৃদ্ধ=উৎকট ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত (সন্তদাস): বৃদ্ধি প্রাপ্ত কাল পক্ক হইলে যে রূপ হয় (তিলক); ব্যাপী (বলদেব)। কাল= সময়, এ অর্থও দেওয়া যাইতে পারে।

সময়ের প্রবাহে জন্মের পরে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে জন্ম, ভাসিয়া আসে। নিজ সময়ে গাছে ফল ফলে, কালই গাছে ফল ফলায়, কালই সে ফলকে পাকায়, কালই মহাকাল হইয়া গাছ হইতে তাহাকে খসাইয়া দেয়। Time is the prime mover of the universe (Radhakrishnan)। মৃত্যু, তোমার আমার পক্ষে মঙ্গলময় না হইলেও, সমস্ত জগতের পক্ষে মঙ্গলময়। রুদ্রই শিব, বলা হয়; কাল বশে পুরাতন চলিয়া যাইতেছে, নূতন আসিতেছে; বলা হয় পুরাতন যদি না চলিয়া যাইত, পৃথিবীর আজ কি দুর্দ্দশাই না হইত। কিন্তু, অকাল মৃত্যু কেন আসে, যেখানে মৃত্যু আসা উচিৎ ছিল না সেখানে কেন আসে?

ভগবান রূঢ়ভাবে দেখাইলেন, তাঁহার প্রাণ-ঠাণ্ডা করা রূপের পিছনে গলা টিপিয়া জীবকে মারিবার মত সর্ব্বদা এক ভীষণ রূপ রহিয়াছে; রামধনুর রূপের পিছনে, হুড়মুড় করিয়া আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে, চক্ষু অন্ধ করা ভীষণ বজ্র। অনেক দিব্যাভরণযুক্ত দিব্য মাল্যাম্বর মূর্ত্তি, নিমেষেই হইয়া পড়ে দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি। বিশ্বরূপ শুধু মৃত্যু নয়, তার অতর্কিত আগমন ও তার অন্যদের উপর ফেলিয়া যাওয়া জ্বালা যন্ত্রণা। ছেলে হইল, কত আনন্দ; মা বাপ প্রাণ দিয়া ছেলেটিকে মানুষ করিল, মা বাপকে আনন্দ দিয়া ছেলেটি বেশ যোগ্য হইয়া উঠিল—কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিতে না করিতে মা বাপের বুক বিদীর্ণ করিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল, মৃত্যু তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। ভগবান হাসি পাঠান, তাহার ভিতর হাহাকারের বীজ ভরিয়া।

সচ্চিদানন্দ। ঋতেঽপি ত্বাম্, এ কথাতে, "তুমি মরিবে না, এবং তুমি ইহাদিগকে মারিবে" ইহা সূচিত করিলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থ এই যে, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যের সিদ্ধি, অহঙ্কার বিমূঢ় জীবের অধীন নহে।

Krishna Prem. The great flux of Time,—Time, that is Death to all things save the soul...Life and Death have vanished in the Light of the Eternal.

রাঘবেন্দ্র যতি। কাল অর্থে কামধেনু বা পূর্ণ সদ্‌গুণ স্বরূপ সংহরণাদি কর্ম্মযুক্ত প্রবৃদ্ধ অনাদি নিত্য।

অরবিন্দ। ভগবান উত্তর দিলেন, ধ্বংসই আমার কর্ম্মের সঙ্কল্প, সেই সঙ্কল্পই লইয়া আদি এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে (ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, মানবের কর্ম্মক্ষেত্রেরই রূপক) দণ্ডায়মান হইয়াছি, মহাকালের গতিতে এই জগৎ ব্যাপী ধ্বংস কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই দৃষ্ট আমার এক উদ্দেশ্য আছে, তাহা অনিবার্য্য রূপেই সিদ্ধ হইবে, কোন মানুষ যোগ দিক্ বা না দিক্, কিছুতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।৩২)

সেই উদ্দেশ্যকে বাধা দিতে, পরিবর্ত্তন করিতে বা ক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না,...মহাকালরূপে আমাকে পুরাতন সংগঠন সকলকে ধ্বংস করিতে হয়, এবং নূতন মহান গরিমাময় রাজ্য গড়িয়া তুলিতে হয়।...তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না।...এইভাবেই সেই জগৎ-যুদ্ধের প্রধান নায়ককে কর্মে প্রবৃত্ত হইবার শেষ ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রদান করা হইল।

আমি সত্তাসকলের ধ্বংসকারী, মহাকাল, তাহার অর্থ নিশ্চয়ই ইহা নহে যে তিনি শুধুই মহাকাল, এবং মহাকালের সমগ্র মূল তত্ত্বই হইতেছে ধ্বংস করা। কিন্তু এইটিই বর্ত্তমানে তাঁহার সঙ্কল্প ও কর্মধারা, প্রবৃত্তি। ধ্বংস, সকল সময়েই সৃষ্টির সহিত এক সঙ্গে বা পর্য্যায় ক্রমে চলে, এবং ধ্বংস ও নবসৃষ্টি করিতে করিতেই জীবনের অধীশ্বর, তাঁহার সুদীর্ঘ রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করেন। তাহা ছাড়া ধ্বংস হইতেছে প্রগতির জন্য প্রথম প্রয়োজন। অন্তর রাজ্যে যে মানুষ তাহার নীচের সত্তার রূপগুলিকে ধ্বংস না করে, সে উচ্চতর জীবনের মধ্যে উঠিতে সক্ষম হয় না। বাহিরের রাজ্যেও যে রাষ্ট্র বা জন সমাজ বা জাতি তাহার জীবনের প্রাচীন রূপগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং পুনর্গঠন করিতে খুব বেশীদিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করে, সে নিজেই ধ্বংসের অধীন হয়, জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার ধ্বংসস্তূপ হইতে অন্য রাষ্ট্র, জনসমাজ বা জাতি গড়িয়া উঠে। প্রাচীনকালে যে সব অতিকায় জীব এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াই মানুষ পৃথিবীতে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। দানবগণকে বধ করিয়াই দেবগণ বিশ্বে ভগবদ্ বিধানের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১'৩২

যে-কেহ অকালে এই যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতিকে উঠাইয়া দিতে চায়, সে বিশ্ব পুরুষের মহত্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃথা চেষ্টা করে।...ভগবান বলিলেন তুমি যুদ্ধ না করিলেও আমার এই ধ্বংসের সঙ্কল্প পূর্ণ হইবেই। অর্জ্জুন যদি বিরত হন,...সেই বিরতির ফলে অবশ্যম্ভাবী উপদ্রব, বিশৃঙ্খলা, আসন্ন ধ্বংস আরও দীর্ঘ, আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে।... অর্জ্জুনের প্রকৃতিই তাঁহাকে বিরত হইতে দিবে না, "প্রকৃতিঃ ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি। (১৮।৫৯৬০) ।...অন্য পন্থা অবলম্বন, তাহাও বিশ্বপুরুষেরই ইচ্ছা অনুসারে হইবে। এমন কি, ধ্বংসের শক্তি এই নূতন শক্তি হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়াই আরও ভয়ঙ্কররূপে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে; এবং কালী আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভীষণতর অট্টহাসির রোলে জগৎকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যতক্ষণ না রুদ্রের ঋণ পরিশোধিত হইতেছে। (অরবিন্দ)

৩২। ভূপেন্দ্রনাথ। মহাকাল অনন্ত, তাহার আর ধ্বংস নাই, কিন্তু ঘটস্থকাল অন্তর্যুক্ত। তাই দেহরূপ ঘটে ২১৬০০ বার করিয়া অজপা-জপ রূপ শ্বাস প্রতিদিন রাত্রে ফুরাইয়া যায়। সুতরাং এই কালই লোক-সংহার কর্ত্তা।...সমাধি সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরুদ্ধ হইলে যোগীরা কালকে বঞ্চনা করিতে পারেন। সমস্ত জীবই কর্মানুযায়ী শ্বাসের পুঁজি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে,...প্রাণায়াম্ অভ্যাসে এই আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাঁহার যতটুকু কাল সমাধি হয়, তাঁহার সেইটুকু সময়ের মধ্যে আর আয়ুর ক্ষয় হয় না।...সমাধি স্থিরাবস্থাই কালের কালস্বরূপ।...ত্রিকালের ভিতর কত ঘটনাই ঘটিতেছে, ইহার দ্রষ্টৃ স্বরূপ "আমি"র কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির পক্ষীয়গণ এবং পঞ্চভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্তই বিলুপ্ত হইতেছে ; ক্ষিতি জলে, জল তেজে, এইরূপে ব্যোম আত্মা প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হইতেছে।...অন্তঃকরণোলহিত তেজোময় চৈতন্য বর্ত্তমান থাকে।...এইজন্য তেজস্তত্ত্ব অর্জ্জুনের পঞ্চ পাণ্ডবের ভিতর এত প্রাধান্য ; সেইজন্যই তিনি নরনারায়ণ।...চৈতন্য শক্তি হইতে উত্থিত আত্মজ্ঞান কখনও নষ্ট হয় না।

মতিলাল। কেহ বলেন, কাল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। অন্য কাহারও কাহারও মতে, গুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির মৌন ভঙ্গ করিয়া, যাহা হইতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, প্রকৃতির বুকে স্পন্দন উঠে, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই কালস্বরূপ।

Telang. I am death, the destroyer of the worlds, fully developed, and I am now active about the overthrow of the worlds.

(৩৩) অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার পরে, দুই শ্লোকে, কারণ দেখাইয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিবেন।

৩৩। তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুংক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ।৩৩।

পদচ্ছেদ। তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুংক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্, ময়া এব এতে নিহতাঃ পূর্ব্বম্ এব নিমিত্তঃ মাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্।

অন্বয়। তস্মাৎ ত্বম উত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব, শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১৷৩৩)

রাজ্যম্ ভুংক্ষ্ব, এতে পূর্ব্বম্ এব ময়া নিহতাঃ, সব্যসাচিন্, নিমিত্ত মাত্রং এব ভব।

কঠিন শব্দ। তস্মাৎ=অতএব (অর্থাৎ ইহা জানিয়া)। সমৃদ্ধম্=ঋদ্ধিপূর্ণ, ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, ভুংক্ষ্ব=ভোগ কর। নিমিত্ত মাত্র=উপলক্ষ্য মাত্র। সব্যসাচী=যিনি বাম হস্তেও তীর চালাইতে পারেন, অর্জ্জুন পারিতেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছিল। নিমিত্ত মাত্রং ভব="অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ইঁহারা নির্জ্জিত হইয়াছেন," এই প্রকার যে সার্ব্বলৌকিক উক্তি তুমি তাহার ভাজন হও।...তোমার যুদ্ধ চেষ্টার পর আমি ইহাদিগকে রথ হইতে পাতিত করিলে লোকে তোমারই কর্ত্তৃক কল্পনা করিবে অর্থাৎ তোমা কর্ত্তৃকই এই অসাধ্য সাধন হইয়াছে জানিবে—ইহাই অভিপ্রায় (মধুসূদন)। নিমিত্ত মাত্র ভাবে কর্ম করিলে তুমি পাপ ভাগীও হইবে না)।

অনুবাদ। অতএব তুমি উত্থিত হও, যশ লাভ কর, শত্রুদিগকে জয় করিয়া ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজ্য ভোগ কর। (কালরূপী) আমা দ্বারা ইহারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত হইয়াছে। হে সব্যসাচিন্ অর্জ্জুন, তুমি উপলক্ষ্য মাত্র হও। (ইহাদের মৃত্যুর কারণ, নিমিত্ত মাত্র হও)।

এই শ্লোকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ; কেন তাহা নিম্নে বলা হইল। তাহা ছাড়া এই শ্লোকে শিক্ষা দেয়, মানুষ যেন কর্ত্তৃত্বাভিমান না রাখে; কর্মফলানুসারে সে যদি যোগ্য হয়, ভগবান তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লন্। বড় বড় কাজ এইভাবেই সংসাধিত হয়। সে যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী; কর্ত্তৃত্ব কোথায়? কর্ত্তা না হইয়া, কর্ত্তা নিজেকে মনে করিলে, পতন হইবেই হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ মারিয়া রাখিয়াছেন, ইহার অর্থ ইহা নহে যে শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।৩৩)

ইহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন এবং ইহারা ভূত প্রেত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও হত্যা করেন না। আবার এদিকে, আমাদের পক্ষে সত্যই যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া কাজ করিলে, যন্ত্র কর্ত্তা হয় না। বাড়ী পড়িয়া মানুষ মারা গেলে, বাড়ী নিমিত্ত মাত্র হয়, হন্তা হয় না। ভগবৎশক্তি-রূপিণী প্রকৃতির দ্বারা, মানুষের পূর্ব্বকৃত কর্মানুযায়ী, তাহার জন্য কর্মফল পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থিত হইয়া থাকে; উহা ফুটিয়া উঠিবার জন্য স্থান কাল ও উপলক্ষের মাত্র প্রয়োজন হয়। যে মরে সে নিজের কর্মফলেই মরে। যে ভগবৎশক্তির (প্রকৃতির) এই ব্যবস্থা, সে নিজে তো উপলক্ষ হইতে পারে না; সে লাফাইয়া আসিয়া মানুষকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে না। যোদ্ধাদের কাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যোদ্ধাদের মৃত্যুর সময় আসিয়া গিয়াছে, এবং মৃত্যুর স্থলও আসিয়া গিয়াছে, এবং হানাহানির কারণ ঘটা, তাহাও হইয়া গিয়াছে। এইবার লোকের দরকার যে নিমিত্ত মাত্র, অর্থাৎ উপলক্ষ মাত্র হইবে, অর্থাৎ যাহার মারফতে, প্রকৃতি কর্ত্তৃক কর্ম্ম ফলে পূর্ব্বেই ব্যবস্থিত, এই মৃত্যু সংসাধিত হইবে। অর্জ্জুনকে সেই নিমিত্ত মাত্র হইতে বলা হইতেছে। অর্জ্জুনকে ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত চাতুর্বর্ণ ধর্ম্মানুসারেই হউক্, বা সুকৃতি ফলে ভগবানের যন্ত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করার জন্যই হউক্, বা যে কারণেই হউক,—তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু যদি সেই যুদ্ধে, তাঁহার মনে রাগদ্বেষ উৎপন্ন হয়, বা "আমি ইহাদের মারিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছি, আমি মস্ত বীর," এইরূপ ভাব মনে আসে,—স্বাতন্ত্র্য-আসিয়া যাইবে, নিজেকে "নিমিত্ত মাত্র,', ভাববার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন, পাপপুণ্যের জন্য তিনি দায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবেন। জগৎ চক্র চলিবেই, হয় অর্জ্জুন বা তদভাবে অন্য কোন সুকৃতিযুক্ত ব্যক্তি চক্রের গতির প্রতিবন্ধক সমূহ অপসারিত করিবে। বড় বড় কাযের সংঘটন হওয়া, এইরূপেই হয়। আমাদের যেগুলি মনে হয় যেন অসম্ভব, সংঘঠিত হইবে না; কিন্তু সব তিনি করাইয়া দেন, যদি তাঁহার ইচ্ছায় তাহা থাকে; আর করাইয়া দেন মানুষেরই দ্বারা আর মানুষকে উপলক্ষ করিয়া। যন্ত্র বাজে না, যন্ত্রী বাজায়, সে শুধু উপলক্ষ, নিমিত্ত মাত্র হয়। নিমিত্ত মাত্রের ইহাই ভাব। আর নিমিত্ত মাত্রের ইহাও ভাব 'আমার স্বাতন্ত্র্য নাই; আমি মনে করিলে "ইহা করিব না," তাহা হইবে না; জগৎ চক্র চলিবেই। পুরুষকারে কর্ম্মফল ঠেকাইতে যাওয়া অসম্ভব; কর্ম্মফল প্রতিরোধ করিবার পাগলামি, যে করিবে সে চূর্ণ হইয়া যাইবে; প্রকৃতির কায স্থগিত থাকিবে না, সুকৃতিশালী উপযুক্ত লোক প্রকৃতিই বাহির করিয়া আনিবে, যে 'করিব না' বলিবে না, বা "আমিই তো করিয়া দিলাম" বলিবে না, যে নিমিত্ত মাত্র হইয়া প্রকৃতির কর্ম্ম সংসাধিত করাইয়া দিবে।

অর্জ্জুনের ২.৬ ও ২।২৭ শ্লোকের ইহা উত্তর, বলা যাইতে পারে।

Radhakrishnan. The God of Destiny decides and ordains all things, and Arjuna is to be the instrument, the flute under the fingers of the Omnipotent one. The writer seems to uphold the doctrine of Divine predestination, and indicate the utter helplessness, and insignificance of the individual and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the futility of his will and efforts. দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা predestination এর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, কর্ম্ম কয় রমকের হয়, তাহারই আলোচনায়)।

সচ্চিদানন্দ। এই আমার দুষ্কৃৎ বিনাশরূপ দিব্য কর্ম্ম। তুমি যুদ্ধ কর্ত্তা হইলেও ইহাদেয় হন্তা তুমি নও।

নবীন সেন। সর্ব্বভূতময় আমি, আমি সর্ব্বপ্রাণ—আমি বিশ্বরূপ; বিশ্বের জীবন আমি, আমাতে জীবিত চরাচর,– জন্ম-মৃত্যু স্থিতি রূপান্তর। নাহি ব্রহ্মা, নাহি রুদ্র, আমি ক্রীড়াবান্—একমেবাদ্বিতীয়ম, আমি ভগবান।...

ভ্রান্ত নরগণ,---ত্যজি সর্ব্বধর্ম লও আমার শরণ

আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্মের মন্দির—ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত, চূড়া সুদর্শন। সাধনা নিষ্কাম কর্ম লক্ষ্য নারায়ণ।...

সমর সর্ব্বত্র পাপ নহে ধনঞ্জয়।

রক্ষিতে দশের ধর্ম--নহে পার্থ পাপ কর্ম- একের বিনাশ পার্থ নিষ্কাম সমর—নাহি ততোঽধিক পার্থ, পুণ্য শ্রেষ্টতর।...

অনন্ত করাল মূর্ত্তি করিছে বিশ্ব সংহার, উঠিয়াছে গ্রহে গ্রহে কি ভীষণ হাহাকার...

অদ্বিতীয় সর্ব্বময় সর্ব্বভূত মূলাধার; যদি বৎস! বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব তবে রূপ তাঁর। জ্ঞানাতীত বিশ্বনাথে মানবের বুঝিবার, বিশ্ব ভিন্ন নাহি বৎস, সোপান দ্বিতীয় আর॥ দেখিলে এ বিশ্বরাজ্য অভিন্ন চেতনে জুড়ে, নির্মম সংহার নিত্য সর্ব্বত্র নয়নে পড়ে। নহে নির্দ্দয়তা, বৎস, ধ্বংসনীতি দয়াধার, ধ্বস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার! রুদ্ধ কর ধ্বংস দ্বার; মুহূর্ত্তেতে জীবগণ, অন্নাভাবে, স্থানাভাবে, করিবে কি বিভীষণ—দারুণ যন্ত্রণা ভোগ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাগিবে দয়া মৃত্যুর—কাতরে, সলিল যথা মরুদগ্ধ তৃষাতুর।…নির্লিপ্ত পরম ব্রহ্ম নিত্য সত্য সনাতন; সৃষ্টি স্থিতি লয় করে নীতি চক্রে বিচরণ…(ইহাই ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি, মা নিজের সৃষ্টি নিজে ধ্বংস করিতেছেন, নিজের রক্ত নিজে খাইতেছেন। (গ্রন্থকারের দশ-মহাবিদ্যা সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

৩৩। ভূপেন্দ্রনাথ। কাল কাহাকেও স্থায়ী হইতে দিবে না, তুমি মারিবার কোন চেষ্টা না করিলেও তাহারা মরিবে।…"কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকাল প্রকীর্ত্তিতঃ, (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র), সমস্ত জীবকে গ্রাস কয়েন বলিয়া তাঁহার নাম কাল।…মৃত্যু, যাহা মহাকালের ধর্ম, কালবশে তাহা আসিবেই।…সকল কর্মের কর্ত্তা মহাকাল।…কেনোপনিষদে কেনেষিতং ইত্যাদি শ্লোকে, কার্য্যের মূল কারণকে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।…আত্মার অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কখনও প্রাণ ব্যাপারযুক্ত হইতে পারে না: আমি কেবল "নিমিত্ত মাত্র" ছাড়া আর কিছু হইাত পারি না। কে কি কর্ম করিবে এবং কাহাকে কিরূপ ফলাফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা সমস্ত ঠিক করাই আছে। এ সম্বন্ধে চিন্তা করাও নিষ্ফল। "জয় পরাজয় তো তোমাদের নয়, ও আমার খেলা"। …"উত্তিষ্ঠ, যশো লভস্ব", এইজন্য বলিলেন, ইহা জানাইতে যে তুমি কর্ত্তা নহ।…উত্তিষ্ঠ=উৎতিষ্ঠ, উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, একেবারে সহস্রারে, প্রাণের বহির্গমনাগমন নিরোধ করিয়া।…প্রাণ হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি ও মন উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকে; প্রাণকে নিরোধ করিলেই আপনাআপনি সব নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। ভীষ্ম দ্রোণাদি বৃত্তিনিচয়, কেহ মরিবে, কেহ রণে ভঙ্গ দিবে।…অবিদ্যা নামক শক্তিই ইন্দ্রিয়দের সহিত বিষয়ের সংযোগের হেতু; এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১।৩৩,৩৪)

সংযোগের অভাব হইলেই দ্রষ্টার কৈবল্য হয়। অবিদ্যার অভাব হইলেই দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের সংযোগ বিলুপ্ত হয়। ইহাকেই যোগ দর্শনে "হান" বলিয়াছেন। বিবেক—খ্যাতিই সেই হানোপায়।…বুদ্ধি ও পুরুষের যে ভেদ, তৎসম্বন্ধে মনের যে প্রবল জ্ঞান, তাহাই বিবেক খ্যাতি; ইহা সমাধি জনিত নির্ম্মল জ্ঞান। (ইহার পর, সেই হানোপায়ের সপ্ত প্রান্ত ভূমি, শুভেচ্ছা, বিচরণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনী, তুর্য্যগা, ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ও অন্যান্য অনেক যোগের কথা বিবৃত হইয়াছে)।

ভক্তি প্রদীপ। নিমিত্ত মাত্র ভব=Be thou but the apparent cause of their destruction.

(৩৪) দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ।৩৪।

পদচ্ছেদ। দ্রোণম্ চ ভীষ্মম্ চ জয়দ্রথম্ চ কর্ণম্ তথা অন্যান্ অপি যোধি-বীরান্ ময়া হতান্ ত্বম্ জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।

অন্বয়। দোণম্ চ ভীষ্মম্ চ জয়দ্রথম্ চ কর্ণম্ তথা অন্যান্ অপি ময়া হতান্ যোধবীরান্ ত্বম্ জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ রণে সপত্নান্ জেতাসি, যুধ্যস্ব।

কঠিন শব্দ। মা ব্যথিষ্ঠাঃ=ব্যথিত হইও না। সপত্নান্=শত্রুগণকে। যুধ্যস্ব=যুদ্ধ কর। ভীষ্ম দ্রোণ ইহারা মহাবলীয়ান্ পাকা যোদ্ধা, জয়দ্রথ শিববরে বলীয়ান, আর কর্ণ ইনি সূর্য্যের সমান, একাঘ্নি অস্ত্রও তাহার কাছে রহিয়াছে। ইহাদের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।৩৪

যুদ্ধ করা ভয়েরই কথা, তাই ভগবান ইহাদের নাম করিয়া অর্জ্জুনকে সাহস দিলেন যে ইহারা, এবং ইহারা কেন, সকলেই আমার দ্বারা (ভগবানের দ্বারা) পূর্ব্ব হইতেই হত হইয়া আছে। "দ্রোণং চ ভীষ্মম্ চ জয়দ্রথম চ" এই অংশে যে তিনটি 'চ'কার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব কথিত অজেয়ত্ব আশঙ্কারই অনুবাদ; 'ভীষ্ম ইত্যাদি গুরুজনের সহিত কি করিয়া যুদ্ধ করিব, পাপ যে হইবে' (২।৪), ইহারও এই শ্লোক উত্তর, অর্থাৎ পাপ হইবে না (মধুসূদন)। (চার অজেয় বীরের নাম করায়, সঞ্জয়ের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, যে ধৃতরাষ্ট্র বিজয়ে নিরাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবে। শঙ্কর)

অনুবাদ। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ, ও আরও অন্যান্য, আমার দ্বারা নিহত যোদ্ধাগণকে তুমি বধ কর, ব্যথিত অর্থাৎ ক্লিষ্ট হইও না (কারণ তুমি মারিবার পূর্ব্বে আমি তাহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছি)। যুদ্ধে শত্রুদিগের উপর বিজয় লাভ করিবে; —যুদ্ধ করিতে থাক। (কৌউ ২।১১)

সচ্চিদানন্দ। এই সমবেত বীরগণের মৃত্যুর জন্য লোক-ক্ষয়কৃৎ কালই দায়ী থাকায়, তুমি বীতশোক হইয়া যুদ্ধ কর।

বলদেব। এই বীরগণ যখন দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিল, তৎকালেই আমা দ্বারা নিহত হইয়াছে।

বিশ্বরূপ শব্দ অর্জ্জুন মাত্র একবারই ব্যবহার করিয়াছেন, ১১।১৬ শ্লোকে; আর একবার বিশ্বমূর্ত্তি বলিয়াছেন ১১।৪৬ শ্লোকে। ভগবান, যোগমৈশ্বরম, রূপমৈশ্বরম (১১।৮।৯১) বা ঐ ধরণের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অর্জ্জুনও পরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলেন না, তাহাতে বলিতেই হইল, "হে উগ্ররূপধারী, তুমি কে?"

ভগবান অর্জ্জুনের প্রার্থনায় বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, "পশ্য মে⋯ইচ্ছসি (১১ ৫,৬,৭। অলৌকিক, নানাবিধ নানা বর্ণের নানা বস্তু, নানা দেবতা, নানা অদেখা জিনিস, চরাচর জগতের সব কিছু একস্থানে একত্রীভূত করা হইয়াছে; সে এক অদ্ভুত জিনিস। কিন্তু চর্মচক্ষে এ মূর্ত্তি দেখিতে না পাইবারই কথা, তাই ভগবান তাহাকে এই বলিয়া দিব্য চক্ষু দিলেন, "ন তু মাং⋯ যোগমৈশ্বরম্ (১১।৮)। অর্জ্জুন যাহা দেখিলেন উহা ঐশ্বররূপ কথিত হইয়াছে। অর্জ্জুন দেখিলেন, "অনেক বক্ত্র⋯পাণ্ডবস্তদা (১১ ১০।১৩) এক কথায় বলিতে গেলে, ঐ মূর্ত্তিকে বহু বিষ্ণু মূর্ত্তির সমষ্টি বলিতে পারা যায়; অধ্যায়ের মাঝে (১১।২৪,৩০) ও অধ্যায়ের শেষের শ্লোকগুলি হইতে বোঝা যায় যে অর্জ্জুন এইরূপ বিষ্ণুর মূর্ত্তি, একক বিষ্ণু মূর্ত্তি, না হয়, অন্ততঃ একত্রীভূত বহু বিষ্ণু মূর্ত্তি, ভগবান তাঁহাকে দেখাইবেন বলিয়াই আশা করিয়াছিলেন, কারণ বিষ্ণু শব্দের অর্থই ইহা যে যাহা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, বা যাহাতে বিশ্বের সব-কিছু প্রবিষ্ট, যাহা "বিশ্বরূপ"। সমষ্টিকৃত মূর্ত্তিতে কিছু অসঙ্গত পান নাই, কারণ এক অথচ বহু, মাত্র একত্রীভূত মূর্ত্তিতে দেখান যাইতে পারে। জিনিসটা খুবই ঠিক হইয়াছে, যদিচ দু একজন সমালোচক বলিয়য়াছেন, এ চিত্র মোটেই ঠিক হয় নাই। Rajwade বলিয়াছেন—The God of the Gita is a great number human beings pur together তিনি মন্তব্য (!) করিয়াছেন, Gita is a work, neither of a great poet, nor that of a great philosopher (ইহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১৩৪)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ও শ্রীঅরবিন্দের গীতা পড়া উচিৎ)। তাহা ছাড়া, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, গীতাকারের ছবি আঁকা আসল উদ্দেশ্য ছিল না। ছিল, আমাদের মনে হয়, অন্য উদ্দেশ্য যাহা যথাস্থানে বলা হইবে। আর ইহাকে ছবি লইলেও ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত অন্য কোনও চিত্র, কেহ কি আঁকিয়া দেখাইতে পারেন ?

বিশ্বরূপ কথাটার পূর্ণ ব্যাখ্যা করা, বা একটা ছবির মত কিছু করিয়া, "এই বিশ্বরূপ" বলিয়া সম্মুখে রাখা,—ছেলেমানুষি করা হয়; তা' তিনি যত বড় ছবি—আঁকিয়েই হউন না কেন। জগৎটা কি ? রাত্রে আকাশের দিকে দেখিলে, জগৎ কি, তাহার সামান্য আভাস পাওয়া যায়; কোটি কোটি নক্ষত্র; দূরবীক্ষণ যন্ত্রে আরও কোটি কোটি দেখা যাইবে। তাহাও পৃথিবীর এই উত্তরার্দ্ধ হইতে দেখা। আমাদের সূর্য্য, পঞ্চম শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। আমাদের দৃষ্টিতে পড়া এই জগৎ—এইরূপ অসংখ্য জগৎ রহিয়াছে, সেই "অনন্তের" নগণ্য এক অংশে।

বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের এখনকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিমান দূরবীক্ষণের সাহায্যে যতটা দেখিতে পাইয়াছেন, (আর তাহা খুবই কম) তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত নীহারিকার দূরত্ব ১১৬র পিঠে ২১ শূন্য মাইল। ইহার আলো তাঁহাদের দূরবীক্ষণে আসিতে দুইয়ের পিঠে নয় শূন্য বৎসর লাগে, অর্থাৎ আজ যে আকৃতি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা দুইয়ের পিঠে নয় শূন্য, বৎসরের পূর্ব্বেকার আকৃতি। "The farthest galaxies faintly visible on Palomar's photographic plate with

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

telescope of two hundred inch reflector on Mt. Palo-mar in California, are estimated to be more than 2 thousands million 'light years' away; (one light year being sixteen zeroes after 58, miles). Calculations show that there are about one thousand million such galaxies, each composed of about millions of stars. ("Understanding Chemistry, page 12. By L. P. Lessing).

Einstein গদগদ ভাবাপন্ন theist নহেন; তিনি বলিয়াছেন "My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit which reveals itself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble minds. That deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God."

বিশ্বের যেটুকু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভাবিয়া দেখুন, বিশ্ব কত বড়; আর মনে করুন তাঁহাকে, অসংখ্য জগৎ যাঁহার একাংশে স্থিত (২০।৪২), (পুরুষ সূক্ত, তৃতীয় মন্ত্র; শ্বে উ ৩।১৩)। তাঁহাকে কি কথার দ্বারা চিত্রিত করা যায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-২৪)

বলিতেই হইবে, সত্যকার বিশ্বরূপ আঁকা গীতাকার নিশ্চয়ই অসম্ভব বুঝিয়া ছিলেন। তাই তিনি ইচ্ছা করিয়াই আঁকিয়াছেন, এক অতি ক্ষীণ আভাস। আর যাহা আঁকিয়াছেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিয়া গিয়াছেন এই জন্য যে আসলে তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, (অন্ততঃ আমাদের মোটা বুদ্ধিতে সেই রূপই মনে হয়) যে বিশ্বরূপের সঠিক অর্থ মৃত্যু রূপ, তাহা তাঁহার ছবিতে ফুটাইয়া দিয়াছেন—গোড়াতে নহে, সুন্দর নাটকীয় ক্রম পরিবর্ত্তনে, উপযুক্ত স্থানে। গোড়াতে, সাধারণ মানুষে বিশ্বরূপের যাহা অর্থ বুঝে, অর্থাৎ বিষ্ণু, যিনি সর্বত্র প্রবিষ্ট ও যিনি সর্ব্বব্যাপী (immanent and transcendent), সেই বিষ্ণুর রূপ; তবে তাঁহাকে একক ভাবে নহে, বিরাট ভাব দিতে, বহু বিষ্ণু যেন সমষ্টিকৃত এই ভাবের ছবি দিয়াছেন। (বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের মতে প্রতি জগতের বা সৌর, জগতের অধিপতি এক এক বিষ্ণু বা নারায়ণ. যাহাকে তাঁহারা দ্বিতীয় পরুষ বলিয়াছেন: ইনি "ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ" theosophy মতে solar logos: প্রথমে সেই সমষ্টিকৃত মূর্ত্তিতে গীতাকার, প্রথমে মনোরম তাহার পর পরিবর্ত্তনের সূত্রপাতে তাহাকে প্রখর দীপ্তিশালী করিয়াছেন গোড়া হইতেই হয়তো মৃত্যুর একটু ইঙ্গিত দিয়াছেন, এই মূর্ত্তিকে বহু অস্ত্রধারী করিয়া।

তাহার পর, ১৯ শ্লোক হইতে, সেই সমষ্টি মূর্ত্তি একটা বিরাট মূর্তিতে ত্বরিৎ গতিতে পরিণত হইতে লাগিল। গীতাকার মূর্ত্তিকে মৃত্যু মূর্ত্তিতে পরিণত করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ২৪ ও ৩০ শ্লোকে, অর্জ্জুনের "বিষ্ণু" সম্বোধনে প্রমাণিত হইতেছে যে অর্জ্জুন মনে ধারণা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৩৪)

লইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত বিষ্ণু মূর্ত্তিই দেখিতে পাইবেন; সেই বিশ্বাসে তিনি এত স্থিত ছিলেন যে এখনও যাহা দেখিতেছিলেন তাহা 'বিষ্ণুরই কোনও মূর্ত্তি হইবে ভাবিতেছিলেন, যদিচ মূর্ত্তির ক্রম বর্দ্ধমান বিকটতায় তিনি প্রব্যাথিত হইয়া উঠিতেছিলেন। কোথায় সেই প্রথমকার মনোরম মূর্ত্তি, আর কোথায় আসিল সেখানে রণে উপস্থিত যোদ্ধাদের মস্তক চর্ব্বণকারী, করাল দ ষ্ট্র সমন্বিত এক বিভৎস বিরাট মূর্ত্তি: অর্জ্জুন দিশাহারা (১১।২৫) হইয়া গেলেন। সেই বিকট মূর্ত্তির বিকটত্ব এত বাড়িয়া উঠিল যে অর্জ্জুন বিষ্ণুর কথা ভুলিয়া গেলেন, ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, হে বিকট মূর্ত্তি আপনি কে? এখানে কি কার্য্য আপনি স্থিত? তাঁহার মনে হইল যে ইনি সেই কৃষ্ণ নহেন বিষ্ণু মূর্ত্তি যাঁহার এক মুর্ত্তি। তাঁহার, ভয়ে মুখ দিয়া "আপনি" সম্বোধন বাহির হইল।

ভগবান বলিলেন আমি লোক ধ্বংসকারী কাল; তুমি ইহাদের না মারিলেও কেহ জীবিত থাকিবে না। ইহারা মরিয়াই আছে তুমি নিশ্চিত মনে, নিমিত্ত মাত্র হইয়া যুদ্ধ কর। ইহাতে তোমারই লাভ, বিজয়ী আখ্যা পাইবে।

বিশ্বরূপের ঠিক অর্থ আমাদের মনে হয় এই বার পাওয়া গেল পূর্ব্বে যাহা কিছু দেখান হইয়াছিল, তাহা ঠিক বিশ্বরূপ নহে; কালই বিশ্বরূপ; ভগবানের বিশ্বরূপ, যাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে প্রকাশিত, সে রূপকে কল্পনায় টানাবুনা করিতে হইবে না, সে রূপ কোনও মতবাদের দ্বারা, কোনও ধর্ম্ম বিশেষ দ্বারা প্রদত্ত নহে—মৃত্যুই সেই রূপ। জীবে, অজীবে, বিশ্বের সর্ব্বত্র এ রূপ প্রকাশিত। অনুবীক্ষণ-দৃষ্ট কীটানুকীট হইতে অতিকায় পশু পর্য্যন্ত এ উহাকে খাইতেছে, ও ইহাকে খাইত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেছে। মানুষেরা নিজেদের সৃষ্ট যুদ্ধাদির দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতেছে, আর এই হনন কার্য্যের জন্য ভীষণ হইতে ভীষণতর অস্ত্রাদির সৃষ্টি করিতেছে। ইহার উপর রেল, মোটর ও এরোপ্লেনের দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, রাজনৈতির দেশবিভাগ, অন্যান্য কারণে জাতিকে জাতির বহিষ্করণ সংসাধিত করিবার জন্য নিষ্ঠুর ভাবে তাহার বধ সাধন করা—আবার তাহার উপর রোগে মৃত্যু তো আছেই। মানুষ চেষ্টা করিলে জন্মদান বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু মৃত্যুকে কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। ভগবানের সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্ট মূর্ত্তি, এই মৃত্যু মূর্ত্তি। শুনিতে রূঢ় বটে, কিন্তু ইহা অতি প্রাথমিক সত্য। উপনিষদ্ বীভৎস দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছে (কঠ ১।২।২৫) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার (সেই ব্রহ্ম বা ভগবানের) খাদ্য; আমরা "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ" ইহার অর্থ দিয়াছি, পণ্ডিত ও বীরগণ"। অতিবড় পণ্ডিত, তাহারও মৃত্যু আছে; অতি বড় বীর, তাহার ও মৃত্যু আছে।

ভগবানের সকল বিভাব, সকল রূপ অপেক্ষা, সংহর্ত্তা রূপ সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বকালিক রূপ, ভগবান তাহা দেখাইয়া দিলেন, এবং দেখাইবার উদ্দেশ্যও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন যে অর্জ্জুন ভাবিও না, জীব যুদ্ধ জয় করে, জীব জীবের মৃত্যু ঘটায়—সৃষ্টিও আমি করাই, স্থিতিও আমি করাই, আবার কর্ম্মফলে, সময় আগত হইলে মৃত্যুও আমি ঘটাই। তুমি নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচিন্। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমি তোমার যশ বৃদ্ধির জন্য তোমাকে দিয়া ইহাদের "নিহত" করাইতেছি। নিহত ইহারা হইবেই, নিহত ইহারা হইয়াই আছে; তুমি না কর অন্য কাহাকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৩৪)

দিয়া করাইব। ("তুমি না কর", তাহাও হইবে না, কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ, ১৮।৬০ ; পাপীদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে ; তাহাদেরই কর্ম্মফল তাহাদের বিনাশ করিবে। ধর্ম্ম যুদ্ধে বিদ্বেষ না রাখিয়া তুমি যদি হন্তা হও, তুমি পাপী হইবে না। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও, অনাসক্ত ভাবে, ফলাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধির ভাব না রাখিয়া, "নির্ম্মম নিরহঙ্কার" ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমানও রাগদ্বেষকে দূরে রাখিয়া।

মহানামব্রত। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলেন উগ্রমূর্ত্তি, বিশ্বের সকলের চিরপরিচিত আমি, আমি কাল। কাল বলিতে বৎসর মাসাদি খণ্ড খণ্ড করা সময় নহে ; আমি কাল নামধেয় দুর্জ্জয় শক্তি।...সকল কিছুকে নাশ করা, সকল বস্তুরই পরিণতি সাধন করা আমার ধর্ম্ম। শক্তি—বিন্দুকে আমি শিশু করি, শিশুকে বালক করি, বালককে যুবক করি, যুবককে বৃদ্ধ করি, বৃদ্ধকে শ্মশানে পাঠাই। আমি মহাকাল আমি মহামৃত্যু ...আমি উৎকট (প্রবৃদ্ধ)। এক্ষণে কি করিতেছি জানিতে চাও অন্য সময়ে আমাকে দেখিতে পাও আংশিক ভাবে প্রকাশিত ; আজি এখানে দেখিতেছ সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সমস্ত লোককে সংহার করিতে (সমাহর্ত্তুং)। আজ এক জনের মৃত্যু, কাল আর এক জনের মৃত্যু, এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে তোমরা মৃত্যুকে দেখ তাই মহামৃত্যুর সামগ্রিক রূপটার অনুভব করিতে পার না। একস্থং জগৎকৃৎস্নং' দর্শনে যেমন স্থিতির একত্বদর্শন হয়, নিখিল বিনাশকে একস্থ দর্শনেও এইরূপ লয়ের একত্ব দর্শন হয়।...নিখিল ভবিষ্যৎ আমার মধ্যে চিরবর্ত্তমান, সুতরাং যুদ্ধে যাহারা মরিবে তাহারাও মরিয়া রহিয়াছে। তুমি যুদ্ধ কর বা না কর তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৩৭',১১-৩৫

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর কারণ আমি, কর্ত্তাও আমি। অন্য কেহ কাহাকেও মারে না, মারিতে পারে না। যদি দেখ কেহ কাহাকে মারিতেছে, বুঝিবে সে নিমিত্ত মাত্র।...এই জ্ঞানে স্থিত হইয়া ভীষ্ম দ্রোণাদিকে নিহত কর, আমি রাখিয়াছি তাহাদের হত করিয়া ...কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণ পরিশূন্য হইয়া কর, তবে আর বেদনার কারণ থাকিবে না। জয়ী ও হবে।...তুমি ক্ষত্রিয় যুদ্ধ তোমার কর্ত্তব্য, এসব নিম্ন-ভূমির কথা ছিল। উর্দ্ধ ভূমিকায় ·· তুমি একটি যন্ত্র, যন্ত্রী আমার হাতে।...

(৩৫) ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন কি করিলেন? সঞ্জয় বলিলেন —

৩৫। সঞ্জয় উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ।৩৫।

পদচ্ছেদ। এতৎ শ্রুত্বা বচনম্ কেশবস্য কৃত-অঞ্জলিঃ বেপমানঃ কিরীটী নমস্কৃত্বা ভূয়ঃ এব আহ কৃষ্ণম্ সগদ্ গদম্ ভীত-ভীতঃ প্রণম্য।

অন্বয়। কেশবস্য এতৎ বচনম্ শ্রুত্বা কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ বেপমানঃ নমস্কৃত্বা ভূয়ঃ এব ভীতভীতঃ প্রণম্য কৃষ্ণম্ সগদ্গদম আহ।

কঠিন শব্দ। কিরীটী=মুকুটধারী, অর্থাৎ অর্জ্জুন, তাঁহার মস্তকে ইন্দ্র প্রদত্ত মুকুট থাকিত বলিয়া, তিনি এই নাম পাইয়াছিলেন। বেপনান:—কাঁপিতে কাঁপিতে ভূয়ঃ=আবার। ভীতভীতঃ= ভয়েভীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১-৩৫,(১১-৩৬)

অনুবাদ। কেশবের এই কথা শুনিয়া, মুকুট ধারী অর্থাৎ অর্জ্জুন কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে নমস্কার করিয়া আবার আবারও প্রণাম করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে গদ্ গদ স্বরে বলিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। সাধন ভ্রষ্ট সাধকের কি দিব্য দৃষ্টি হয়? এ সাধক যদিও ব্রহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত সিদ্ধ সাধক নহেন, কিন্তু কুটস্থে দৃষ্টি রাখিয়া কুটস্থের মধ্যে যে জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহা অনুতব করিবার মত সাধনা তাঁহার আছে, নচেৎ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাঁহার অনুভব হওয়া সম্ভব হইত না। এই জন্য ইঁহাকে কিরীটী, অর্থাৎ উচ্চকোটির বলা হইল।"অঞ্জলি, অনজ, ধাতু হইতে, তাহার অর্থ, প্রকাশ পাওয়া এই প্রকাশের অবস্থাটি আসিবার মত সাধনকে প্রকাশ পাওয়া "কৃতাঞ্জলি" বলে।

মতিলাল। সঞ্জয় 'মগ্নৈবৈতে নিহতাঃ' বলিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব বুঝিতে চাহিলেন দেখিলেন, কূট রাজনীতিবিৎ অন্ধ নৃপতি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

৩৬। অর্জ্জুন উবাচ। স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধ সংঘাঃ ৩৬।

পদচ্ছেদ। স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধ-সংঘাঃ।

অন্বয়। হৃষীকেশ; স্থানে, তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি চ অনুরজ্যতে, ভীতানি রক্ষাংসি দিশঃ দ্রবন্তি চ সর্ব্বে সিদ্ধ সংঘাঃ নমস্যন্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৩৬)

কঠিন শব্দ। স্থানে=ইহা হইবারই কথা। প্রকীর্ত্যা=কীর্ত্তি (নাম ও প্রভাবের) কীর্ত্তনে। প্রহৃষ্যতি=হর্ষিত, আনন্দিত হয়। অনুরজ্যতে=(আপনার প্রতি) অনুরক্ত হয়। ভীতানি রক্ষাংসি=ভীত হইয়া রাক্ষসেরা (বা রাজস স্বভাব লোকেরা)। দিশঃ=দিকে দিকে। দ্রবন্তি=গলিয়া যায় অর্থাৎ অদৃশ্য হইয়া, অর্থাৎ গা ঢাকা দিয়া পালাইয়া যায়। সিদ্ধসংঘ=সিদ্ধ পুরুষ সকলে। কেহ কেহ রাক্ষসকে প্রবৃত্তি মার্গ, ও সিদ্ধ,=নিবৃত্তিমার্গ বলিয়াছেন। অনেকে স্থানের অর্থ করিয়াছেন, আপনিই আদি কর্ত্তা।

অনুবাদ। হে হৃষীকেশ, ইহা হইবারই কথা যে তোমার কীর্ত্তি কীর্ত্তনে জগৎ আনন্দ পায় এবং তোমাতে অনুরক্ত হয়। এবং ভীত হইয়া রাক্ষসেরা (বা রাক্ষস স্বভাবের লোকেরা) গা ঢাকা দিয়া পালাইয়া যায়, আর সিদ্ধ পুরুষেরা নমস্কার করিতে থাকে।

সেই বিকট পুরুষ যখন বলিলেন যে তুমি যুদ্ধ কর, তখন অর্জ্জুন যেন খানিকটা বুঝিলেন যে সেই পুরুষ কৃষ্ণ; তখন হৃষীকেশ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

গিরীন্দ্র শেখর। পুরাকালে যাহারা লুটপাট নরহত্যাদি করিত, তাহাদের রাক্ষস বলা হইত।

মধুসূদন। মন্ত্রশাস্ত্রে এই শ্লোকটি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বলদেব ও বিশ্বনাথ॥ কাহার কিরূপ ভাব হইতেছিল, তাহা সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

Krishna Prem. The difference between the two Hymns (the one beginning with sloka15, and this one) should be noted ... রাক্ষস and সিদ্ধ, the mighty tidal waves, the first the great outgoing Creative

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১-৩৬, (১১-৩৭

Breath. প্রবৃত্তি ; the second Homeward flowing one, নিবৃত্তি . He sees also the Mighty Atma, source of both the Tides . .

শঙ্কর। 'স্থানে' ইহাকে বিষয়ের বিশেষণ ভাবেও লইতে পারা যায়। "ভগবান হর্ষাদির বিষয়, ইহা ঠিক" ; ঈশ্বর সকলের আত্মা ও সর্ব্বভূত-সুহৃদ। ভগবানে প্রেম করা উচিত বিষয় ইত্যাদি। কেন তিনি হর্ষাদি ভাবের যোগ্য, পরের শ্লোকে বলা হইতেছে।

রামানুজ। যে সব দেবতারা যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছেন, ইহা উচিত কথা যে তাঁহারা আনন্দিত হইতেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। সিদ্ধেরা যে এই ক্রিয়ার দ্বারা মনে প্রাণে এক হইয়া কূটস্থের দিকে স্থির-লক্ষ্য হন, একমাত্র তোমার দিকে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিয়াছি।

মহানাম ব্রত। হৃষীকেশ=আমার ইন্দ্রিয়বর্গকে চালাইয়া, তুমি যদি নিজের স্তবস্তুতি শুনিতে ইচ্ছা কর, তবেই স্তব হইবে।...... বিশ্বরূপ দর্শন করায় অর্জ্জুনের অন্তরে একের পর আর যে ভাবে ঘাত প্রতিঘাত উত্থিত হইয়াছে, স্তবে তিনি তাহা জানাইতে সমর্থ হইয়াছেন। একবার বলিয়াছেন বাক্য ভঙ্গীতে, আর একবার বলিয়াছেন সুস্পষ্ট ভাবে। (মহানাম ব্রত দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন)। স্তবটির অপর বৈশিষ্ট্য অর্জ্জুনের ক্ষমা প্রার্থনা।

ভক্তি প্রদীপ—The world rightly (স্থানে) rejoices in Thy glory

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৩৭)

৩৭। কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণো২প্যাদিকর্ত্রে
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥৩৭।

পদচ্ছেদ। কস্মাৎ চ তে ন নমেরন্ মহা-আত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণঃ অপি আদিকর্ত্রে অনন্ত দেবেশ জগৎ-নিবাস ত্বম্ অক্ষরম্ সৎ-অসৎ তৎ-পরম যৎ।

অন্বয়। মহাত্মন্, ব্রহ্মঃ অপি আদি কর্ত্রে চ গরীয়সে তে কস্মাৎ ন নমেরন্, অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস, যৎ সৎ অসৎ তৎপরম্ অক্ষরম্ ত্বম্

কঠিন শব্দ। মহাত্মন্ = বিরাট বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ; পরম উদার-চিত্ত (মধুসূদন)। ব্রহ্মণঃ অপি আদিকর্ত্রে চ গরীয়ান্ = ব্রহ্মারও আদি কর্তা অর্থাৎ জনক, এবং ব্রহ্মা হইতেও গরীয়ান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তে (কস্মাৎ ন নমেরন্ = তোমাকে (সকলে) কেনই বা না নমস্কার করিবে? কারণ তুমি ব্রহ্মারও জনক, অনন্ত দেবেশ, ইত্যাদি)। সৎ, অসৎ, তৎপরম ব্রহ্ম = "আছে", এই প্রকার বিধিমুখে (অন্বয় মুখে) যাহা প্রতীত হয়, কিম্বা অসৎ = নাস্তি, অর্থাৎ 'নাই' এই প্রকার নিষেধ মুখে (ব্যতিরেক ভাবে) প্রতীত হয়, তাহাও তুমি; অথবা সৎ = অব্যক্ত তাহাও তুমি, আর সেই সৎ ও অসৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই যে মূল কারণ স্বরূপ অক্ষর = ব্রহ্ম, তাহাও তুমি" (মধুসূদন); সৎ অসৎ ও তাহার পরেও যাহা = (১) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, (২) ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম, (৩) মূর্ত্ত সবিশেষ, অমূর্ত্ত সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ (৪) ব্যক্ত, অব্যক্ত ও তাহারও অতীত (বা মূল কারণ);

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৩৭)

শ্রীধর। সৎ ও অসৎ যে অক্ষরের উপাধি, যাহার কারণে সেই ব্রহ্ম; উপচারে সৎ ও অসৎ বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে যিনি সৎ ও অসৎ, দুইয়েরই অতীত, যাঁহাকে বেদবিদেরা ব্রহ্ম বলেন, সেই ব্রহ্মও আপনি ; প্রকৃতি তত্ত্ব ও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ রাখা জীবাত্মা তহেই শ্রেষ্ঠ মুক্তাত্মা তত্ত্ব (রামানুজ)। (সৎ=নামরূপাত্মক জগৎ, অসৎঅব্যক্ত= (গিরীন্দ্র, তৈত্তিরীয়)। ব্রহ্মের মায়া শক্তিকে অনেক সময়ে সদসদ্, বলা যায়, কারণ তাহা সৎও বটে, অসৎও বটে। The unmoved Eternal Being, Non Being, That beyond them both (Krishna Prem)। দেবেশ=‘হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণের নিয়ামক” (মধুসূদন)

অনুবাদ। হে মহাত্মন্, ব্রহ্মারও আদি কর্ত্তা বা জনক তুমি, ও ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ তুমি, (এই সকল, এবং পরে বলা হইতেছে সেই সকল কারণের জন্য) তোমাকে (সিদ্ধ পুরুষেরা এবং সকলে) কেন না নমস্কার করিবে ? হে দেবগণের প্রভু, হে জগৎ আশ্রয়, যাহা সৎ অসৎ ও তাহারও অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহাও তুমি।

শঙ্কর। ব্রহ্ম, সৎ ও অসৎ, উপচারে বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে তিনি দুইয়ের অতীত।

রামানুজ। অক্ষর=জীবাত্ম তত্ত্ব। সৎ=নাম রূপ বিভাগে যুক্ত, কার্য্য অবস্থাতে স্থিত প্রকৃতিতত্ত্ব ; আর নাম রূপ বিভাগে যখন নাই, যখন কারণ অবস্থাতে স্থিত, প্রকৃতি তত্ত্ব=অসৎ।

ভক্তি প্রদীপ—Thou art one transcending all gross and subtle truths (সৎ অসৎ তৎ পরম্)

রাম দয়াল। তুমি না থাকিলে কার্য্য থাকে না, কারণও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না, এই জন্য সৎ ও অসৎ তুমিই। আর পরমার্থ ভাবে তুমি সৎ ও অসতের অতীত, মায়ার অতীত, নিজ বোধ রূপ।

৩৭) ভূপেন্দ্রনাথ। এত বড় যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তাহা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার উদর ভাণ্ডে অবস্থিত, সেই হিরণ্যগর্ভেরও যিনি আধার, তিনিই বাসুদেব— তাঁহার অন্ত কে পাইবে? তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ, সৎ অসতের অতীতও তিনি। যে টুকু তাঁহার ব্যক্ত-বস্থা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচরতা—তাহাই সৎ বা কার্য্যাবস্থা, এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণাবস্থা—তাহা 'অসৎ' বা প্রকৃতি। আবার সদসতের অতীতাবস্থাই পরমাত্ম ভাব, ব্যক্তের কারণ অব্যক্ত। এই স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত যে 'আমি'র বোধ, তাহাই 'সদ্‌ভাব'। ইহার অন্তরালে যে কারণ রূপ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল-তাহাই অব্যক্ত প্রকৃতি ইহাই অসৎ অর্থাৎ কারণাবস্থা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর। আবার ইহার অতীত যে বাসুদেব ভাব, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাব বিকশিত হইতেছে—তিনিই ঈশ্বর বা চিদাকাশ। যিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন—তিনিই অব্যয় ঈশ্বর (গীতা ১৫।১৭)। শ্বে. উ.)। ব্রহ্ম, জগৎ ও প্রপঞ্চ ও তৎ 'কারণ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া উক্ত, এবং পরম অক্ষর বলিয়া কথিত। তাঁহাতে ত্রয়—অর্থাৎ ভোক্তাজীব, ভোগ্য জগৎ, ও নিয়ন্তা ঈশ্বর সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

Telang = সদসৎ তৎপরং যৎ = **that which is, that which is not, and what is beyond them.**

৩৮। ত্বমাদিদেব: পুরুষ: পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৩৮)

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ। ৩৮

পদচ্ছেদ। ত্বম্ আদি-দেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ত্বম অস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানম, বেত্তা অসি বেদ্যম পরন্ চ ধাম ত্বয়া ততম্ বিশ্বম্ অনন্ত রূপ।

অন্বয়। ত্বম্ আদিদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম্ চ বেত্তা বেদ্যম্ চ পরম্ ধাম অসি অনন্ত রূপ ত্বয়া বিশ্বম্ ততম্।

কঠিন শব্দ। আদিদেব=দেবগণের আদি, দেবগণ আপনার সৃষ্ট। "জগতের সৃষ্টি'র হেতু" (মধুসূদন)। পুরাণ='অনাদি' (মধুসূদন); most ancient (ভক্তি প্রদীপ্ত) "চির পুরাতন চির নব"। পুরুষ=অন্তর্যামী বা চেতনা। যিনি দেহ পুরে রহিয়াছেন, 'পুরণ কর্ত্তা' (মধুসূদন)। নিধান=আশ্রয়, বিশ্ব আপনা হইতে উৎপন্ন, আপনাতে স্থিত, আপনাতে বিলীন হইবে; জন্মাদ্যস্য যতঃ, বিশ্ব আপনাতে অধ্যাস্তঃ 'জগতের লয়স্থান, অথবা নিহিত ব্যুৎপত্তি হইতে আধার' (মধুসূদন)। বেত্তাসি=জ্ঞাতা। বেদ্য=জ্ঞেয়। পরম্=মহান্, যাহার উপরে আর কিছুই নাই। পরম্ ধাম=আপনার স্বরূপ শ্রেষ্ঠ স্বরূপ, অথবা আপনিই পরম বৈষ্ণব পদ; "অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যের সহিত সম্পর্ক শূন্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিষ্ণুর যে পরম পদ" [মধুসূদন ও শঙ্কর], অনন্তরূপ=অনন্তমূর্ত্তি: "অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ" [মধু সূদন]। ততম্=ব্যাপ্ত পরিপূর্ণ; স্বভাবতঃ সত্তাশূন্য এবং স্ফুরণ [প্রকাশ] বিরহিত এই জগত রূপ কার্য্য, সৎ স্বরূপ এবং প্রকাশাত্মক কারণভূত তোমা কর্ত্তৃকই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। বেত্তাসি, বেদ্য পরমধাম="জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান" [সচ্চিদানন্দ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৩৮)

পরম ধাম = যে স্থলে গেলে, আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই (রামদয়াল)

অনুবাদ। তুমিআদিদেব, সনাতন পুরুষ, তুমি এই জগতের পরম আশ্রয়, তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও যাহার উপর আর কিছু নাই, তাহা, অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ ; হে অনন্তরূপ, তোমার দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। [এই সপ্তকারণে, তোমাকে নমস্কার, শ্রীধর]

গিরীন্দ্র শেখর। পুরাণ পুরুষ = চিরন্তন দেহাধিকৃত চেতন সত্তা।

মধুসূদন। সাংখ্যসম্মত প্রধানের নিষেধ করা হইতেছে, এই ভাবে—যাহা হইতে উৎপত্তি, যাহাতে জগতের স্থিতি ও প্রলয় হয়, তাহা যে জগতের উপাদান কারণ, একথা ঠিক ; কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরই যে ঐ উপাদান কারণ হইবেন, তাহা নির্ণীত হইতে পারে না, যে হেতু আরম্ভবাদী, অণু-কারণতাবাদী বৈশেষিকগণ অচেতন পরমাণুকে, এবং পরিণামবাদী, প্রধান কারণতাবাদী সাংখ্যেরা প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া থাকেন। এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্য এমন একটি বিশেষণের আবশ্যক, যেটি পরমাণুতে ও প্রধানে লাগে না, সেটি হইতেছে সর্ব্বজ্ঞতা ; সর্ব্বজ্ঞতা চেতনেরই ধর্ম্ম, অচেতন অণুর বা প্রকৃতির সম্ভব নহে। এইরূপে জগৎ-কারণের সর্ব্বজ্ঞতা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে তিনি শুধু উপাদান কারণ তাহা নহে, জগতের নিমিত্ত কারণও······বেত্তাসি, বেদ্য, ইহাতে দ্বৈত প্রসঙ্গ হইতে পারে, অর্থাৎ ঈশ্বর যখন বেদিতা এবং তদিতর সমস্তই যখন বেদ্য, তখন আর অদ্বৈত কিরূপে হইবে? এই প্রকার শঙ্কার অপনোদন করিবার জন্য বলিতেছেন যে যাহা বেদ্য তাহাও তুমি, যে হেতু বেদন স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপে) যে বেদিতা তাহার সহিত বেদ্য পদার্থের পারমার্থিক সম্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ সমস্ত বেদ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থই কল্পিত। পারমার্থিক বেদ্য পদার্থ না থাকায় বেদ্য ও বেদিতার পার মার্থিক সম্বন্ধও নাই, কাজেই ইহাতে দ্বৈত প্রসঙ্গ হইতে পারে না।

৩৮। ভূপেন্দ্রনাথ। অনাদ্যা প্রকতি যাহাতে তুমি বীজ আধান করিয়াছ, সেই প্রকৃতিই প্রাণ শক্তি; এই শূন্যের অতীত পরব্যোমই মহাপ্রাণ; সেই। মহাপ্রাণও পরব্রহ্ম অবিদ্যা সম্বন্ধে সদা যুক্ত; সেই মহাপ্রাণ নিরঞ্জন হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। (ইহার পরে) আদি কারণ বিষয়ক, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের গোড়ার কয়েকটি শ্লোক আলোচিত হইয়াছে; তাহার পর, পুরুষ পুরাণ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরের 'নব দ্বারে পুরে দেহি' শ্লোক, পুরুষ সূক্তের 'পুরুষ এবেদং শ্লোক (যাহা ভূত যাহা ভবিষ্যৎ এবং যাহা অন্নের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এ সমস্তই পুরুষ বা পরমাত্ম স্বরূপ। সেই পুরুষ মুক্তিরও প্রভু) উদ্ধৃত হইয়াছে। পরং ধাম = লয় বিক্ষেপ শূন্য, অবিদ্যা বিরহিত যে স্থিতি। অনন্তরূপ = সেই স্থির প্রাণ, চঞ্চল হইয়া, অনন্ত নামরূপময় জগৎ রূপে লীলা করিতেছেন; তাঁহার সেই অনন্ত লীলা বুঝিতে হইলে, প্রথমে এই দেহব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ভক্তি প্রদীপ। পুরাণ পুরুষ = most ancient, বিশ্বম্ ততন্ = pervading this universe.

৩৯। বায়ুর্যমো ঽ গ্নির্ব্বরুণ: শশাঙ্ক:
প্রজাপতি স্ত্বং প্রপিতামহশ্চ,
নমো নমস্তে ঽ স্তু সহস্র কৃত্ব:
পুনশ্চ ভূয়ো ঽ পি নমো নমস্তে।

পদচ্ছেদ। বায়ু: যম: অগ্নি: বরুণ: শশাঙ্ক: প্রজাপতি:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১·৩৯)

ত্বম্ প্রপিতামহঃ। নমঃ নমঃ তে অস্তু সহস্র কৃত্বঃ পুনঃ চ ভূয়ঃ অপি নমঃ নমঃ তে।

অন্বয়। ত্বম্ বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ চ প্রপিতামহঃ তে সহস্র কৃত্ব নমঃ নমঃ অস্তুতে ভূয়ঃ অপি পুণচঃ নমঃ নমঃ।

অনুবাদ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা (বা কশ্যপাদি প্রজাপতি) তুমি প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও পিতা) মরীচি আদি প্রজাপতি সমূহ লোক পিতা ও ব্রহ্মা ইহাদের পিতা বলিয়া, পিতামহ, আর ব্রহ্মা তোমার সৃষ্ট, বা তোমার নাভিকমলে জন্মিয়াছেন তাই তুমি ব্রহ্মারও পিতা, অতএব প্রপিতামহ); তোমার জন্য সহস্র বার নমস্কার হউক; তোমার জন্য আবার ও বারবার নমস্কার, নমস্কার। (শ্বে, উ, ৪।২) (অর্জ্জুন যেন নমস্কার করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না।)

বায়ু ও যম, অর্থাৎ বায়ুরূপে জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ আবার যমরূপে তাহাদের বিনাশ করিতেছ। অগ্নি ও বরুণ অর্থাৎ উত্তপ্ত তুমিই করিতেছ, আবার শীতল তুমিই করিতেছ। শশাঙ্কও তুমি, পুষ্ণামি চৌযধী। অর্জ্জুন প্রথমে দেবগণ যেন স্বতন্ত্র ও ভগবানের দেহে রহিয়াছেন দেখিয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন যে তাঁহারা ভগবানেরই বিভাব।

Krishna prem : The seven Great Cosmic Planes have been symbolized as gods.

Tennyson : The sun, the moon, the stars, the seas.

The hills and the plains
Are not these O Soul,
The vision of Him who reigns?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৪০)

রাঘবেন্দ্রযতি। বায়ু দ্বারা বলশালিত্বের, যমের দ্বারা ক্ষমাশীলতার, অগ্নির দ্বারা জগৎ-নেতৃত্বের ও বরুণের দ্বারা বরদানশীলতার ইঙ্গিত।

৪০। নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রম স্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততো ২ সি সর্ব্বঃ। ৪০।

পদচ্ছেদ। নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ তে নমঃ অস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব অনন্ত বীর্য্য অমিত-বিক্রম ত্বম্ সর্ব্বম্ সমাপ্নোষি ততঃ অসি সর্ব্বঃ।

অন্বয়। সর্ব্ব, তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ তে সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু, অনন্তবীর্য্য অমিত বিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি, ততঃ সর্ব্ব অসি।

কঠিন শব্দ সর্ব্ব=সব, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সর্ব্বাত্মন্। পুরস্তাৎ =অগ্রভাগে সম্মুখে। পৃষ্ঠতঃ=পশ্চাৎ হইতে। অথ=ও; 'এখানে সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্বতঃ=সকল দিক হইতে। অনন্তবীর্য্য =অসীম প্রভাব; অমিত বিক্রম=অপরিমিত পরাক্রমশালী, "বীর্য্য অর্থ শরীরের বল; বিক্রম অর্থ শস্ত্র প্রয়োগের কৌশল"। সর্ব্বং সমাপ্নোষি=সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছ; সমস্ত বিশ্বে "সম্যকরূপে অর্থাৎ নিজ সৎরূপে সমগ্র ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছ (মধুসূদন) ততঃ সর্ব্বঃ অসি=সেই কারণে তুমি সর্ব্বস্বরূপ সব হইতেছ। সব স্থানে সব কালে বর্ত্তমান; তোমা বিনা কিছুই নাই (শঙ্কর) (স্বর্ণ যেরূপ আপনার কার্য্য কনককুণ্ডলাদিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে তেমনি তুমি সমুদয় বিশ্বের অন্তর ও বাহিরে সম্যক প্রকারে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, (শ্রীধর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৪১)

অনুবাদ। হে সর্ব্বত্র-বর্ত্তমান সর্ব্বাত্মন্, তোমার সম্মুখ ভাগে ও তোমার পৃষ্ঠ ভাগে, সকল দিক হইতে তোমাকে নমস্কার হউক, হে অনন্তবীর্য্য অমিত পরাক্রম, তুমি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছ; সেই কারণে তুমি সর্ব্বস্বরূপ হইতেছ, অর্থাৎ তোমা বিনা কিছুই নাই।

অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে প্রণাম করিলেন, কারণ বিশ্বরূপ মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে দৃষ্ট হইতেছিল বলিয়া; অর্জ্জুনের ভয় হইতেছিল, যদি কোন দিক তাঁহার প্রণামে বাদ পড়িয়া যায় তাহা হইলে অপরাধ হইবে। (ছা, উ, ৭ ২৫।২)

তিলক। উপনিষদে ব্রহ্মের এই রূপই বর্ণনা আছে ব্রহ্মৈবেদং অমৃতং পুরস্তাৎ, ব্রহ্ম পশ্চাৎ ইত্যাদি (ছা, ৭।২৫, মুণ্ডক ২।২।১১)

Krishnaprem Compare the Hymn of Trismagisters, "whither am I to turn my eyes......For Thou art all, and there is nothing else which Thou art not.

শঙ্কর। বীর্য্য = সামর্থ্য। বিক্রম = পরাক্রম; কেহ সামর্থ্যবান হইলেও, শস্ত্রাদি চালনায় পরাক্রম দেখাইতে হয়তো পারে না।

ভক্তি প্রদীপ। সমাপ্নোসি = Fervade and permeate.

(৪১, ৪২), অর্জ্জুনের ক্ষমা যাচনা—

৪১। সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি। ৪৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৪১)

৪২। যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোঽসি
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্। ৪২।

পদচ্ছেদ। সখাইতি মত্বা প্রসভম্ যৎ উক্তম্ হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা ইতি অজানতা মহিমানম্ তব ইদম্ ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি॥ যৎ চ অবহাস-অর্থম অসৎ কৃতঃ অসি বিহার-শয্যা-আসন-ভোজনেষু একঃ অথবা অপি অচ্যুত তৎ-সমক্ষম্ তৎ ক্ষাময়ে ত্বাম্ অহম্ অপ্রমেয়ম্।

অন্বয়। তব ইদম মহিমানম্ অজানতা সখা ইতি মত্বা ময়া প্রণয়েন বা প্রমাদাৎ অপি হে কৃষ্ণ হে যাদব সখে ইতি যৎ প্রসভম্ উক্তং, অচ্যুত যৎ অবহাসার্থম বিহার শয্যা আসন ভোজনেষু একঃ অথবা তৎ সমক্ষম্ অপি অসৎকৃতঃ অসি তৎ অপ্রমেয়ম্ ত্বাম অহম্ ক্ষাময়ে।

কঠিন শব্দ। অজানতা—না জানা থাকায়। প্রমাদাৎ—চিত্তের মূঢ় অবস্থায় বা ভ্রান্ত ধারণায়। প্রসভম্—বিনয় রহিত ভাবে। অবহাসার্থম্—পরিহাসচ্ছলে। বিহার—তুজনে আমোদ প্রমোদে। অসৎকৃত—অসম্মানিত। তৎসমক্ষম্—অন্য সকলের সম্মুখে। অপ্রমেয়ম্—পরিমাণহীন, প্রমাণাতীত, অনন্ত স্বরূপ। (সখেতি, ইহা আর্ষ বা ছান্দস্ সন্ধি)॥ গীতাপ্রেমা-৭।২।১২ বাল্মীকি রামায়ণ।

অনুবাদ। তোমার এই মহিমা (যাহা তুমি দেখাইলে ও যাহা আমার দ্বারা পূর্ব্বশ্লোক সমূহে বর্ণিত হইল) না জানা থাকায়, তোমাকে সখা জানিয়া, আমার দ্বারা অনুরাগে বা চিত্তের ভ্রান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৪১)

অবস্থায়, "হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা" এইরূপ বিনয়-রহিত ভাবে আমার দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে, আর হে অচ্যুত, দুজনের আমোদ প্রমোদে, শয়নে, উপবেশনে ও ভোজন কালে, আমাদের দুজনের এক সঙ্গে থাকা কালে, অথবা অন্য সকলের সম্মুখেও, পরিহাসচ্ছলে, তুমি আমা কর্তৃক অসম্মানিত হইয়াছ, হে পরিমাণ হীন ও প্রমানাতীত পুরুষ, তজ্জন্য (সেই সব অপরাধের জন্য), আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই।

শঙ্কর। ইদং মহিমানম্ বাক্যে, মহিমানম্ পুংলিঙ্গ, কিন্তু ইদম্ নপুংসক লিঙ্গ হইয়াছে। প্রণয় = স্নেহ।

৪১। ভূপেন্দ্রনাথ। কেনোপনিষদে বলিয়াছে যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, যাহা দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইত্যাদি। গীতাও বলিয়াছে, সূক্ষ্মত্বাৎ তদ-বিজ্ঞেয়ং, অর্থাৎ সূক্ষ্মতা বশত: (নাম রূপাদি বিহীন বলিয়া) তিনি অবিজ্ঞেয়।…প্রাকৃত আমির মধ্যে এই অনন্ত দৃশ্য জগৎ স্বপ্ন বৎ ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তথায় এক সাক্ষী চৈতন্য ব্যতীত আর কেহই বর্ত্তমান নাই।

মতিলাল। প্রেমের মূলে রতির বীজ থাকে; রতি কাম নহে, কাম চঞ্চল, রতি স্থির। তারপর স্নেহ, গভীর আসক্তি। স্নেহের স্থান নাভিকুণ্ডলে, মণিপুর চক্রে। প্রণয় ইহা উপরের তত্ত্ব, হৃদ্ বস্তু।

Telang. অপ্রমেয় = indefinable.

৪৩। পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরু র্গরীয়ান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৪৩)

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतो ऽन्यो
लोकत्रये ऽप्यप्रतिम-प्रभाव। ৪৩।

পদচ্ছেদ। পিতা অসি লোকস্থ চরাচরস্থ ত্বম্ অস্থ পূজ্য: গুরু: গরীয়ান্ ন ত্বৎ সম: অস্তি অভ্যধিক: কুত: অন্য লোক-ত্রয়ে অপি অপ্রতিম প্রভাব।

অন্বয়। ত্বম্ অস্থ চরাচরস্থ লোকস্থ পিতা চ গরীয়ান্ গুরু: পূজ্য: অসি, অপ্রতিম প্রভাব লোকত্রয়ে ত্বৎ সম: অপি অন্য: ন অস্তি অভ্যধিক: কুত:

কঠিন শব্দ। গরীয়ান্ গুরু=গুরু হইতেও বড়, গুরু: শাস্ত্রোপদেষ্টা এবং সকল প্রকারেই গুরুতর। অপ্রতিম প্রভাব= অতুল প্রভাবশালী। অভ্যধিক=শ্রেষ্ঠ; অধিক। **গীতাপ্রেমী,** ১।২।৭ ভাগবত দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ। তুমি চরাচর সকলের পিতা অর্থাৎ স্রষ্টা; গুরু, গুরু হইতেও বড়, পূজ্য; হে অতুল প্রভাবশালী, এই তিন লোকে তোমার সমান অন্য কেহ নাই; শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ কোথায়? অর্থাৎ তোমার তুল্যই যখন কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ হইতেই পারে না।

গুরু গরীয়ান্=সর্ব্ব পূর্ব্বেষামপি গুরু: কালেনানবচ্ছেদাৎ (যোগ সূত্র সমাধিপাদ ২৬)

৪৩। **ভূপেন্দ্রনাথ।** তুমিই পূজনীয় (প=যোনি মূলাধার, উ=শক্তি পূর্ব্বক, জ=কূটস্থতে থাকা; ইহারই নাম পূজা, অর্থাৎ প্রাণ দিয়া পূজা করা চাই, যাহা গুরুবক্ত্রগম্য। অর্থাৎ মূলাধার হইতে বল পূর্ব্বক প্রাণ শক্তিকে উঠাইয়া যখন আজ্ঞাচক্রে রাখিতে পারা যাইবে, তখনই প্রকৃত পূজা হইবে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১·৪৪)

৪৪। তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশ মীড্যম্
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্। ৪৪।

পদচ্ছেদ। তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ম্ প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্ পিতা ইব পুত্রস্য সখা ইব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অর্হসি দেব সোঢ়ুম্

অন্বয়। তস্মাৎ অহম্ কায়ম্ প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যম্ ত্বাম্ ঈশম্ প্রসাদয়ে দেব পিতা ইব পুত্রস্য সখাইব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ সোঢ়ুম্ অর্হসি।

কঠিন শব্দ। তস্মাৎ = সেই জন্য। কায়ম প্রণিধায় প্রণম্য = দেহকে সম্পূর্ণ ভাবে পাতিত (অর্থাৎ দণ্ডবৎ) ভাবে প্রণাম করিয়া। ঈড্যম্ = বন্দনীয়, স্তবনীয়। সোঢ়ুম অর্হসি = দোষ সহ্য করিতে উচিত অর্থাৎ সমর্থ। গীতাপ্রেমী-১।১৫।১৭ ভাগবত।

অনুবাদ। সেই জন্য আমি দণ্ডবৎ ভাবে প্রণাম করিয়া, তুমি বন্দনীয়, তুমি ঈশ্বর, তোমার প্রসন্নতা চাহিতেছি ; হে দেবতা, পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, পতি যেমন প্রিয় স্ত্রীর দোষ সহ্য করিতে যোগ্য অর্থাৎ সমর্থ, (সেই রূপ তুমিও আমার দোষ সহ্য করিতে সমর্থ, তাহারা যেমন অপরাধ ক্ষমা করে, সেইরূপ তুমিও ক্ষমা কর, আমি অনন্য শরণ)।

অর্জ্জুন প্রণামের দ্বারা বাক্যের দ্বারা অপরাধ স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, অত্যন্ত অনুতপ্ত ভাবে বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১·৪৪',

মধুসূদন। প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অর্থাৎ এস্থলে ছন্দের অনুরোধে ইব শব্দটি প্রয়োগ করা হয় নাই, এবং বিসর্গ লোপ হইলেও উভয় পদের সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

তিলক। ব্যাকরণের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসির অর্থ "প্রেমিককে (তোমাকে) প্রিয়জনের অর্থাৎ আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে" এইরূপ হইবে। ব্যাকরণ লইয়া আরও দুই একজন আলোচনা করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। এই পুজার প্রধান অঙ্গ আত্মসমর্পণ।—অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইলেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনের এই স্থির ভাব বা প্রসন্নতাই শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ। যাঁহারা ইহা সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা সুর বা বীর সাধক। বীর সাধকেরা প্রণাম করেন, "প্রণিধায় কায়ং।" কায়=ক+অয়, ই ধাতু হইতে অয়, গমনার্থ। ক=ব্রহ্মা, যাহা ব্রহ্মা হইতে গমন করে। ব্রহ্মার স্থান নাভিদেশ ও তন্নিম্নে। যে শ্বাস নাভিদেশ হইতে সহস্রারে গমন করে—অর্থাৎ শ্বাস মস্তকে স্থির করিয়া সমগ্র মেরুদণ্ড ও তৎসংলগ্ন অবয়বটি নিম্নাভিমুখ করিয়া যোগীরা যে সাধন করেন, সেই সাধনার ইঙ্গিত। ইহার দ্বারা মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী চৈতন্যযুক্ত হন। চৈতন্যযুক্ত হইলেই উহা তদ্বিষ্ণুর পরমপদ আজ্ঞা চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারস্থিত শিবের সহিত যুক্ত হয়। তখন দেহ হইতে চিৎ পৃথক হইয়া পড়ে, জীব বন্ধনমুক্ত হয়।

মতিলাল। ঈশ্বর তুরীয় চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে মূর্ত্ত ও বিগ্রহান্বিত করিয়া দেখা যায় সম্বন্ধের ছাঁচে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য, রস সম্বন্ধ তত্ত্বেরই উজ্জ্বল উল্লাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৪৪)

Modi. There are so many un-Paninian forms in the Gita that one is forced to believe that Gita is pre-Paninian.

ভক্তিপ্রদীপ। ঈশম্ ইড্যম্ = The Lord Supreme.

উপরিউক্ত শ্লোকের পরে রামকণ্ঠের গীতায় নিম্নলিখিত আরও তিনটি শ্লোক আছে।

দিব্যানি কর্ম্মাণি তবাদ্ ভূতানি
পূর্ব্বাণি পূর্ব্বেঽপ্যৃষয়ঃ স্মরন্তি।
না ন্যোঽস্তি কর্ত্তা জগতস্ত্বমেকো
ধাতা বিধাতা চ বিভু র্ভবশ্চ। ৪৭
তবাদ্ভুতং কি নু ভবেদসহ্যং
কিংবা শক্যং পরতঃ কীর্ত্তয়িষ্যে
কর্ত্তাস্য সর্ব্বস্য যত স্বয়ং বৈ
বিভো ততঃ সর্ব্বমিদং ত্বমেব। ৪৮
অত্যদ্ভুতং কর্ম্ম ন দুস্করং তে
কর্ম্মোপমানং নহি বিদ্যতে তে
ন তে গুণানাং পরিমাণ মস্তি
ন তেজসো নাপি বলস্য নর্দ্ধেঃ ৪৯

(ডাঃ অধিকারীর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত—আশ্চর্য্যরূপ স্বেচ্ছামায়োপ করণে, এক কর্ত্তা তুমি সহকারী নিরপেক্ষ, নিজ আত্মা ব্যতিরিক্ত কি করিয়া এ সৃষ্টি কার্য্য সাধ্য হয়, বলিব। তুমি স্বশক্তিতেই জগৎকে উচ্ছলিত করিতেছ। কোনও কর্ম্মই তোমার পক্ষে দুস্কর নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১-৪৫,৪৬)

৪৫, ৪৬ সেই বিকটরূপ সম্বরণ করিয়া, পুনরায় চতুর্ভুজ রূপে ফিরিয়ে আসিবার জন্য, অর্জ্জুন ভগবানকে অনুনয় করিলেন।

৪৫। অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। ৪৫

৪৬। কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত—
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্ৰবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে। ৪৬

পদচ্ছেদ। অ-দৃষ্ট-পূর্ব্বম্ হৃষিত: অস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতম্ মন: মে তৎ এব মে দর্শয় দেব রূপম্ প্রসীদ দেব-ঈশ জগৎ-নিবাস। কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্র-হস্তম্ ইচ্ছামি ত্বাম্ দ্রষ্টুম্ অহম্ তথা এব তেন এব রূপেণ চতু:-ভুজেন সহস্র-বাহো ভব বিশ্ব-মূর্ত্তে।

অন্বয়। অদৃষ্ট-পূর্ব্বম্ দৃষ্ট্বা হৃষিত: অস্মি মে মন: ভয়েন প্রব্যথিতম্ দেব তৎ রূপম্ এব মে দর্শয় দেবেশ জগন্নিবাস প্রসীদ। অহম্ তথা এব ত্বাম্ কিরীটিনম্ গদিনম্ চক্র হস্তম্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি, বিশ্ব মূর্ত্তে সহস্রবাহো তেন এব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব।

কঠিন শব্দ। অদৃষ্টপূর্ব্বম—পূর্ব্বে যাহা দেখি নাই। হৃষিত: অস্মি—আনন্দিত হইয়াছি। প্রব্যথিতম্ চ—অতি ব্যাকুল হইয়াছি।

অনুবাদ। পূর্ব্বে যাহা দেখি নাই তাহা দেখিতে পাইলাম বলিয়া আনন্দিত হইয়াছি; তবে তাহা দেখিয়া আমার মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যথিতও হইয়াছে, (সেই জন্য), হে দেবতা সেই (আমি যে রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলাম, সেই চমৎকার) রূপ আমায় দেখাও, হে দেবাধিপতি, হে জগদাশ্রয় প্রসন্ন হও। (তোমার এই ভয়ানক রূপ, হয়তো এই রূপের ভিতর গভীর অর্থ আছে, কিন্তু আর আমার দেখিতে ইচ্ছা নাই; রূপের বিকটতা আমায় কাতর করিয়া তুলিয়াছে)। (অর্জ্জুন যাহা দেখিতে চাহিতেছিলেন সে কোন্ রূপ) ৪৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। সে বিষ্ণুর রূপ। দ্বিভুজ কৃষ্ণের নহে। অর্জ্জুন, বিশ্বরূপ বলিতে বিষ্ণুর রূপ দেখিতে পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, এবং প্রথমে তাহাই দেখিয়াছিলেন) (এই বার সেই বিষ্ণুরূপের বর্ণনা দিতেছেন)। আমি সেই রকমই তোমাকে মুকুট ধারী, গদা ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি, হে বিশ্বস্বরূপ, হে সহস্রবাহো, তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপ যুক্ত হও। (এই চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ বিষয়ক আমাদের মোটাবুদ্ধির আলোচনা পরে, ৫১ শ্লোকে দেওয়া হইবে)। গদাচক্র যে দ্বিভুজরূপে হইতে পারে না তাহা নহে, তবে এখানে পরিস্কার 'চতুর্ভুজ' শব্দ রহিয়াছে।

শঙ্কর। বসুদেব পুত্ররূপ চতুর্ভুক্ত স্বরূপে যুক্ত হও

মধুসূদন। এইরূপে ইহাই বলা হইল যে অর্জ্জুন সর্ব্বদা ভগবানের চতুর্ভুজ আদি মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার করিতেন (মধুসূদনের গীতার অনুবাদক, ইহার পরে লিখিয়াছেন, 'বস্তুতঃ মহাভারতের মহাপ্রায়াণিক পর্ব্বে যদুবংশের নিধন এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ দেখিয়া দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত অর্জ্জুন যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে ইহা পরিস্ফুটই আছে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট চতুর্ভুক্ত রূপেই প্রকটিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতেন।) কিন্তু অর্জ্জুন কি ইহার পূর্ব্বে কাহাকেও ইহা বলিয়াছেন? সঙ্কলয়িতা)

অরবিন্দ। বিশ্বরূপ দ্রষ্টার হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি তত্ত্ব উপলক্ষিত হইল,... তিনি দেখিলেন ব্যষ্টি আয়তনের মধ্যে বিশ্ব আত্মা, মানব দেহের মধ্যে ভগবান, প্রকৃতির এই প্রতীকের মধ্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বাতীত পরম পুরুষ,...দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেছে এই যে মানবীয় রূপ এবং মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যাহা মূর্ত্ত হইয়াছে, সেইটিও সত্য: বিশ্বরূপের করাল স্বরূপের সহিত সেইটি যুক্ত থাকিয়া আমাদের মনের কাছে উহাকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।..দ্বিতীয় তত্ত্ব হইতে আর একটি তত্ত্ব আসে: এই যে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় পুরুষের রূপ মুক্ত আত্মার শক্তির পক্ষে ইহা মহান. উৎসাহপ্রদ সাহস প্রদ, ইহা বীর্য্যের উৎস, এই দর্শন সমতা সাধন করে, সকল জিনিসের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা অসহনীয়, দুর্ব্বোধ্য।...এই যে সর্ব্বগ্রাসী কাল ..ইহার পিছনে যে আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে, সেটিকে জানিলেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। কিন্তু আবার দিব্য নারায়ণের প্রসন্ন মধ্যবর্ত্তী রূপও আছে. যেখানে ভগবান মানুষের অতি সন্নিকট এবং তাহার মধ্যেই বিরাজিত, তিনি যুদ্ধে এবং যাত্রা পথে সারথি, সাহায্য করিবার জন্য তিনি চতুর্ভুজ, তিনি ভগবানের মানবীয় ভাবাপন্ন প্রতীক, এই সহস্রবাহু বিশ্বরূপ নহেন।

কৃষ্ণানন্দ। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ বলিয়া জানিতেন; দ্বিভুজ কৃষ্ণে গদা চক্র হয় না।

শ্রীধর। এই শ্লোকের দ্বারা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বেও কিরীটাদি যুক্তই দেখিয়াছেন ইহাই মনে হয়; তবে পূর্ব্বে বিশ্বরূপ দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে অর্জ্জুন যে 'কিরীটিনং গদিনং চক্রিনঞ্চ, দেখিতেছি বলিয়াছেন, তখন তাহা বহু কিরীটাদি যুক্ত দেখিয়াছিলেন, সেই অভিপ্রায়ে বলিয়া থাকিবেন। অথবা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে তোমাকে কিরীটযুক্ত গদাচক্র হস্ত সুপ্রসন্ন রূপে দেখিয়া আসিতেছিলাম, সেই তোমাকে ইদানীং তেজপুঞ্জ ও দুর্নিরীক্ষ দেখিতেছি, এইরূপও হইতে পারে, অতএব ইহা পূর্ব্বের সহিত বিরোধ হইল না।

গিরীন্দ্র। কৃষ্ণের বহু পূর্ব্বে এক বাসুদেব ছিলেন, তিনিই আদি বাসুদেব। এই বাসুদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইত, এবং ইঁহার পূজা কৃষ্ণের কালেও প্রচলিত ছিল। লোকে কৃষ্ণকে এই বাসুদেবের আদর্শে যুদ্ধকালে শঙ্খ চক্র গদা অসি, এবং আদি বাসুদেবের অনুরূপ চতুর্ভুজলাঞ্ছন ধারণ করিতেন জানিত। কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দী আর এক বাসুদেব ছিলেন। পুরাণে ইনি পৌণ্ড্র বাসুদেব বলিয়া খ্যাত।

গোয়েঙ্কা। অর্জ্জুন কৃষ্ণরূপ দর্শনের যদি প্রার্থী হইতেন, তাহা হইলে গদিনম্ চক্রহস্তম বলিতেন না। পূর্ব্ব শ্লোকে দেবরূপ ও ৫২ শ্লোকে মানুষরূপ, বাক্যের দ্বারা তফাৎ করা হইল। ৫০ শ্লোকে স্বকং রূপের সঙ্গে পুনঃ আসায়, প্রথমে চতুর্ভুজ পরে দ্বিভুজ দেখান সিদ্ধ হইল। 'সুদর্শনম্' ইহা বিশ্বরূপ হইতে পারে না, কারণ দেবতারা দেখিতে চাহেন বলা হইয়াছে; দেবতাদের কল্পনাতেও বিশ্বরূপ আসেনি কখন; ইহা নররূপও নহে।

তিলক। ছন্দ হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গীতা বহু প্রাচীন গ্রন্থ।

Gandhi Desai. বিশ্বরূপ = **Universe Incarnate. Universal form.**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।৪৫,৪৬

Krishna Prem, accepting the suggestion of Sri J. Chatterjee, says, চতুর্ভুজ should be translated four-limbed (i e. two arms and two legs), and not, as usually done four-armed. ভুজ means limb as well.

Modi. Tilak does not seem to give any explanation. Deussen also gives no explanation. Garbe holds that sloka 46 proves the lack of careful consideration on the part of the author ef the Gita, because, till then, Arjuna had seen Krishna as only a human hero. He compares 51 with 46. Hill and Otto do not explain the point. Modi says, "since the Lord shows him only the human form (51) we should conclude that Arjuna's request was not granted by the Lord. We also suggest that 52-54 give an explanation why the Lord does not show Arjuna His চতুর্ভুজ রূপ again."

আশুদাস। অর্জ্জুন যে পূর্ব্বেও ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়াছিলেন এমন অনুমানের কারণ নাই। যেমন বিশ্বরূপ পূর্ব্বে না দেখিলেও দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ চতুর্ভুজ রূপও দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এই রূপ তাঁহার "ইষ্ট" মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তিতেই তিনি ভগবানকে ধ্যান করিতেন, এমন অনুমান যুক্তিযুক্ত মনে হয়। শ্রীশঙ্কর ৪৯ শ্লোকের ভাষ্যে "এই ইষ্ট" রূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলিয়াছেন। যদি পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতেন, তবে তাহার সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ এত তর্ক-বিতর্ক করা সম্ভবপর হইত না।

ভক্তিপ্রদীপ। **Assume thy four armed Form.**

মহানামব্রত। তোমার অক্ষররূপ, ক্ষররূপ দুইরূপ দেখাইয়াছ, কিন্তু প্রাণ যে চীৎকার করিয়া বলিতে চায়, আর দেখিতে পারি না, উপসংহার কর এই রূপের। দেখাও আবার কৃপা করিয়া সেই তোমার চির-পরিচিত পুরুষোত্তম রূপখানি (তদেব মে দর্শয় দেবরূপং), যে রূপটি আমার নিত্যধ্যানের, সেই কিরীটধারী; শঙ্খচক্র গদাপদ্ম-কর···অক্ষর পুরুষ, চিত্তে দিয়াছে পরম চমৎকৃতি। ক্ষর পুরুষ দিয়াছে নিদারুণ ভীতি।···অর্জ্জুন চতুর্ভুর্জ নারায়ণ মূর্ত্তি পূজা করিতেন ও নিত্য ধ্যান স্মরণ করিতেন। সেইকালে অনেক ভক্তই তাই করিতেন। ভীষ্মদেবের ধ্যানের ঠাকুর ছিল চতুর্ভুর্জ। মৃত্যু-কালে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই ধ্যানের ধন চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইতে। কংস কারাগারে জন্মগ্রহণকালে বসুদেব চতুর্ভুর্জ দর্শন করিয়াছিলেন।

৪৫। ভূপেন্দ্রনাথ। তোমার মোহন মুরলীধর রূপটি আবার আমায় দেখাও।

৪৬। ভূপেন্দ্রনাথ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, স্বদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশ প্রাদেশমাত্র চতুর্ভুর্জ শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী পুরুষ বাস করিতেছেন, ইহা ধারণা করিতে হয়। যোগীরাও নিজ হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ দেখিয়া থাকেন। কঠশ্রুতিতেও আছে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামসুন্দর রূপে হৃদয়াকাশে দেখিতে পান, বৃহৎ কূটস্থের মত তীব্র জ্যোতিঃপুঞ্জ নহে। ভুজ্ শব্দের অর্থ, ধনুকের আকৃতির মত গোলাকার বস্তু, এখানে হস্ত নহে।...(১) সাধক সঙ্খের ন্যায় একটি গম্ভীর শব্দ শুনিতে পান। (২) কূটস্থের জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল, উহা চক্রের ন্যায় ঘোরে; অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।... উপাসনায় বিদ্যা শান্তি প্রতিষ্ঠা নিবৃত্তিরূপা চারি শক্তির আবির্ভাব হয়। হরি=সকল ইচ্ছাকে হরণ করেন।...ক্রিয়ার পরাবস্থায় সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা, অর্থাৎ ব্রহ্মা হওয়া যায়। (৩) ভুজের তৃতীয় বিষয় গঙ্গা ও কঠোপনিষদে আছে 'ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি'। এই পরম নিয়ন্তা কূটস্থ ব্রহ্মই সকলের দেহের মধ্যে থাকিয়া সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করাইতেছেন। (৪) ভুজের চতুর্থ বিষয় পদ্ম, ইহাই শান্তির পরিজ্ঞাপক।...সে অবস্থায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধিও বিষয়-চিন্তার দ্বারা চঞ্চল হয় না, তাহাকেই পরমগতি বলা হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত থাকিতে যোগীর অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হয়। বিশ্বরূপ দর্শনের পর সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে সাধকের প্রবল ইচ্ছা হয়, অর্জ্জুনের এই চতুর্ভুজ রূপ দেখিবার ইচ্ছা তাহারই ইঙ্গিত মাত্র।

(৪৭) ভগবান প্রবোধ দিলেন।—

৪৭। শ্রীভগবানুবাচ

মযা প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিত আত্ম যোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্ট পূর্ব্বম্।৪৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১-৪৭

পদচ্ছেদ। ময়া প্রসন্নেন তব অর্জ্জুন ইদং রূপম্ পরম্ দর্শিতম্ আত্মযোগাৎ তেজোময়ম্ বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যম্ যৎ মে তৎ অন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বং।

অন্বয়। অর্জ্জুন, প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ ইদং মে পরম তেজোময়ম্ আদ্যম্ অনন্তম বিশ্বম্ রূপম্ তব দর্শিতম্ যৎ তদনেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্।

কঠিন শব্দ। আত্ম যোগাৎ=ঐশ্বরিক শক্তিতে, 'আত্মস্বরূপস্থিত হইয়া' (সন্তদাস), যোগমায়ার বলে, (শ্রীধর) অসাধারণ সামর্থ্য প্রভাবে (মধুসূদন)। বিশ্বম্=বিরাট; সমস্ত। আদ্যম=আদি="সর্ব্বকারণ স্বরূপ" (মধুসূদন)। ত্বদন্যেন ন দৃষ্ট পূর্ব্বম্=তুমি ভিন্ন অন্যের দ্বারা ইহার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। আত্মযোগাৎ=Made manifest through the agency of my Yog a Maya on this mundane plane (ভক্তি প্রদীপ)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন, (তোমার প্রতি) অনুগ্রহ বা প্রসন্নতা প্রযুক্ত, আমার দ্বারা, এই আমার পরম তেজোময় (অথবা পারমার্থিকভাবে বিরাট তেজপূর্ণ), সীমারহিত, আদি বা মূলরূপ (বা সর্ব্বকারণ স্বরূপ যে রূপ) উহা নিজ ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা তোমাকে দেখান হইল, যেরূপ তুমি ভিন্ন অন্যের দ্বারা ইহার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। বিশ্বরূপের শাব্দিক অর্থ, যে রূপে বিশ্ব প্রতিফলিত ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং, কিন্তু আরও একটি অর্থের উপর জোর দিয়াছি। মৃত্যুই ভগবানের অনাদি অনন্ত রূপ। যদি বল জীবনও তো ভগবানের রূপ, তাহা একপক্ষে, ঠিক হইলেও, যেন তেমন প্রকাশ পায় না। মৃত্যু জীবনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে; জীবনের আবির্ভাব হইলে মৃত্যু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চাতে আসিবেই, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। মৃত্যু হইলে তাহার পশ্চাতে জীবন আসিবে, এ সম্বন্ধে আমরা তেমন জানি না; ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার নহে।

কেহ হয়তো বলিবেন যে ভগবান এ কথা কি করিয়া বলিলেন যে "তুমি ভিন্ন অন্যের দ্বারা এ রূপ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই"? ভগবান ঠিকই বলিয়াছেন। শ্বেতদ্বীপে নারদের, কিম্বা ব্রহ্মার, কিম্বা মা যশোদার, কিম্বা দুর্য্যোধনের, কিম্বা অদ্বৈতাচার্য্যের বিশ্বরূপ দর্শন ও অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন, এক বস্তু নহে! ইহা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে 'কালই' ভগবানের প্রকৃত বিশ্বরূপ (ইহা বহুস্থলে আমাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে), এবং অর্জ্জুন ছাড়া সেই প্রকৃত বিশ্বরূপ, মূর্ত্ত ভাবে, আর কেহ দেখিতে পায় নাই—মূর্ত্তভাবে, শুধু যুক্তি বিচারে নহে। এ বিশ্বরূপ, শুধু মাধুর্য্যময় ও ঐশ্বর্য্যময় রূপ নহে ইহা বিরাটত্বপূর্ণ মৃত্যুরূপ।

অরবিন্দ। আমি আমার আত্মযোগের দ্বারা ইহা দেখাইয়াছি, কারণ ইহা আমার আত্মার, আমার নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তারই রূপ।

আত্মযোগাৎ=নিজের ঐশ্বর্য্যের সামর্থ্যে (শঙ্কর); আপনার সত্য সঙ্কল্পত্বরূপ যোগ প্রযুক্ত (রামানুজ), যোগমায়ার সামর্থ্যে (শ্রীধর); অচিন্ত্য শক্তিতে (বলদেব) অসাধারণ সামর্থ্যে (মধুসূদন)।

Krishna Prem. Thus ends the vision seen by union with the self (আত্মযোগাৎ), ends as a Vision though its Knowledge will remain forever in the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

heart of the disciple. Krishna Prem quotes, then, from the Voice of the Silence and Wordsworth's Ode on the Intimations of Immortality.

ভক্তি প্রদীপ। When creation begins, this বিরাট বা বিশ্বরূপ emanates from the বাসুদেবের Form-আত্মযোগাৎ = Made manifest through the agency of my যোগমায়া on this mundane plane.

টীকাকারেরা, কেন অর্জ্জুন তাঁহার সখা দ্বিভুজ কৃষ্ণের মূর্ত্তি না দেখিতে চাহিয়া এই সময়ে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখিতে চাহিলেন, তাহা লইয়া অনেকে গোল করিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন, বিষ্ণু অর্জ্জুনের ইষ্ট দেবতা ছিলেন, তাই তিনি এই ক্লিষ্ট সময়ে ইষ্ট দেবতার দর্শন চাহিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছেন কৃষ্ণকে অর্জ্জুন সর্ব্বদা চতুর্ভুজ দেখিতেন। (কিন্তু মহাভারতাদি পুস্তকে-কোথাও এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ নাই)। শ্রীকৃষ্ণকে, শুধু পার্থ-সারথি অবস্থাতে নহে, সাধারণভাবে স্থিত অবস্থাতেও, দ্বিভুজ বলিয়া সকলেই দেখিয়াছে, নতুবা কোথাও না কোথাও, মহা-ভারতে ও হরিবংশে, চতুর্ভুজ লেখা থাকিত। "জন্মাইবার সময়ে" বিষ্ণু মূর্ত্তিতে দেবকীর কোলে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। অর্জ্জুন এ কথা শুনিয়াছিলেন কিনা জানা নাই, যদি শুনিয়াও থাকেন বৈষ্ণবী মায়ায় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা না হইলে জিজ্ঞাসা করিতেন না, "তুমি সেদিনকার লোক, সূর্য্যকে কি করিয়া যোগ শিখাইয়াছিলে?" (৪।৪)। কেহ বলিয়াছেন, ভুজের অর্থ limbও হয়; চতুর্ভুজ অর্থে four limb, অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।৪৭

দুই হাত, দুই পা বিশিষ্ট। কেহ বলিয়াছেন, কৃষ্ণ মাঝে মাঝে বিষ্ণুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেন। কেহ বলিয়াছেন, কৃষ্ণ সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের নিকট চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে থাকিতেন, মহা প্রায়াণিক পর্ব্বে আছে। আবার কেহ বলিয়াছেন কৃষ্ণ যুদ্ধের সময় নকল দুই হাত পরিতেন; পৌণ্ড্র বাসুদেব এইরূপ পরিতেন। শ্রীধর বলিয়াছেন, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বেও চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখিতেন, ইহা হইতে এইরূপ জানা যাইতেছে। কিন্তু কি করিয়া এ কথাগুলি ঠিক হইতে পারে? কোনও মৌলিক গ্রন্থে এ কথাগুলির উল্লেখ নাই বরং শাস্ত্র বলিয়াছে, "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গং" (ভাগবত ১০।১৭।৮৮) যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যাং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ (বিষ্ণু পুরাণ ১৪।১৭)। যদি ইহাই হইত যে অর্জ্জুন সর্ব্বদাই কৃষ্ণকে বিষ্ণু ভগবান ভাবে দেখিতেন, তাহা হইলে ৪।৪ শ্লোকের প্রশ্ন করিতেন না, এবং কৃষ্ণকেও এত কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নামাইতে হইত না। আমরা এই বিষয়ের যে ব্যাখ্যা দিয়াছি, মনে হয় না কি ঐ ব্যাখ্যা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইয়াছে? সংক্ষেপে আরও একবার উহা বলা যাউক, এবং উহাকে লইয়া শেষ পর্য্যন্ত সব শ্লোকগুলির অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ আসে তাহা দেখান যাউক। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোক শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন। বিষ্ণু অর্থে যাহা জগতে ওতপ্রোতঃ ভাবে প্রাবিষ্ট এবং যাহা জগৎ ধারক; এবং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া, অর্জ্জুন আশা করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইবেন—হয়তো বৃহদীকৃত, এবং বহু একত্রিত ও পরস্পর সংযুক্ত বিষ্ণু মূর্ত্তির রূপ দেখাইবেন, কারণ, মাত্র একটি দুটি জগৎ শ্রীকৃষ্ণের রহিয়াছে, তাহা নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।১৭

অর্জ্জুন ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠে কখন যান নাই, প্রত্যক্ষ বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখেন নাই। তাই, সেই মূর্ত্তি দেখিতে মনে আরও কৌতূহল হইয়াছিল। মনে হয়তো তাহার উদয় হইয়াছিল যে বিশ্বরূপ সোজাসুজি একটি সাধারণ ভাবের বিষ্ণু মূর্ত্তি হইবে না; বৃহদীকৃত ও সমষ্টিকৃত বহু বিষ্ণু মূর্ত্তি, হয়তো সেই বিশ্বরূপ হইবে। প্রথমটায়, তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন, অধেকটা সেইরূপই পাইলেন; পরে তাহা অতি বিকট মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, এবং "কাল" বা মৃত্যু বলিয়া নিজের পরিচয় দিল— ভগবানের যাহা সত্যই বিশ্বরূপ। সে মূর্ত্তি জানাইয়া দিল যে কুরুক্ষেত্রের মৃত্যুর ধ্বংস লীলায়, অর্জ্জুন যাহা দেখিতে না চাহিয়া স্বজন প্রীতিতে মুহ্যমান হইয়া, এবং পাপভয়ে কাতর হইয়া পলাইতে চাহিয়াছিলেন—ঐ ধ্বংস, মৃত্যুরূপী ভগবানের দ্বারায় পূর্ব্ব হইতেই সাধিত হইয়া রহিয়াছে; যাহারা তথায় সমাগত, তাহারা কর্ম্মফলেই তথায় সমাগত হইয়াছে, এবং কর্ম্মফলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে; মাত্র নিমিত্ত রূপে অর্জ্জুন ব্যবহৃত হইতেছেন। যখন সব পূর্ব্ব হইতেই নিয়ন্ত্রিত, অর্জ্জুন "মা শুচ" হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মে যেন যুদ্ধ করে; সে যেন মনে রাখে, সে নিমিত্তমাত্র; কর্ত্তৃত্বাভিমানে সে যেন জড়িত হইয়া না পড়ে।

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মযোগ ব্যতীত এ রূপ দেখিবার আর উপায় নাই, যদিও এ রূপ সকল ভূতের মধ্যেই রহিয়াছে। মন আত্মার সহিত যোগযুক্ত করিলে রূপ দৃষ্ট হয়, চিরপ্রসন্ন আত্মার প্রসন্নতা উপলব্ধিত হয়। "ধাতু প্রসদাৎ মহিমানমাত্মনঃ", শরীরধারক ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির স্থিরতা বশতঃ আত্মার মহিমা (নির্বিকারত্বাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব) সাক্ষাৎকার হয়। আত্মাই আত্মাকে নিজ স্বরূপ দেখাইতে পারেন।

মহানামব্রত। আজ যে বিশ্বাত্মক পরমরূপ দেখাইলাম, দেখাইয়াছি সম্পূর্ণ প্রসন্ন চিত্তে, সুতরাং তোমার ভয় পাইবার কোন হেতু ছিল না।···

৪৮। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ
র্নচ ক্রিয়াভি র্ন তপোভি রুগ্রৈঃ
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।৪৮

পদচ্ছেদ। ন বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ন তপোভিঃ। উগ্রৈঃ এবং রূপঃ শক্যঃ অহম্ নৃলোকে দ্রষ্টুম্ ত্বৎ অন্যেন কুরু প্রবীর।

অন্বয়। কুরু প্রবীর, নৃলোকে এবং রূপঃ অহম ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ ন ক্রিয়াভিঃ ন চ উগ্রৈঃ তপোভিঃ ত্বদন্যেন দ্রষ্টুম্ শক্যঃ।

কঠিন শব্দ। বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ—"বেদ বা যজ্ঞ বা অধ্যয়ন দ্বারা; "চারি বেদেরই অক্ষর গ্রহণ (গুরুর পাঠ করিবার কালে উচ্চারণের অনুরূপ যে উচ্চারণ) তাহার দ্বারা, এবং মীমাংসা ও কল্প সূত্রাদির সাহায্যে যজ্ঞ সকলের অর্থাৎ বেদ বোধিত কর্ম্মকলাপের যে অধ্যয়ন, অর্থাৎ বিচার দ্বারা"। (মধুসূদন)। ক্রিয়াভিঃ—কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া সকলের দ্বারা, "অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রৌত কর্ম্মনিচয়ের দ্বারা, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির শোষক হওয়ায় যাহা উগ্র অর্থাৎ শুষ্কতা সম্পাদক কৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ আদি স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উগ্র তপস্যা দ্বারা। (মধুসূদন)। শক্য=শব্দের বিসর্গ লোপ, আর্ষ।

অনুবাদ। হে কুরু শ্রেষ্ঠ, না বেদ বা যজ্ঞ বা অধ্যয়ন দ্বারা, না দানের দ্বারা, না কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া সকলের দ্বারা, না কঠোর তপস্যার দ্বারা এই বিশ্বরূপ, তুমি ভিন্ন মনুষ্যলোকে অন্য কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারিয়াছে। (অর্থাৎ সুকার্য্য শত পুণ্যের দ্বারাও কেহ আমার এইরূপ দেখিবার শক্তিলাভ করে নাই)।

যজ্ঞ দান তপঃ এই তিনটি নাম এক সঙ্গে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। যজ্ঞ, বহু লোকের মিলিত ক্রিয়া; তপঃ একক; দান এক ব্যক্তি উপকার করিবে অন্যের বা বহুর। বা ত্রয়ী, ক্রিয়া, ইচ্ছা, ও জ্ঞান এই ত্রয়ীর সহিত সম্বন্ধিত।

কেহ কেহ যজ্ঞাধ্যয়ন এক কথা লইয়াছেন, এবং তাহার অর্থ কল্পসূত্রাদি বলিয়াছেন। শঙ্করও যজ্ঞাধ্যয়ন লইয়াছেন, এবং এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে বেদাধ্যয়নেই যজ্ঞাধ্যয়ন সিদ্ধ হয়, তবে পৃথকভাবে লওয়া, যজ্ঞ বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের উপলক্ষণের জন্য।

ব্যোম্‌ব্রহ্ম। ক্রিয়া=লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, এবং হঠ যোগের নানা ক্রিয়া, এ দুইই ক্রিয়া শব্দে সূচিত হইয়াছে।

শ্রীধর। বেদাধ্যয়নাতিরিক্ত যজ্ঞাধ্যয়ন পৃথক কিছু নহে বলিয়া, এখানে যজ্ঞ শব্দে যজ্ঞ বিদ্যা কল্পসূত্রাদি লক্ষিত হইয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথ। তবে কি ঐ সকল বেদাদি অধ্যয়ন ও যাগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞাদি একেবারেই ব্যর্থ? না তাহা নহে, উহাতে সকামী সাধকের কিছু কিছু উপকার হয়, কিন্তু আত্মদর্শনের পক্ষে অথবা ভগবৎ কৃপা লাভের পক্ষে উহা সেরূপ পর্য্যাপ্ত নহে।..ভগবৎ কৃপায় আত্মদর্শন না হইলে সব ব্যর্থ। তবে প্রাণপণ চেষ্টায় নিরাশ হইতে হয় না; 'যো মাং স্মরতি নিত্যশ', "তস্যাহং সুলভঃ পার্থ," "দদামি বুদ্ধিযোগং" ইত্যাদি ভগবান নিজেই বলিয়াছেন। তবে তপস্যায় গায়ের জোর দেখাইলে, হইবে না, অহংকে ছাড়িতে হইবে; শরণাগত তাঁহার কৃপা পায়।...বেদের আদেশ রহিয়াছে, (আয়ু, প্রাণ, ইন্দ্রিয় বাক্য প্রভৃতি সমস্তই সেই যজ্ঞ পুরুষের জন্য নিয়োজিত করিতে হয়!...প্রাণের স্থিরতার সহিত মনোময় হইলে কৈবল্য পদ। কুরু প্রবীর = যাঁহার ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতিসম্পন্ন বীর, অর্থাৎ মহাপ্রসাধক।

(৪৯) ভগবান বলিলেন, তুমি আর ক্লিষ্ট হইও না, তোমার প্রার্থিত রূপ দেখ।

৪৯। মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপঃ ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।৪৯।

পদচ্ছেদ। মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়-ভাবঃ দৃষ্ট্বা রূপম্ ঘোরম্ ঈদৃক মম ইদম্, ব্যপেতভীঃ পুনঃ ত্বম্ তৎএব মে রূপম্ ইদম্ প্রপশ্য।

অন্বয়। ঈদৃক্ মম ইদম্ ঘোরম্ রূপম্ দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাব; মা, ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ ত্বম্ তৎএব মে ইদম্ রূপম্ পুনঃ প্রপশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিনশব্দ। ঘোর=বিকট। ব্যথা=ব্যাকুলতা। ব্যাপেতভীঃ=ভয়মহিত।

অনুবাদ। এই প্রকার আমার এই বিকট রূপ দেখিয়া তোমার ক্লেশ না হউক্ এবং তোমার মুহ্যমান অবস্থা না হউক। বিগতভয় ও প্রসন্ন চিত্ত হইয়া পুনরায় এই সেইরূপ (অর্থাৎ তোমার আকাঙ্ক্ষিত চতুর্ভুজ রূপ তুমি দর্শন কর!

শঙ্কর। তোমার ইষ্ট চতুর্ভুজ রূপ দর্শন কর।

(৫০) বাসুদেব তাহার পর কি করিলেন, তাহা জানাইতে সঞ্জয় বলিলেন—

৫০। সঞ্জয় উবাচ। ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা।
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্য বপুর্ম্মহাত্মা।

পদচ্ছেদ। ইতি অর্জ্জুনম্ বাসুদেবঃ তথা উক্ত্বা স্বকম্-রূপম্ দর্শয়ামাস, ভূয়ঃ আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্ এনম্ ভূত্বা পুনঃ সৌম্য-বপুঃ মহাত্মা।

অন্বয়। বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা স্বকম রূপম্ দর্শয়ামাস চ পুনঃ মহাত্মা সৌম্যবপুঃ ভূত্বা এনম্ ভীতম্ আশ্বাসয়ামাস।

কঠিন শব্দ। স্বকম্=নিজরূপ। মহাত্মা=মহান্ চিত্ত; "পরম কারুণিক" (মধুসূদন) সৌম্যমূর্ত্তি=লাবণ্যময় মূর্ত্তি।

অনুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া, পুনরায় সেই প্রকার নিজ রূপ (প্রার্থিত চতুর্ভুজরূপ) দেখাইলেন, আর, পুনরায় মহান্‌চিত্ত কৃষ্ণ লাবণ্যময় মূর্ত্তি হইয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভয়ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন।

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ, ইহার অর্থ আমরা করিলাম, পুনরায় চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেন; যদি "দ্বিভুজ রূপ দেখাইলেন" এই অর্থ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ অর্জ্জুনের প্রার্থনা শুনিলেন না, এই অর্থ হয়; দ্বিতীয়তঃ "দেখাইলেন" এই কথার সার্থকতা থাকে না। বিস্তারিত আলোচনা ৫১ শ্লোকের নীচে দেওয়া হইল। "চ পুনঃ সৌম্যবপু ভূত্বা, ইহারও সার্থক অর্থ আসে না।

মতিলাল। সঞ্জয় একটি শ্লোকেই অর্জ্জুনের প্রার্থিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সন্দর্শন করার কথা বলিয়া, পুনরায় মানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, বলিলেন।

রামানুজ। বলেন, বাসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ছিল; কংস ভয়ে ভীত বসুদেবের প্রার্থনায়, উনি যতদিন না কংসকে নিধন করিয়াছিলেন ততদিন দুই হস্তের উপসংহার করিয়াছিলেন। পরে প্রকট করিয়াছিলেন। শিশুপালের মনের রূপ। বিষ্ণু পুরাণ ৫।৩।১০,১৩)। (কিন্তু ইহা স্পষ্টভাবে কোথাও পাওয়া যায় না)।

কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণ, বাসুদেব নামে উল্লিখিত হইয়াছেন এইজন্য যে বসুদেবের কারাকক্ষে ভগবান চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

ভক্তি প্রদীপ। Vasudeva showed him His Normal four-Armed Human Form first, and then consoled the terrified Arjuna by assuming gentle Mein of His Two-Armed Beautiful Human Form (Krishna).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামদয়াল। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরিয়া পুনরায় দ্বিভুজ মূর্ত্তি ধারণ করেন, কেহ কেহ ইহাও বলেন।

তিলক। গীতায় ২।৫—৮,২০,২২,২৯,৭০ ; ৮।৯,১০,১১,২৮ ; ৯/২০,২১ ; ১৫/২—৫ ৪৫ শ্লোকগুলির ছন্দ, বিশ্বরূপ বর্ণনার ৩৬ শ্লোকের ছন্দের অনুরূপ ; প্রত্যেক চরণে ১১ অক্ষর।...বেদ সংহিতার ত্রিষ্টুপ বৃত্তের মত। এই কারণে, গীতা খুব প্রাচীন, এই সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হইতেছে।

আশুদাস। চতুর্ভুজ রূপও মহাঐশ্বর্য্যযুক্ত, সুতরাং অর্জ্জুন তাহাও প্রশান্তচিত্তে অনেকক্ষণ দর্শন করিতে পারিবে না বুঝিয়া, কৃপাময় ভগবান্ পুনর্ব্বার সৌম্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন।...যতক্ষণ না ঈশ্বর মানুষের আকার ও ভাবধারণ করেন, ততক্ষণ মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না।

ভূপেন্দ্রনাথ। ইহাই চতুর্ভুজ সমন্বিত বিষ্ণুমূর্ত্তি, সমস্ত জগতের অন্তরে যিনি প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। কিন্তু শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে সাধকেন্দ্রগণ মগ্ন থাকেন, কিন্তু যাঁহারা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, সাধনাও করেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, ইহাও উপসংহার কর, নচেৎ কংস থাকে কই, কামনা থাকে কই? কামনা না থাকিলে সংসার প্রবাহ চলিবে কিরূপে? তাই এই মূর্ত্তিকে কংস ভয়ে, সম্বরণ করিতে অনুরোধ। ...দ্বিভুজ মূর্ত্তি, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ থাকে না বটে, কিন্তু মুরলীর শ্রুতি মধুর নিনাদ, তাহাতে ব্রজবালারা, অর্থাৎ সংসারমুখা চঞ্চল বৃত্তি সমূহ মুগ্ধ হইয়া যায়'...এই মূর্ত্তিই শেষে কিন্তু কংস বা বাসনাসমূহের উচ্ছেদ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫১) ভগবানের মানুষ মূর্ত্তি ফিরিয়া আসিবার পর, অর্জ্জুন বলিলেন—

অর্জ্জুন উবাচ।

৫১। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ। ৫১

পদচ্ছেদ। দৃষ্ট্বা ইদম্ মানুষম্ রূপম তব সৌম্যম্ জনার্দ্দন ইদানীম্ অস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিম্ গতঃ।

অন্বয়। জনার্দ্দন, তব ইদম সৌম্যম্ রূপম্ দৃষ্ট্বা ইদানীং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ প্রকৃতিম্ গতঃ অস্মি।

কঠিন শব্দ। সচেতাঃ=সংবৃত্তঃ=চেতনাযুক্ত ও ক্রিয়াযুক্ত হইয়াছি; আমার বৃত্তি সমূহে আমি যুক্ত হইয়াছি; "ভয় ও মোহ না থাকায়, অব্যাকুল-চিত্ত হইয়াছি" (মধুসূদন)। প্রকৃতিম্ গতঃ=প্রকৃতিস্থ হইয়াছি; "ভয়জনিত ব্যথা রহিত হওয়ায় স্বস্থতা প্রাপ্ত হইয়াছি।" (মধুসূদন)।

অনুবাদ। জনার্দ্দন, তোমার এই সুন্দর নররূপ দেখিয়া, আমি এখন চেতনাযুক্ত ও ক্রিয়াযুক্ত, অর্থাৎ আমার বৃত্তি সমূহে যুক্ত হইয়াছি। আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি।

মতিলাল। মনুষ্যমূর্ত্তিধারী ভগবানই মানুষে সেব্য ও পূজ্য হইতে পারে। তাই দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের উপর মানুষের এত আকর্ষণ।

শ্রীধর। সচেতস্=প্রসন্নচিত্ত, সংবৃত্তঃ অস্মি=আমি বৃত্তিযুক্ত হইয়াছি।

জগদীশ। এই মানুষ মূর্ত্তি দ্বিভুজ না চতুর্ভুজ? অর্জ্জুন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কেহ বলেন সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ মূৰ্ত্তি বলা হইয়াছে। কেহ বলেন শ্রীভগবান প্রথমে চতুর্ভুজ মূৰ্ত্তি ধারণ করিয়া পরে দ্বিভুজ হইয়াছিলেন কেননা পার্থসারথিরূপে তিনি দ্বিভুজ, ব্রজলীলায়ও দ্বিভুজ মুরলীধর।

জগদীশ চন্দ্র ঠিকই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। শঙ্কর আদি বেশীর ভাগ টীকাকার ইহার কোনও সমাধান করেন নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের মোটা বুদ্ধি প্রসূত সামান্য আলোচনা, কিসের পরে কি হইলে দেখাইয়া, নিম্নে নিবেদন করিলাম। সুধীজনেরা ক্ষমা করিবেন।

ঐ বিকট রূপ দর্শন আর সহ্য হইতেছিল না বলিয়া, ৪৫ শ্লোকে অৰ্জ্জুন আবেদন করিলেন 'তদেব রূপং মে দর্শয়''। কোন্ রূপের? ৪৬ শ্লোকে অৰ্জ্জুন তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন "তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ বিষ্ণু মূৰ্ত্তি, দ্বিভুজ কৃষ্ণমূৰ্ত্তি নহে"। কেন চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূৰ্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। অৰ্জ্জুনের উপরিউক্ত প্রার্থনানুসারে, ভগবান ৪৯ শ্লোকে বলিলেন, তৎরূপম্ এব প্রপশ্য। কোন্ রূপ? বলিতে হইবে না যে তাহা অর্জ্জুনের প্রার্থিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ যাহার সমষ্টিকৃত মূৰ্ত্তি অর্জ্জুনকে দেখান হইয়াছে। তাহা ছাড়া কৃষ্ণ যখন সর্ব্বদা দ্বিভুজ মূৰ্ত্তি, তখন সে মূৰ্ত্তি "গ্রহণ করিলেন" বলিলে ঠিক বলা হইত। তাহা যখন বলা হয় নাই, তখন "দেখাইলেন" এ কথার অর্থ হইতেই হইবে যে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূৰ্ত্তি দেখাইলেন, দ্বিভুজ মূৰ্ত্তি নহে। "পুনঃ" কথাতে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। তাহার পর ৫১ শ্লোকে রহিয়াছে, মানুষ মূৰ্ত্তি দেখিয়া, অর্জ্জুন ভগবানকে কি বলিলেন। যদি ৪৬ ও ৫০ এর অর্থ চতুর্ভুজ মূৰ্ত্তি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চতুর্ভুজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।৫১

মূর্ত্তি সম্বরণ করিবার পর, ভগবান নর মূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিলেন। উহ্য-অংশটুকু বুঝিতে না পারিয়া টীকাকারেরা গোলে পড়িয়াছেন। অর্জ্জুন কি বলিলেন ইহা বলিতে ব্যস্ত থাকায় সঞ্জয়ের দ্বারা স্পষ্ট-ভাবে ইহা বলা হয় নাই। তবে অর্জ্জুনকে চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, ও পরে নরমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। তাহা না হইলে ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০ শ্লোক সব ব্যর্থ হইয়া যায়।

৫০ শ্লোকে সঞ্জয় বলিলেন, স্বকং রূপম্ দর্শয়ামাস ভূয়ঃ, ইহার অর্থ করিতেই হইবে, পুনরায় নিজের চতুর্ভুর্জ রূপ দেখাইলেন। যদি "দ্বিভূজরূপ দেখাইলেন" এই অর্থ করা যায়, তাহা হইলে অর্জ্জুনের চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি দেখিবার "প্রার্থনা" (৪৫ ও ৪৬ শ্লোক) শুনিলেন না, এবং নিজেরও কথা রাখিলেন না বলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ "দেখাইলেন" এই কথার সার্থকতা থাকে না; কারণ, "দেখাইলেন" এই কথায় এইভাব আসে যে "দেখাইলেন এবং সে মূর্ত্তি সম্বরণ করিলেন"।

ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবানের অরূপ সত্তা ব্যতীত রূপময় ব্যক্ত ভাব তিনটি। একটি বিশ্বরূপ, তাহা সাধারণ সাধকের দর্শনীয় নহে। যদি বা ভাগ্যক্রমে দর্শন প্রাপ্তি হয়, তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ সাধকের থাকে না। দ্বিতীয় রূপ পুরুষোত্তম রূপ, নরাকৃতি অথচ নরাকৃতি নহে; তাহা যে কি তাহা বলিবার নহে। (কবীরের কবিতা অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে)। তৃতীয় রূপ, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর রূপ। ভাবিলে, নাম আপনা-আপনি ধ্বনিত হয়।

(৫২) নররূপ গ্রহণ করিয়া, শ্রীভগবান তাঁহার পূর্ব্ব রূপ সম্বন্ধে বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

.১১-৫২

৫২। শ্রীভগবানুবাচ। সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্ট বানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২।

পদচ্ছেদ : সুদুর্দর্শন্ ইদম্ রূপম্ দৃষ্টবান্ অসি যৎ মম, দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যম্ দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।

অন্বয়। মম ইদম্ রূপম্ সুদুর্দর্শম্ যৎ দৃষ্টবানসি, দেবাঃ অপি নত্যং অস্য রূপস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।

অনুবাদ। আমার এই দুর্লভদর্শন রূপ যাহা তুমি দেখিলে, দেবতারাও সর্ব্বদা এই রূপের দর্শনপ্রার্থী।

ইহা কোন্ রূপ? বিশ্বরূপ, না চতুর্ভুজ রূপ? মনে হয়, ইহা বিশ্বরূপ, কারণ, বলা হইতেছে যে দেবতারাও দর্শন প্রার্থী ও উহা দুর্লভ দর্শন। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, দেবতারা দর্শন প্রার্থী হইলেও, দুর্লভ দর্শন নহে; তাঁহারা তো প্রায়ই বিষ্ণুলোকে যাইতেন, পূজাদিতে ও দৈত্যাদি দ্বারা পীড়িত হইলে দুঃখ নিবেদন করিতেন। সুদুর্দর্শম্ শব্দের এক অর্থ অতি দুর্নিরীক্ষও হয়। মধুসূদনও বিশ্বরূপ লইয়াছেন। অনেকে চতুর্ভুজ রূপ লইয়াছেন।

মধুসূদন। এই বিশ্বরূপ সুদুর্দর্শনম্ অর্থাৎ দেখা একেবারেই অসম্ভব, কারণ দেবগণও আমার এই রূপ দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন; তুমি যেমন ইহা দেখিলে, দেবগণ কিন্তু পূর্ব্বে ইহা দেখিতে পান নাই; কিম্বা পরেও দেখিতে পাইবেন না, ইহাই অভিপ্রায়। দেবগণ ঐরূপ দেখিতে পান নাই ও পাইবেন না, ইহার হেতুর ইঙ্গিত ৫৩ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তি প্রদীপ। যৌক্তিক প্রতীতিতে অর্থাৎ শুষ্ক যুক্তির গর্ব্বে, দেবতারা ও জ্ঞানীরা, বিশ্বরূপ ও ব্রহ্ম উপলব্ধির দিকে যায়; বিদ্বৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীতিতে যাহারা থাকে তাহারা কৃষ্ণরূপ চায়। (গীতা প্রেমী) অধ্যায়, ৭।৩।৫১)।

ভূপেন্দ্রনাথ। দেবতারাও=চরিত্রবান সাধনশীল পুরুষও।··· পুরুষোত্তম রূপ পূর্ণ-অদ্বৈতভাবের কথা না হইলেও, তাহা বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব; অনেক সাধক ইহা দেখিতে অভিলাষ করেন, কিন্তু পান না।

৫৩। নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ।৫৩।

পদচ্ছেদ। ন অহম্ বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া শক্যঃ এবং বিধঃ দ্রষ্টুম্ দৃষ্টবানসি মাম্ যথা।

অন্বয়। যথা মাম্ দৃষ্টবান্ অসি, এবং বিধ অহম্ ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুম্ শক্যঃ

কঠিন শব্দ। ইজ্যয়া=যজ্ঞের দ্বারা। (বা পূজাদির দ্বারা)

অনুবাদ। যে রূপে আমাকে দেখিলে, সেই রূপে আমি, না বেদ অধ্যয়নের দ্বারা, না তপস্যার দ্বারা, না দানের দ্বারা, না যজ্ঞের বা পূজাদির দ্বারা কেহ দেখিতে সমর্থ হয়।

এখানেও লক্ষিত হইবে যজ্ঞ দান ও তপস্যা, এই ত্রয়ী আসিয়াছে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ (কঠ, ১।২।২২) মুণ্ডক ৩।২।৩, ভাগবত ১১।১৭।২০

মধুসূদন। দেবগণ যে এইরূপ দেখিতে পান নাই বা পাইবেন না, ভক্তিশূন্যতাই ইহার হেতু। তাহাই 'নাহম্' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। যদ্যপি এই শ্লোকটি 'ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকের সহিত গতার্থ, ইহার অর্থ উক্ত শ্লোকেই বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি এই বিশ্বরূপ দর্শনের পরম দুর্লভতা খ্যাপন করিবার জন্যই পুনরায় ইহা উক্ত হইল।

৫৩। ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মতত্ত্ব জানিবার উপায় স্বরূপ ক্রিয়া সাধন করিয়াও বা কূটস্থে থাকিয়াও এরূপ দেখা যায় না। ইহা দেখিবার যোগ্যতা লাভ করা চাই। ইহাই আত্মদর্শন।...অজ্ঞান নষ্ট হয় তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। (তার পরে, যোগের অনেক কথা।) —প্রাণায়াম সাধনে প্রাণের প্রাণ ব্রহ্মস্বরূপিণী সুষুম্নাতে যায়, সেখানে জ্যোতিঃস্বরূপ কূটস্থ দেখা যায়,—তিনিই গায়ত্রী ছন্দ স্বরূপ চতুর্থপাদ ব্রহ্ম)।

(৫৪), বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা যদি তোমাকে (ভগবানকে) না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের কি কোনও উপায় নাই? অর্জ্জুনের মনের প্রশ্নে ভগবান বলিলেন—

৫৪। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্‌বিধো হ র্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ। ৫৪।

পদচ্ছেদ। ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবম্বিধঃ অর্জ্জুন, জ্ঞাতুম দ্রষ্টুম্ চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্ চ পরন্তপ।

অন্বয়। পরন্তপ অর্জ্জুন, অনন্যয়া ভক্ত্যা তু এবম্বিধঃ অহম দ্রষ্টুম্ তত্ত্বেন জ্ঞাতুম্ প্রবেষ্টুম্ চ শক্যঃ।

কঠীন শব্দ। পরন্তপ=পরম তপস্বী বা শত্রু তাপন অর্জ্জুন। অনন্যয়া ভক্ত্যা=অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা; আমাতে এবং মাত্র আমাতে প্রতিষ্ঠিত ভক্তির দ্বারা, শুদ্ধা নিষ্কাম, কিছু না চাওয়া ভক্তির দ্বারা; (বিষয়ে অনুরাগ মিশ্রিত ভক্তির দ্বারা নহে), অন্য দেবতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি ভক্তির সহিত মিশ্রিত ভক্তির দ্বারা নহে) (অন্য ক্রিয়াদির প্রয়োজন নাই) (এই পরম প্রেম স্বরূপা, পরানুরক্তিই পরম পুরুষার্থ) (পরের শ্লোকে এই ভক্তির কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে) (ভক্তি রসায়ন গ্রন্থে, মধুসূদন সরস্বতীর দ্বারা ইহঃ সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে)। তু=অন্য সাধনের নিষেধ জানাইবার জন্য 'তু' শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে; অনন্যা ভক্তিই ভগবদ্ দর্শনের একমাত্র উপায়, ইহার আর কোনও উপায় নাই" (মধুসূদন)। এবম্বিধ=এই ভাবে। তত্ত্বেন=যথার্থতঃ, স্বরূপতঃ, পরমার্থতঃ। জ্ঞাতুম = উপলব্ধ হইতে। দ্রষ্টুম্ =মূর্ত্তভাবে দৃষ্ট হইতে; "বেদান্ত বাক্যের শ্রবন মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতাবশতঃ, আমার সাক্ষাৎ লাভও হইতে হইতে পারে" (মধুসূদন)। "জ্ঞানে", "দর্শন" বলিয়া কোন কিছু নাই। ভক্তিতে ইষ্ট দেবতাকে দর্শন হয়, ভক্ত যে রূপ দেখিতে চায়, ইষ্ট দেবতা সেই রূপের দেখা দেন। প্রবেষ্টুম্="জানা" যদি তেমন তেমন হয়, এবং আমার মূর্ত্তভাবে দেখা যদি সে পায়, তবে সে জানা ও দেখায়, তাহার নিজত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহার আত্ম সমর্পন সম্পূর্ণ হয়। সেই সাক্ষাৎকারে অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যজাত নিবৃত্ত হয় বলিয়া আমার স্বরূপতা পায়" (মধুসূদন); (জ্ঞানীর উৎক্রমণ হয় না, খণ্ড-চৈতন্য বা উপাধি আবরিত চৈতন্য, উপাধি ধ্বংসে, অখণ্ড-চৈতন্যে মিশিয়া যায়, ভক্ত কিন্তু দাসভাবে ভগবৎ গোষ্ঠী-তে প্রবিষ্ট হইতে চায়। (শক্য অহম্, ছন্দের অনুরোধে বিসর্গ লোপ হইয়াছে) (মধুসূদন) ॥ (প্রবেষ্টুম্ শব্দের সাধারণ অর্থ লইলেও আমরা উদাহরণ পাই সাধিকা মীরাতে ও দাক্ষিনাত্যের আলবার সাধিকা গোভাতে, ইনি বিবাহ করেন নাই, ভগবানথে স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলেন, পরিশেষে ভগবৎ বিগ্রহ শ্রীরঙ্গনাথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলীন হইয়া যান)

অনুবাদ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারাই, আমি এইরূপে স্বরূপতঃ উপলব্ধিত, দৃষ্ট ও ভক্তের পূর্ণ আত্মসমর্পন প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই।

ব্রহ্মবিদ্‌রা ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হন বলা হয়; কিন্তু দেখা ও নিজেকে পূর্ণ ভাবে নিবেদন করা তাঁহাদের হয় না; হয়তো প্রয়োজন হয় না, কারণ তাঁহারা ব্রহ্মৈব ভবতি। ভক্ত কিন্তু চিনি হইতে চাহে না, চিনি খাইতে চাহে। অনন্য ভক্তি, শুধু জানা নহে, বা শুধু জানা ও দেখা নহে, জানা দেখা ও আত্মসমর্পন, সব করাইয়া দেয়। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্, দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং তমঃ নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা (১০।১০, ১১)। (আমিই তাহাকে বুদ্ধিযোগ দিয়া আমাকে জানাইয়া দি)। (মু. উ ৩।১।০ ও ৩।২।৩-৪) তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ, ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ (১২।৭। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিংপরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি, সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা। (১৮।৪৯, ৫০)।

(সন্ন্যাস = সন্নাসী হওয়া নহে, কাম্যানাম্ কর্ম্মনাং ন্যাসং; গীতায় সন্ন্যাসী হওয়া মান্য নহে; (১৮।২; ৫।৩; ৬।২)। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অর্থ হয়, যথা নির্ব্বেদ প্রাপ্তি, জ্ঞান প্রাপ্তি ইত্যাদি। পরাভক্তিও ইহার অর্থ; পরাভক্তিতে যে-সকল "ক্রিয়া" করা হয়, (মানসিক ক্রিয়া ইত্যাদি সব), তাহারা অকর্ম্ম, নিষ্কর্ম্ম। পরাজ্ঞানে যখন ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তখন পরাভক্তি, নিষ্ঠাজ্ঞানস্য যা পরা, ব্রহ্ম প্রাপ্তি তাহাতেও ঘটিবে। চতুঃ সন্ন্,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারদ ইত্যাদি উদাহরণ। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ, ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ (১৮।৫৫)। ভক্তির দ্বারা, আমি যে পরিমাণ এবং যাহা, অর্থাৎ আমি অন্তহীন; মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত সকল রকম বিভাব আমারই, ইহা ভক্ত যথার্থরূপে জানিতে সমর্থ হয়। আমিই জানাইয়া দি। তখন সে দেখিতে পায়, বিরাট জগৎ-চক্র বিরামহীন ভাবে চলিতেছে। এই চক্র তাহাকে এবং সকলকে লইয়া ঘুরিতেই থাকিবে। কার্য্য যাহা হইবার তাহা হইবেই, শুধু নিমিত্ত মাত্র ভাবে তাহাকে সেই সকল কার্য্যে থাকিতেই হইবে, এবং নিষ্কাম ও রাগদ্বেষহীন ভাবে তাহার "স্বধর্ম্ম" পরিপালন করিতে হইবে। এই "জ্ঞাতুম ও দ্রষ্টুম", সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ আনে। নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিলে যেমন সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে মুছিয়া ফেলে, সেও সেইরূপ আমাতে আত্মসমর্পন করিয়া নিজেকে মুছিয়া ফেলে। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ, তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ (৮।১৪), যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ (৯।২৯)। আমার যে অনন্যভক্ত, জীবিতকালে এইরূপ আত্মসমর্পণ ভাবে, এইরূপ মুছিয়া ফেলা ভাবে, সে-আমাতে প্রবিষ্ট থাকে, এবং দেহান্তে আমার পরমধামে, আমার গোষ্ঠীতে প্রবিষ্ট হয় (১২।৮)। ভক্ত নির্ব্বাণ মুক্তি বা আমাতে বিলীন হওয়া চাহে না; আত্মসমর্পন দ্বারা নানা ভাবে সে আমার সেবা করিতে চায়।

পরম হংস দেব বলিয়াছিলেন, জ্ঞান পুরুষ মানুষ, সে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না: ভক্তি রমণী, সে ভিতরে প্রবেশ করিতে পায়।

ভক্তি ষট্‌কের অধ্যায় গুলিতে আমরা পাইলাম স্মরণ কীর্ত্তন মনন এবং এই অধ্যায়ে আত্মসমর্পন। "জ্ঞাতুম্" এই জ্ঞান কিসের জ্ঞান? ইহা ১০।৪২-ও হইতে পারে, অথবা নবম অধ্যায়ে কথিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে; অথবা আরও সুন্দর কথা বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" হইতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে, গীতায় প্রশ্নের উত্তর কাছাকাছি স্থানেই থাকে।

শ্রীধর। কেবল একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারা মানব শাস্ত্রানুসারে দর্শন করিতে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে মৎতত্ত্বে প্রবেশ করিতে যোগ্য হয়, অন্য উপায়ে নহে।

রামদয়াল। অনন্যভক্তি=আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, এই বোধে যে মদেকনিষ্ঠা; বা আমার উপর নিরতিশয় প্রীতি। জ্ঞাতুম্=শাস্ত্র দ্বারা আমাকে জানা, ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। দ্রষ্টুং=আমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার। প্রবেস্টুং=আমার মত হওয়া, ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান।

অরবিন্দ। মানুষ অন্যান্য উপায়ে, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার কোন একটি বিশেষ ভাবকে, আংশিক ভাবে, স্বতন্ত্র ভাবে জানিতে পারে, তাহার ব্যষ্টিগত বিশ্বগত বা বিশ্বাতীত রূপ সকলকে জানিতে পারে, কিন্তু ভগবানের সকল ভাবের সমন্বয় মূলক এই যে মহত্তম ঐক্য যাহাতে এক সময়ে এক সঙ্গে একই রূপের মধ্যে সমস্ত প্রকটিত সমস্ত অতিক্রমিত, সংসিদ্ধ—ইহাকে নহে। কারণ বিশ্বাতীত বিশ্বগত ভগবান আত্মা ও প্রকৃতি, অনন্ত ও সান্ত, দেশ ও কাল ও কালাতীত ভাব, সৎ (Being) ও সম্ভূতি (Becoming), ভগবান সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে জানিতে চেষ্টা করি, কৈবল্যাত্মক সত্তাই হউক বা প্রকটিত বিশ্ব লীলাই হউক, সবই এখানে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এই দর্শন লাভ করা যায় কেবল সেই অনন্য-ভক্তির দ্বারা, সেই প্রেমের ও নিবিড় ঐক্যের দ্বারা, যাহা পূর্ণ বিকশিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের মুকুট স্বরূপ। ইহাকে দর্শন করা, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anahdamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম পুরুষের এই পরম রূপের সহিত এক হওয়া তখনই সম্ভব হয়, এইটিকেই গীতা নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এক পরম চৈতন্য আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের মহিমার মধ্যে প্রবেশ করা, এবং তাহার মধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর সর্ব্বভূতকে ধ্যান করা সম্ভব হয়—সকলের সহিত এক হইয়াও সকলের ঊর্দ্ধে থাকা জগতের অতীত হওয়া অথচ বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত ভগবানের সমগ্র প্রকৃতিকে একই সঙ্গে আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়।

গিরীন্দ্র। অনন্যভক্তির দ্বারা, আমার এই প্রকার বিশ্বরূপ জ্ঞাতব্য, সাক্ষাৎ দর্শনীয় এবং তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ প্রবেশের যোগ্য হয়। যিনি জানেন যে, সকল কর্ম্মই ভগবান করেন, যিনি আমাকেই পরম আশ্রয় মনে করেন, আমাতেই যাঁহার প্রীতি ও ভক্তি···

কৃষ্ণানন্দ। অনন্যভক্তির দ্বারাই তাঁর স্বরূপের সাক্ষাৎ হয় এবং এই অনন্যভক্তির দ্বারাই তাঁহাতে ও ভক্তে অভিন্নরূপ হয়ে যায়, অর্থাৎ সাধক তাঁহাতে লীন হয়ে যায়।

সচ্চিদানন্দ। ঈশ্বরই আমার আত্মা ও তিনিই আমার সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ইহারই নাম অনন্যভক্ত।

শঙ্কর। অনন্যভক্তি=অন্য কোন পৃথক বস্তুতে ইহা হয় না; সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা এক বাসুদেব পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধি হয় না এই অনন্য ভক্তিরদ্বারা বিশ্বরূপ মূর্ত্তিধারী পরমেশ্বর শাস্ত্রদ্বারা জানা যায়, আর কেবল জানা যায় তাহা নহে, তত্ত্বতঃ দেখাও যায় আর প্রাপ্ত করাও যায়, অর্থাৎ মোক্ষও পাওয়া যায়।

তিলক। ভক্তি করিলে প্রথমে পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষে, পরমেশ্বরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্তই আসিয়াছে ১৮।৫৫ শ্লোকে এবং পূর্ব্বেও।

আশুদাস। অলৌকিক চক্ষেই অলৌকিকী তনু দেখা যায়·· জ্ঞানীর নিকট ঈশ্বর "অরূপ।"

পরমহংসদেব। একস্থানে বলিয়াছেন "সাধন করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়, তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ,··· সেই চক্ষে তাঁকে দেখে।"

৫৪। ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মা যখন মন ইন্দ্রিয়াদির ভাবে ভাবিত হয়, তখনই তিনি জীব।···জীবও সকল বস্তুতে থাকে, কিন্তু আসক্তি পূর্ব্বক থাকে, আর পরমাত্মাও সকল বস্তুতে থাকেন, কিন্তু নির্লিপ্ত ভাবে।···এই শরীর রূপ চক্র, তাহার মধ্যভাগ নাভি. সেখানে সমান বায়ু আছে; সেই সমান বায়ুই স্থিরত্ব বা ব্রহ্মপদ। সেখানে থাকিলে একরকম বিচিত্র নেশা হয়, যাহাতে চৈতন্য থাকে, অথচ আনন্দ হয়।···চিৎস্বরূপ কূটস্থে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মেতে থাকায় সাধক ব্রহ্মই হইয়া যান।

কৃষ্ণানন্দ। মৎকর্ম্মকৃৎ=যিনি ঈশ্বর প্রীত্যর্থ নিষ্কাম ভাবে সমস্ত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। মৎপরমঃ=ভগবানকে স্বরূপতঃ, লাভ করাই যাহার সমস্ত উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য। মদ্ভক্ত= ভগবানের নিত্য চৈতন্য স্বরূপ ব্যতীত যিনি ইহপরলোকে আর কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনিই···ভগবৎ সত্তায় নিজ ক্ষুদ্র জীবভাব বিসর্জ্জন দিয়া পরম শান্তি লাভ করেন।

তিলক। জগতের সমস্ত ব্যাপার, ভগবদ্ ভক্তের পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত ব্যবহার এই নিরভিমান বুদ্ধিতে করিতে হইবে যে জগতের সমস্ত কর্ম্মই পরমেশ্বরের, প্রকৃত কর্ত্তা ও কারয়িতা তিনিই, কিন্তু আমাকে নিমিত্ত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এই কর্ম্ম আমার দ্বারা করাইতেছেন। ভক্তিমার্গ ইহা বলে না যে আরামে রাম রাম জপ কর। প্রত্যুত উহার কথা এই যে উৎকট ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ সহকারে সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাক।...সন্ন্যাস মার্গী বলেন, নির্বৈর অর্থে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে: এই বিষয়ই প্রকাশ করিবার জন্য, উহার সঙ্গে সৎকর্ম্মকৃৎ, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরের (নিজের নহে) জানিয়া পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করা বিশেষণ লাগান হইয়াছে।

মতিলাল। ইষ্টই ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম। এইভাবের যে তত্ত্বজ্ঞান তাহাই তত্ত্বতঃ পাওয়া ও জানা। ...শাস্ত্রাদি পাঠে, গুরূপদেশে যাহা জানা, পরোক্ষ জানা, আর ইষ্টে আপনাকে মিলাইয়া যে জ্ঞান, তাহা কিছুর আশ্রয়াপেক্ষায় নহে, ইহাই তত্ত্বতঃ জানা...শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদে ভক্তির বিষয় বলা হইয়াছে "ভক্তি ও ভজন যদি ইহলোকে ও পরলোকে উপাধিভাবে মানস-কল্পন হয়, তবে ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ একাতিরিক্ত অন্য কোন ফলাভিলাষরহিত হইয়া উহা অধ্যাত্মসাধন মাত্র হয়, তাহা কোন প্রকার ক্রিয়াজাত নহে, এর কিছুর অপেক্ষাও করে না।

Telang. By devotion to me exclusively, I can in this form be truly known, seen and assimilated; (literally 'entered into,' it means final emancipation).

জগদীশ্বরানন্দ। অনন্যভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ আমি স্বরূপতঃ জ্ঞাত হই, এবং ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তিবলে আমাকে দর্শন ও আমাতে অভিন্নভাবে প্রবেশ-করিতে সমর্থ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Vivakananda. অনুভূতি, realisations Ours are the only books which declare again and again "The Lord is to be seen" জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং।

(৫৫) আমাকে পাইবার উপায় শোন

৫৫। মৎ কর্ম্মকৃৎ মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ।৫৫।

পদচ্ছেদ। মৎ-কর্ম্মকৃৎ মৎ-পরমো মৎ-ভক্তঃ সঙ্গ-বর্জ্জিতঃ নির্বৈরঃ সর্ব্ব-ভূতেষু যঃ সঃ মাম এতি পাণ্ডব।

অন্বয়। পাণ্ডব যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎ পরমঃ মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ সর্ব্বভূতেষু নির্বৈরঃ স মাম্ এতি।

কঠিন শব্দ। মৎকর্ম্মকৃৎ=আমারই, এবং মাত্র আমারই জন্য যিনি কর্ম্ম করেন, "আমারই জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণমানসে, কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে, বেদ-বিহিত কর্ম্ম যিনি করেন; স্বর্গাদি কামনা থাকিতে ঈশ্বরার্পণ উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান কিরূপে হইতে পারে? এরূপ সন্দেহ ঠিক নহে, তাই বলিলেন মৎ পরমঃ" (মধুসূদন)। (১২'৩,১০,১১) মৎপরমঃ=আমাকে পরম আশ্রয় পরমগতি মানিয়া আমার প্রাপ্তির জন্য তৎপর। "আমিই (ঈশ্বরই) যাঁহার নিকট পরম (প্রাপ্তব্য) বলিয়া নিশ্চিত, স্বর্গাদি নহে, এই হেতু মদ্ভক্ত" মধুসূদন)। মদ্ভক্ত= যে আমার নাম গুণাদির শ্রবণ কীর্ত্তন মনন ও ধ্যানের দ্বারা পরম প্রেমের সহিত নিষ্কাম ও অনন্যভাবে নিরন্তর আমাকে ভজনা করে; ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে পুত্রগণের উপর স্নেহ বর্ত্তমান থাকিতে তাহা কিরূপে হইতে পারে, বা, শত্রুগণের প্রতি বিদ্বেষ বর্ত্তমান থাকিতেই বা ইহা কিরূপে হইতে পারে? তাই বলিলেন, সঙ্গবর্জ্জিত নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু, (মধুসূদন)"। সঙ্গবর্জ্জিত নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু= পুত্রাদি বাহ্য বস্তুতে স্পৃহাশূন্য থাকেন সকল প্রাণীর উপর এমন কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপকারীর উপরও বিদ্বেষ শূন্য (মধুসূদন); রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত, সমদৃষ্টিযুক্ত গুণাতীত ভাব। এতি = "আমাকে নিজ আত্মা হইতে অব্যতিরিক্ত ভাবে লাভ করিয়া থাকেন". (মধুসূদন)। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষের শ্লোক্ গুলি দ্রষ্টব্য ; এই শ্লোকটি দ্বাদশ অধ্যায়ের সহিত যোগ সূত্র। ভক্তি সাধনের ক্রমগুলি ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

অনুবাদ। হে পাণ্ডব (অর্জ্জুন), যে, মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎ পরম, (অনন্যভাবে যে আমার ভক্ত, যে রাগদ্বেষ হীন, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। (মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদির আমরা আরও একটু ব্যাখ্যা করিতে চাই। এই অধ্যায় "নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচিন্" অধ্যায় হওয়ায় তাহার প্রথম উল্লেখ করিয়া, মৎকর্ম্মকৃৎএর অর্থ এই ভাবে দিলাম! সে মৎকর্ম্মকৃৎ, যে "নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচিন্" হইয়া আত্মসমর্পিত ভাবে আমার কাজ করে আমি যে কাজেই তাহাকে রাখি না কেন, এবং উপলক্ষ ভাবে তাহাকে রাখিয়া তাহাকে দিয়া করাইয়া লই না কেন ; এবং যে জীবন তাহার এরকম করিয়াছে যে, আমি যে কর্ম্ম তাহার নিকট পাইতে আশা করি, সে মনে তাহা উপলব্ধি করিয়া, সেবকের মত, আনন্দের সহিত, এবং পুরস্কারাদি প্রাপ্তির কামনা না রাখিয়া তাহা নিষ্পাদন করে ; এবং যে, অর্চ্চন বন্দন ইত্যাদি ও মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, তুলসী বৃক্ষ রোপণ, হরিবাসর পালন ইত্যাদি বৈধী কর্ম্ম সকল ও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আত্মসমর্পণ ইত্যাদি রাগাত্মিকা সেবা সকল পরম প্রেমের সহিত করে।

চাতুবর্ণ ধর্ম্ম পালন, ইহাও মৎকর্ম্ম, কারণ ইহা আমার আদিষ্ট কর্ম্ম ; চাতুবর্ণ, সমাজকে সুরক্ষিত ও সুনিয়মে রাখিতে আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে (৪।১৩) ; ইহা ছাড়া, সে-ও মৎকর্ম্মকৃৎ যে ভোজন শয়ন ইত্যাদি সকল কর্ম্মে আমাকে স্মরণ করে, সকল কর্ম্ম আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন করিয়া করে (মাং নমস্কুরু, ৯।৩৪, ১৮।৬৫) কারণ এ ভাবে কর্ম্ম করাও আমার ইচ্ছিত কর্ম্ম করা, বিশেষতঃ এই জন্য যে, লোকে আর কিছু পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ এই ভাবে আমার সেবা সকলেই করিতে পারে। "নিমিত্ত মাত্র" ভাবে বা সেবক ভাবে কাজ করায়, বা "কৃষ্ণার্পণ মস্তু" বলিয়া সকল কাজে ভগবানকে স্মরণ, করিলে কর্ম্মবন্ধন হইবে না, কিন্তু ভগবানের কাজ করিতেছি, বলা সহজ; দেখিতে হইবে যে ভণ্ডামি তো তাহাতে নাই। প্রত্যেক কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে মনকে জিজ্ঞাসা করিবে যে ইহা ভগবানের কাজ কি না, মন্দ কর্ম্মকে "ভগবানের কাজ" ইহা মন বলিবে না। দ্বাদশ অধ্যায়ে এ সকল কথা আবার আসিবে। মৎপরম অর্থাৎ অনন্যশরণ-তায় থাকা, অর্থাৎ আমিই তাহার গতি, তাহার আশ্রয়, তাহার সব, এইভাবে থাকা। দ্বাদশ অধ্যায়ে এই কথাই আসিয়াছে মৎপর (১২।৬) ও "মৎকর্ম্ম পরম" কথায় (১২।১০)। সঙ্গবর্জ্জিত ও নির্ব্বৈর সর্ব্ব ভূতেষু অর্থাৎ রাগদ্বেষহীন ভাবে। উদাহরণ ধরা যাক্, রাজা কাহারও উপর বিরক্ত হইয়াছেন, এবং তাহাকে তাঁহার কাছে হাজির করিতে ভৃত্যকে আদেশ দিয়াছেন; ভৃত্য যদি তাহাকে পাল্কী করিয়া মিষ্টান্ন খাওয়াইতে খাওয়াইতে লইয়া যায়, তাহাও যেমন ঠিক হইবে না, তাহাকে মারিতে মারিতে লইয়া আসিলে, তাহাও সেইরূপ ঠিক হইবে না। যুদ্ধ ব্যাপারে নির্ব্বৈরের ইহা অর্থ নয় যে কর্ত্তব্যে প্রয়োজন হইলেও যুদ্ধ করিবে না, ইহার অর্থ যুদ্ধে আক্রোশ রাখিবে না, দ্বেষ ভাব রাখিবে না; মনে তামসিকতা থাকিবে না; গীতার তো ইহাই উপদেশ। কেন দ্বেষ ভাব থাকিবে না, তাহা আমরা ৪।৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচনা করিয়াছি; ঐ শ্লোকের আলোচনায় ইহা দেখাইয়াছি যে ইহাই আসল জ্ঞান, এই সমদৃষ্টি ও সমবুদ্ধি সম্পন্ন মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া ; যে এই জ্ঞানে থাকে তাহারই ব্রহ্মে থাকা হয় (৫।১১)।

এই শ্লোকটিতে আমরা ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান তিনটিই পাই ; মৎকর্ম্মকৃৎ=কর্ম্ম, মদ্‌ভক্ত=ভক্তি, সঙ্গবর্জ্জিত নির্ব্বৈর=সাম্যভাব=জ্ঞান।

তাই শঙ্কর রামানুজ শ্রীধর, মধুসূদন বিনোবা ইত্যাদি সকলেই, এই শ্লোকটিতে গীতা শাস্ত্রের সারভূত অর্থ রহিয়াছে বলিয়াছেন। ইহা "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" শ্লোকের অনুরূপ। এই শ্লোকটি দ্বাদশ অধ্যায়ের যোগসূত্র। মৎপরম (১১।৫৫), ও মৎপরম ও মৎপর (১২।৬১) ও মৎকর্ম্ম পরম (১২।১০) একার্থক। মৎকর্ম্মকৃৎ (১১।৫৫) ও মৎকর্ম্মপরমে (১২।১০) ও 'মদর্থ মপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ (১২।১০) এই বাক্যে প্রায় একই ভাব আসে! দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম কথা 'এবং' শব্দের ভিতর আসে এই ১১।৫৫ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ও নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু (১১।৫৫), আসে "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্র করুণ এব চ ; এই বাক্যে, গুণাতীতত্বের নির্দ্দন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ ও আত্মবান কথা-গুলিরও ভাব এই শ্লোকে আসিয়াছে।

মৎপরম=আমিই যাহার এক মাত্র প্রাপ্য (গৌর গোবিন্দ), মৎপরায়ণ অর্থাৎ যাহার সমুদায় অনুষ্ঠানের আমিই লক্ষ্য (রামানুজ); আমিই যাহার পরম পুরুষার্থ (শ্রীধর)

রামকণ্ঠ। (ডাঃ অধিকারী অনুদিত)। মাং এতি=অভেদ লক্ষণা সিদ্ধ প্রাপ্ত হন। মৎকর্ম্মকৃৎ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করেন, কিন্তু যথার্থ উপপত্তির সহিত আমাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য, ফলান্তর সিদ্ধির জন্য নহে।

Modi. Otto and Deussen do not seem to explain মৎকর্ম্ম। Hill gives "whose work is into me." Garbe "He who does his works as if he were (doing them

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

being) desired by me to do them.

(৫৫) ভূপেন্দ্রনাথ। মৎকর্ম্মকৃৎ = আমার জন্য যে কর্ম্ম, তাহা যে করে।…ভৃত্যও প্রভুর জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, আপনার কর্ম্ম করে না, কিন্তু তাহা হইলেও সেই প্রভুকে নিজের পরলোকের গতি বা আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করে না। কিন্তু আমার কর্ম্ম যে ভক্ত করে, সে আমাকেই ঐহিক পারলৌকিক একমাত্র গতি বলিয়া বোধ করে, তাহাকে মৎপরম বলা হয়। ভক্ত সে যে অনন্য শরণ।…মৎকর্ম্মকৃৎ কিরূপ? প্রাণই ভগবানের বা পরমাত্মার মুখ্য শক্তি, সুতরাং প্রাণ কর্ম্মই ভগবৎ কর্ম্ম। (উহা প্রাণায়াম) উহার সাধনে পরব্রহ্মে লীন হওয়া যায়। এই মৎকর্ম যাহারা করে, তাহারাই মৎপরম হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকের সঙ্গবর্জ্জিত, অর্থাৎ ইচ্ছাশূন্য আসক্তি শূন্য ভাব হয়, মনের সমতা আসে, উহাই সুনির্ম্মল ব্রহ্মভাব।…মানুষ, ইহা চাই উহা চাই করিয়া মনে ঘোর অশান্তি আনে।…সমদৃষ্টি সম্পন্ন সাধক জগৎকে, জীব সমুদয়কে ও আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাবে দেখিতে পান।.. যে তাঁহার হইয়া যায়, সে তিনিই হইয়া যায়; ধ্যাতার ধ্যেয়াকারে অবস্থান হয় …(দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এই জ্ঞান হইলেই শত্রু মিত্র থাকে না, নির্বৈর হওয়া যায়।…বাস্তবিকই জগতে দ্বিতীয় কিছু নাই, এক অদ্বিতীয় আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভাবাপন্ন হইয়া এক অন্যকে দর্শন করে, তাই উপনিষদ বলিয়াছে 'যদা দ্বৈতমিব ভবতি, তদা ইতরং ইতরং পশ্যতি'।…অহিংসা প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরই যে বৈরত্যাগ হয়, তাহা নহে; তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে হিংস্রকেরও হিংসা বুদ্ধি তিরোহিত হয়। তাই যোগদর্শনে বলিয়াছে "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ," এইরূপ সাধকই আত্মদর্শনের উপযুক্ত। তিনি বিশ্বরূপ এবং পুরুষোত্তম রূপ, দুইই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিতে পারেন, এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। পরাবস্থার পর, সকল প্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশ জানিয়া পূজা করা, "গুরু পূজা"; আর পরাবস্থাতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই অনুভব থাকে না, তখন "কৃষ্ণ পূজা"।...ক্রিয়া করিয়া স্থির থাকিলেই স্থির বুদ্ধি, এই স্থির বুদ্ধিই পরাবুদ্ধি বা ক্রিয়ার পরাবস্থা। প্রাণ যতক্ষণ চক্ষে, ততক্ষণ জাগ্রত কণ্ঠে স্বপ্ন, হৃদয়ে সুষুপ্তি, মস্তকে তুরীয়। চক্ষে দেখিলেই মন যায়, মন গেলেই সৃষ্টি সেই অবস্থার দেবতা ব্রহ্মা; সেই মন কণ্ঠেতে থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়া হতভম্বের মত যেন স্থির হইয়া যায়—সেই যে স্থিতি, তাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু। এইরূপ মগ্ন থাকার পর সব নাশ হয়। সেই নাশের দেবতা রুদ্র। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র, ইহার পর মূর্দ্ধাতে তুরীয় অবস্থা—অক্ষর ব্রহ্ম, সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। তুরীয়াবস্থা হইলেই প্রাণবায়ু হৃদয়েতে স্থির হয়। স্থির হইলে সমস্ত ব্রহ্মময় হইয়া যায়। এই ব্রহ্মের চারিপাদ বা চারি স্থানে স্থিতি। নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা। ...বায়ু নাভিতে স্থির থাকিলে মন স্থির থাকে ও চক্ষের পলক পড়ে না।...হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত যে বায়ু চলায়মান, তাহা স্থির হইলে, ভিতরে ও বাহিরে স্বপ্ন দেখে না। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহার চিহ্ন স্বপ্ন না দেখা; তখন হৃদয়েতে সর্ব্বদা সুষুপ্তাবস্থা। এই তিন পদের ঊর্দ্ধেতে যে বায়ু তাহার নাম অমৃত; সেই বায়ু ঊর্দ্ধেতে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া, গগন সদৃশ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে; তাহাকেই চতুর্থপাদ বা তুরীয়াবস্থা কহে। প্রাণের মূর্দ্ধায় স্থিতি হইলেই তুর্য্যাবস্থা; যাঁহার এই অবস্থা লাভ হয়, তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়া যান, সঃ মাং এতি।

মতিলাল। 'মা মেতি'—অহমেব তস্য পরা গতির্নান্য; (শঙ্কর); মদেকানুভব ভবতি (রামানুজ)। মামেতি মোক্ষ নহে, ইষ্টের অভীষ্ট মূর্ত্তির দিব্য অনুভূতি।...ভক্তির অবতার এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যই বলিয়াছেন "পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ, তুচ্ছ করি মুক্তি দেখে নরকের সম"। বাংলার তান্ত্রিক কবি রামপ্রসাদও গাহিয়াছিলেন "কি হবে সাযুজ্য পেলে, জলে জল থাকে মিশি, চিনি হতে চাই না মা গো, চিনি খেতে ভালবাসি'। ভক্তি, পঞ্চম পুরুষার্থ।

Telang. He who performs acts for propitiating me, to whom I am the highest object; who is my devotee, who is free from attachment, and who has no enmity towards any being, he comes to me.

৫৫। মহানামব্রত। পূর্ব্ব মীমাংসকেরা বলেন, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি তত্ত্ব বাক্য সমূহ জানিয়া আমার কি লাভ? আমার কি করণীয় বল। যদি বল, শাস্তযুপাসীত, তবে হাঁ, কিছু বুঝিলাম। সুতরাং পূর্ব্ব-মীমাংসকদের মতে সকল তত্ত্ববোধক বাক্যকেই ক্রিয়া প্রকাশক কোনও কথার সহিত একবাক্যতা করিয়া অন্বয় করিতে হইবে।...একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দেখিলাম; গম্ভীর বর্ণনা শুনিলাম। এখন কি করণীয় তাহা বলুন। ভগবান বলিলেন 'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্'; সমগ্র তত্ত্ব দর্শনের ফলরূপ ক্রিয়া ঐ একটি। গীতার প্রথম দিকে বলিয়াছেন, কর্ম তোমার, ফল তোমার নয়, মা ফলেষু কদাচন। তারপর বলিতেছেন, কর্মও আমার ফলও আমার। জীবের জীবত্ব, আমিত্ব, স্বামিত্ব, কর্ত্তৃত্ব সবই আমার। জীব তুমি নিমিত্ত মাত্র। সব্যসাচিন্, অর্থাৎ আমাদিগকেও সব্যসাচী হইতে হইবে, দুই হাত সমান চালাইতে হইবে, একদিকে কৃষ্ণ আর একদিকে কৃষ্ণের সংসার। এই পরমভূমিকাটি লাভ করিবার উপায় অধ্যায়ের চরম মন্ত্র, নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস, গীতার সর্ব্বার্থসার, শঙ্কর, শ্রীধর, সকলকার মতে।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, পরাভক্তির পূর্ণাঙ্গপথ। শ্লোকের অন্বয় হইবে, মৎকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বভূতেস্থ নির্ব্বৈরঃ, সঙ্গবর্জ্জিত মদ্‌ভক্তঃ মৎপরমো যঃ স মাম্ এতি। মৎকর্ম্মকৃত, কর্ম্মযোগের সার কথা, নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু পদে জ্ঞান যোগের পরম সংবাদ। সঙ্গবর্জ্জিতঃ শব্দে যোগমার্গের মূল বার্ত্তা; মদ্‌ভক্তঃ পদে ভক্তি মার্গের সার্ব্বজনীন সংবাদ; মৎপরমঃ শব্দে পরাভক্তি বা প্রেমভক্তির গূঢ়তম কর্ম্মবাণী সুব্যক্ত হইয়াছে।···কর্ম্ম সকলকেই করিতে হয়, কিন্তু কর্ম্ম হয় বন্ধনের কারণ, কর্ত্তৃত্ব ও ফলাকাঙ্‌ক্ষা থাকিলে। কৃষ্ণ প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিলে উহাই লইয়া যায় জীবকে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে।···সর্ব্বভূতাত্মা= সার্থকজ্ঞান, সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়, নির্ব্বৈর হয় (৫।২৯-৩২)। যোগ= চিত্তবৃত্তি অন্যসব হইতে বিয়োগ, কৃষ্ণে স্থাপন; ইহা সঙ্গবর্জ্জিত, সাংখ্যের কৈবল্য, স্বরূপে অবস্থান। ভক্তি পরানুরক্তি, ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য, ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ। মৎপরমঃ=আমি শ্রীহরির পরম প্রিয়। ততো মাং তত্ত্বতো (১৮।৫৫) এই প্রদেশের পথ পরাভক্তি, প্রেমভক্তি।···ব্রহ্মভাব লাভ হইবার পরে প্রেম ভক্তির আস্বাদন (১৮।৫৪)। বৃন্দাবন লীলা। ভক্তির গাঢ় পরাভক্তি, প্রেমভক্তি আরও গাঢ়।···মহাভাব। প্রেমে পূর্ণ মিলন ঘটে অথচ রস ভোগের জন্য ভেদ থাকে।···কর্ম্ম জানাইয়া দেয় তিনি সৎস্বরূপ, সত্যস্বরূপ। জ্ঞান জানাইয়া দেয় অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য সত্তা। যোগ জানাইয়া দেয় তিনি চিদ্‌ঘন অন্তর্যামী। ভক্তি জানাইয়া দেয় তিনি পুরুষোত্তম লীলাবিগ্রহ। পরাভক্তি রসে ডুবাইয়া আস্বাদন করাইয়া দেয়, তিনি প্রাণ প্রিয়তর, আনন্দ রসঘন।

রাম দয়াল। এই অধ্যায়ের শেষে, উপাসনাদি সম্বন্ধে অনেক কথা দিয়াছেন, তাহার ভিতরে কিছু কথা এইরূপ—

নিরুপাধিক ব্রহ্ম, স্থিতি ও ধ্যানের বিষয়, আর সোপাধিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম উপাসনা ও জ্ঞানের বিষয়। "অশোচ্যান্" হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত নিরুপাধিক সোপাধিক জ্ঞেয় ধ্যেয় ব্রহ্মের অনুসন্ধান সমকালে কিরূপে করিতে হইবে তাহাই বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে জ্ঞান-শক্তি যুক্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধি যে ভগবান, তাঁহার ধ্যানের কথা, মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর জন্য বলিয়াছেন। একাদশে উপাসনা মুলক (পরম পদে স্থিতি মুলক নহে) ধ্যান যোগের সুবিধা জন্য বিশ্বরূপ দর্শন যোগ বলা হইয়াছে।...কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে যথাশাস্ত্র ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া তাহাতে যে চিত্ত শুদ্ধির বিন্যাস তাহার নাম উপাসনা॥ উপ-নিষদ আরও বলেন যে জ্ঞান এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া। নিরন্তর ঐ মানসিক ক্রিয়ার আবৃত্তিও উপাসনা।...উপাস্য দেবতার যে স্বরূপ ও গুণাদি তাহা মনের দ্বারা জানিয়া চিন্তা করা অর্থাৎ নিরন্তর সেই দেবতার সহিত নিজের অভেদ ভাবনাই উপাসনা। শ্রুতি বলেন ভাবনা বলে দেবতাভিমানী হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হয়।...নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধির চরম অবস্থায় উপাস্যে চিত্তের একাগ্রতাই এইরূপ উপাসনার প্রয়োজন।...সাকার উপাসনা ততদিন কর্ত্তব্য যতদিন পর্য্যন্ত না দৃশ্য প্রপঞ্চের সমস্ত বস্তু দেখিয়া উপাস্যকেই স্মরণ হয়।...ভক্ত বলেন সাকার ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা জ্ঞেয় ব্রহ্মের অনুসন্ধান হয়। শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে যেরূপ চিত্ত শুদ্ধি হয়, বিদ্যা, তপঃ ব্রতাদি ইহার কিছুতেই সেরূপ হয় না।

প্রতি অধ্যায়ের প্রায়শঃ শেষ কথাগুলি দ্বারা অধ্যায় সমূহের সম্বন্ধ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা শোক সংবিগ্নমানস, ইত্যাদি ছয় অধ্যায় পর্য্যন্ত ইহা দেখান হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যুক্ততম হইলে ভগবানে ভজনা আসিবে। কিন্তু ভগবানকে জানা না হইলে, তাঁহাতে যুক্ত হওয়া যায় না। সবিজ্ঞান-জ্ঞান এইজন্য এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। পরা ও অপরা প্রকৃতির জ্ঞান হইলে ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে অনুভব সহিত জ্ঞান হয়। শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত ভগবানকে জানিলে তবে যুক্ত চিত্ত হওয়া যায়। যুক্ত চিত্ত যিনি, তিনি মরণ মূর্চ্ছা কালেও ভগবানকে বিস্মৃত হন না। এই অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের নাম অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, যে যোগী সনাতন ভাব···অব্যক্ত···অক্ষর অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পরমস্থান প্রাপ্তি স্বস্বরূপে স্থিতি কিরূপে হয়। (অষ্টমের শেষ শ্লোকার্দ্ধ উহা) সর্ব্বদা যোগযুক্ত অবস্থা কিরূপে থাকিবে এই অধ্যায় তাহাই বলিয়াছে। নবম অধ্যায়ে সদ্যোমুক্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যার সাধন ও ফলের কথা ও জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌ জ্ঞাত্বা সংসার মুক্তি, বলিয়াছে; ভক্তির প্রণালী দেখাইয়াছে মন্মনা ভব" ইত্যাদি শেষ শ্লোক। দশম অধ্যায়ে বিভূতির কথা; বিভূতির জ্ঞান না থাকিলে সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনা লইয়া থাকা যায় না। সমস্ত জগৎ তাঁহার বিভূতি, তাহাও তিনি তাঁহার একাংশে ধরিয়া আছেন এই দশ অধ্যায়ে তিনি নির্গুণ উপাসনার কথাই বলিয়াছেন। একাদশ অধ্যায়ে সগুণ মূর্ত্তির উপাসনা। মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদি শ্লোকে বিশ্বরূপের উপাসনার জন্য কি রূপ সাধনা আবশ্যক বলা হইল। তিন প্রকার উপাসনা আছে—নির্গুণ উপাসনা, সগুণ উপাসনা, মূর্ত্ত্য উপাসনা। মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদি শ্লোকে বিশ্বরূপের উপাসনার জন্য কিরূপ সাধনা আবশ্যক, বলা হইল। তিন প্রকার উপাসনা আছে—নির্গুণ উপাসনা, সগুণ উপাসনা, মূর্ত্তি উপাসনা।

পরিশিষ্ট

রামকণ্ঠ কৃত টীকা (ডাঃ অধিকারীর স্ব মতানুযায়ী অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত :—

(১) দশটি অধ্যায়ে উপদিষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত যাবতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিধেয় বস্তু শ্রবণ করিয়া ভগবানের পরম কারণত্বে অর্জ্জুনের সংশয় নিবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রবণ মাত্রেই সে জ্ঞান পর্য্যাপ্ত নহে বিবেচনা করিয়া সেগুলির সাক্ষাৎ দর্শনেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তিনি বলিলেন :—আমাকে অনুগৃহীত করিতে যাহা তুমি পরম কারণ স্বয়ং প্রতিপাদিত স্বভাবে যাহা এখন পর্য্যন্ত আত্মবিষয় জ্ঞান-উপদেশ করিয়াছ, তাহা তোমার কথিত পরমার্থ প্রতীতিতে অন্যথা-জ্ঞান বা (সর্ব্বজনকে আচ্ছন্ন করে এমন) মোহ অপগত হইয়াছে।

(২) তুমিই একমাত্র স্থাবর জঙ্গম—ভূতবৃন্দের উৎপত্তি লয়ের কারণ, তাহা সবিস্তারে তোমার নিত্য নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য লক্ষণ ও মহত্ত্ব তোমার মুখ হইতে শুনিয়াছি, যথা "অহংকৃৎস্ন" ইত্যাদি। এই সকল ভগবৎ বচনে ভগবানই যে সকল ভূতের ভাব ও অভাবের একমাত্র আস্পদ, সে প্রতীতিও হইয়াছে।

(৫-৭), এই প্রকারে অভ্যর্থিত হইয়া প্রসাদদানে অভিমুখ শ্রীভগবান বলিলেন আমার অসংখ্য আকৃতি-বিশেষ অবলোকন কর। সে আকৃতিগুলি বিচিত্র, নানাবিধ, বিবিধ প্রকারে আভাসিত, আলোকিত, দিব্য। এইরূপে সামান্যভাবে বর্ণনা উপক্রম করিয়া বিশেষ উপদেশ করিতেছেন,...দ্বাদশ সংখ্যক আদিত্য ইত্যাদি।...এই সকল উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে বলি-লেন—কদাচিৎ দৃষ্ট অদ্ভুত বহুরূপ নিরীক্ষণ কর। অধিক কি বলিব, একই দেহে আমার একত্র অবস্থিত অখিল জগৎ চর-অচর দর্শন কর। আরও কিছু যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও আমাতে একস্থই দেখিতে পাইবে।

(৯-১১) বিশ্বই ভগবানের রূপ বিশেষ বুঝিতে হইবে; এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যই অনন্তং বিশ্বতো-মুখং বলিলেন, সঞ্জয়।

(১৩) এই অনুভব প্রকাশ আত্মাতেই। তখন তাদৃশ পর-প্রকাশ আত্মাতেই, সর্ব্বেশ্বর শরীররূপে একত্রস্থিত নিখিল জগৎ সাক্ষাৎকার করিলেন, যে জগৎ বহুধা প্রবিভক্ত বিশ্বভাবরূপে।

(১৫) "তোমার দেহে যাবতীয় দেবতা আমি দেখিতে পাইতেছি; তৎসহ সহস্র সহস্র চরাচর ভূতও দেখিতেছি—বিশেষ করিয়া, পদ্মাসন-সন্নিবিষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিতেছি; (ইহাতে ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ ভূতল দর্শন বলা হইয়াছে। সকল ঋষিগণকে দেখিতেছি, (মধ্যমলোক দর্শন বলিলেন)। অনন্তবাসুকি প্রভৃতি ভুজঙ্গবৃন্দ (পাতাল দর্শন) দেখিতেছি। একই দেহে তিন ভুবন লীন দেখিতেছেন অর্জ্জুন, এবং নিজের অনুভব ব্যক্ত করিলেন।

(১৬) ভুবনত্রয় ভূতবৃন্দের নানাবিধ হস্ত জঠর বদন নেত্রাদি অবয়ব, সবগুলি অনবচ্ছিন্ন মহিমা একেরই অবয়ব, তাৎপর্য্য।

(১৮) বিশেষে বলিতেছেন—ভূমি স্বরূপ প্রচ্যুতি লক্ষণ ক্ষোভ-রহিত, নিরুত্তর জ্ঞেয়তত্ত্ব। প্রপঞ্চময় জগতের প্রকৃষ্ট নিধান, তোমাতেই সমস্ত জগৎ নিবেশিত। যদি প্রকৃতিতেই জগৎ বিলীন হয়, তোমাকেও তো প্রকৃতি বলা যায়, বুঝিতে হইবে প্রধান বা প্রকৃতি পরম কারণে পরমেশ্বরেই বিলীন হয়, তাহা হইতেই প্রকৃতির উদ্ভব, এজন্য "পরং নিধানম্"। তুমি কালাবচ্ছেদ্য বিষয়ে অব্যয় এবং সাত্ত্বত ধর্ম্ম গোপ্তা। কাশ্মীরী গীতা ভাষ্যে সাত্ত্বত ধর্ম্মগোপ্তা পদ পাওয়া যায় (আমাদের প্রচলিত গীতায় শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা)। "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো"—এই সৎ যাঁহার বিদ্যমানে তিনি সত্তাবান পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, এবং তিনি যাহাদের দেবতা, তাঁহারা সাত্ত্বত বা ব্রহ্মবিৎ। তাঁহাদের ধর্ম্ম বা জ্ঞানক্রিয়া সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান (সদাচার) কালবশে অপচিত হয়, তিরোহিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি পুনঃ পুনঃ প্রণয়ন কর, তাহার বিঘ্ন বিঘটন হইতে রক্ষা কর।

(১৯) তুমি অনন্তত্ব হেতু আদি মধ্য ও অন্তরহিত (অবচ্ছেদ বস্তুরই আদ্যাদি অবস্থা থাকে। এই জগৎ প্রপঞ্চ রচনা সামর্থ্য বা বীর্য্য তোমা হইতে কদাচ নিবৃত্ত নহে। ক্ষেত্রজ্ঞগণের ক্রিয়া-সাধনে, অনেক বাহু বা হস্তের প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহ। পারমার্থিকতঃ, তুমিই কর্ত্তা পরমেশ্বর সেজন্য অনন্তবাহু। তোমাকে শশি সূর্য্যানেত্র বলা হইয়াছে, কেননা ক্ষেত্রজ্ঞ শরীরে চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা নিয়ত বিবিধ বিষয় প্রকাশিত হয়। তুমি বৈশ্বানররূপে ক্রিয়া-বিৎগণের বিবিধ যজ্ঞক্রিয়া বিশেষে অর্পিত হও, সেই যজ্ঞাদিতে দীপ্তবর্ণ তোমার। নিজ তেজঃ সংবিৎরূপ জ্যোতি দ্বারা তুমি বিশ্বকে তপ্ত কর...

(২০) কুরু সৈন্যসংহারে তোমার ঘোররূপে আমি দেখিতে পাইতেছি...(২১) জগৎ কল্যাণ হেতু মহর্ষিবৃন্দ স্বস্তি শব্দ উচ্চারণ, মুখ্যার্থে তোমার স্তব করিতেছেন।

(২৪) মর্ত্ত ধর্ম্মাবেশে তোমার রূপ স্মরণে ভীতচিত্ত আমি ইত্যাদি। (বর্ত্তমানকাল প্রয়োগে পূর্ব্বদৃষ্ট রূপের স্মরণে অর্জ্জুনের বর্ত্তমান অবস্থাই বুঝিতে হইবে)।

(৩২) কালাখ্য ঘোরা শক্তি আমার শক্তি, আমার শক্তির সহিত অভিন্ন আমিই "কাল", লোক সংহার ব্যাপারে উদ্রিক্ত, প্রবৃদ্ধ এই শক্তি লোকক্ষয় প্রবৃত্ত। পরিপূর্ণ পাপাত্মক সকলে, যাহারা প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে অবস্থিত, তুমি যোৎস্যমান না হইলেও, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। (৩৩) কালরূপী আমার শক্তিতে যাহারা পূর্ব্বেই গ্রাসিত হইয়াছে তাহাদের নিধনে তুমিই কারণ। (৩৭)। তোমার তুমি সেইরূপ অভাবরূপ হইতেও উর্দ্ধে। তুমি পরমার্থসৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪০,৪১)। রামকণ্ঠের ব্যাখ্যায় পাঠান্তর আছে। তুমি স্বশক্তি দ্বারা সম্যকে ব্যাপ্ত রহিয়াছ; সকল কিছুই তুমি সর্ব্বাত্মক। বীর্য্যং উৎসাহশক্তি; বিক্রম ক্রিয়াশক্তি' (১)

(৪২-৪৪)। রামকণ্ঠের গীতায় অতিরিক্ত তিনটি শ্লোক পাওয়া যায়, (তাহা পূর্ব্বে যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে)।

(৪৫,৪৬)। মনুষ্যধর্ম্ম গ্রহণে প্রার্থনা জানাইতেছেন।

(৪৭)। আমি তোমাকে আত্মায় স্বভাবে সমাধি প্রাপিত করিয়াছি। সেই সমাধি বলেই তুমি পরমেশ্বর স্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইয়াছ। (শ্রীধর—আত্মনো মম যোগাৎ, যোগ সামর্থ্যাৎ)।

(৪৮-৪৯)। বেদযজ্ঞবহুত্বে অধিগত হইলেও…পরজ্ঞান শূন্য হইলে এরূপ দর্শনে অসমর্থ ইত্যাদি।

(৫০)। প্রাক্তন পুরুষ বিগ্রহে সুদর্শনাকৃতি হইয়া, ভগবান অর্জ্জুনকে আশ্বাসিত করিলেন।

(৫৪)। ভক্তি মদিচ্ছায় পরদৈব স্বর্গাভিজাত জনসুলভ পরিচর্য্যা। তাহার প্রভাবে সম্যগ জ্ঞান আবির্ভূত হয়; সে ভক্তি 'অনন্যা', জ্ঞাতুং, অবিসম্বাদে অবগত হইতে। দ্রষ্টুং, গোচরীভূত করিতে, প্রবেষ্টুং, আত্মাতে অবগাহন করিতে। দ্বৈতমোহসাগর উত্তীর্ণ না হইলে বিশ্বরূপ দর্শন অসম্ভব।

(৫৫)। মাং এতি, অভেদ লক্ষণা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। মৎকর্ম্মকৃৎ অর্থে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করেন, কিন্তু যথার্থ উপপত্তির সহিত আমাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য, ফলান্তর সিদ্ধির জন্য নহে। আ'মই প্রবৃষ্ট উপাদের যাঁহার, মৎপরম। মদ্ ভক্ত যিনি আমারই ভক্ত, সকল অবস্থাতেই যাঁহার অন্তঃকরণ আমাতে সমর্পিত। সঙ্গবর্জ্জিত রাগরহিত। নির্ব্বৈর=দ্বেষ বর্জ্জিত।

একাদশ অধ্যায়: মধ্বাচার্য্যের গীতা ভাষ্যের Subba Rao

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃত ইংরাজি অনুবাদ হইতে গৃহীত।

১১।১ অধ্যাত্ম = treating of the Lord. ১১।১১ বিশ্বতোমুখম্ = with face turned every where.

১১।১৫, পদ্মপুরাণ says with reference to বিশ্বরূপ :— ব্রহ্মা is on বিষ্ণু, and on the top of ব্রহ্মা is হর, and on the various members of হর, all the Gods depend.

১১।৩২, কাল from root কল having sevelal meanings :—

(1) full of, (2) perfect in every kind of excellence (3) one that binds down the world, destroys it, enlightens it, and so on. প্রবৃদ্ধ = (1) one without beginning or end. (2) pervading all time, or space. "Except thee", this includes some others also, all the Pandavas অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা and কৃপ।

১১।৩৩ This sloka is answer to Arjuna's expressing doubt in the second অধ্যায়, as to the victory.

১১।৪৭ "Which form of Mine, by any other than yourself, was not seen before" i.e. by any other in the scale of eligibility.

১১।৫২, সুদুর্দ্দর্শ, should be really taken as two words, সুদর্শ, and দুর্দর্শ meaning delightful to see, and fearful and difficult to see.

১১ ৫৪ I, as such, can be truly known, seen and reached.

১১।৫৫ Epithets of ভক্তি are given.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপ্রশ্নমালা।

১-৩০। অর্জ্জুন বলিলেন তাঁহার মোহ বিগত হইয়াছে—কিসের মোহ? অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের কেন ইচ্ছা হইল? পূর্ব্ব অধ্যায়ের সঙ্গে ইহার যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা বল। দিব্য চক্ষু কি? ভগবান অর্জ্জুনকে কেন দিব্য চক্ষু দিলেন ও তাঁহার বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে কি কি দেখিতে বলিলেন? অর্জ্জুন বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে, বিষ্ণুরূপ বা সমষ্টী-কৃত বিষ্ণুরূপ দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা নয় কি? অর্জ্জুনের স্তুতির বর্ণনা কর, তাহার পর সেইমূর্ত্তির তেজ উৎকট হইতে লাগিল; সেই বিকটতার ও অর্জ্জুনের মনোভাবের বর্ণনা কর। অর্জ্জুনের এই সময়ের স্তুতি কিরূপ হইয়াছিল?

৩১-৪৪। অর্জ্জুন, শেষে, কাঁপিতে কাঁপিতে এই বিকট মূর্ত্তির পরিচয় লইতে কি জিজ্ঞাসা করিলেন ও ভগবান কি উত্তর দিলেন? 'আমি কাল' ইহার অর্থ কি? কাল বা মৃত্যুরূপ নহে কি? যদি তাই হয়, তাহা হইলে তাহা কেন, বল। "নিমিত্তমাত্র ভব সব্য-সাচিন্" ইহার অর্থ কি? ভগবানই সব, তিনিই সব করিয়া রাখেন, জীবের কোথাও কর্ত্তৃত্ব নাই, উপরি উক্ত কথা গুলিতে কি ভাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ও মানুষ কি রূপে "নিমিত্ত মাত্র" ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বল। ভগবান, আর কি কি বলিলেন?

অর্জ্জুন ভগবানের কথা শুনিয়া ভক্তিতে আবার স্তব করিতে লাগিলেন, স্তবের বর্ণনা দাও ও তাহার গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্য দেখাও, তিনি সম্মুখে, পশ্চাতে ও বার বার নমস্কার করিতে লাগিলেন, কেন? কাব্যে ও ভাবে, এ অধ্যায় যে চমৎকার সৌন্দর্য্য সম্পন্ন তাহা দেখাও।

অর্জ্জুন স্তব শেষে, তাঁহার কোন একটি বিশেষ ব্যবহারের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষমা চাহিলেন, তাহা কি?

৪৪-৫৫। অর্জ্জুন স্তব শেষে ও ভীতচিতে ভগবানের ঐ বিকট মূর্ত্তি সংহরণ করিয়া, কিরূপ মূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন? তাই প্রার্থনায়, মনে হয় না কি যে অর্জ্জুন বিশ্বরূপ অর্থে বিরাট বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখিবেন আশা করিয়া ছিলেন, ভগবান অর্জ্জুনের প্রার্থনায় সেই মূর্ত্তি ও পরে মানুষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, এই রূপ অর্থ হয় নাকি? দেব গণের এই বিশ্বরূপ দেখা, বা ব্রত দান তপস্যায় এই মূর্ত্তি দেখা সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বল। অনন্য ভক্তি বলিতে কি বুঝায়? জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং, ইহার অর্থ কি? কোন্ এক মাত্র উপায়ে, ইহা সংসিদ্ধ হইতে পারে? শেষের শ্লোকটিকে সর্ব্বশাস্ত্রসার কেন বলা হয়? ইহার প্রত্যেক কথার ব্যাখ্যা কর।

এই অধ্যায় হইতে আমরা কি কি শিখিলাম, বল। তাহার একটি যদি আত্মসমর্পন হয়, পূর্ব্বাধ্যায় গুলির শ্রবন স্মরণাদির সহিত ইহা সঙ্গত ভাবে আসে, তাহা দেখাও।

এই বাক্য গুলির অর্থ কর—অধ্যাত্ম সংজ্ঞিতম্, যোগেশ্বর, অদৃষ্ট পূর্ব্ব, যোগমৈশ্বরম্ দিব্য, তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং, প্রবিভক্ত-মনেকধা, ব্রহ্মানমীশং কমলাসনস্থ বিশ্বতোমুখম্, গৃণন্তি, আদিকর্ত্রে, শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা, অক্ষরম্ সদসৎ পরং, উষ্মপা, শর্ম্ম, ঋতে, ব্যাপেতভীঃ, পুষ্কলাভিঃ, মৎকর্ম্মকৃৎ।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ, বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক যোগ

(মুখবন্ধ)

(১) যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।

(২) মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্বিষয়ং স্মৃতম্।

(৩) দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণম্
তদ্বৃত্ত সাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা।

(৪) দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য—
নশ্নন্যোঽভিচাকশীতি।

(৫) অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

(৬) পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

(৭) যে তাঁকে না চায় তাকে, পাঁচ ভূতে নাচায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ অধ্যায়ে আমাদের যৎসামান্য যাহা আছে, এ অধ্যায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলিও সুধী পাঠক যেন ভাল করিয়া পড়েন, আমাদের ইহা বিনীত অনুরোধ। এই খণ্ডের নিবেদনে এ সম্বন্ধে কিছু বলা আছে, তাহাও যেন প্রথমে পড়িয়া লন। আমাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় অধ্যায়টিকে সুবোধ্য করা হইয়াছে। এ অধ্যায়ে আমাদের কাজের অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা এইরূপ—

ভূমিকা প্রথম পাতা ও দ্বিতীয় পাতার অর্দ্ধেক। পঞ্চম পৃষ্ঠার নিম্নার্দ্ধ, ষষ্ঠ ও সপ্তম পৃষ্ঠার নিম্নার্দ্ধ ও নবম পৃষ্ঠার নিম্নার্দ্ধ ও দশম পৃষ্ঠার প্রায় সব; ত্রয়োদশ পৃষ্ঠার নিম্নের বার আনা, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠার প্রায় সব। ৩৫ হইতে ৪১ পৃষ্ঠার সব। পৃষ্ঠা ৪৯ হইতে ৫১। পৃষ্ঠা ৫৭ উপরের অংশ। পৃষ্ঠা ৬৬ নিচের অংশ। পৃষ্ঠা ৭১, ও ৭২ উপরের অংশ। পৃষ্ঠা ৭৪ নিচের ও পৃষ্ঠা ৭৫ উপরের অংশ। পৃষ্ঠা ৮০, ৮১ ও ৮২, উপরের অংশ। পৃষ্ঠা ৮৩ উপরের অংশ। পৃষ্ঠা ৮৬ উপরের অংশ, ৮৯ মাঝামাঝি অংশ। পৃষ্ঠা ৯১, নিচের, ৯২ ও ৯৩ ও ৯৪, উপরের অংশ। পৃষ্ঠা ১০৬, ১০৭, ১০৮ উপরের অংশ, ও ১১৬ ও ১১৮ নিম্নাংশ। ১১৯, ১২০ উপরের অংশ ও ১২৬ নিম্নাংশ. ১৩১ নিম্নাংশ ১৩৩ নিম্নাংশ, ১৩৫ ঊর্দ্ধাংশ, ১৩৭ ও ১৩৮ অর্দ্ধেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ, বা প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ।

ভূমিকা।

এই অধ্যায়ের নাম ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ যোগ বা প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ। কেন এই অধ্যায়ের এই নাম প্রাপ্ত হইল তাহা এই অধ্যায়ের শূন্য (০) সংখ্যক শ্লোকের ভূমিকাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষেত্র (শরীর), ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) ও সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ (পরমাত্মা), অথবা, অন্য শব্দে (সেশ্বর সাংখ্য দর্শনের শব্দে), প্রকৃতি পুরুষ ও পরমেশ্বর, এই অধ্যায় এই তিনের বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞানীর চিহ্ন কি তাহাও আলোচিত হইয়াছে। পুরুষ প্রকৃতির কথার পর, পরমেশ্বরের কথা, আবার তাহার পর পুরুষ প্রকৃতির কথা, আবার পরমেশ্বরের কথা, এইরূপ আবর্ত্তিত ভাবে এই তত্ত্বগুলি আলোচিত হইয়াছে। অনেক শ্লোক আমরা পাইয়াছি, যাহার, জীবাত্মা পক্ষে, পরমাত্মা পক্ষে, দুই পক্ষেই ব্যাখ্যা করা যায়। সাংখ্য দর্শনের যাহা দোষ ছিল, ভগবান তাহা পরিহার করিয়া (অনেক তত্ত্বতেই তিনি এইরূপ করিয়াছেন), সুমার্জ্জিত ভাবে পুরুষ প্রকৃতির আলোচনা আনিয়াছেন, যথা স্থানে উহা আমরা দেখাইয়াছি। রামানুজাচার্য্যের চিৎ-অচিৎ ও পরমাত্মা অংশ মনে হয়, এই অধ্যায়েরই ভাব লইয়া হইয়াছে। ইহা জ্ঞান ষট্‌কের অধ্যায়; পুরুষ প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞাতব্য নানা কথার পরে, আত্মানাত্মবিবেকের মত যাহা অতি জ্ঞাতব্য কথা, যাহা জ্ঞান ও সাধনা দুইই, পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক, তাহার কথা পড়িয়া, ভগবান অধ্যায়ের উপসংহার করিলেন। ভক্তি ষট্‌কের পরে, ভক্তের "মদ্‌ভাব" প্রাপ্তির জন্য কি কি জানা প্রয়োজন, এ অধ্যায়ে ভগবান তাহা জানাইয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি ষট্‌কের বা দ্বাদশ অধ্যায়ের সহিত এ অধ্যায়ের যোগ, ভগবান এই ভাবে আনিলেন (১৩।১৮)। এই অধ্যায়ে তিনটি তত্ত্বের কথা, ক্রমানুযায়ী বার বার আসিয়াছে, ইহা লক্ষিত হইবে ; তাই দুই ক্ষেত্রজ্ঞকে, পুরুষ ও পরমেশ্বরকে আমরা মিশাইয়া দিই নাই।

এই ষট্‌ক ও এই অধ্যায়, পূর্ব্ব ষট্‌ক দুইটির সহিত যুক্ত যে যে কথায় তাহার বিশেষ কথা এই, দেহাদিতে বর্ত্তমান যে প্রকৃতি, পুরুষকে যে মোহিত করিয়া রাখে, উহা প্রতিবিম্ব সেই বিম্বের, যাহাকে আমরা পাইয়াছি—৩।৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৭ ; ৭।১৪ ; ৯।৭, ৮, ১০ ইত্যাদি বহু শ্লোকে। পুরুষ = জীবাত্মা ; দেহী। প্রকৃতি, সোজা কথায় দেহ, মন, বুদ্ধি, ইত্যাদি, দেহী যাহাতে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয় ; Matter & Energy. সমষ্টিভাবে যাহা অপরা প্রকৃতি, ব্যষ্টিভাবে তাহা এখানে প্রকৃতি।

শংকর। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ, প্রকৃতিদ্বয়ের নিরূপণ দ্বারা তদ্‌যুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্ধারণার্থ ক্ষেত্রাধ্যায় আরম্ভ হইল। দ্বাদশ অধ্যায় কথিত সন্ন্যাসীদের কি তত্ত্বজ্ঞান পাওয়া চাই, তাহা এই অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে দ্বাদশ অধ্যায়ের সহিত এই অধ্যায় সম্বন্ধিত।

শ্রীধর। আত্মজ্ঞান বিনা সংসার হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এজন্য তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের নিমিত্ত প্রকৃতি পুরুষের বিবেকাধ্যায় আরম্ভ করা হইল। দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তগণ কি ভাবে উদ্ধার হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কথিত হইল।

রামানুজ। এই অধ্যায়ে শরীর ও আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

Krishna Prem—Now that the disciple has a firm hand-hold on the heights of vision, it is necessary that his intellect......should have a clear grasp of the principles of the cosmos in which to work he has.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। এখন প্রয়োজন হইল পরম পুরুষ, অক্ষর আত্মা ও ক্ষরের সহিত কর্ম্মময়ী, গুণময়ী প্রকৃতির সঠিক সম্বন্ধটি আরও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাক্ত করা।

চিন্তামণি। ক্ষেত্র জড়বিকারী নাশবান ও ক্ষণস্থায়ী। ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান স্বরূপ, নির্ব্বিকারী অবিনাশী ও নিত্য। এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপের যথাযথ বিভাগ করা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ।

রামদয়াল। কি রূপে সন্ন্যাসীরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যথোক্ত ধর্ম্মাচরণ হেতু ভগবানের প্রিয় হইবেন, ইহা নিশ্চয়ের জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ভূপেন্দ্রনাথ। দ্বাদশ অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানী বা ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে। দেহ ও দেহীর জ্ঞান ও তাহাদের ঐক্য বিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান, এইবার তাহা এখানে আলোচিত হইবে।

মধুসূদন। তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ কি তাহা এই শেষের ছয়টি অধ্যায়ে বলা হইবে...এই সব তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই দেহ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণরূপে যে ক্ষেত্র তাহা হইতে বিবেক পূর্ব্বক, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, যে জীব তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক...এবং তাহা যে নির্ব্বিকার ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক নির্দ্দেশ করা হইবে।

তিলক। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ করা হইয়াছিল। পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান হইবার জন্য বহিঃসৃষ্টির ক্ষর ও অক্ষর বিচারের সঙ্গে সঙ্গে, মনুষ্যের শরীর ও আত্মার, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার করিতে হয়। প্রকৃতির কোন্ গুণ হইতে সব পদার্থের বিস্তার, তাহার ক্রম ইত্যাদি জানা চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MODI শ্লোকগুলি যে ভাবে সজ্জিত, তাহাতে সঙ্গতি নাই, যথা ১) ২৬; ৬এর পরে আসা উচিৎ। (২) অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে ক্রমে উত্তর হয় নাই। (৩) অধ্যায়ে যে ক্রম রহিয়াছে,—তাহা এইরূপ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ২–৬, জ্ঞান-জ্ঞেয় ৭–১১ ও ১২–১৭, প্রকৃতি পুরুষ ১৯–২৩, যোগ (অর্জ্জুন এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নাই) ২৪, ২৫; আবার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ২৬; অন্যান্য কথা ২৭–৩২; আবার ক্ষেত্র ক্ষেত্রী ৩৩। (৪) ৭–১১ ও ১২ (অর্দ্ধ) প্রথমার্দ্ধ, মনে হয়, পরে যুক্ত হইয়াছে (৫) ২৬ শ্লোক ৫–৬ এর পরে আসা ও ২৬ এর সহিত ৩৩ ও ৩৪ যুক্ত হওয়া উচিৎ। (৬) ২৯, ২০ এর পুনরুক্তি (৭) পুরুষ ১৯–২৩ আবার ২৭, ২৮, ৩১ (৮) ৪ মনে হয় প্রক্ষিপ্ত ইত্যাদি। (Modi আরও অনেক দোষ পাইয়াছেন ও বিস্তৃত বহু পৃষ্ঠা ব্যাপী সমালোচনা করিয়াছেন)। (৯) প্রকৃতিং পুরুষং চৈব এই শ্লোকটি অনেক পুস্তকে নাই, শঙ্কর ও রামানুজের মতে ইহা প্রক্ষিপ্ত; ইহারা তাঁহাদের ভাষ্যে এটিকে ধরেন নাই।

সচ্চিদানন্দ। সপ্তম অধ্যায়ের ৪–৬ শ্লোকের প্রকৃতিদ্ব:য়র ও তদতীত ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা, এখানে আবার আনা হইল।

মতিলাল। দ্বাদশ অধ্যায়ের পরবর্ত্তী পাঁচটি অধ্যায়ে দার্শনিক তত্ত্বগুলির বিবৃতি দান করা হইয়াছে।

সূচী

১–৬। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি ও পুরুষ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি, অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে ভগবান, উত্তরে, ক্ষেত্র (শরীর) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রত্যেক আত্মা বা জীবাত্মা) লইয়া কথা আরম্ভ করিলেন, এবং নিজেকে সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিলেন। ব্রহ্মসূত্রাদির কথা আনিয়া, বিকার সহিত ক্ষেত্রের এবং প্রভাবাদি সহ ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭-১১। জ্ঞানীর কি হওয়া দরকার, যে গুলি সাধনশেষে জ্ঞানীর চিহ্ন এবং "জ্ঞান" বলিযা পারিভাষিক আখ্যা পায়, এইরূপ কুড়িটি "জ্ঞানের" তালিকা দিলেন।

১২–১৮। জ্ঞেয় যিনি, সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে এইবার কিছু বিবৃতি দিলেন; বিরুদ্ধধর্ম্মী গুণ সমূহও যে তাঁহাতে আছে, অনেক উদাহরণ সেই বিবৃতিতে দেওয়া হইল।

১১–২৬। এইবার সাংখ্যদর্শনের ভাষায় প্রকৃতি পুরুষের কথা আনিলেন। তবে সাংখ্যদর্শনে যাহা দোষের ছিল, (যথা, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী, সাংখ্যে বহুপুরুষ, কিন্তু এক প্রকৃতি) তাহা পরিহার করিয়া ঈশ্বর বা পরমাত্মাকেও আনিলেন, এবং যেমন প্রতি ক্ষেত্র তাহার নিজ ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত যুক্ত, প্রতি পুরুষের সহিত তাহার প্রকৃতি যুক্ত থাকে, বলিলেন। যাহা কিছু কাজ প্রকৃতিই করে, পুরুষ তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং সেই তদাত্মকত্বের জন্য নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তদাত্মকত্বে, তাহার প্রাথমিক অর্থাৎ উপদ্রষ্টার স্থিতি হইতে যে বিচ্যুত হইয়া যায়। পুরুষ প্রকৃতির এই ব্যাপার, যে জ্ঞাত হইয়া সাবধানী হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির কবলে পড়ে না, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। পুরুষকে জানা অর্থাৎ আত্মদর্শন, কেহ ধ্যান সাহায্যে কেহ সাংখ্য যোগের, কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা, ইত্যাদি নানাজনে নানাভাবে করিতে চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্র, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেই সব কিছু উৎপন্ন।

২৭–৩৩। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শন পরমেশ্বরকে বাদ দিয়াছে, ভগবান পরমেশ্বরকে আনিলেন, জানাইলেন, পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, ইহা না হৃদয়ঙ্গম করিলে, তাহার নিজের আত্মাকে হিংসা করা হয়। প্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে সব করে, জীবাত্মা অকর্ত্তা; একস্থান হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব কিছুর বিস্তার হইয়াছে ; ভগবান অনাদি ও নির্গুণ, শরীরে আছেন নির্লিপ্তভাবে ইত্যাদি।

৩৪। তারপরে, উপসংহারে আসল জ্ঞানের কথা, পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক। অর্থাৎ পুরুষ যেন প্রকৃতি হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখে। তাহা জানাইয়া বলিলেন, যে ইহা করিতে সমর্থ সেই পরম।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ; ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ

ভগবান গীতায় প্রথমে জানান, তাঁহার শক্তিরূপা এক প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী ; তিনিই মায়া ; তিনিই কর্ম্মফলদাত্রী ; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে ভগবানের অধ্যক্ষতায় তাঁহার কার্য্য হয়। তারপর, ইঁহাকেই করেন দুই প্রকৃতি, পরা ও অপরা।

জড় ও চেতন লইয়াই জগৎ, এবং সকলকার ভিতরে ও সকলকে আবৃত করিয়া আছেন পরমেশ্বর। ভগবান যাহাকে তাঁহার অপরা প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহা এই জড় সত্তা, অর্থাৎ মুখ্যতঃ স–উপাদান জীব শরীর সমূহ। এই সমূহাত্মক প্রকৃতির ভিতরের জীব শরীরগুলি, সমষ্টিভাবে নহে, এইবার ব্যষ্টিভাবে আলোচিত হইবে ; এই শরীরগুলির প্রত্যেকটিকে ক্ষেত্র বলা হয়, এবং ভগবানের দ্বারা পরিমার্জ্জিত সাংখ্যবাদে এই গুলিকে "প্রকৃতি"ও বলা হয় (১৩।১৯ ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ভগবান যাহাকে তাঁহার পরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন, যাহা জীবাত্মা সমূহ, এইবার এইগুলি ব্যষ্টিভাবে আলোচিত হইবে, এই জীবাত্মা প্রত্যেকটিকে ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন, এবং সাংখ্যভাবে ইহাকে 'পুরুষ' বলা হইয়াছে। এই গুলির বিষয়, এবং জ্ঞানীর চিহ্ন সমূহ (যাহাকে পারিভাষিক ভাবে 'জ্ঞান' বলা হয়) তাহারাই বা কি, সেই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাতিগ পরমেশ্বর, জ্ঞেয় ভাবে তাঁহার কোন্ কোন্‌গুলি জানা দরকার, এবং কতটা জ্ঞানগম্য (মুখ্যতঃ এই সব লইয়াই জ্ঞানাষ্টক) অর্জ্জুন ভগবানকে ধরিলেন, তাহা তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইয়া দিতে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা লইয়া এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম হইয়াছে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ।

অর্জ্জুন উবাচ। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব। ০।

পদচ্ছেদ। কেশব, প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এব ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রজ্ঞম্, এব চ, এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম চ কেশবম্।

অন্বয়। কেশব, প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ, এব, ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব, জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ চ, এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।

কঠিন শব্দ। বেদিতুম=জানিতে।

অনুবাদ। হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই সকল জানিতে ইচ্ছা করি।

এই শ্লোকটি গীতার অনেক প্রতিলিপিতে নাই। শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর তাঁহাদের ভাষ্য ও টীকায় রাখেন নাই। বোধহয় তাঁহাদের সময়কার গীতায় ইহা ছিল না, পরে কোনও লিপিকার, এ প্রশ্ন না উঠে যে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে কেন আলোচনা আরম্ভ করিলেন, সেই জন্য সঙ্গতি রক্ষার্থে, কৃষ্ণ যেন অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে এই সবের আলোচনা আরম্ভ করিলেন, ইহা দেখাইতে, এই শ্লোকটি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ যোজনা দেখিয়া, মনে স্বতঃই উদয় হয়, যে মূল গীতায়, এইরূপ যোজনা, পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন হয়তো অনেক হইয়াছে। তবে আচার্য্য শঙ্করের সময়ে গীতা যেরূপ ছিল, উপরিউক্ত শ্লোকটির যোজনা ছাড়া, এখনও বোধহয় সেইরূপই আছে। তাঁহার পূর্ব্বে গীতা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। দশম শতাব্দীর কাশ্মীরের টীকাকার রামকণ্ঠের টীকায় কিন্তু আরও অনেকগুলি শ্লোক পাওয়া যায়।

অরবিন্দ। সমস্ত জীবন, সমস্ত কর্ম্ম হইতেছে, পুরুষ ও প্রকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে আদান প্রদান। সেই আদান প্রদানের আদি স্বরূপ কি? অধ্যাত্ম বিকাশের চরম সীমায় উহা কিসে পরিণত হয়? জগৎ সম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যে ও যোগের শিক্ষার যে উপায় সমন্বয়ে গীতার চিন্তাধারার আরম্ভ, তাহারই আলোকে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

যে জীবাত্মা এখানে প্রকৃতির মধ্যে দেহধারী রূপে আবির্ভূত হয় তাহার আত্ম অভিজ্ঞতায় আছে,...প্রথমতঃ সে হইতেছে একটি অধ্যাত্ম সত্তা, দৃশ্যতঃ অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতির বাহ্য ক্রিয়ার বশীভূত, এবং তাহার গতিশীলতার মধ্যে সক্রিয় চিন্তাশীল ক্ষর ব্যক্তিরূপে, প্রকৃতির শিষ্ট একটি জীবরূপে, অহংরূপে প্রতিভাত। পরে যখন সে এইসব কর্ম্মগতির পিছনে সরিয়া দাঁড়ায়, তখন সে তাহার নিজের উচ্চতর সত্তাকে দেখিতে পায়, এক শাশ্বত নির্ব্যক্তিক আত্মা ও অক্ষর অধ্যাত্ম সত্তা রূপে সে নিজের উপস্থিতির দ্বারা এই কর্ম্ম ও গতির ধারাকে সমর্থন করা ব্যতীত ইহাতে কোনরূপ যোগদান করে না, শুধু উদাসীন সমতাপূর্ণ রূপে ইহাকে অবলোকন করে। আর শেষতঃ, যখন সে এই দুইটি বিরোধী সত্তারই ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখে, সে এক মহত্তর অনির্ব্বচনীয় সত্যের সন্ধানপায়, যাহা হইতে উভয়েরই উৎপত্তি,...বিশ্বমধ্যে তাহার শক্তির এই সকল ক্রিয়ার তিনিই আদি, অধ্যাত্ম আধার ক্ষেত্র...তাঁহার সত্তার এই শাশ্বত শক্তিকে আমরা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করি, ইহার যাবতীয় বিকাশের দ্বারা তিনি নিজেই সকল তেজ ও শক্তি, সকল বস্তু সকল সত্তা হইয়াছেন। এই প্রকৃতিও দুই প্রকার, একটি উৎপন্ন ও অপরা অপরটি মূল ও পরা। বিশ্ব যন্ত্র পরিচালনের এক নিম্নতম প্রকৃতি আছে, তাহার সহিত সংযোগে প্রকৃতিস্থ জীব মায়া সম্ভূত একটা অজ্ঞানের মধ্যে (ত্রিগুণময়ী মায়ার) বাস করে।

বিশেষ করিয়া সত্তা (Being) ও বিবর্ত্তনের (Becoming) মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে, সম্বন্ধ, গুণত্রয়ের ক্রিয়া, উর্দ্ধতম মুক্তি ভাগবত পুরুষের নিকট মানবাত্মার উদারতম, পূর্ণতম আত্মসমর্পণ, এই বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্যোমব্রহ্ম। প্রকৃতি—স্থূল বিশ্ব প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি। পুরুষ = সূক্ষ্ম ব্রহ্ম প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি।

Modi. ক্ষেত্র শব্দ প্রাচীন উপনিষদের মাত্র শ্বেতাশ্বতরে পাওয়া যায়।

১। শ্রীভগবানুবাচ। ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে
এতদ্‌যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।

পদচ্ছেদ। ইদম্ শরীরম্ কৌন্তেয় ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে, এতৎ যঃ বেত্তি তম্ প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তৎবিদঃ।

অন্বয়। কৌন্তেয় ইদম্ শরীরম্ ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে, এতৎ যঃ বেত্তিতম্‌ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি তদ্বিদঃ প্রাহুঃ।

কঠিন শব্দ। তদ্বিদঃ = তত্ত্ববিৎ জ্ঞানিগণ।

অনুবাদ। শ্রীভবান বলিলেন, হে কুন্তিপুত্র (অর্জ্জুন), এই শরীর "ক্ষেত্র" এই নামে অভিহিত হয়। যিনি এ শরীরকে জানেন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপ তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানিগণ বলেন। "যিনি এ শরীরকে জানেন" ইহার তাৎপর্য্য মন বুদ্ধি ইচ্ছা দ্বেষ ইত্যাদি সম্বলিত ইহার আপদমস্তক সকল স্থানের ও তাহাদের উদ্দেশ্যের, যাঁহার অনুভূতি হইয়াছে, অথবা যিনি ইহাকে লইয়া "আমি অথবা আমার" করেন। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্পষ্টতঃই জীবাত্মা। (শ্বেত ৬।১৬, মৈ ২।৫, বিষ্ণুস্মৃতি ৯৬, ৯৭—৯৮) শরীরকে নানা অর্থে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে, যথা ইহা ভোগায়তন বা ভোগের স্থান, অর্থাৎ ক্ষত্র বা ক্ষত অর্থাৎ অনর্থ হইতে ইহা পুরুষকে ত্রাণ করে, রাগদ্বেষাদি ক্ষয় করে (রামদয়াল); দীপশিখার মত স্বয়ংক্ষীণ হয় বলিয়া অবিদ্যার দ্বারা আত্মাকে ক্ষীণ বা স্বরূপ হইতে বিচ্যুত করে, এবং বিদ্যা দ্বারা

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাকে ত্রাণ করে ; ক্ষয়শীল ; সংসার বীজের অর্থাৎ সুখদুঃখ মায়াদির অঙ্কুরোদ্গম স্থান ; কর্ম্মবীজ ইহাতে বপন করা হয়, বীজানুযায়ী সুখ দুঃখ অথবা মোক্ষাদির ফল উভয়ই লাভ করা যায় ইত্যাদি। অনেকে আরও কয়েক রকমের অর্থ দিয়াছেন)। "আবাদ করলে ফলত সোনা"—রামপ্রসাদ।

সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ বিশিষ্ট অপরা প্রকৃতি দেহাদিরূপে পরিণত হইয়া, জীবচৈতন্যের কর্ম্মভোগের ক্ষেত্র হয়, এবং অপরা প্রকৃতি বা জীবাত্মার দ্বারা বিধৃত থাকে। ক্ষেত্র = অপরা প্রকৃতি = Object = "দৃষ্ট" = যাহা ভোগ করা যায় = এ অধ্যায়ের প্রকৃতি, শরীর। ক্ষেত্রজ্ঞ = পরা প্রকৃতি = Subject = "দ্রষ্টা" = যিনি ভোগ করেন = এ অধ্যায়ের পুরুষ ; জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ; কিন্তু মুক্ত অবস্থায় তাঁহার দেহাভিমান থাকে না। (সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ = পরমেশ্বর।)

জ্ঞাতাচেতন আত্মা সপ্তম অধ্যায়ে (৭।৫) পরা প্রকৃতি ; অষ্টম অধ্যায়ে (৮।৩) অধ্যাত্ম, এ অধ্যায়ে পুরুষ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে অক্ষর পুরুষ। আত্মাকে কখন স্ত্রীবাচক কখন পুরুষ বাচক, কখন নপুংসক বাচক নামে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা অলিঙ্গ চেতন নির্ব্বিকার। দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ এখানে বিবৃত হইল।

আত্মানাত্মবিবেকে যাহা হয়, প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞানলাভেও তাহাই হয়। পুরুষ তদাত্মকত্ব ভাব হইতে মুক্তি পায় ; দেহ ও আত্মার বিচারই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার এবং ইহাই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক বিচার।

ব্যোমব্রহ্ম। শরীরের তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। শরীর ও আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও।

কৃষ্ণানন্দ। ক্ষেত্র = অবিদ্যার দ্বারা যাহা আত্মাকে নাশ করে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শম দমাদি দ্বারা রক্ষা করে, ইত্যাদি। ক্ষেত্রজ্ঞ=যিনি অহং অভিমান করেন, যিনি সুখদুঃখাদি ভোগ করেন।...ভগবান সকল জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ, ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন। ক্ষেত্র, মায়া রচিত; ক্ষেত্রজ্ঞ, মায়ার অতীত। এই জ্ঞান অবিদ্যার অন্তকারী। "চ" দ্বারা ভগবানকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয় জানিবে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং (নৃসিংহতাপনী), যতো বা ইমানি ভূতানি ইত্যাদি।

মধুসূদন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদজ্ঞান তাহাই তত্ত্বজ্ঞান। ...ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যে জীব তাহা যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক অর্থ—একই জীব প্রত্যেক ক্ষেত্রে বহুধা প্রতীয়মান হইতেছে, এবং তাহা নির্ব্বিকার। বেত্তি="আমি ইহা এবং ইহা আমার" এইভাবে ক্ষেত্রকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করেন। ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফলভোগের ন্যায়, পাপপুণ্য ভোগ করেন।

রামদয়াল। ব্যাপ্য জীবের স্বরূপই ব্যাপক পরমাত্মা। ত্বম্ ও তৎ-এরএই অভেদ-জ্ঞান নির্ণয়ার্থে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অরবিন্দ। এই স্থূল দেহটিই ক্ষেত্র নহে, পরন্তু এই দেহ যাহা কিছুর আধার, প্রকৃতির ক্রিয়া মন, আমাদের সত্ত্বার বাহিক ও আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক কর্ম্ম এই সবও ক্ষেত্র। ঐ একই ক্ষেত্রজ্ঞের ইহা অপেক্ষা এক বৃহত্তর সর্ব্বগত বিশ্ব শরীর আছে। কারণ প্রত্যেক দেহধারী জীবেই রহিয়াছেন এই একই ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রত্যেক সত্ত্বায় তিনি প্রধানতঃ ও মূলতঃ এইটিকেই ব্যবহার করেন (তাঁহার প্রকৃতির শক্তির একটিমাত্র বাহ্যফলস্বরূপ এইটিকে তিনি তাহার বাসের জন্য গড়িয়া তুলিয়াছেন, ঈশাবাস্যম্ সর্ব্বম্ যৎকিঞ্চ।...

Radhakrishnan : The immutable consciousness is spoken of as cogniser, only figuratively (উপচারাৎ)। Man

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is a twofold contradictory being, free and enslaved. He is God-like and has in him the signs of his fall.

শ্রীধর। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারই উপদেশ দিতে প্রকৃতি পুরুষের বিচার আরম্ভ হইল। (১৩।০) দেখ।

রামানুজ। এই শরীর, ভোক্তা আত্মার ভোগ্য। যে ইহার প্রত্যেক অবয়বকে জানে, সে জ্ঞাতা বলিয়া ইহা হইতে ভিন্ন।

শঙ্কর। সংসারের হেতুভূতা ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা বিভক্তা যে প্রকৃতি তাহাই সপ্তম অধ্যায়ের "অপরা", এবং অন্যটী "পরা প্রকৃতি", যিনি জীবরূপা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণান্বিতা ঈশ্বররূপা।...এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়ের তত্ত্বনিরূপণ দ্বারা সেই প্রকৃতিদ্বয়সম্পন্ন ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্ধারণার্থ, এই ক্ষেত্রাধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ। কর্ম্মায়ত এই দেহ যেমন কর্ম্মদ্বারা জীবকে সুখে দুঃখে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অপবর্গ প্রদান করে। ভাল চাষীর চাই (১) ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ (২) উত্তম বীজ (৩) শস্যোৎপত্তির বিঘ্ন (কীট পতঙ্গাদির ও পশুপক্ষীর আক্রমণ) দূর করা (৪) দৈবানুকম্পা।...আধ্যাত্মিক চাষে, আমাদের শরীর ক্ষেত্র, কর্ষণ যন্ত্র প্রাণ ক্রিয়া বা শ্বাস প্রশ্বাস, শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ হল চালনা করিবে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পশুরা। এইরূপ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিয়া জনক রাজা সীতা নাম্নী যজ্ঞদেবতা ও সাধনধন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।...এই ক্রিয়া করে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বা ক্রিয়াবান সাধক। বদ্ধ জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ, সে দেহ তাহার, তাহা জানে, সাজায় গোজায়। কিন্তু দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যিনি নিজেকে দেহ পাশ হইতে মুক্ত করিতে প্রযত্ন করেন, দেহাতীত (বিদেহ) অবস্থা লাভ করেন। যিনি এই দুই ভাবকেই (দেহবদ্ধ ও বিদেহ) অবগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন, তিনিই "ক্ষেত্রজ্ঞ"...কাহারও কাহারও পূর্ব্বজন্মের সাধনা থাকে ; তাহাকেও বৈরাগ্যবান থাকিতে হয়, যশোলিপ্সা পরিহার করিতে হয়, নতুবা সব মাটি হয়।

২। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম। ২

পদচ্ছেদ। ক্ষেত্রজ্ঞম্ চ অপি মাম্ বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জ্ঞানম্ যৎ তৎ জ্ঞানম্ মতম্ মম।

অন্বয়। চ ভারত, সর্ব্বক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রজ্ঞম্ অপি মাম্ বিদ্ধি, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানম্ তৎ জ্ঞানম্ মম মতম্।

এই শ্লোকটির প্রথম চরণ একটি প্রহেলিকা, কারণ একাধিক অর্থ ইহা হইতে বাহির হয়, এবং সেই জন্য অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী যাহার যে অর্থ মনে লাগিয়াছে, তিনি সেই অর্থকেই অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অর্থ ভাবে, ইহার একটি অর্থ এইরূপ হয় : পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছি, ক্ষেত্রজ্ঞ সেই, যে ক্ষেত্রকে জানে। ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া আমাকেই জান, কারণ আমিই সকল ক্ষেত্রকে জানি। আছে অসংখ্য ক্ষেত্র, কিন্তু এই অসংখ্য ক্ষেত্রের অসংখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ, বা অসংখ্য অধিস্বামী বলিরা কোন ব্যাপার নাই। আছি আমি, আমা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রজ্ঞ নাই ; যাহাকে তোমরা জীবাত্মা বল, সে থাকেও যদি, সে ক্ষেত্রজ্ঞ নয়, সে কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া দিন কাটায় ও দেহ হইতে দেহান্তরে যাওয়া আসা করে।

দ্বিতীয় অর্থ, ক্ষেত্রজ্ঞ আমিই। পরমাত্মা ও জীবাত্মা আমিই। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভিন্নতা বা স্বতন্ত্রতা নাই, মাত্র দুই বিভাব। জীবাত্মা ভাবে আমি নিজেকে দেহের চতুঃসীমার ভিতর রাখি, অদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হই, আর পরমাত্মা ভাবে সে দেহ এবং বাহিরে আরও যে অনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ রহিয়াছে, সব দেহে নিজেকে প্রসারিত করিয়া রাখি এবং স্বাধীন নির্লিপ্ত ভাবে থাকি। ক্ষেত্রজ্ঞ আমিই, কিন্তু একসঙ্গে দুইভাবে কাজ করি। স্বতন্ত্র জীবাত্মা বলিতে কিছু নাই।

তৃতীয় অর্থ, নিদানে সব কিছু আমি হইলেও, সেই আমি জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে, দুই স্বতন্ত্র আমিত্ব গ্রহণ করি, এবং দেহে স্বতন্ত্রভাবে থাকি, যেন এক অন্য নহে। সেই জীবাত্মা সেও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং আমি পরমাত্মা আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রজ্ঞং চ মাম্ অপি বিদ্ধি। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গৃহীত সেই জীবাত্মা, সে শুধু নিজের দেহকে চেনে ও জানে এবং মাত্র সেই দেহেরই অধিস্বামী সে, আর পরমাত্মা আমি, আমি শুধু সেই দেহকে নয়, অনন্ত দেহকে চিনি ও জানি এবং অনন্ত দেহের অধিস্বামী আমি। আমাদের ব্যাপার অনেকটা "রাজ্যপাল" এবং "রাষ্ট্রপতি"র মত। রাজ্য-পাল ও রাষ্ট্রপতি এক ব্যক্তি হয় না, হইতে পারে না; রাজ্যপালের অন্য রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ নাই, রাষ্ট্রপতি সকল রাজ্যের সহিত সম্বন্ধিত। তবে, দুই যেমন মানুষ, এখানেও সেইরূপ। আমিতো পরমেশ্বর বটেই, জীবাত্মাও পরমেশ্বর কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান।

চতুর্থ অর্থ তৃতীয়ের মত, তবে আমি পরমাত্মা পরমেশ্বর। জীবাত্মা পরমেশ্বর নহে। সে আমা হইতে উদ্ভূত, আমার অংশ। এইমাত্র বলা যায়।

অথবা, এ অর্থও হয়, সমষ্টি ক্ষেত্রের, জগতের অধিস্বামী আমি, ব্যষ্টি ক্ষেত্রের দেহের স্বামী জীবাত্মা। দুই সম্বন্ধহীন পৃথক।

এখন, এক একটি অর্থ লওয়া যাউক। জীবাত্মা নাই, বা জীবাত্মা দেহ অধিকার করিয়া নাই ইহা কোন শাস্ত্রেই বলে না, এবং অভিজ্ঞতার দ্বারাও সিদ্ধ নহে। বরং, দেহে পরমাত্মাকে আমরা সাধারণতঃ দখিতে পাই না; দেহ, জীবাত্মারই ক্ষেত্র বা ভোগ্যস্থান, দেখা যায়। ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহে প্রবেশ করে, ইহাকে অধিকার করিতে (১৫।৭-১১); দেহকে ধরিয়া রাখে (৭।৫) এবং দেহ যখন বাস করার যোগ্য থাকে না তখন ইহা ছাড়িয়া চলিয়া যায় (২।২২)।

দ্বিতীয় অর্থে, প্রথমেই আসে বিরোধ ধর্ম্মী বাক্যাবলী। সেই এক বস্তু নিজেকে দেহের চতুঃসীমার ভিতর বদ্ধ রাখে, আবার দেহ ছাড়াইয়া বাহিরে অনন্ত দিকে অনন্ত দেহে নিজেকে প্রসারিত রাখে, নিজেকে মোহাবিষ্ট তদাত্মকত্ব প্রাপ্তভাবে রাখে আবার নিস্মেহি নির্লিপ্ত ; সেই এক বস্তু খণ্ড খণ্ড চেতন এবং পূর্ণ চেতন দুইই—ইহা যেন বুদ্ধিতে খাপ খায় না। তবে ঐশ্বরিক লীলায় সবই সম্ভব। ভগবান যেখানে যেখানে বিরোধ-ধর্ম্মীবস্তুর একত্বে থাকা দেখাইয়াছেন, বা যাহা আশা করা যায় না, এরকম কিছু ঘটাইয়াছেন (যথা বিশ্বরূপ প্রদর্শন) সেখানে সেখানে পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্' বলিয়াছেন। কাজেই এখানে আমাদের বলিবার বা আলোচনা করিবার কিছু নাই। মাত্র এইটুকু বলিতে পারা যায় জীবাত্মা নিদানে পরমেশ্বর হইলেও (আর কোন্ জিনিষ নিদানে তাহা নহে ?), তবুও উহার গুনাবলা এরূপ যে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত, এবং যেন স্বতন্ত্র কিছু, এরূপ ভাবে ধরিলে, বোধের সুবিধা হয়: তৃতীয় অর্থে ইহাই আমরা বলিয়াছি।

তৃতীয় অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত ধরা হইয়াছে। আর পরমাত্মা তো পরমেশ্বর বটেনই. জীবাত্মাও পরমেশ্বর। তবে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। আর জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমাত্মাও ক্ষেত্রজ্ঞ। কারণ পরমাত্মাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিতে হইবে, বলা হইয়াছে, (ক্ষেত্রজ্ঞম্, মাম্ অপি বিদ্ধি)। তবে জীবাত্মা মাত্র নিজের দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ, পরমাত্মা সকল দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু জীবাত্মা কি পরমাত্মার মত পরমেশ্বর ? কেহ বলিবেন; ভগবান নিজেই বলিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহমাত্মা গুড়াকেশ। কিন্তু 'অহমাত্মা' বলা হইয়াছে বিভূতির দৃষ্টিতে যেখানে আত্মা কেন, বহু বস্তুকে ভগবান "আমি উহা", "আমি উহা" বলিয়াছেন! আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি, ঐ বাক্যগুলি হইতে জীবাত্মা যে ভগবান, তাহা সিদ্ধ হয় না। জীবাত্মা অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান; পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান; সর্ব্বব্যাপক। কেহ বলিবেন তৎ তম্ অসি, উপাধি মুক্ত ত্বমই তৎ। ইহা তো স্বীকার্য্য। মহাবাক্য সমূহ মহাবাক্য। এই অল্পজ্ঞতা ইত্যাদি উপাধির জন্য। কিন্তু উপাধিমুক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে কি? খণ্ডচৈতন্য আবরণমুক্ত হইবামাত্র মহাচৈতন্যে মিশিয়া যায়। কেহ বলিবেন পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুইই চৈতন্য, অতএব অভিন্ন, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ; হইলই বা জীবাত্মা অল্পজ্ঞ, এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু দুইই তো "জ্ঞ"; ব্রহ্ম এবং জীব বা জীবাত্মা এক। কিন্তু পরিমাপ বলিয়াও তো কোন জিনিষ হয়? সিন্ধু হইতে যে কাজ পাওয়া যায়, এক-বিন্দু জল হইতেও কি সে কাজ পাওয়া যায়? দুই নয়া পয়সায় যে ধাতু আছে, দশ নয়া পয়সাতেও সেই ধাতু আছে; কিন্তু কেহ কি দুই নয়া পয়সার পরিবর্ত্তে দশ নয়া পয়সা দিবেন? ন্যায়ের ফাঁকী লাগাইয়া অনেকে জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ, সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন; সেই ন্যায়ের ফাঁকীর নাম জহদজহল্লক্ষণ বা ভাগত্যাগলক্ষণা"; উহাতে বলা হয় যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একজন অল্পজ্ঞ এবং অন্য জন সর্ব্বজ্ঞ, ঠিক; কিন্তু "অল্পজ্ঞ" হইতে "অল্প" শব্দ যদি ত্যাগ করা হয়, এবং সেইমত "সর্ব্বজ্ঞ" হইতে "সর্ব্ব" শব্দ যদি ত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে, দুইয়েতেই যখন "জ্ঞ" থাকে, তখন দুইই এক। এসব যুক্তি হয় তো খুবই মূল্যবান, তবে আমরা মূর্খ, এসব তেমন বুঝি না, যাঁহারা বোঝেন, তাঁহারা বুঝুন।

চতুর্থ অর্থে বলা হইয়াছেঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা মোটেই এক নহে, জীবাত্মা পরমেশ্বর নহে; হয় পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত বা তাহাও নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবাত্মা দেহ বা ব্যষ্টি ক্ষেত্রের, এবং পরমাত্মা, জগৎ বা সমষ্টি ক্ষেত্রের অধিস্বামী ; এ অর্থ ভাল ; ২৬ শ্লোক পরিষ্কার হয় ; এ দুই ক্ষেত্র এক নহে ইহাও বলা হয়।

উপনিষদে যেখানে যেখানে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন এই ভাব পাওয়া যায়, সেখানে একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মুক্ত জীবাত্মা বিষয়ক কথা বলা হইয়াছে, উপাধি আবৃত, তদাত্মাকত্ব প্রাপ্ত জীবাত্মার কথা নহে। বরং কয়েক স্থলে স্পষ্টতঃই উহা ব্রহ্ম নহে এই ভাবই পাওয়া যায়, যথা মুণ্ডক উপনিষদের ৩।১।২ শ্লোক ও ২।১।১ শ্লোক, গীতাতেও আমাদের মনে হয়, জীবাত্মা ও ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম এক ইহা পরিষ্কার ভাবে কোথাও বলে নাই। "অহমাত্মা" (১০।২০) এ বিষয়ে কোন উক্তিই নহে।

ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ; আমরা পাই, জীবাত্মা "মমৈবাংশ" (১৫।৭) ; আমরা পাই পুরুষোত্তম, ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম (অভিন্ন বলেন নাই) (১৫।১৬, ১৮) ; আমরা পাই জীবাত্মা চলা ফেরা করে, পরমাত্মার মত সর্ব্বব্যাপী নহে (১৫।৭—১১ ; ৯।২০ ও ২।২২) ; আমরা পাই, অপরা প্রকৃতির মত, জীবাত্মা বা পরা প্রকৃতি ভগবানের প্রকৃতি, ভগবান নহে। ভগবান যদি হইত; আমার প্রকৃতি বলিতেন না, আমি দুই প্রকৃতি হইয়াছি বলিতেন। ভগবান যদি চাহিতেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক বলিতে, তাহা হইলে কি তিনি বলিতেন না ? বিভিন্ন মতবাদীদের অনেকেই "জীব ব্রহ্মই" ইহা বলেন না। তাহা ছাড়া বিম্ব প্রতিবিম্ববাদ, চিদাভাসবাদ; ইহারা তো পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি, ইহাই দেখায়। কেহ হয়তো প্রশ্ন করিবেন যে প্রতিবিম্ব কি কখন সচেতন হয় ? কিন্তু ইহা ঠিক প্রতিবিম্ব নহে ; যে জিনিষটার উপর চিদালোক পড়ে, তাহার চিৎবৎ হইয়া যাওয়া ; ইহাই চিদাভাস, ইহাই জীবাত্মা। সেলিনিয়ম (Selenium) ধরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর আলোক পড়িলে, যেমন সেই ধাতুতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা অনেকটা সেই রকমের।

ভগবানের যদি ভেদ ভাবকে ত্যাজ্য বলিবার অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত পরমেশ্বরের কথা ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষর অক্ষর ও সপ্তম অধ্যায়ে তিনি ও তাঁহার পরাপ্রকৃতির কথা বলিতেন না; জীব ও ব্রহ্ম অভেদ ইহাই সর্ব্ব স্থানে স্পষ্টভাবে বলিতেন। পুরুষের পরে পরমেশ্বরের কথা আনা প্রমাণিত করিতেছে যে ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) ও বড় ক্ষেত্রজ্ঞ (পরমাত্মা) এক নহে, ভগবান ইহাই বলিয়াছেন। Modi বলেন, মহাভারতে (১২।৩০৮) জীব ব্রহ্ম এক নয় বলিয়াছে। ব্রহ্মসূত্র (২।৩।২৮, ৩।৩০-৩১) দ্রষ্টব্য।

গীতা যখন নিজে কোথাও জীবাত্মা পরমাত্মা এক ও অভিন্ন, ইহা স্পষ্ট ভাবে বলে না, তখন আমাদের মূর্খের বুদ্ধিতে আমরা উচিত বিবেচনা করি, এই দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতে 'আর সকল ক্ষেত্রেতে, আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ প্রতিক্ষেত্রের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ আছে, তাহা ছাড়া, আমিও আছি আমি থাকি সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে। প্রতিক্ষেত্রের নিজস্ব ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) মাত্র সেই নিজের ক্ষেত্রটিকে জানে, মাত্র সেই নিজের ক্ষেত্রের সহিত সম্পর্কিত, কিন্তু আমি থাকি, শুধু সেই ক্ষেত্রের নহে, সকল ক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধিত ভাবে।" সাংখ্যমতে, জীবাত্মা বহু, তাহারা পিণ্ডীকৃত এক নহে। জীবাত্মা বহু, ইহা বলিবার জন্যই, আমাদের মনে হয়, ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবৃতি আনিয়াছেন, এবং প্রতি ক্ষেত্রকে তাহার ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) দিয়াছেন। ইহা না করিয়া ভগবানই প্রতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, ভগবান ইহা বলিলেই তো পারিতেন; তাহা যখন তিনি করেন নাই, স্পষ্টভাবে তিনি বহু জীবাত্মা রাখিয়াছেন ও নিজেকে over lord রাখিয়াছেন, তাহাই আমাদের মানিয়া লওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত হয় না কি? আমরা বহু স্থলে বলিয়াছি যে প্রাচীন উপনিষদে, আত্মা শব্দের দ্বারা পরমাত্মা বিবক্ষিত হইয়াছে; আত্মা=ব্রহ্ম; তাহার অর্থ পরমাত্মা=ব্রহ্ম।

অনুবাদ। আর আমাকে সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান, ইহাই "জ্ঞান" বলিয়া আমার অভিমত। (বুঝিতে ইহা জটিল বলিয়া, মাত্র সেই জন্যই ইহা উচ্চজ্ঞান, তাহা নহে; জগৎ জীব ও ব্রহ্ম; দেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম; অপরাপ্রকৃতি পরাপ্রকৃতি ও ভগবান; ক্ষেত্র (দেহ), ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্ম) বড় ক্ষেত্রজ্ঞ (পরমাত্মা)—ইহারাই তো সব, ইহাদের জানাই তো জ্ঞান। সব কিছু এই ত্রয়ী। এই ত্রয়ীর বিষয়, পূর্ব্বে যাহা বলা হয় নাই, ভগবা এই ষট্‌কে তাহা বলিবেন। এই জন্যই ষট্‌কের নাম জ্ঞান ষট্‌ক। বিষ্ণু স্মৃতি ১১, ৯৭, ৯৮, শ্বে উ ৬।১৫; মৈ ২২।২৫)

সাংখ্য দর্শণ ঈশ্বর আনে নাই, তবে জীবাত্মা যে বহু, ইহা দৃঢ় ভাবে বলিয়াছে। সহজ জ্ঞানেও আমরা তাহা কি বুঝি না? তোমার পায়ে কাঁটা ফুটিলে আমার লাগিবে কি? আমার প্রাণ ত্যাগ হইলে (অর্থাৎ আমার জীবাত্মা চলিয়া গেলে) তোমার প্রাণ ত্যাগ হইবে কি?

মুণ্ডকোপনিষদে জীবাত্মা পরমাত্মা, ও জীব দেহ পরিষ্কার ভাবে বিবৃত রহিয়াছে, "দ্বা সুপর্ণা" (৩।১।১) শ্লোকে; বৃক্ষ=জীব দেহ। বড় ক্ষেত্রজ্ঞ, ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র; পরমেশ্বর, পুরুষ ও প্রকৃতি—এই সব paralell.

শঙ্কর। "যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, ক্ষেত্রজ্ঞ তৎ লক্ষণাক্রান্ত হইলেও অসংসারী পরমেশ্বর আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান", এরূপ বলিবার অভি-প্রায় এই যে, এক ক্ষেত্রজ্ঞ সমুদয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্ররূপ উপাধিতে বিভক্ত হইয়া আছেন। সমুদায় উপাধি-ভেদ চলিয়া গেলে তাঁহাকে সৎ ও অসৎ আদি প্রত্যয়ের অগোচর বলিয়া জান। যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি মুক্ত ঈশ্বর, তিনিই আবার বদ্ধজীব, ইহা কি সম্ভব--শঙ্কর তাহার আলোচনা করিয়াছেন।......পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা, এবং সেই সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবে পরমাত্মাকেও বুঝিতে হইবে, কারণ তাহারা এক। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তাহারা এক নয়, কারণ পরমাত্মায় সংসারিত্ব নাই, কিন্তু জীবাত্মায় তাহা দেখি, ক্ষেত্ররূপে অবস্থিত, পরমাত্মারূপী জীবাত্মায় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অর্থাৎ সংসারিত্ব যাহা দেখি, তাহা অবিদ্যাজনিত দেখা, অর্থাৎ প্রতীতি মাত্র। আচার্য্য শঙ্কর ইহা যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই :—

পূর্ব্বপক্ষ :—যদি সকল শরীরে একমাত্র পরমাত্মা বা ঈশ্বরেরই থাকা হইয়া থাকে, শরীরের কর্ত্তা হইয়া থাকার অর্থ ভোক্তা হইয়া থাকা বোঝায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে ভোক্তা বলিতে হইবে, নতুবা সংসারের অভাব মানিতে হইবে। ইহা মানিলে, বন্ধ মোক্ষ ও তাহাদের কারণ প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণাদি অনর্থক হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, ইহা মানা প্রত্যক্ষ বিরোধী কাজ। পুণ্য পাপ হেতু সংসার, তাহা অনুমানেও সিদ্ধ।

উত্তর পক্ষ :--না ; জ্ঞান ও অজ্ঞানের জন্য এই সব হয়। (ইহার পর আচার্য্য শ্রুতি ও মহাভারতাদি দ্বারা দেখাইলেন যে সংসারে দুটি পথ আছে, একটি শ্রেয়ের বা মোক্ষের পথ, ও অন্যটি প্রেয়ের বা ইষ্ট ভোগ প্রাপ্তির পথ ; এবং প্রথমটি বিদ্যার, দ্বিতীয়টি অবিদ্যার ফল। এই সঙ্গে শ্রুতির দশাধিক মন্ত্রের, স্মৃতির একাধিক বচনের (যথা অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তিজন্তবঃ) এবং মহাভারতাদির একাধিক শ্লোকে বিদ্যা ও অবিদ্যার আলোচনা করিয়া সিদ্ধ করিলেন যে বিদ্যার দ্বারা কার্য্য সহিত অবিদ্যার নাশ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা উচিত, এবং দেহাদি হইতে অতিরিক্ত যে আত্মা, তাহার যে সাক্ষাৎ করিয়াছে এরূপ পুরুষের রাগদ্বেষাদি দোষ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক প্রবৃত্তি শান্ত হওয়ায় সে মুক্ত হয়। ইহা হইতে সিদ্ধ করিলেন যে যেমন দেহাদিতে মানুষের অবিদ্যাকৃত আত্মবুদ্ধি হইয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বরেও অবিদ্যার জন্য সংসারিত্ব দেখায়। স্তম্ভে মনুষ্য বুদ্ধি হয়, কিন্তু সেইরূপ বুদ্ধি প্রয়োগে স্তম্ভে মনুষ্য ধর্ম্ম বা মনুষ্যে স্তম্ভ ধর্ম্ম আসে না। সেইরূপ সুখ দুঃখাদি দেহের ধর্ম্ম; চেতনে আসিতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষ। এ দৃষ্টান্ত কয়েক কারণে ঠিক নয়, সেই কারণে ইহা ঠিক রহিল যে দেহের জ্ঞেয়রূপে (সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম) জ্ঞাতা আত্মাতেই হয়।

উত্তর পক্ষ। না, আত্মাকে তাহা হইলে জড় মানিতে হইবে। জরা মরণাদি যখন আত্মার ধর্ম্ম নহে, তখন ইহারাও নহে। ভগবান ঈশ্বররূপী ক্ষেত্রজ্ঞে সংসারিত্বের গন্ধমাত্রও নাই, ইহা অবিদ্যাদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হইতেছে। যদি বল অবিদ্যাযুক্ত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞই সংসারিত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলে তাহাও নহে, কারণ অবিদ্যা তামসপ্রত্যয়; তামস প্রত্যয় অগ্রহণ বা বিপরীত গ্রহণ (বিপর্য্যয়) বা সংশয় উৎপাদক যাহা কিছু হউক না কেন, আবরণ রূপ হওয়ায় উহা অবিদ্যাই। বিবেকরূপ আলোকে উহা দূর হইয়া যায়, আবরণরূপ তমোময় তিমিরাদি দোষ থাকাতেই অগ্রহণ আদি তিন প্রকারের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়।

পূর্ব্বপক্ষ। যদি তাহাই ঠিক হয় তাহা হইলে তো অবিদ্যা জ্ঞাতারই ধর্ম্ম হয়।

উত্তর পক্ষ। না, দোষযুক্ত নেত্রে বিপরীত গ্রহণাদি যে সকল দোষ দেখা যায়, তাহা দেহের, আত্মার নহে। তাহা ছাড়া, চিকিৎসায় তাহারা চলিয়া যায়, তাহা ছাড়া, উহা জ্ঞেয় বিষয়, অর্থাৎ উহাদের জ্ঞাতা কেহ আছে, তাহা ছাড়া আত্মার কৈবল্য অবস্থায় উহা যে থাকে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা সর্ব্ব স্বীকৃত। উষ্ণতা অগ্নির ধর্ম্ম, উষ্ণতা বিহীন যেমন অগ্নি থাকিতে পারে না, সুখ দুঃখাদি যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে আত্মা সুখ দুঃখাদি বিহীন কৈবল্য অবস্থায় হইতে পারিত না। ইহা ছাড়া আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিকার আত্মার কাহারও সহিত সংযোগ বিয়োগ হওয়া সম্ভব নহে। এই সব হইতে ক্ষেত্রজ্ঞের নিত্য ঈশ্বরতা সিদ্ধ হইবে।

পূর্ব্বপক্ষ। ইহা মানিলে সংসার ও সংসারিত্বের অভাব হইয়া যাওয়ায় শাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়ে।

উত্তরপক্ষ। না; সকল আত্মবাদী মুক্ত আত্মায় সংসার ও সংসারী ব্যবহারের অভাব স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া দ্বৈতবাদীদের যেরূপ মত যে বদ্ধাবস্থায় শাস্ত্রের সার্থকতা, মুক্তাবস্থায় নহে, আমাদেরও সেইরূপ মত যে জীব ঈশ্বর অভিন্ন ইহা জ্ঞান হইবার পর শাস্ত্র যদি অনর্থক দৃষ্ট হয় হউক, অবিদ্যায় তাহার সার্থকতা থাকিলেই হইল। দ্বৈত-বাদীদের মতে আত্মার বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা দুই অবস্থাই হয়। অদ্বৈত-বাদী আমরা বলি এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, দ্বৈত ভাব অবিদ্যাজন্য ও মিথ্যা। আত্মার অবস্থাভেদ হওয়া হয় না।

ফল ও হেতুতে আত্মা যে পৃথক ইহা যে বুঝিয়াছে এরূপ জ্ঞানীর নিকট বিধি নিষেধ বিষয়ক শাস্ত্রে প্রয়োজন হয় না। (ফল=জাতি আয়ু ও ভোগ; আর শুভাশুভ কর্ম্ম তাহার হেতু অর্থাৎ কারণ।)

পূর্ব্বপক্ষ। তাহা হইলে "স্বর্গ কামনার জন্য যজ্ঞ কর" "মাংস ভক্ষণ করিও না" ইত্যাদি বিধি নিষেধে দেহত্মবাদীর প্রবৃত্তি হয় না, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানীরও যদি এইগুলি মানিবার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্রের থাকা না থাকা সমান।

উত্তর পক্ষ। যাহার ফল কামনায় তৃষ্ণা আছে, সে শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তি মার্গে যাওয়াই মানুষের স্বাভাবিক। অবিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানকে আবৃত রাখে, অপকার উপকার কিছুই করিতে পারে না। তাই বলা হয়, "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং।

পূর্ব্বপক্ষ--কিন্তু অনেক পণ্ডিতের প্রতীতি হয় যে "আমি ইহা," "ইহা আমার" ইত্যাদি।

উত্তরপক্ষ--তাহাদের পাণ্ডিত্য, ক্ষেত্রে আত্মাকে দেখা পর্য্যন্ত; ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্ব্বিকারী বুঝিলে, উপরিউক্ত প্রতীতি থাকিতে পারে না।...যে ভাবে, জীব ক্ষেত্রজ্ঞ কিন্তু ব্রহ্ম নহে, সে পণ্ডিতাধম।

পূর্ব্বপক্ষ। ক্ষেত্রজ্ঞের অবিদ্যারূপ দোষ যুক্ত হওয়াই তো সংসারিত্ব।

উত্তরপক্ষ। তুমি ভুল বুঝিতেছ, জ্ঞেয় যাহা তাহা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম হয় না।

রামদয়াল। শঙ্করের মত।

মধুসূদন। সর্ব্বক্ষেত্রেষু=সকল ক্ষেত্র মধ্যে, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি=যে এক স্ব-প্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ নিত্য বিভু ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, যিনি সকল ক্ষেত্র ব্যাপিয়া; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি সংসার ধর্ম্ম, অবিদ্যা বশে আরোপিত, কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক বা বাস্তব নহে। দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিপরীত ভাব সম্পন্ন অর্থাৎ বিপরীতধর্ম্মী স্বতঃপ্রকাশ ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিয়া, তাঁহার যে পারমার্থিক স্বরূপ আছে, যাহাতে পরমার্থের সহিত তাঁহার ঐকসিদ্ধ হয়, তাহাই বলিতেছেন। তাঁহার সেই অবিদ্যাকল্পিত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে তুমি মাং বিদ্ধি=আমাকেই বুঝিবে, অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ অসংসারী অদ্বিতীয় চিদানন্দরূপ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিও, অর্থাৎ সেই যে ঔপাধিক সংসারবিশিষ্ট জীব এবং শুদ্ধ বিদ্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর -- তাঁহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন। ক্ষেত্র মায়া প্রভাবে কল্পিত; এবং তাহা মিথ্যা। আর ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছেন পরমার্থ সত্য এবং মায়া; ভ্রমের অধিষ্ঠান-স্বরূপ। শঙ্করাচার্য্য বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলক। ক্ষেত্রজ্ঞ আমি পরমেশ্বর হইতেছি, অথবা যাহা পিণ্ডে ত.হ. ব্রহ্মাণ্ডে। অপি শব্দের অর্থ এই—কেবল ক্ষেত্রজ্ঞ নহে, প্রত্যুত ক্ষেত্রও আমি ; কারণ পঞ্চভূত ইত্যাদি প্রকৃতি হইতে এবং প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই। (৭।৪ ; ৮।৪ ; ৯।৪)। অপি অর্থে ক্ষেত্রও আমি।

গিরীন্দ্র। একই পরমাত্মা দেহধারী বহু আত্মারূপে প্রকাশিত হন। আত্মাই যে পরমাত্মা তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

জ্ঞানেশ্বরী। সব ক্ষেত্র আমি রক্ষা করি বলিয়া, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ।

রামানুজ। আচার্য্য রামানুজ স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন যে চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, ঈশ্বরের শরীর। তাঁহার আলোচনা সংক্ষেপে এইরূপ। "দেব মনুষ্যাদি সম্প্রদায় ক্ষেত্রে বেদিতৃত্যের জন্য একাকার সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আমায় জানিও। তাহারও আমি আত্মা।" ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি'র অপি শব্দ অবধার। অর্থে, অর্থাৎ ক্ষেত্রও তুমি আমাকে জানিবে। যেরূপ ভাবে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষণ, সেইরূপ ভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দুইই আমার (ভগবানের) বিশেষণ, স্বভাবের একত্বার কারণ আমা হতে অপৃথক প্রতীত হয়। সেইজন্য, বর্ণনা, সমানাধিকারণতার জন্য, আমার সহিত করা উচিত। বস্তুতঃ ক্ষেত্র হইতে, এবং ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত বদ্ধ ও মোক্ষ অবস্থাতে স্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে, ভগবানের ভিন্নতা এই প্রকারে বলা হইতে পারে, যথা ১৫।১৬।১৮। পৃথিবী আদির সংঘাতরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দুইই ভগবানের শরীর, ভগবান ইহাদের আত্মা। শ্রুতিতেও আছে "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, ইত্যাদি (বৃহ ৩।৭।১, ২, ৩,) অন্তর্য্যামীরূপে সকল ক্ষেত্রে অর্ন্তআত্মারূপে ভগবানের স্থিতি দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (১০।২০ ; ১০।৩৯ ; ১০।৪২ ; ১০।২২—শেষ অধ্যায়ের গোড়া, শেষ, ও মধ্যে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক, ও 'এ দুইয়েরই আমি আত্মা' ইহাই জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কোন টীকাকার এরূপ বলেন যে যখন ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরে একতা প্রতীত হইতেছে, তাহা হইলে ইহা মানিতে হইবে যে যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই অজ্ঞানতায় ক্ষেত্রজ্ঞত্ববৎ প্রাপ্তি ঘটে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞত্বের নিবৃত্তির জন্য একত্বের উপদেশ আপ্ত পুরুষদিগের দ্বারা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে উপদেষ্টা ভগবান বাসুদেবের অজ্ঞান, আত্মার যথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎকারে নিবৃত্ত হইয়াছে কি নহে ? যদি বল নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা হইলে আত্মায় যে অবস্থায় বিপর্যায় জ্ঞান না থাকায়, অর্থাৎ অর্জ্জুনাদি নিজ হইতে ভিন্ন নহে, এই জ্ঞান থাকায়, তাঁহার দ্বারা উপদেশ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে নাই। যদি বল তাঁহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় নাই, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা আত্ম জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। (৪।৩৪ দেখ)। যথার্থ তত্ত্ব এই যে শ্রুতি সকল, জড়, চেতন ও পরব্রহ্মের স্বরূপ বিবেচন, অর্থাৎ ভোগ্য, ভোক্তা ও শাসক বলিয়া, এইরূপ বলিয়াছেন (শ্বেউ ৪।৯।১১ ; ৯।১০)। (ইহার পর, আচার্য্য বহু বহু শ্রুতি স্মৃতিবচন (বিংশাধিক) সমর্থনার্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জগতের যোনিভূত আমার প্রকৃতি নামক মহদ্ব্রহ্ম, যাহা ভূতের সূক্ষ্মভাব–মাত্র জড়বস্তু, তাহাতে চেতন নামক গর্ভ সংযোজিত করি। এইভাবে, আমার সঙ্কল্প জড় চেতনের সংযোগে সব উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রুতিতেও ভূতের সূক্ষ্মভাবকে ব্রহ্ম নামে এইভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে (মু উ ১।১।১)। ভোক্তা ও ভোগ্য, চেতন ও জড়, ভগবানের শরীর, তিনি ইহাদের নিয়মন করেন (আচার্য্য ইহার সমর্থনে অনেক শ্রুতি বাক্য দিয়াছেন)। জড় চেতন, প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বরের শরীর হওয়ায়, তিনি কার্য্যা–বস্থাযুক্ত ও কারণাবস্থাযুক্ত জগৎরূপে স্থিত ; ইহার সমর্থনে 'সদেব সৌম্য' ইত্যাদি (ছাঃ উঃ ৬।২।২) বহু শ্রুতি বাক্য দিয়াছেন। "এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতাতে—পৃথ্বী, জল ও তেজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপাত্মক জগৎ প্রকটিত করিব।" তাহা রচনা করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও তৎ হইয়া গেলেন (ছাঃ উঃ ৬।৩ ২ ; তৈ উ ২।৬।১)। এই জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া, এই বাক্য দ্বারা যে জীবকে ব্রহ্মরূপ বলা হইয়াছে, সেই জীবাত্মা পরব্রহ্মের শরীর। এই কারণে তাহারই শরীর, এই ভাব লইয়া বলা হইয়াছে, তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া, সৎ ও তৎ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হইয়া গেলেন। এই বলা হইয়াছে সে সময় উহা অব্যক্ত ছিল, পরে নামরূপে প্রকটিত করা হইল। (আরও শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া আচার্য্য দেখাইলেন, স্থূল সূক্ষ্ম, জড় চেতনরূপে ব্রহ্মই কার্য্য ও কারণ। জড় ও চেতন দুই প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মই জগতের উপাদান। ভোগ্য, ভোক্তা, নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়ম্যাদি ভেদ তো থাকিবেই।

পরব্রহ্মের কার্য্যে অনুপ্রবেশ হওয়া সত্ত্বেও, তাহার নিজ স্বরূপ হইতে বিপরীত ভাব কখন হয় না, অর্থাৎ অবিকারিতা সিদ্ধ। আবার, নাম রূপ বিভাগে বিভক্ত জড় চেতন বস্তুর আত্মস্বরূপে স্থিতি হওয়ার জন্য তাহার কার্য্যরূপও উৎপাদিত হয়। পরমেশ্বর নির্গুণ অর্থাৎ হেয়রূপের অভাব, ইহাও সিদ্ধ হয় এবং ইহাও সিদ্ধ হয় যে তিনি সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প। পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, এসবও সিদ্ধ হয়। (বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে)।

রামানুজের মত আরও কয়েকজন "মাম্ ক্ষেত্রজ্ঞম্ চ অপি বিদ্ধি" এইরূপ অন্বয় করিয়া 'আমাকে ক্ষেত্রও বলিয়া জানিবে' এইরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন।

বলদেব। ক্ষেত্র জ্ঞান থাকে বলিয়া জীবাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। এক্ষণে পরমাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলা হইবে। অবধারণার্থ অপি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। জীবেরা নিজেদের ভোগ মোক্ষ সাধন ক্ষেত্রের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া প্রজার ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে, আর আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বেশ্বর রূপে সেই সব জীবাত্মার নিয়ামক ও ভর্ত্তারূপে রাজার ন্যায় রহিয়াছি। এইরূপ সর্ব্বেশ্বরও ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর, এই তিনের নিজ নিজ ধর্ম্ম, ভোগ্যত্ব, ভোক্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব, পরস্পরের ভিতর ওতঃপ্রোতঃ হইতেছে না। শ্বেতাশ্বরোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ৬, ৯, ১০, ১২ ও পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। যাহার ভাবার্থ জীব আপনাকে ও প্রেরণকর্ত্তা আত্মাকে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া, তাহা হইতে অমৃত অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। এই তিনটি বিদ্যমান রহিয়াছে, ভোক্তা জীবের ভোগ্যবিষয় প্রদায়িনী প্রকৃতি, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী জীব, এবং জন্মরহিত ঈশ্বর। প্রকৃতি ক্ষর এবং পরমেশ্বর অক্ষর ও অমৃত। সেই একদেব প্রকৃতি এবং জীবকে নিয়মিত করেন। ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িতা ঈশ্বর এইরূপ জানিয়া, এই ত্রিবিধই ব্রহ্ম, সবই আমি। ক্ষর ও অক্ষররূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পুরুষোত্তম যে স্বতন্ত্র, 'দ্বাবিমৌ' শ্লোকে (১৫।১৫) ভগবান প্রকটিত করিবেন। অতএব, প্রকৃতি জীব ও ঈশ্বর ইহারা সংশ্লিষ্ট প্রতীয়মান হইলেও, তাহার বিবিক্তরূপ যে জ্ঞান, তাহাই তাত্ত্বিক। একাত্মবাদিগণ মনে করেন পরব্রহ্ম শরীরী না হইলেও মানবেরা তাঁহাকে শরীরী মনে করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি' ইহাতে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়, আত্মায় ক্ষেত্রজ্ঞের আরোপরূপ ভ্রান্তির নিরাস হইতেছে। মদধীনতায় স্থিতির প্রবৃত্তি হেতু এবং মৎকর্তৃক ব্যাপ্তৃত্ব, হেতু, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে মদাত্মক জানিবে।

বিশ্বনাথ। ইঁহার মতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র। ইনি ১৫।১৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে জীবাত্মা পরমাত্মার স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে বিরোধ উপস্থিত হয়।

শ্রীধর। পূর্ব্বশ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবে সংসারবদ্ধ জীবের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে, এইবার তাহার অসংসারী পারমার্থিক ভাবের আলোচনা হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্রজ্ঞরূপ সংসারাবদ্ধ ভগবান (অর্থাৎ আমি), যিনি সর্ব্বক্ষেত্রে অনুস্যূত রহিয়াছেন। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের লক্ষিত চিদংশ বলিয়া আমারই রূপের উক্তি থাকায়, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ (কর্ত্তা, ভোক্তা ভাবে) সংসারী জীব, বস্তুতঃ সকল ক্ষেত্রে অনুস্যূত আমাকেই জানিবে।

অরবিন্দ :—পরে যে সব সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কেবল এই স্থূল দেহটিই ক্ষেত্র নহে—(প্রথম শ্লোকের অরবিন্দের ব্যাখ্যায় ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে), উদ্ধৃতির পরের অংশ—ঈশাবাস্যম্ সর্ব্বম্ যৎ কিঞ্চ, তাঁহার গতিময় শক্তির প্রত্যেক স্বতন্ত্র সংহত কেন্দ্রকে তাঁহার বিকাশমান ছন্দ সকলের প্রথম ভিত্তি ও ক্ষেত্র করেন। প্রকৃতিতে তিনি জগৎকে সেই ভাবেই জানেন, যে ভাবে উহা এই এক সীমাবদ্ধ দেহের চৈতন্যের উপর ক্রিয়া করে, এবং ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আমাদের এক একটি মন যে ভাবে জগৎকে দেখে; আমাদের পক্ষে জগৎ তাহাই—আর পরিশেষে, এই ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত দেহাশ্রিত চৈতন্যও নিজেকে এমন ভাবে প্রসারিত করিতে পারে যে সে নিজের মধ্যেই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিতে পারে, আত্মনি বিশ্বদর্শনম্। কিন্তু স্থূলতঃ এইটি হইতেছে এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (a microcosm in a microcosm) এবং ঐ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডটিও একটি শরীর ও ক্ষেত্র, তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রজ্ঞ বাস করিতেছেন।

Gandhi-Dasai—Understand me the Knower of the Field in all the Fields.

Krishna Prem -Within you is the Light of all the world.

Radha Krishnan.—The Fall, according to the Christian Doctrine, is the forgetting of the image of God

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

within man, which is freedom, and lapsing into external which is necessity. Man essentially is not a part of nature but is spirit, that interrupts the continuty of nature. (Sankara holds that the Supreme Lord seems to be samsarin, by reason of the Cosmic manifestation).

ভূপেন্দ্র নাথ ঃ—যিনি দেহে অংহময় অভিমান যুক্ত হইয়া দেহের সুখ দুঃখকে আমার বলিয়া অভিমান করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু ঐটুকুমাত্র জানিলেই ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে সব জানা হইল না। সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি তিনিই ভগবান তাহা বুঝিতে হইবে,—জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ভেদ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ভেদ ঔপাধিক, নিত্য সত্য নহে।...প্রাণের বহির্ম্মুখী গতি দ্বারা জীবের আত্মবিস্মৃতি ঘটে। তখনই তাহার বাহ্য দৃষ্টি স্মরণ হয়। (দ্রষ্টব্য কঠোপনিষদ, যা প্রাণেন সম্ভবতি ইত্যাদি ও পরাঞ্চি খানি ইত্যাদি।

ভক্তি প্রদীপ—Know Me as the Knower of the field in all the fields Three district principles are evident :—God soul and matter. As these is soul the Knower in everybody, so I am the Supreme Knower, ঈশ্বর of the universe. I am the over-soul, পরমাত্মা, the prime Knower of all the kshetragnas and the universe vignana consists in the thorough knowledge of পরমাত্মা (the supreme ক্ষেত্রজ্ঞ) and the ক্ষেত্রজ্ঞ and the ক্ষেত্র।

মতিলাল ঃ—এই ক্ষেত্রে আমি ও আমার বলিয়া যে চিদাভাস, তাহাই ক্ষেত্রজ্ঞ।

তৎ ক্ষেত্রম্ যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্ বিকারি যতশ্চ যৎ
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু। ৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ ঃ—তৎ ক্ষেত্রম্ যৎ চ যাদৃক্ চ যৎ বিকারি যতঃ চ যৎ, যঃ চ যঃ যৎ প্রভাবঃ তৎ সমাসেন মে শৃণু।

অন্বয় ঃ—তৎ ক্ষেত্রম্ যৎ চ যাদৃক্ চ যদ্ বিকারি চ যতঃ যৎ চ, যঃ চ যঃ যৎপ্রভাবঃ তৎ সমাসেন মে শৃণু।

কঠিন শব্দ ঃ—যৎ=যাহা, সে যে বস্তু। যাদৃক্=যে ধর্ম্মবিশিষ্ট। যদ্‌বিকারি=যেরূপ বিকারযুক্ত অর্থাৎ যে ভাবে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। যতঃ যৎ=যে রূপে উৎপন্ন ও যাহা করে, অর্থাৎ যে যে কারণ হইতে এই ক্ষেত্র রূপী কার্য্য উদ্ভূত; অথবা যতঃ=যাহা ইহার নিমিত্ত ও উপাদান, যৎ=যে কার্য্য উৎপাদন করে। যঃ=যে রূপ, স্বরূপতঃ যাহা। যৎ প্রভাবঃ=যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, অর্থাৎ সে যে যে উপাধিকৃত শক্তি সম্পন্ন। সমাসেন=সংক্ষেপে।

অনুবাদ ঃ—সেই ক্ষেত্র, সে যে বস্তু, যে ধর্ম্মবিশিষ্ট, যেরূপ বিকারযুক্ত অর্থাৎ যে যে ভাবে তাহার পরিবর্ত্তন হয়, যে সে কারণ হইতে এই ক্ষেত্ররূপী কার্য্য উদ্ভূত (বা যাহা ইহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।) ও যে যে কার্য্য উৎপাদন করে, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ, সে স্বরূপতঃ যাহা এবং যে রূপ প্রভাব-সম্পন্ন অর্থাৎ সে যে যে উপাধিকৃত শক্তিসম্পন্ন—তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।

গোয়েন্‌কা ঃ—যৎ=ক্ষেত্রের স্বরূপ, পঞ্চম শ্লোক। যাদৃক্=স্বভাব, ২৬ ও ২৭ শ্লোক। বিকার ষষ্ঠ শ্লোক। যতশ্চ যৎ=ক্ষেত্রের কোন্ পদার্থ কি হইতে উৎপন্ন, ১৯ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ ও ৩০ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ। সঃ যঃ=ক্ষেত্রজ্ঞ (১৮, ২০, ২১, ২২, ২৭-৩০) ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃতিস্থ ও বাস্তবিক দুই স্বরূপের বর্ণন। প্রভাব=৩১-৩৩।

শ্রীধর। আমার কথিত সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, জড় দৃশ্য প্রভৃতি স্বভাব যুক্ত যে প্রকার ইচ্ছাদি ধর্ম্মময়, যে যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অর্থাৎ যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে ঘটিত হয়, যাহা অর্থাৎ যে প্রকারে স্থাবর ও জঙ্গমাদি রূপে পৃথক এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ ও স্বরূপতঃ যাহা ও অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রভাবে।

রামদয়াল। ইচ্ছা দ্বেষাদি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। ক্ষেত্র যেরূপ বিকার যুক্ত, মহত্তাদি রূপে অবয়ব বিশিষ্ট এবং ইন্দ্রিয়াদি বিকার যুক্ত। যাহা হইতে যাহা প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ, যাহা, অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, স্বপ্রকাশ চৈতন্য আনন্দ স্বরূপ ; ক্ষেত্রজ্ঞ উপাধি বশে যেরূপ হন।

মধুসূদন। এই যে শরীর—পূর্ব্বোল্লিখিত, (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ সংঘাতাত্মক) জড় বর্গরূপ এই যে ক্ষেত্র, ইহা যচ্চ=স্বরূপতঃ যাহা, অর্থাৎ ইহা স্বরূপতঃ যে রূপ জড় স্বভাব, দৃশ্য স্বভাব এবং পরিচ্ছিন্নাদি স্বভাব, এবং ইহা যাদৃক্ চ=যে রূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মক, ইহা যদ্ বিকারি=ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সমস্ত বিকার যুক্ত, যতশ্চ=যে কারণ হইতে কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয় ; অথবা যতঃ=যাহা হইতে, যে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ইহা যৎ=যাহা অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম আদি যে সমস্ত ভেদে বিভিন্ন।··· সঃ চ=সেই যে ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা, যঃ=স্বরূপতঃ যাহা অর্থাৎ তাহার স্বরূপ যে স্ব প্রকাশ চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ, এবং তাহা যৎ প্রভাবশ্চ=যৎ প্রভাব অর্থাৎ তাহার যে সমস্ত ঔপাধিক শক্তি আছে।

৪। ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈ পৃথক্
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতু মদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।৪।

পদচ্ছেদ : ঋষিভিঃ বহুধা গীতম্ ছন্দোভিঃ বিবিধৈঃ পৃথক্ ব্রহ্ম-সূত্র-পদৈঃ চ এব হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ।

অন্বয় :- ঋষিভিঃ বহুধা গীতম্ বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক্ চ বিনিশ্চিতৈঃ হেতুমদ্ভিঃ ব্রহ্মসূত্র পদৈঃ এব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ ঃ--বহুধা=বহু প্রকারে। গীতম্=চিত্তাকর্ষক ভাবে কথিত হইয়াছে, সামবেদ গান করা হইত, তবে গীত অর্থে সকল স্থলে গান নহে, যথা ভগবদ্ গীতা। বিবিধৈঃ=নানা প্রকারে। পৃথক্=বিভাগ পূর্ব্বক, নানা প্রকরণে। বিনিশ্চিতৈঃ=সংশয়শূন্যভাবে। হেতুমদ্ভিঃ= যুক্তি সমূহের সহিত। ব্রহ্মসূত্র পদৈঃ=ব্রহ্মসূত্রের শ্লোকাদির দ্বারা। ব্রহ্ম-সূত্র=বেদান্তদর্শন, পুস্তক, অন্য নাম শারীরক সূত্র।

অনুবাদ ঃ--(এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়) ঋষিগণ কর্ত্তৃক বহু প্রকারে নানা ছন্দে (নানা বেদমন্ত্রে) চিত্তাকর্ষক ভাবে কথিত বা গীত হইয়াছে এবং নানা বিজ্ঞানে বা প্রকরণে, সংশয়শূন্যভাবে, যুক্তি সমূহের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সূত্রাদির দ্বারা (আলোচিত) হইয়াছে। (ঋগ্বেদ ৪।৫৭।১)।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদের প্রথম ১৬ সূত্রে ক্ষেত্রের বিচার এবং পুনরায় ঐ পাদের শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার করা হইয়াছে।

বিনিশ্চিতৈঃ=উপক্রম ও উপসংহারের এক বাক্যতা থাকায় সংশয় অন্যভাবে প্রতিপাদিত (শ্রীধর অনেকগুলি শ্রুতি বাক্য দিয়াছেন ; যে সকল বেদান্ত সুত্র দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান নিশ্চিত হয়, তাহাদের পদ বলিয়াছেন)। হেতুযুক্ত পদ (সন্তদাস)।

শঙ্কর। যে কাব্য ব্রহ্মের সুচক তাহার নাম ব্রহ্মসূত্র, তাহার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। জ্ঞাত হওয়া যায় তাই তাহাকে পদ বলে যথা—"আত্মো-ত্যেবোপাসীৎ (সূত্র ১।৪।৭ আত্মাই সব, তাহার উপাসনা করা উচিত)।

মধুসূদন। ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব=ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মপদ। ব্রহ্মসূত্র= যাহাদের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ স্বরূপতঃ প্রতিপাদিত হয়, যথা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, অথবা বিদ্যাসূত্র ও অবিদ্যাসূত্র, যথা আত্মেত্যেবোপাসীৎ (মুং উং ১।৪।৭), এবং নস বেদ যথা বৃ উ ১।৪৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। বেদ ও উপনিষদের মধ্যে আমরা পাই ব্রহ্ম কর্তৃক স্পষ্ট এই সব বস্তু সম্বন্ধে অন্তপ্রেরিত ও সাক্ষাৎ দৃষ্টি মূলক বর্ণনাও ব্রহ্ম সূত্রের ভিতর পাই যুক্তি সম্মত দার্শনিক বিশ্লেষণ।

Modi। ইনি এই শ্লোকের প্রত্যেক কথাটি লইয়া কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন এবং বহু ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ও মত, নানা প্রকার মতবাদ দেখাইতে ও সেই সম্বন্ধে তাঁহার কি মত তাহা দিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। **Belvalkar, Vaidya, Otto, Garbe Bothlingk, Deussen, Bhandarkar, Das Gupta** ইহাদেরও লইয়াছেন। তাঁহার ১৩।১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার চুম্বক করা অসম্ভব বলিয়া, তাহা করা হইল না। **Prof. Das Guptar History of Indian Philosophy** হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, মাত্র তাহারই একটি পংক্তি এখানে দেওয়া হইল **"This verse has either to be treated as an interpolation or interpreted differently.**

মধুসূদন। তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ পর, ব্রহ্মসূত্র পদ।......এই তত্ত্ব বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড উভয় ভাগেরই প্রতিপাদ্য। গীতম্ =নিরূপিত। ছন্দোভিঃ=মন্ত্র (সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

শ্রীধর। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যোগশাস্ত্র সমূহে ধ্যান ও ধারনাদির বিষয় বৈরাজাদিরূপ নানা ভাবে গান অর্থাৎ নিরূপণ করিয়াছেন।......ব্রহ্মের সূত্র (অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহাতে সূত্রিত হন, যথা তটস্থ লক্ষণাত্মক "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি) এবং পদ (অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রতিপাদিত হন। যথা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম) "সাধন চতুষ্টয়ের পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবে" ইত্যাদি বেদান্ত সূত্র সমূহ, ব্রহ্ম সূত্র।

রামানুজ। শরীর ও জীবাত্মার স্বরূপ পরাশরাদি ঋষিরা বর্ণনা

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। (নানা উদ্ধৃতি দিয়াছেন।)……ব্রহ্মসূত্রপদ=ব্রহ্মের প্রতিপাদনকারী সূত্র নামক পদ। শারীরিকসূত্র ও অর্থ।

ভূপেন্দ্রনাথ। সাধন করিতে করিতে সাধকের শরীরে এক বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয় ঐ শক্তিই ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী।……প্রাণ সমস্ত ভূতের মধ্যে বলিয়াই সমস্ত ভূতাদির প্রকাশ হইয়া থাকে; সেই প্রাণ ব্রহ্মেতে মিলিলে সমস্ত ভূতও ব্রহ্মেতে মিলিয়া যায়—এই জ্ঞানের নাম বেদ। ভূর্ভুবস্বঃ এই ত্রিপদা গায়ত্রী, এই তিন লোক এক হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। সমুদয় কালী প্রভৃতি রূপ, ইহারা কূটস্থের মধ্যে দৃশ্যমান হন, ইহারাই ঋষি ইহার প্রমাণ তন্ত্রেতে কালিকা ঋষি। ঋষির অর্থ যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হন। ইনিই চিদাকাশ, আদ্যাশক্তি বা কালিকা ঋষি—আধাররূপা জগতস্ত্বমেকা। ……ব্রহ্মসূত্র=মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রপদ=ইড়া পিঙ্গলারহিত হইয়া প্রাণ যখন কেবল সুষুম্নায় থাকে।……মুখ্যবায়ু প্রাণ-স্বরূপ। ……প্রাণরূপা প্রকৃতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন আবার স্থির প্রাণ হইয়া ব্রহ্মরূপী হইতেছেন সুতরাং জীবই শিব এবং শিবই ব্রহ্ম।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ ॥৫॥
ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখংদুঃখং সংখাত শ্চেতনাধৃতিঃ
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্ ॥৬॥

পদচ্ছেদ। মহাভূতানি অহংকারঃ বুদ্ধিঃ অব্যক্তম্ এব চ ইন্দ্রিয়াণি দশ একম্ চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ। ইচ্ছা-দ্বেষঃ সুখম্ দুঃখম্, সংঘাতঃ চেতনা, ধৃতিঃ, এতৎ ক্ষেত্রম্ সমাসেন সবিকারম্ উদাহৃতম্,

অন্বয়। মহাভূর্ত্যান অহঙ্কার বুদ্ধিঃ চ অব্যক্তম্ এব চ, দশ ইন্দ্রিয়াণি একম্ চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ। ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখম্ দুঃখম্ সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ এতৎ ক্ষেত্রম্ সবিকারম্ সমাসেন উদাহৃতম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। (ব্যাখ্যা সমেত)। পঞ্চভূতানি = ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, জড় জগতের যাহারা মূল উপাদান বলিয়া কথিত হয়। অব্যক্ত = ভগবানের "প্রকৃতি" বা সৃজন–শক্তি অপরা প্রকৃতি, বহিরঙ্গা শক্তি ইত্যাদি ইহারই নাম); ইনি মূল উপাদান সমূহের সৃষ্টি কর্ত্রী, বা তাহাদের ভাণ্ডারী ; সত্ব রজঃ তমঃ গুণাত্মিকা বা গুণ প্রদান কর্ত্রী ; ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্য্য করিতে থাকেন (৯।১০), অব্যক্ত নিজেকে ব্যক্ত করেন মহৎ তত্ত্বে বা বুদ্ধি তত্ত্বে (যাহা নিচের দিকে instinct, ও উপরের দিকে হয় বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা)। সর্ব্বনিম্ন স্তরের চেতন প্রাণী হইতে, সর্ব্বোচ্চ স্তরের চেতন প্রাণীতে প্রথমে জন্মায় instinct, ক্রমে "আমি ও আমার" বোধ, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির ক্রমবিকাশ। এই বৈজ্ঞানিক সত্য, সাংখ্যদর্শনাদি শাস্ত্রে বহু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি তত্ত্ব, প্রথম তত্ত্ব বলিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণে ইহাকে মহৎ তত্ত্ব বলা হইয়াছে। বুদ্ধি ও অহং তত্ত্বের স্থান, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, ও দেহ। শাস্ত্র বা উপরি উক্ত শ্লোক এই সঙ্গেই তাহাদের নির্দ্দেশ দিয়াছে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (হস্তপদ, বাগিন্দ্রিয়, উপস্থ ও পায়ু) এবং মন (মনও ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, দুইই ; বৈজ্ঞানিক মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে খবর পায়, এবং সঙ্কল্প-বিকল্পের পর কর্ম্মেন্দ্রিয়ে খবর চালায় ; ইচ্ছা হইলে বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করে), তাই শ্লোকে, দশ ও এক অর্থাৎ এগার বলা হইয়াছে। আর ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, রূপ, শব্দ, ঘ্রান স্বাদ বা রস ও স্পর্শ, যাহাকে তন্মাত্র বলা হয়, তাহা উক্ত হইলে ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ ; শব্দে। মন শুধু সঙ্কল্প বিকল্পেই থাকে না, তাহাতে উৎপন্ন হয় নানা জিনিষ, যাহা সংক্ষেপে বিবক্ষিত হইয়াছে চারটি কথায়—ইচ্ছা, দ্বেষ এবং সুখ দুঃখ ; willing and feeling ; ইচ্ছা দ্বেষ ইহরা কোন জিনিষের প্রতি হয়, এবং সুখ দুঃখ কোন পাইলে হয়। কণাদমতে ইচ্ছাদি আত্মার ধর্ম্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তাদি মতে আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই, ইহারা দেহের ধর্ম্ম। তারপরে আনা হইয়াছে কয়েকটি বিশেষ কথা। জীবদেহ শুধু উপাদানগুলির মিশ্রণ নহে, মূল উপাদানগুলি হইতে নানা ক্রিয়ায় জটিল এবং আরও জটিল জিনিষ সমূহ উৎপন্ন হইয়া তাহাদের, যে দেহে যেরূপ ভাবে উপস্থাপনার প্রয়োজন, তাহাতে সংহতি বা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় যাহা হয়, যাহা মাত্র মিশ্রণ নহে, দেহ তাহাই, এবং সেইজন্য, মনে হয়,. ইহা সংঘাত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তারপর চেতনা ; সজীব দেহ হইতে হইলে শুধু সংঘাত হইলেই হইবে না, প্রাণ থাকা চাই ; চেতনা মনে হয় এই প্রাণ সত্ত্ব ; যে চেতনা সুষুপ্তিতে বা মূর্চ্ছাতে থাকে না, ইহা তাহা নহে ; ইহা সর্ব্বক্ষণই থাকে। ইহাকে কিন্তু যেন আত্মা না ভাবা হয় ; আত্মা ও প্রাণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু, আমরা বারবার তাহা বলিয়াছি ; anabolism catabolism ও এতৎ সম্বন্ধিত energy এই প্রাণ সত্ত্বায় পড়ে। তারপর আনা হইয়াছে "ধৃতি"। এই বাক্য গীতার কয়েক স্থলে আসিয়াছে (৬।২৫ , ১০।৩৪ ; ১১।২৪ ১৮।২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪৩, ৫১), এবং প্রায় সকল স্থলেই ধৈর্য্য বা স্থৈর্য্য অর্থে আসিয়াছে। এখানেও অনেকে ইহাতে সেই অর্থ দিয়াছেন। তবে আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, এখানে ও ১৮।৩৩, ৩৫ শ্লোকে, ইহার অর্থ, মানসিক বৃত্তি সমূহের গণ্ডীতে পড়া ভাব (ধৃত) বা সংহতি ; এই সংহতি বিভিন্ন প্রকারের হয় , কাহারও সংহতি সাত্ত্বিক, কাহারও সংহতি রাজসিক, কাহারও তামসিক ; কেহ যোগে মোক্ষাভিলাষী, কেহ ভোগাভিমুখ, এবং কাহারও বা তন্দ্রাচ্ছন্ন মোহাচ্ছন্ন ভাব। এই ধৃতি বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ১৮।৩৩, ৩৪, ৩৫, শ্লোকে। মন ও মনের কাজ বলার পর, মনের গতি বা tendency বলা প্রয়োজন ছিল, তাহা এখানে বলা হইল। ধৃতি অর্থে ধৈর্য্য এখানে লওয়া হইল না ; ধৈর্য্যের এমন বিশেষ কি গুণ আছে, যাহার জন্য জীবদেহের আলোচনায় স্থান পাইতে পারে ? ধৈর্য্য লইলে অধৈর্য্যও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইতে হয়। "ধারণা" এ অর্থ লওয়া যাইতে পারে, যদি ধারণার অর্থ গভীবদ্ধতা লওয়া হয়। ক্ষেত্রজ্ঞের পূর্ব্বে, ক্ষেত্রের কথা গীতার দ্বারা সুন্দর ও সুসঙ্গত ভবে, বিশ্লেষিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক ভাবও ইহাতে আছে। (আমরা উপরে যে ব্যাখ্যা সমূহ দিলাম, তাহা অনেকের সঙ্গে মিলিবে না, সুধীজনেরা যেন আমাদের মূর্খতা ক্ষমা করেন। উদ্ধৃতি সমূহে টীকা-কারদের ব্যাখ্যা পাইবেন।)

এই ষট্‌ক জ্ঞান ষট্‌ক। জীব, জগৎ, ও ব্রহ্ম লইয়াই সব, এবং জ্ঞানের প্রথম ধাপ ইহাদের আলোচনা, এবং তাহারও প্রথম ধাপ সপ্রাণ-জীবদেহের আলোচনা। এই শ্লোকগুলিতে তাহা করা হইয়াছে।

সমাসেন উদাহৃতম্ = সংক্ষেপে বলা হইল। (আরও সংক্ষেপে ইহা বলা হইয়াছে, ৭।৪ শ্লোকে)।

অনুবাদ। মহাভূত সকল, অহংকার (অর্থাৎ অহংজ্ঞান), বুদ্ধি ও (ত্রিগুণময়ী) মূল প্রকৃতি যাহাকে নানা কারণে অব্যক্ত বলা হয়। (যাহা সৃষ্টিতে নিজেকে অভিব্যক্ত করে, বুদ্ধি আদি বিকারের পর বিকারে), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও তাহাদের অনুভূত [শব্দ স্পর্শাদি] বিষয় সমূহ, ও মনের অনুভূতি (যাহা সংক্ষেপে বিবক্ষিত হইয়াছে) ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ ; ও দেহ নামক ইহাদের যে সংঘবদ্ধ ব্যাপার, ও প্রাণ সত্তা ও মানসিক বৃত্তি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন গম্ভীবদ্ধতার ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা (সাত্ত্বিকাদি, ১৮।৩৩, ৩৪-৩৫)---এইরূপ বা ইহারা অবস্থিত যাহাতে, সেই ক্ষেত্র (দেহ) ও তাহাতে ঘটিত হইতেছে যাহা যাহা, তাহা সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহাতে, ৫+৩+৫+৫+১+৫+৪+৩=৩১ নাম আসিয়াছে)।

প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, প্রকৃতি কর্ম্মফল প্রদানকর্ত্রী প্রকৃতিই মুক্তিদায়িনী। প্রকৃতি নানা নামে অভিহিতা (অব্যক্ত, প্রধানা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎ শক্তি পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি, বহিরঙ্গা, তটস্থা, অন্তরঙ্গা শক্তি, ক্ষেত্র, ক্ষর, অক্ষর, গুণমায়া, জীবমায়া, বিদ্যা, অবিদ্যা, অজ্ঞান, কারণ শরীর ইত্যাদি)। প্রকৃতিকে অনেকেই জড়া বলেন, নানা কারণে ; বলা হয় যে ইহা "পুরুষ" সন্নিধানে চেতনিত হয় এবং পুরুষকে তদাত্মকত্ব পাওয়ায় ; চেতনিত প্রকৃতিই কাজ করে, পুরুষ ভাবে সে কর্ত্তা ও ভোক্তা, যে কাজ করিতেছে, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে ; নতুবা পুরুষ বা আত্মা, সে নিষ্ক্রিয়। আর এক ভাবের আলোচনায়, মূলতঃ প্রকৃতি ত্রিগুণের সাম্যভাব ; ভগবানের ঈক্ষণে অর্থাৎ (সৃষ্টি করিবার) ইচ্ছায় ইহার সাম্যভাব ভঙ্গ হয়, এবং ত্রিগুণের কার্য্যে সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং প্রতি বস্তুতে বিভিন্ন বিভিন্ন পরিমাণে এই তিনগুণ প্রবেশ করে ইত্যাদি। ঈশ্বর হৃদ্দেশে থাকিয়া, মানুষকে ভ্রামিত করাইতেছেন, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া (১৮।৬২)। এই মায়া, প্রকৃতির ত্রিগুণ, (তিনটে দড়ি, গুণের এক অর্থ দড়ি)। যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলে সাত্ত্বিক গুণ তেমন পায় নাই, সে ঈশ্বরাভিমুখী হয় না, ভোগাভিমুখী হয়। ঈশ্বর কুটিল নহেন, তিনি আমাদের মায়া নামক ফাঁদে ফেলিতেছেন না ; আমাদের কর্ম্মফলে ভুল পথে যাই ; তবে কোন রকমে, "যো সো করে" ভগবানের সেবা করিতে আরম্ভ করিলে, "মায়ামেতাং তরন্তি তে" (৭।১৮)। ঈশ্বর প্রকৃতির অধিস্বামী, মায়াধীশ। আর এক আলোচনায় আছে, শুদ্ধা মায়ায়, অর্থাৎ সাত্ত্বিকতায়, ব্রহ্মের প্রতিফলনে "ঈশ্বর" অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের জন্ম, ব্রহ্মার জন্ম ; আর অশুদ্ধ মায়ায় অর্থাৎ মিশ্র ত্রিগুণে ব্রহ্মের (কেহ বলেন ঈশ্বরের) প্রতিফলনে, জীবের জন্ম। নানা ভাবে, জীব জগতের উদ্ভব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, একটু চিন্তা করিলেই তাহাদের যুক্তি, তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বেশ বোঝা যায় ও আনন্দ পাওয়া যায়।

সাংখ্যমতে জীবসৃষ্টি উপরে দেওয়া হইল ; তন্ত্রমতে গোড়াটা ভিন্ন ; ভাগবত মতে এবং বেদান্ত মতে আবার অন্য প্রকারের। বেদান্ত মতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ, অপ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। ব্যোম শব্দই ; মরুৎ শব্দ ও স্পর্শই নাই ; ইত্যাদি। আরও অনেক কথা আছে, এখানে তাহা আনিবার প্রয়োজন নাই, এখানে অনেকটা সাংখ্যমত আসিয়াছে।

আরও একটু বিস্তৃতি দেওয়া যাউক। দুই ভাবে "তন্মাত্র" (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) ব্যাখ্যা করা যায়। (১) "তৎমাত্র" অর্থাৎ মাপ or measure ; যথা volume তাহাকে বলে, যাহার তিনটি মাপ, length, breadth ও height, আছে ; সেই "ক্ষিতি" (মূল উৎপাদন, আমাদের "মাটি" নহে) যাহার পাঁচটি মাপ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আছে, ইত্যাদি। দ্বিতীয় অর্থ তৎ মাত্র, অর্থাৎ তাহাই ; অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহাদের সমষ্টিই 'ক্ষিতি', ইহাতে ভাবটা যেন এই আসে যে জিনিষ বলিয়া কিছু নাই, যাই; যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা গুণ। কিন্তু, বস্তু নিরপেক্ষ গুণের ধারণা, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আসে না। সবুজ রং বলিলে সবুজ রং বিশিষ্ট কোন না কোন বস্তু মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। দুই চারজন, এই সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের অবশ্যই অনুগামী।

আমাদের শরীর বলা হয়, পঞ্চ কোশে গঠিত। আত্মা যে কোষে রহিয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হয় আনন্দময় কোষ (বা কারণ শরীর, শরীরের মূল বা কারণ) ইহাতে থাকে অজ্ঞান, অবিদ্যা, আর জন্মা হইতে থাকে সংস্কার। ইহাকে ঘেরিয়া থাকে, বিজ্ঞানময় কোষ যাহাতে থাকে বুদ্ধি ; বুদ্ধি, আত্মার নিকটে থাকে বলিয়া, ইহা ক্রমে প্রজ্ঞাত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ঘেরিয়া থাকে মনোময় কোষ, যাহাতে থাকে মন। ইহাকে ঘেরিয়া থাকে প্রাণময় কোষ, যাহাতে থাকে ইন্দ্রিয়াদি (প্রাণ অর্থে ইন্দ্রিয় ; এই ভিতরের ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রকাশ, বাহিরের চক্ষুকর্ণাদি)। প্রাণময় কোষকে ঘেরিয়া থাকে অন্নময় কোষ বা স্থূল দেহ বা স্থূল শরীর। ভিতরের শরীরগুলির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমষ্টি নাম লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম শরীর। এই সবে, পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত যা নিজ কর্ম্মে উদ্ভূত সাত্ত্বিকাদি গুণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে থাকে, ও সংস্কার জমা হইতে থাকে কারণ শরীরে। মৃত্যুতে, জীব সূক্ষ্ম শরীর লইয়া অন্য স্থূল দেহে যায়; আর, ঐ রূপ চলিতে থাকে যতদিন না কারণ শরীর ধ্বংস হয়, যাহা ঘটে পারমার্থিক জ্ঞানপ্রাপ্তিতে। ঐ শরীরের. কারণ শরীর নামের ইহাও কারণ; কারণ, শরীরের ইহাই কারণ। কারণ-শরীর-ধ্বংসাবস্থাই জীবন মুক্তি; এই বারের মৃত্যুতে আর জন্ম হয় না। ব্রহ্মার অন্নময় কোষ নাই, আছে মাত্র বিজ্ঞানময় কোষ; দেবতাদের কাহারও বিজ্ঞানময় কোষের পরের, বা পরের পরের কোষাদি থাকে তবে অন্নময় কোষ নাই। মানুষের সব কটি কোষই আছে। কারণ শরীরের সংস্কার ও অন্যান্য শরীরের ত্রিগুণ, জীবকে কায করাইতে থাকে। (কেহ কোষকে কোশ লেখেন)।

সূক্ষ্ম ভূতাদির "পঞ্চীকরণে" স্থূল ভূতাদি হয়; আট আনা সূক্ষ্ম ক্ষিতি ও দুই আনা করিয়া চার চারটির সূক্ষ্ম ভূতের মিলনে, স্থূল ক্ষিতি ভূত হয়; ইহারই নাম পঞ্চীকরণ। এই স্থূল ক্ষিতি ভূত বা তাহার অনুসমষ্টি, জামাদের ক্ষিতি বা মাটি।

সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্যে বলা হয় "পুরুষ, ও প্রকৃতি" হইতে জগৎ সৃষ্ট হয়, এবং পুরুষ প্রকৃতি অনাদি। পুরুষ বা জীবাত্মা বহু; যাহা জীবাত্মা নহে তাহা প্রকৃতি। প্রকৃতিকে বলা হয় জড়া; পুরুষ সন্নিধানে চেতলিত হয় ও পুরুষকে তদাত্মকত্ব পাওয়ায়; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরুষ যেন খঞ্জ ও প্রকৃতি যেন অন্ধ, জগৎ সৃজন যেন পথ চলা, অন্ধের পিঠে খঞ্জ বসিলে পথ চলা কার্য্য যেমন সংসাধিত হইতে থাকে ইহা যেন সেইরকম। তদাত্মকত্ব ধ্বংস হয় যখন পুরুষ নিজেকে বুঝিতে পারে। ইহাই পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক, সৎ অসৎ বিবেক, আত্মজ্ঞান, কৈবল্য মুক্তি। প্রকৃতি এখন মুক্তিদাত্রী হয়। শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের নিরীশ্বর বাদ লন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ প্রকৃতির সংঘটন কে করায়? সাংখ্য বলে নিজে হইতে হয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা যুক্তি পূর্ণ উত্তর "ভগবান করান"। শ্রীকৃষ্ণ, এই উত্তর এই অধ্যায়ে আনিয়াছেন। পুরুষ, প্রকৃতি, পরমেশ্বর এই অধ্যায়ের ত্রিতত্ত্ব; সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, প্রকৃতি এক; শ্রীকৃষ্ণ প্রতি পুরুষ বা আত্মার সহিত তাহার সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব প্রকৃতি অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি দিয়াছেন এবং সে তাহাতে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয়, "আমার আমার" করে; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা, এবং ইহাই আনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্রের কথা আনিয়া, প্রতি ক্ষেত্রকে তাহার নিজস্ব ক্ষেত্রজ্ঞ দিয়াছেন' এবং পরমেশ্বরকে সব কিছুর অধিস্বামী করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন প্রকৃতিকে চেতনিত করায় মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ, পরের অধ্যায়ে এইরূপ কথাই আসিয়াছে ১৪।৩ শ্লোকে, যাহার অর্থঃ "মহদ্ ব্রহ্ম অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি, অর্থাৎ শরীরাদি উপাদান সমষ্টিতে "গর্ভ" সঞ্চার করাই, অর্থাৎ জীবাত্মাদের প্রবিষ্ট করাই, আমি; অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন করাই আমি (ভগবান)"। অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর—এসব parallel কথা।

জ্ঞান নামক ব্যাপারে আরও অনেক কথা আসে, এখানে স্থান নাই সে সবের; মাত্র প্রসঙ্গক্রমে দুই চারিটি কথা বলা হইল। সৃষ্টিতত্ত্ব-ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে, ভিন্ন ভিন্ন আকার পাইয়াছে, একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহারা একেবারে সম্বন্ধহীন বা পরিহার্য্য, তাহা নহে। আর এক কথা, সবই অবৈজ্ঞানিক, মোটেই তাহা নহে। আমরা অন্য একটি পৃথক প্রবন্ধে অনেকগুলি জিনিষের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছি; এখানে অনেকটা স্থান লইবে বলিয়া তাহা দেওয়া হইল না।

মধুসূদন। যাহা স্বরূপ, অর্থাৎ বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক এবং প্রমাণ যাহার অসাধারণ কারণ, তাদৃশ যে চিত্তবৃত্তি বিশেষ, তাহার নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেতনা, ইহারই অপর নাম জ্ঞান।.. লোকায়তিক চার্ব্বাকগণ দেহেন্দ্রিয় সংঘাতকেই চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। সৌগত বৌদ্ধগণের মতে চেতনাস্বরূপ ক্ষণিক যে জ্ঞান তাহাই আত্মা। নৈয়ায়িকগণের অভিমতে ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞান, এইগুলি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বা লক্ষণ, অর্থাৎ এই ধর্ম্মগুলি যাহার আছে তিনিই আত্মা। মধুসূদন এই সব অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন। জন্ম হইতে নাশ পর্য্যন্ত পরিণামকে বিকার বলে। মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত উপরিউক্ত চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বাত্মক এই ক্ষেত্র সবিকার, কারণ এই ক্ষেত্রও নিজ উৎপত্তি বিনাশের সাক্ষী হইতে পারে না। ইচ্ছাদ্বেষাদিও সেই মত, তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য নাই। একমাত্র নির্ব্বিকারকে সর্ব্ববিকার সাক্ষীরূপ জানিতে হইবে.. ...আট প্রকারই প্রকৃতি ইহা নিশ্চয় বুঝাইবার জন্য "এব" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। "চ" শব্দটি উহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা সমুচ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।...উপনিষদ (বেদান্তিগণের) মতে ব্যাখ্যা এইরূপ :—অব্যক্ত অর্থে সৃষ্টির অনির্ব্বচনীয় অব্যাকৃত অবস্থা। ইহাই পরমেশ্বরের মায়া নামক প্রসিদ্ধ শক্তি পূর্ব্বে "মম মায়া দুরত্যয়া" ইত্যাদি সন্দর্ভে ইহার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সৃষ্টি বিষয়ক ঈক্ষণ তাহাই বুদ্ধি অর্থাৎ সৃষ্টি জন্য পরমেশ্বরের যে জ্ঞান তাহা ঈক্ষণ। ঈক্ষণের পর "আমি বহু হইব ইত্যাকারক পরমেশ্বরের যে সঙ্কল্প, তাহারই নাম অহঙ্কার। তাহা হইতে আকাশাদি ক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। যেহেতু ঐগুলি অশ্রৌত, এই কারণে বৈদান্তিকগণ যে ঐ সমস্ত সাংখ্যসিদ্ধান্ত সম্মত অব্যক্ত মহৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্ব স্বীকার করেন না, তাহা (বেদান্তদর্শনের পঞ্চম অধিকরণ স্থলে) অবধারিত হইয়াছে, "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে (মায়ার যিনি আশ্রয় ও বিলয় তাঁহাকে) মহেশ্বর জানিবে" "তাহারা ধ্যান যোগানুগত হইয়া দেবের অর্থাৎ স্বয়ম্প্রকাশ দ্যোতনাত্মক পরমাত্মার যে আত্মশক্তি (যাহা অবিদ্যা মায়া ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে অভিহিত হয়, (যাহা স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে নিগূঢ় অর্থাৎ অপ্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন, শ্রুতিতে অব্যক্তপ্রতিপাদিত হইয়াছে। (বুদ্ধি ঈক্ষণ স্বরূপ) আমি যেন বহু হই, অহঙ্কার এই বহু-ভবন সঙ্কল্পস্বরূপ। আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু……

সাংখ্যকারিকা—মতে, সংঘাত=শরীর, যাহাতে ইন্দ্রিয়াদি একত্রীভূত ভাবে রহিয়াছে। চেতনা=চিদাভাস (শঙ্কর)।

জ্ঞানেশ্বরী। আত্মার সংগতিতে জড়ে যে সজীবতা আসে, তাহা চেতনা। পঞ্চভূত একসঙ্গে থাকিতে পারে না, কিন্তু যাহার বলে তাহারা একসঙ্গে থাকিতে বাধ্য হয় ও পুষ্টিসাধন করে তাহা ধৃতি।

তিলক। চেতনা=জড় দেহের প্রাণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ব্যাপার, অথবা জীবিতাবস্থায় চেষ্টা। ধৃতি=বুদ্ধি নির্ণয় করে, কিন্তু সেই নির্ণীত সিদ্ধান্তকে স্থির বা দৃঢ় রাখে ধৃতি। মানসিক ধৈর্য্য বা স্থৈর্য্য, যাহার বলের উপর স্থিত হয় ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার

Telang. সংঘাত চেতনা, ধৃতি=body consciousness and courage.

গিরীন্দ্রশেখর। সংঘাত=যে শক্তি প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে সংহত করিয়া জীবের বিশিষ্ট দেহ নির্ম্মাণ করে ও শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহকে একত্র ধারণ করিয়া রাখে। বিভিন্ন সংঘাতের বলে একই মহাভূত ইত্যাদি হইতে বিভিন্ন প্রকারের জীব শরীর সৃষ্ট হয়। যোগীরা এই সংঘাতের সাহায্যে নানা দেহ ধারণ করিতে পারিতেন। যোগসূত্র ক্ষেত্রিকবৎ এই উপমা দিয়াছেন। চেতন, শুদ্ধ চৈতন্য নহে। বদ্ধ জীব যে শক্তির দ্বারা নিজ শরীর, তাহার বিকার ও পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে, তাহাই চেতনা। ধৃতির জন্য যাহা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া, ব্যক্তিবিশেষে তাহাদের এক বিশিষ্ট রূপ দেয় (১৮, ৩৩, ৩৪, ৩৫) সংঘাত যেমন শরীরকে বিশিষ্ট রূপ দেয়, ধৃতি তেমনি মানসিক বৃত্তি ও কর্ম্ম চেষ্টাকে নির্দ্দিষ্ট গতিতে আবদ্ধ রাখে। মহাভূতাদি ২৪ পদার্থ শরীরের উপাদান, ও ইচ্ছা দ্বেষাদি বিকার।

কৃষ্ণানন্দ। ভগবানের অপূর্ব্ব শক্তির নাম মায়া, তাহাই অব্যক্ত। সৃষ্টির মূল জ্ঞানবিষয়িনী মায়াবৃত্তির নাম ঈক্ষণ। সেই ঈক্ষণ এখানে বুদ্ধি নামে কথিত। ভগবানের সঙ্কল্পই অহঙ্কার। ব্যাকুল দেহ ও ইন্দ্রিয়কে স্থির রাখিবার নাম ধৃতি। ইন্দ্রিয়গণসহ শরীরের নাম সংঘাত। স্বরূপ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক প্রমা জ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তির নাম চেতনা। ইচ্ছাদিবৃত্তির উল্লেখে অন্তঃকরণই উপলক্ষিত হয়েছে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত পরিণাম-রাশির নাম বিকার। উৎপত্তি, বিকাশ, ক্ষিতি হতে ধৃতি পর্য্যন্ত সবই বিকার। অব্যক্ত বুদ্ধি অহঙ্কার মন, ১৫ ইন্দ্রিয়, ৫ তন্মাত্র বা বিষয়, ৫ মহাভূত, একত্রে ২৪ = ক্ষেত্র। বেদান্তমতে অব্যক্ত (মায়া) বুদ্ধি (মায়িক বুদ্ধিরূপ ঈক্ষণ), অহঙ্কার (বহুরূপে জগৎ বিকারের মায়িক সম্বন্ধ) মায়ার পরিণাম ৫ মহাভূত, মন, চতুঃ অন্তকরণ, ১০ ইন্দ্রিয়, ৫ বিষয়। ইচ্ছাদি ধর্ম্ম, অন্তঃকরণের মধ্যে পরিগণিত। এই সংঘাত বা শরীর……ক্ষেত্র। স্থুল শরীর ; মন বুদ্ধি আদি সূক্ষ্ম শরীর ; অব্যক্ত মায়া বা প্রকৃতি, কারণ শরীর—ত্রিবিধ শরীর = ক্ষেত্র, ২৪ শ্লোকের সাধন সংক্ষেপে নিষ্কাম কর্ম্ম ভক্তিযোগ, বিবেক বিচারে বিষয় বর্ণিত।

শঙ্কর। সকল রকম কার্য্য, কারণ ও বিষয়াকারে পরিণত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, পুরুষের জন্য, ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করিতে, দেহেন্দ্রিয়াদির আকারে সংহত হয় ; সেই সংঘাতই এই শরীর। চেতনা, সংঘাতে প্রকাশিত অন্তঃকরণ বৃত্তি যাহা অগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত লৌহপিণ্ডের ন্যায় আত্মচৈতন্যের দ্বারা ব্যাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমব্রহ্ম। অব্যক্ত=আত্মা, চৈতন্যময় সত্তা। সংঘাত= লোপ, মৃত্যু। চেতনা=জ্ঞান, প্রকাশ। "সংঘাতঃ চেতনা ধৃতি"কে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বলিলে উৎপত্তি, স্থিতি, লয় বলা যায়, যে অবস্থায় জ্ঞানের লোপ হয়, তাহা সাংঘাতিক অবস্থা, যে অবস্থায় জ্ঞানবৃত্তি আসে তাহাই চেতন অবস্থা এবং যতক্ষণ চৈতন্যময় দেহকে ধারণ করিয়া থাকে, ততক্ষণই ধৃতি কাল।

নীলকণ্ঠ ও মধুসূদন দ্বারা সাংখ্য ও বেদান্তের বিরোধ স্থান এই শ্লোকোপলক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্যবাদীরা প্রকৃতিকে একটি স্বতন্ত্র সত্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু বেদান্তবাদিগণ প্রকৃতিকে ঈশ্বরাধীনা মায়া বলিয়া গ্রহণ করেন;

রামানুজ। চেতনাধৃতি এই শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া, চেতনা ও আধৃতি শব্দ লইয়াছেন, এবং আধৃতি শব্দের আধার অর্থ অবধারণ করিয়াছেন।

অরবিন্দ। তাহার পর হইতেছে এক সাধারণ চৈতন্য, তাহা বিশ্ব-প্রকৃতিকে তাহার কর্ম্মে প্রথমে অনুপ্রাণিত করে এবং পরে জ্ঞানালোকিত করে; ঐ চৈতন্যের এক বৃত্তি আছে, তাহার দ্বারা প্রকৃতি বস্তু সকলের সম্বন্ধগুলিকে একত্র ধরিয়া রাখে সংঘাত। আমাদের চৈতন্যের নিজ বিষয় সকলের যে সব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সম্বন্ধ, তাহাদেরও আছে ধৃতি। এইগুলি হইতেছে ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় শক্তি; এই সবই হইতেছে একই সঙ্গে মানসিক ও প্রাণিক ইন্দ্রিয়ের বিকার; রাগদ্বেষ মানসিক বিকার...।

রামদয়াল। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ; শেষপাদ তুরীয় অবস্থা। ইহাকেই পরমশান্ত চলনরহিত তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং বলে। বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও তুরীয় এই তিন পাদকেও কোথাও কোথাও তুরীয় পাদ বলে। চতুর্থপাদের (অবিদ্যাপাদের) অতি ক্ষুদ্র দেশে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি বিশিষ্ট অনন্ত কোটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ড পরম সূর্য্য প্রকাশে ত্রসরেণুর মত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে আবার লয় হইতেছে। ইহা পার হইবার জন্য কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান আবশ্যক। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ও দহর বিদ্যা দ্বারা ক্রম মুক্তি পর্য্যন্ত হয়। ইহাতে সগুণ উপাসনা হয়। কিন্তু নির্গুণ উপাসনা বিনা জ্ঞানে স্থিতি হয় না, ইহা বিনা মুক্তিও নাই। পরমশান্ত নির্গুণ ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ যাহা, তাহাই সগুণ ব্রহ্ম। মায়াই নির্গুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয়া শক্তি তাহাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তাহাই সগুণ ব্রহ্ম; ইনিই ঈশ্বর, মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। ইনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, ইনি সর্ব্বদ্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা, ইনি মায়াধীশ। মায়া দ্বারা ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন মত হন। ঈশ্বর মায়া দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম; জীবও মায়া কর্ত্তৃক কল্পিত মূর্ত্তি। স্পন্দধর্ম্মী মায়া যখন নৃত্য করিতে করিতে বহু আকারে আকারিত হইতে থাকেন, তখন সমূহে প্রতিবিম্বিত যে ঈশ্বরচৈতন্য, তাহাই জীব। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মায়াতে ফলিত হইয়া হইল ঈশ্বর, অবার ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব অবিদ্যাতে প্রতিফলিত হইয়া হইল জীব। জীব অবিদ্যাধীন। মায়া হইতে হয় অব্যক্ত, ইহাই সাম্যা-বস্থা। অব্যক্ত শুদ্ধ সত্ত্বে যখন পরিণাম প্রাপ্ত হন তখন এই শুদ্ধ সত্ত্ব—রজঃ ও তমকে অভিভূত করিয়া রাখেন। অবিদ্যা মলিন সত্ত্ব। শুদ্ধ সত্ত্ব, প্রকাশ স্বরূপ; এইজন্য ইহাতে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-চৈতন্যকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে গুণবান ঈশ্বর বলা হয়। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত যখন রজঃ ও তমঃ কার্য্য করিতে থাকে, তখন মায়ার বা প্রকৃতির বা শক্তির অতিশয় চঞ্চলাবস্থা। চঞ্চল হইলেই বহু খণ্ডে ইনি খণ্ডিত হন। এই বহু খণ্ডে খণ্ডিত অবিদ্যাতে প্রতিফলিত যে ঈশ্বরচৈতন্য, তাহাই জীব। জীব চঞ্চলতার অধীন। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন অনির্ব্বচনীয়া শক্তির সান্নিধ্য হয়, তখন সেই শক্তিকে বলে মূল প্রকৃতি। মণির ঝলকের মত অব্যয় অক্ষর পরমশান্ত ব্রহ্মের স্পন্দনাত্মিকা যে কল্পনাশক্তি তাহাই মূল প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিতে প্রতিফলিত যে ব্রহ্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া খণ্ডমত বোধ হন, তিনিই পুরুষ, তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যিনি, তিনি চিৎ মাত্র, তিনি নিরবয়ব, তিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, জ্ঞান ও আনন্দ বলিতে যেরূপ বুঝায় ব্রহ্ম সেইরূপ। নিতান্ত সূক্ষ্ম যাহা তাহার আবার প্রতিবিম্ব কি? মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে, ইহা কি তবে রূপকমাত্র? উত্তরে বলা যাইতে পারে, যেমন যন্ত্র ভিন্ন অব্যক্ত শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আসিতে পারে না, সেইরূপ চেতন যাহা, তাহাও একটা আধার না পাইলে প্রকাশ হইতে পারে না। সগুণ ব্রহ্ম যাহা, তাহাকে রূপক ভাঙ্গিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় স্পন্দন, চলন, ঝলক জড়িত যে চৈতন্য তাহাতে অব্যক্ত শক্তি থাকে ও শক্তিমানের ঈক্ষণ বা সত্তামাত্রাত্মক সঙ্কল্প থাকে। কর্ম্ম যাহা, তাহা শক্তির ব্যক্তাবস্থা। সৃষ্টি যাহা কিছু হইতেছে তাহাই অব্যক্ত শক্তি ও সঙ্কল্পের ব্যক্তাবস্থা মাত্র। শক্তি আছে সঙ্কল্প নাই, ইহাতে সৃষ্টি হয় না, আবার ইচ্ছা আছে বা সঙ্কল্প আছে, শক্তি নাই, ওখানেও সৃষ্টি নাই। (১৪।৩,৪)

শ্রীধর। চেতনা—জ্ঞানরূপ মনোবৃত্তি। ধৃতি—ধৈর্য্য। অহংকার চিৎ অচিৎ গ্রন্থি। প্রকৃতির রজোবহুল অংশ ঈশ্বরের সৎ বা ক্রিয়াশক্তি অনুপ্রাণিত। বুদ্ধি ঈশ্বরের জ্ঞান বা চিৎশক্তি অনুপ্রাণিত প্রকৃতি সত্ত্ববহুল অংশ।

আশুদাস। ত্রিবিধ শরীরই ক্ষেত্র (২।২); মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ৩১টি তাহার ধর্ম্ম, যাদৃক্ ইচ্ছা দ্বেষাদি বিকার। মহাভূত হইতে ইন্দ্রিয় গোচর, ২৪টি উপাদান—কারন, ইচ্ছাদ্বেষাদি নিমিত্ত কারণ (যতঃ); সংঘাত চেতনা ধৃতি, কার্য্য। ইহাই সমস্ত জড়তত্ত্ব; ব্যষ্টিভাবে দেহ তত্ত্ব ও সমষ্টিভাবে জগৎতত্ত্ব।

ভক্তিপ্রদীপ, চেতনা=intelligence

ভূপেন্দ্রনাথ। কোন বস্তুর প্রতি যখনই আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় তখনই তদ্ বিষয়ক ইচ্ছা সমুদ্ভুত হয়, তখনই আত্মার বহির্দ্দিকে অবতরণ, উহার নামই সঙ্কল্প বা মন, তখনই যাহা পাইবার জন্য মনের বেগ হয়—উহাই ইচ্ছা।

(৭–১১)। এইবার, অর্জ্জুন "জ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানীতে কি থাকে জানিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা তাহার কথা। "ইহা সাধন সমুদায়, যাহা হইলে, জ্ঞেয়কে জানিতে, মানুষ যোগ্য অধিকারী হয়। সন্ন্যাসী, জ্ঞাননিষ্ঠ, ইহারই পরায়ণতায় হয়" (শঙ্কর)।

৭। অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ। ৭।
৮। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্। ৮।
৯। অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ৯।
১০। ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী
বিবিক্তদেশ সেবিত্বমরতির্জনসংসদি। ১০।
১১। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা। ১১।

পদচ্ছেদ। অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবম্, আচর্য্য-উপাসনম্ শৌচম্ স্থৈর্য্যম্ আত্ম–বিনিগ্রহঃ। ইন্দ্রিয়—অর্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহংকার এবচ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্। অসক্তি অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহ-আদিষু, নিত্যম্ চ সম–চিত্তত্বম্ ইষ্ট–অনিষ্ট-উপ–পত্তিষু। ময়ি চ অনন্য-যোগেন ভক্তিঃ অব্যভিচারিণী বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বম্ অরতি জন–সংসদি। অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বম্ তত্ত্ব-জ্ঞান–অর্থ দর্শনম্, এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্ত মৃঅজ্ঞানম্ যৎ অতঃ অন্যথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ আচার্য্যো-পিসনম্ শৌচম্ স্থৈর্য্যম্ আত্মবিনিগ্রহঃ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ চ অনহঙ্কার এব জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখ দোষ-অনুদর্শনম্। পুত্রদার গৃহাদিষু অসক্তিঃ অনভিষঙ্গঃ চ ইষ্টানিষ্ট-উপপত্তিষু নিত্যম্ সমচিত্তত্বম্। ময়ি অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ চ বিবিক্ত দেশ সেবিত্বম্ জনসংসদি অরতিঃ। অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বম্ তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্, এতৎ জ্ঞানম্, যৎ অতঃ অন্যথা অজ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্।

কঠিন শব্দ। অমানিত্বম্ = নিজেকে বড় মনে না করা। অদম্ভিত্বম্ = নিজের স্বভাব বা ক্রিয়াদিকে জোর করিয়া যশের বলিয়া প্রচার না করা। অহিংসা = পরপীড়নের দিকে মোটে না ইচ্ছা রাখা। ক্ষান্তি = অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে ক্ষমা করা। আৰ্জ্জব = সরলতা। আচার্য্য উপাসনম্ = গুরুসেবা। শৌচম্ = অন্তর্বাহ্যের পবিত্রতা, যথা, মনের পবিত্রতা, আহারশুদ্ধি, ব্যবহারে পবিত্রতা; দেহের পবিত্রতা, শৌচে জল মৃত্তিকার ব্যবহার, দেহ যাহাতে পবিত্র থাকে তাহা করা, স্নান ইত্যাদি। স্থৈর্য্যম্ = মনশ্চাঞ্চল্যরাহিত্য হওয়া। আত্মবিনিগ্রহ = দেহেন্দ্রিয়াদি অসংযমিত হইতে না দেওয়া। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ = ইহলোক ও পর-লোকের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণা রাখা। অনহংকার = নিরহঙ্কার। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ দোষানুদর্শনম্ = জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ (অথবা ইহারা সব দুঃখময়), ইহারা সব বিশেষরূপ দোষযুক্ত, ইহা বার বার অনুধাবন করা, অর্থাৎ মনকে ইহা বার বার দেখান। পুত্রদার গৃহাদিষু অসক্তিঃ = পুত্রস্ত্রীগৃহাদিতে অনাসক্তি অর্থাৎ আকর্ষিত না থাকা। অনভিষঙ্গ = মমতা যুক্ত না হওয়া; পুত্রাদির জীবন মরণ আমার জীবন মরণ, এরূপ মোহে না থাকা। ইষ্টানিষ্ট-উপপত্তিষু = প্রিয় বা অপ্রিয়, সকল রকম প্রাপ্তিতে নিত্যম্ সমচিত্তত্বম = সর্ব্বদা মনে সাম্যভাব রাখা; সমচিত্তত্ব নানাভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় আছে ২।৪৮ ; ৬।৯ ; ৫।১৮ ৫।১৯ অনন্য যোগেন=অন্য কাহারও সাধনা না করিয়া, বা অন্য কোন বিষয়ে যুক্ত না থাকিয়া, আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) নিষ্কাম ভক্তিতে সমাহিত থাকিয়া। অব্যভিচারিণী ভক্তি=শুদ্ধ ভক্তি ; ভক্তিতে ভেজাল বা কামনাদি না রাখা বিবিক্ত দেশ সেবিত্বম=পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে (অর্থাৎ যেখানে কোন বিঘ্ন নাই) বাস করিতে থাকা (বিবিক্ত দেশে থাকিলে, ব্রহ্ম ভাবনা ভাল জমে)। জন সংসদি অরতি=জনতা পরিত্যাগকারী হওয়া। অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বম্ সর্ব্বক্ষণ আত্মজ্ঞানের আলোচনায় থাকা, অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেকে সর্ব্বক্ষণ স্থিত থাকা। তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্ =তত্ত্বজ্ঞানের যে অর্থ বা উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরমাত্মা দর্শন, পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা, তাহাতে থাকা। জ্ঞান=ইহারাই জ্ঞানীতে থাকে বলিয়া, বা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির হেতু বলিয়া, ইহারা জ্ঞান। তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনম্=তত্ত্ব জ্ঞানের যাহা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মোক্ষ, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা (শঙ্কর) ; সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন।

অনুবাদ। নিজেকে বড় না মনে করা, পর পীড়নের দিকে মোটে না ইচ্ছা রাখা, অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা, সরল থাকা, গুরু সেবা করা, অন্তর্বাহ্য পবিত্র রাখা, মনচাঞ্চল্যরাহিত্য হওয়া, দেহান্দ্রিয়াদি অসংযমিত হইতে না দেওয়া, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণা রাখা, নিরহঙ্কারী থাকা, জন্ম মৃত্যুজরা ব্যাধি ইহারা সব দুঃখময় ও দোষে ভরা ইহা বারবার অনুধাবন করা, পুত্র স্ত্রী গৃহাদিতে আকর্ষিত না থাকা, মমতাযুক্ত না হওয়া অর্থাৎ আমার আমার ইহা না করা, প্রিয় বা অপ্রিয় সকল রকম প্রাপ্তিতে সাম্যভাবে মনকে রাখা, অন্য সাধনা না করিয়া, বা অন্য কোন বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়া, ভগবানে যুক্ত নিষ্কাম ঐকান্তিক শুদ্ধা ভক্তি রাখা, পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে থাকা, জনতা সংসর্গ পরিত্যাগকারী হওয়া, আত্মানাত্মবিবেকে সর্ব্বক্ষণ স্থিত থাকা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, ব্রহ্মদর্শন বা মোক্ষ, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা—ইহারাই জ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞানীতে যাহা থাকে তাহা) ; আর ইহার যাহা বিপরীত, তাহা অজ্ঞান, এইরূপ কথিত হয়।

ইহারা "ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের যোগ্যতা সম্পাদনের নিমিত্ত সাধন।" "এইগুলি অনুশীলন না হইলে ক্ষেত্রজ্ঞকে জানা যায় না।" "যেমন দর্শনকর্ত্তা যদ্দ্বারা দৃশ্য বস্তুকে মানসে প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম দর্পণ, সেইরূপ জ্ঞাতা যদ্দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুকে লাভ করিতে পারেন তাহাই জ্ঞান, ইহারা জ্ঞানের সাধন, অধ্যাত্ম রামায়ণে বলে" (রামদয়াল)। "সদ্‌গুণ সমষ্টিই জ্ঞান, যিনি সদ্‌গুণাধার তিনিই জ্ঞানী।" "ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের পরিণামস্বরূপ যে জ্ঞান, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান"।

জ্ঞানের সহিত এইগুলি এরূপ বিজড়িত যে, যাহাতে এইগুলি পরিদৃষ্ট না হয় হাজার জ্ঞানী বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি থাকিলেও, সে সত্যভাবে জ্ঞানী নহে। এইগুলিকে এই জন্যই "জ্ঞান" বলা হইয়াছে। বেদান্তের সাধন চতুষ্টয়ের ইহারা একটু বিস্তারিত বর্ণন (সাধন চেষ্টায় = আত্মানাত্ম বিবেক, ইহা মুত্রফলভোগ বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি (অর্থাৎ শম দম তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান, মুমুক্ষত্ব)। এই চব্বিশটির বিপরীত যাহা, তাহা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক হয়। পারমার্থিক জ্ঞানে স্থিত থাকিতে ঐকান্তিক ভক্তির প্রয়োজন, তাহা 'ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী' এই কথাগুলিতে গুরুত্ব পাইয়াছে। ঠিক এইরূপ কথাই আধ্যাত্মরামায়ণে আছে। জ্ঞানভক্তি সমুচ্চয়। এইগুলি প্রত্যেকটি চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

এই কয়টি কথায় অনেক কিছু আসিয়াছে। মানুষ মান অপমান জয় পরাজয়, এইসব লইয়া ওলট পালট খাইতে থাকে, আত্মযশের ঢাক পিটাইতে ব্যস্ত। জ্ঞান কোথায়? তখন বুঝিব তিনি জ্ঞানী হইতে পারিয়াছেন, যখন ব্যবহারে অমানী, অদম্ভী পাওয়া যাইবে, যখন দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবে যে তিনি সুখে দুঃখে মনে সাম্য ভাব রাখিতে সমর্থ হইতেছেন যখন তাঁহার মনে নিষ্কাম অব্যভিচারিনী ভক্তি আসিয়াছে, (ভাগবৎ, বহু স্থান, যথা ৫।৫৯ ইত্যাদি, **গীতাপ্রেমী।**)

তিলক। মনুষ্যের স্বভাবের উপর জ্ঞানের যে পরিণাম হয়, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান।...'বিবিক্ত দেশ সেবিত্বম্' হইতে কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সন্ন্যাস মার্গই গীতার অভীষ্ট। তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনম্=তত্ত্ব জ্ঞানের সিদ্ধান্তের অনুষ্ঠান।

Modi। তত্ত্বজ্ঞান=দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ, যথা পরা প্রকৃতি ক্ষর অক্ষরপুরুষ, ইত্যাদি।

ব্যোমব্রহ্ম। অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বম্=স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানই যাহার নিত্যবস্তু তাহার ভাব।

সচ্চিদানন্দ। জ্ঞানেতেই ঈশ্বর প্রাপ্তি বা মোক্ষ হয়, অজ্ঞানের অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা তাহা হয় না, এই শেষ পাদের তাৎপর্য্য।

গিরীন্দ্রশেখর। যে সকল ক্ষেত্র বিকারজ গুণাবলী, জ্ঞান শব্দে অভিহিত হইয়াছে, তাহারা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সাধন মাত্র, পারিভাষিক জ্ঞান শব্দে নির্দ্দেশিত। আধ্যাত্মিক জ্ঞান=ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সমপর্য্যায়।

জ্ঞানেশ্বরী। আত্মাকে দেহ হতে পৃথক করণের সাধনা, জ্ঞানদেব বহু পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। জ্ঞানের সাধনাই জ্ঞান; সাধনা ও সাধ্য দুই একই।

অরবিন্দ। প্রথমে হইতেছে একটা নৈতিক অবস্থা, প্রাকৃত সত্ত্বার সাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ। তাহার পর হইতেছে পূর্ণ অনাসক্ত ও সমতার মহত্তর মুক্ততর ভাব। পরিশেষে হইতেছে যে সকল জিনিষ বাস্তবকই প্রয়োজনীয়, ভিতরে দৃঢ়তার সহিত সেইগুলির অভিমুখ হওয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বনাথ। এই কুড়িটির আঠারটি জ্ঞানী ও ভক্তের, কিন্তু শেষের দুইটি মাত্র জ্ঞানীর; ভক্তের অনুশীলন যোগ্য নহে, কারণ ইহারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব সম্বন্ধীয়; কিন্তু আধ্যাত্ম জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এ দুটির অর্থ তৎত্বম্ = তস্যতম্ না হইবে কেন ? জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ অভেদত্ব, ভেদত্ব সব সম্বন্ধই হইতে পারে। "ময়িচানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" এইরূপ ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত থাকিলে, আপনিই অমানিত্বাদিগুণগুলি সেই ভক্তকে আশ্রয় করে। এইগুলি পাইতে অন্য সাধনার আবশ্যকতা হয় না। শেষ দুইটি বাক্য "অধ্যাত্ম জ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, এ দুটি জ্ঞানিগণের বিশেষ ধর্ম্ম। জ্ঞানের সহিতও অনন্য ভক্তি থাকিতে পারে, বোধ হয় ইহা দেখাইতে জ্ঞান বর্গকেও ভক্তির কথা রাখা হইয়াছে।

মধুসূদন। আচার্য্য মোক্ষ সাধনের উপদেষ্টা; উপনয়ন সংস্কার করাইয়া বেদাধ্যয়ন করান, সেরূপ আচার্য্য এখানে বিবক্ষিত নহে। স্থৈর্য্য = মোক্ষ সাধনে অনেক বিঘ্ন পাইয়াও তাহা পরিত্যাগ না করিয়া যত্নের আধিক্য প্রদর্শন করা। আত্মবিনিগ্রহ = মোক্ষমার্গের প্রতিকূলে যে স্বভাব-ব্যাপ্ত প্রবৃত্তি তাহাকে নিরুদ্ধ করা। 'এব' ইহার দ্বারা কথিত হইল যে কুড়িটি ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, উহাদের সমুচ্চিত যোগের নাম জ্ঞান, উনিশটি হইলে আর জ্ঞান নামে অভিহিত হইবে না। অভিষ্বঙ্গ = "আমিই ইহা" এই প্রকারে অভিন্নত্ব বোধে প্রীতির আধিক্য; অথবা অন্য সুখী বা দুঃখী হইলে নিজেকে সুখী বা দুঃখী বোধ করা। অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী = ভগবান বাসুদেব অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই তিনিই আমাদের গতি, এইরূপ নিশ্চয় সহকারে যে ভক্তি, কোন প্রতিকূল হেতুই যাহাকে নিবারিত করিতে পারে না। অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বম্ = আত্মা ও অনাত্মার বিবেক জ্ঞান অর্থাৎ পার্থক্য বোধ, তাহাতে নিত্যত্ব তাহাতে নিষ্ঠাবত্ব বা তৎপরায়ণতা হত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ = অমানিত্বাদি সাধনের পরিপক্কতার ফলস্বরূপ তত্ত্বমস্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তবাক্যোৎপন্ন আত্মসাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞান, তাহার যে অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন, সেই মোক্ষ, তাহার দর্শন বা আলোচনা ;

Radhakrishnan – জ্ঞান includes the practice of moral virtues ; mere theoretical learning with not do.

শঙ্কর। স্থৈর্য্য = স্থিরস্বভাব, মোক্ষমার্গে নিশ্চিত নিষ্ঠা রাখা।

রামানুজ। আর্জ্জব = মনমুখ-এ সরলতা। শৌচ = মনবাণী ও শরীরে আত্মজ্ঞান ও তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ যোগ্যতা প্রাপ্ত হবার নাম শৌচ। স্থৈর্য্য = অধ্যাত্ম শাস্ত্রের কথায় নিশ্চলভাব। আত্মবিনিগ্রহ = আত্মস্বরূপের অতিরিক্ত বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লওয়া। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য = আত্মার অতিরিক্ত সমস্ত বিষয়ে দোষদর্শন। অনভিষঙ্গ = পুত্র স্ত্রী আদিতে শাস্ত্রীয় কর্ম্মের উপযোগিতা দ্বারা সম্বন্ধের অভাব।

সন্তদাস। যাহাদের ভগবৎ জ্ঞান হইয়াছে, তাহাদের এ সকল লক্ষণ থাকিবেই। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ = তত্ত্বজ্ঞানের যে ফল মুক্তি, তাহার আলোচনা। অনন্যযোগ = সর্ব্বাত্মদৃষ্টি। সৎপথে নিষ্ঠা স্থৈর্য্য।

Gandhi Desai Freedom from pride is the first virtue of knowledge ; it is so subtle as when it masquerades as humility, that one may not perceive it until the last. অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্ = Settled conviction of the nature of the Atman, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন = perception of the goal of the knowledge of truth.

শ্রীধর। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্ = আত্মাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া যে জ্ঞান, তাহা অধ্যাত্মজ্ঞান তাহার নিত্যভাব, অর্থাৎ তৎ ও ত্বং পদের অর্থে বিশ্বাস। এই সৎপথে প্রযুক্ত পুরুষের তাহাতেই একনিষ্ঠতা। আত্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনিগ্রহ = শরীর সংযম। এই বিংশতি গুণের কথা জ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা "জ্ঞান" আখ্যা দিয়াছেন।

মধুসূদন—জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখ দোষানুদর্শন, ইহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দুঃখ পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয়গুলিতে দোষের অনুদর্শন অথবা জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাধি পর্য্যন্ত বিষয় সকলে দুঃখরূপ দোষ অনুদর্শন করা।

ভক্তিপ্রদীপ। অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বম্ = Stead'ness in spiritual knowledge and of Godhead. তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ = Search after the eternal bliss as the end of spiritual knowledge.

ভূপেন্দ্রনাথ। (৭)—মান = পান হইতে চূণ খসিবার উপায় নাই। বড়াই = আমি ছয় ঘণ্টা প্রত্যহ সাধন ভজন করি।…আচার্য্য; গুরু যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হন, তাঁহার উপদেশে শিষ্যের অন্তর গ্লানি বিদূরিত হইবে না।…সর্ব্বদা ক্রিয়া করিলে, স্থিরত্বপ্রাপ্ত চিত্তে মনের সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্প লয় হয়, ইহাই যথার্থ গুরুপদে আত্মসমর্পণ।…অসাধারণ পুরুষে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ থাকে; তাহাদের শৌচাচারের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে নিজেকে বিপন্ন করিবে। আত্মবিনিগ্রহ = মনকে অন্য বিষয়ে যাইতে না দিয়া, কেবল আত্মস্থ করিয়া রাখা; আত্মা ব্রহ্মেতে রাখা।…দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমের জন্য, আসন ও প্রাণায়াম, দুইটির প্রয়োজন।…শুচিদেশ = হৃদয়াকাশ, এইখানে যোগীকে আসন পাতিতে হইবে। কূর্ম্ম যেমন অঙ্গ সকলকে ভিতরে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তদ্রূপ যাহার মন প্রাণের মধ্যে, ও প্রাণ মহা-প্রাণের স্থিরতার মধ্যে, প্রবিষ্ট হয়, তাহারই প্রকৃত আসনসিদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।…প্রাণের স্থিরতায় হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, এই ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না।…প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাই সমাধি। (৮) বিচার দ্বারা বিষয়ের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে, তাহাতে স্পৃহা থাকিবে না; জন্মমৃত্যুতে যে সব দুঃখ রহিয়াছে, তাহার বার বার আলোচনা প্রয়োজন। (৯) অতিষঙ্গ=স্ত্রীপুত্রের সুখদুঃখে, নিজেদের সুখ দুঃখী ভাবা। (১০) অনন্যযোগ=একান্ত চিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ; মনে বিষয়-রতি থাকিতে ঐকান্তিক ভাবে আত্মায় যোগ স্থাপন হয় না।... (১২) আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অধ্যাত্ম জ্ঞান; উহা সত্য জ্ঞান। দেহাধিকৃত জ্ঞান, মিথ্যা পরিবর্ত্তনশীল। আত্মজ্ঞানের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা=অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্ব।...এইরূপ আত্মনিষ্ঠা হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের যাহা যথার্থ স্বরূপ, সেই কূটস্থকে দেখিতে পাওয়া যায়।—'তৎ' অর্থাৎ, কূটস্থই যে তুমি, এবং তুমি ও অন্য ব্যক্তিতে পার্থক্য নাই, ইহা বুঝিবে।

Telang—অধ্যাত্ম জ্ঞান etc.=Constancy in knowledge of the relation of the individual self to the supreme perception of the object (removal of ignorance and accquisition of happiness; of knowledge of the truth.

(১২) এইবার "জ্ঞেয়" (১২—১৭ শ্লোক)। অর্জ্জুন জ্ঞেয় কি জানিতে চাহিয়াছিলেন।

১২। জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে। ১২।

পদচ্ছেদ। জ্ঞেয়ম্ যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে, অনাদিমৎ পরম্ ব্রহ্ম ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে।

অন্বয়। যৎ জ্ঞেয়ম্ যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে তৎ প্রবক্ষ্যামি তৎ অনাদিমৎ পরম্ ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। অমৃতম্ অশ্নুতে=অমৃত লাভ, অর্থাৎ যাহাতে জাগতিক সকল দুঃখ যাহা মৃত্যুর সমান তাহা অতিক্রম করা যায় ও পরমানন্দ লাভ করা যায় বা যাহা জন্ম, মৃত্যু অতিক্রম করায়। পরমব্রহ্ম=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম অনেক রকমের। অক্ষর ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, মহদ্ ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম, কার্য্য ব্রহ্ম ইত্যাদি, যিনি (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) তাহা বুঝাইতে পরম শব্দ যুক্ত হইয়াছে (অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং ৮।৩)। ন সৎ ন অসৎ=ইহা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যথা, যাঁহাতে বিপরীত ধর্ম্ম-সমস্ত সমন্বয় পাইয়াছে; যিনি বিধি নিষেধের অতীত; (২।১৬; ৯;১৯; ১১।৩৭) ও ইহাদের ব্যাখ্যা দেখ। যিনি স্থূল সূক্ষ্মের অতীত; যিনি কার্য্যকারণের উর্দ্ধে; যিনি সাকার নিরাকার দুইই, ইত্যাদি। ন সৎ ন অসৎ, ইহা নাসদীয় সূক্ত স্মরণ করাইয়া দেয়। ভগবানকে ধারণা করা যায় না বলিয়াই বলা হয়, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। নীচের কয়েকটি শ্লোকে এই প্রকারের বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখান হইয়াছে। ব্রহ্ম যে কি তাহা বলা যায় না, তাই পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, ইহা উচ্ছিষ্ট হয় না। কেহ কেহ "অনাদিমৎ পরম্" স্থলে "অনাদি মৎপরং" পাঠ করেন ও অর্থ করেন, মৎপর=আমি (অর্থাৎ ভগবান) যাহার সম্বন্ধে পরম্।

অনুবাদ। যাহা জানিবার বিষয় ও যাহা জানিলে জাগতিক সকল দুঃখ (যাহা মৃত্যুর মত) ও জন্মমৃত্যু অতিক্রম করা যায়, ও পরমানন্দ লাভ করা যায়, তাহা এখন তোমাকে বলিব। যাহা জানিবার, বা যিনি জ্ঞেয় অর্থাৎ উপলব্ধব্য, সেই আদি রহিত পরম ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন (ইহা উপরে ব্যাখাত হইয়াছে), বলিয়া কথিত হন। (তাঁহার বিষয়ে আরও কি জ্ঞাতব্য তাহা পরের শ্লোকগুলিতে আসিবে)।

শঙ্কর। পরম্ ব্রহ্ম=নিরতিশয় ব্রহ্ম। ন সৎ ন অসৎ=ইন্দ্রিয়ের বিষয় না হওয়ায় অস্তি নাস্তি দুইই জ্ঞানীদের প্রতীতির বিষয় নহে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম পাঠ লইয়াছেন।

শ্রীধর। শ্রোতার যত্ন-সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানের ফল দেখাইতেছেন, ইহা জানিলে মানব মোক্ষ পাইয়া থাকে।...আমি বিষ্ণু আমার পর, অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। অনাদিমৎ শব্দের 'মৎ' ছন্দোরক্ষার্থ প্রয়োগ ; অথবা 'মৎ' 'পর' শব্দের সহিত যুক্ত হইয়াছে। সৎ অসৎ, ইহা অবিষয় বলিয়া বিধি-নিষেধের অতীত। বলদেব, বিশ্বনাথ ও রামানুজ এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াছেন।

গোয়েন্‌কা। জ্ঞেয়=নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের বাচক। এই প্রকরণেই তিনি তাঁহাকে নির্গুণ ও গুণভোক্তা বলিয়াছেন। অমৃত= পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা, ইহাই পরমগতি, পরমপ্রাপ্তি। পরমব্রহ্ম=ব্রহ্ম= বেদব্রহ্ম ও প্রকৃতিও হয়। সৎ অসৎ=প্রমাণ পৌছায় না, সেইজন্য সৎ বলা যায় না ; আবার 'আছেন' সেই জন্য অসৎ বলা যায় না। ৯।১৯ শ্লোকে বলিয়াছেন তিনি সৎ তিনি অসৎ, এখানে বলিতেছেন, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন।...তিনি কি, মুখে বলা যায় না।

পরমহংসদেব। ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন নাই, অর্থাৎ তিনি কি তাহা বাক্যে কেহ বলিতে পারে নাই। (এই শ্লোকগুলি ব্রহ্মের বিশ্বরূপ ও যুগপৎ অন্তর্য্যামিত্ব বিভাবের প্রকাশক। "সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণ ; তটস্থ লক্ষণ স্বরূপ লক্ষণ)।"

ব্যোমব্রহ্ম। অনাদিমৎ=আদি বিশিষ্ট নহে, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কিছুই ছিল না। তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ, (বিকারি বস্তু), এ কথা স্বীকার করিলেই স্বীকার করা হইল যে তিনি সৎও নন, অসৎও নন।

মধুসূদন। সৎ, অসৎ, দুই নির্দ্দেশের বহির্ভূত। নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ।

রামানুজ। অমানিত্বাদি সাধনা দ্বারা যে প্রত্যগাত্মা স্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থের পরিজ্ঞান জন্মে, তাহারই তথ্য বলা হইয়াছে।...ভগবানের শরীর স্বরূপতা হেতু এবং তাহারই সহিত একরস সম্ভূত হওয়ায় আত্মা ভগবানেরই স্বরূপ।...ব্রহ্ম বৃহত্ব গুণযুক্ত, শরীর হইতে স্বতন্ত্র এবং শরীরের সহিত পরিচ্ছেদ রহিত ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব স্বরূপ।...স্বকীয় কর্ম্মজনিত বন্ধন প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে অনন্তত্ব প্রাপ্ত হন।...কার্য্যকারণরূপ অবস্থা দ্বয়ের রাহিত্ব হেতু আত্মা সদসৎ পদবাচ্য নহেন। কার্য্যাবস্থায় তিনি বিবিধ দেবাদি নামরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন তিনি সৎ। কারণাবস্থায় নামরূপ না থাকায় অসৎ...

ভক্তিপ্রদীপ। মৎপরম=is subject to Me. ন সৎ ন অসৎ=beyond the reigon of effect and cause.

দামোদর। শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ জীবেশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং অনাদিমৎ পদ সিদ্ধ করিয়া আপনাদের অভিমত স্থাপন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ মানব শরীর মধ্যস্থ আত্মার ও পরব্রহ্মের বিভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যগাত্মা যে পরমাত্মারই শরীর স্বরূপ, এবং তাঁহারই অনুরূপ, এই বিশেষত্বও দেখাইয়াছেন। বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণ জীবেশ্বরের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া পরব্রহ্মকে স্বামী ও জীবকে অধীনরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সদসৎ শব্দের নানা আলোচনা করা হইয়াছে যথা কার্য্যরূপে তিনি সৎ, কারণরূপে অসৎ।

গিরীন্দ্র। পরব্রহ্মকে জ্ঞাতব্য বলা হইয়াছে। সৎ, যাহার অস্তিত্ব আছে, অসৎ যাহার অস্তিত্ব নাই। তৈত্তিরীয়, ২।৭) অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত, অর্থাৎ এই জগৎ আগে অসৎ বা অব্যক্ত রূপ ছিল, তাহা হইতে সৎ বা নাম রূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মের মায়াশক্তিকে অনেক সময় সদসৎ বলা হয়। আবার ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে আছে প্রথমে সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না।

তিলক। অমৃত=মোক্ষ। না সৎ না অসৎ=ব্যক্ত ক্ষরসৃষ্টি ও অব্যক্ত অক্ষর সৃষ্টি, এই দুই যদিও পরমেশ্বরেরই স্বরূপ, তথাপি প্রকৃত পরমেশ্বর তত্ত্ব, এ দুইয়ের অতীত, অর্থাৎ পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণানন্দ। অনাদিমৎ=সমস্ত কারণের কারণ ও দেশকাল পরিচ্ছেদশূন্য পরমাত্মা। টীকাকারদের কেহ কেহ বলেন অনাদিমৎ শব্দ কার্য্য, এবং পরং শব্দে কারণ, অর্থাৎ তিনি কার্য্য ও কারণের অতীত। কেহ অনাদি+মৎপরম=ব্রহ্ম উৎপত্তি বর্জ্জিত এবং মৎ অর্থাৎ আমার অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের অতীত যিনি মৎপর। অস্তি নাস্তি=আছেন বা নাই, বিধি বা নিষেধ প্রমুখ প্রমাণের বিষয় নহে। তিনি নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ। বুদ্ধি দ্বারাই সৎ ও অসতের নিশ্চয় হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম বাক্যও মনের অতীত। ব্রহ্ম, বুদ্ধি গ্রাহ্য; সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণা প্রকৃতি বা ন্যায়ানুমত পরমাণুরূপ সৎ অর্থাৎ কারণও নহেন, এবং শূন্যরূপ অসৎও নহেন।

অরবিন্দ। ব্রহ্ম একই সঙ্গে ক্ষর অক্ষর দুইই; এক হইয়াও সর্ব্ব... এই যে সৎ অসৎ নিত্য অনিত্যের প্রাতিভাসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বাহ্য জগৎ চলিতেছে, ব্রহ্ম এ সবের উর্দ্ধে। এই শ্লোকের সৎ অসৎ লইয়া অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী নিজ নিজ মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন।... জন্ম ও মৃত্যু যে আনন্ত্যের পক্ষে বাহ্যিক ঘটনা মাত্র তাহা উপভোগ করাই জীবের পক্ষে প্রকৃত অমৃতত্ব ও লোকোত্তরতা। সেই আনন্ত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেছে তৎ, বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বব্যাপী সত্তা...ব্রহ্ম একই সঙ্গে ক্ষর ও অক্ষর দুই; এক হইয়াও সর্ব্ব।

অনাদিমৎ। আচার্য্য শঙ্করের মতে বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন অনাদি শব্দের উত্তরে মতুপ প্রত্যয়ের কোন সার্থকতা নাই, শ্লোক পূরণার্থ করা হইয়াছে। শ্রীধর ইহাকে ছান্দস প্রয়োগ বলিয়াছেন। মধুসূদনের মতে বহুব্রীহি দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলেও অতিশয়ার্থে এবং নিত্য যোগার্থেই পুনর্ব্বার মতুপ প্রয়োগ হইয়াছে। নীলকণ্ঠ মতে, কেবল অনাদি বলিলে অব্যক্তাদিরও প্রকৃতি প্রবাহ বিতত্ব প্রতিপন্ন হয় তাহার প্রতিষেধার্থে এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা পরবর্ত্তী পরং পদ ইহার সহিত গ্রহণ করিয়া আদিমৎ এবং পরং, এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইয়ের দ্বন্দ্বসমাসে, কার্য্য ও কারণ এই অর্থ হয় ; এ দুই অপেক্ষা যিনি অন্য অর্থাৎ স্বতন্ত্র তিনিই ব্রহ্ম। রামানুজ, বলদেব ও বিশ্বনাথ অনাদিমৎ-পরং ভাঙ্গিয়া অনাদি ও মৎপরং করিয়াছেন, এবং আমি (বাসুদেব) যাহাদিগের পতিস্বরূপ, মৎপরং শব্দে এই অর্থ করিয়াছেন।

মধুসূদন। ন উচ্যতে=ব্রহ্মে জাতি, গুণ ও ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম মুখ্যবৃত্তিতে কোনও শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারেন না, তবে যথাকিঞ্চিৎ লক্ষণা বলে শব্দ তাহাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ইহাই ২।২৯ শ্লোকে জানান হইয়াছে। যদি ভিন্ন করিয়া মৎপর শব্দ লওয়া হয় তাহা হইলে মৎ অর্থাৎ আমা হইতে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হইতে, 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এই অর্থ আসে। সৎ অসৎ দুই নির্দ্দেশের বহির্ভূত নির্ব্বিশেষ চৈতন্য স্বরূপ ;।

শ্রীধর। অনাদিমৎপরং শব্দের মৎ ছন্দোবক্ষার্থ প্রয়োগ, অথবা মৎপর শব্দের সহিত যুক্ত হইয়াছে। সৎ অসৎ=ইহা অবিষয় বলিয়া বিধি নিষেধের অতীত।

মতিলাল। অনাদি মৎ পরম ব্রহ্ম, শঙ্কর ও শ্রীধর অর্থ করিয়াছেন, যাহার আদি নাই, তিনি নিরতিশয় ব্রহ্ম। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অর্থ করিয়াছেন। অনাদি, মৎপরম ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমি যাহার পরম অর্থাৎ আশ্রয়ভূত।

মহানামব্রত। মৎপর=ব্রহ্ম আমারই এক পরম সত্তা।...... লৌকিক ভাষায় যে অর্থে আমরা "আছে" বা "নাই" কথা প্রয়োগ করি, তাহার কোন শব্দই, সৎ বা অসৎ, তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার হইতে পারে না।

ভূপেন্দ্রনাথ। 'অনাদি' পদটিতে (নাই আদি যাহার) বহুব্রীহি সমাস করিলেই 'অনাদিমৎ' পদের উক্ত যে অর্থ তাহা সিদ্ধ হয়, তবে যে, আদিমৎ যাহা নহে, এই নঞ তৎপুরুষ সমাস সিদ্ধ পদের প্রয়োগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হইল, তাহা ছান্দস ; অথবা, অনাদি ও মৎপর, এইরূপ দুইটি পদ। মৎপর পদের অর্থ, আমি যে বিষ্ণু, আমার পর, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপ ব্রহ্ম (শ্রীধর)।......জ্ঞেয় বলিলেই, জ্ঞাতার যিনি জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইলেই জ্ঞেয় পদার্থ সাধারণ বস্তুর মত হইয়া গেল। ইহা কিন্তু সেইরূপ জ্ঞেয় নহে।......বুদ্ধির অতীত সেই পরমাত্মাকে বুদ্ধিরও জানিবার সামর্থ্য নাই। সেই জন্যই বলা হয়, তিনি সৎ, অসৎ, কিছুই নহেন অর্থাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৎ পদার্থ নহেন, তাই বলিয়া, তিনি যে নাই তাহাও নহে (নাসদীয় সূক্ত, ঋগ্বেদ, দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টি বিকাশের পূর্ব্বে, অর্থাৎ অসৎ (বা শূন্য), সৎ (বা ব্যক্ত) প্রভৃতি কিছুই ছিল না।

Telang অনাদিমৎ...উচ্যতে = The heighest Brahmman having no beginning nor end which cannot be said to be existent or nonexistent (words cannot be predicated of the Brahmman ; so you cannot apply either of these words to it).

মতিলাল—কার্য্যাবস্থাকে আমরা সৎ বলি, করণাবস্থাকে অসৎ বলি। নামরূপ দ্বারা অব্যাকৃত কারণাবস্থা হইতে ব্যাকৃত অবস্থাই সৎ উভয় অবস্থা, তত্ত্বের অবস্থা মাত্র, স্বরূপ নহে এই হেতু অনাদিমৎ, সৎ ও অসতের ঊর্দ্ধে।

(১৩) ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি ও স্বাভাবিকী সর্ব্বাত্মতা দেখাইতেছেন। পূর্ব্বেও, জ্ঞানে, কি ভাবে "বড় ক্ষেত্রজ্ঞ"কে জানা যায় বলিয়াছেন ; "বিশ্বরূপের" ভয়ানকত্ব, তিনি মৃত্যু, এ ভাবটা বাদ দিলে যে ছবি হয় ইহা সেই ছবি বলা যাইতে পারে। পুরুষসূক্ত ইত্যাদিতে এই ভাবেরই ছবি। প্রথমে সর্ব্বব্যাপকত্ব ছবি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরো মুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ১৩।

পদচ্ছেদ। সর্ব্বতঃ পাণি-পাদম্ তৎ সর্ব্বতঃ অক্ষি-শিরঃ মুখম্, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।

অন্বয়। তৎ সর্ব্বতঃ পাণি–পাদম্ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।

কঠিন শব্দ। শ্রুতিমৎ=কর্ণ। লোকে=জগতে। আবৃত্য—আবৃত করিয়া, pervading (Telang)।

অনুবাদ। সর্ব্বত্র যাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ, সর্ব্বত্র যাঁহার কর্ণ, (তিনিই) এই জগতে সমস্ত পদার্থ আবৃত করিয়া আছেন।

তিনি কোথায় নাই? তিনি বিশ্বাতগি ও বিশ্বাতীত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।১৬) এই শ্লোকটি হুবহু পাওয়া যায়। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং (ঈশঃ উঃ ১) (শ্বেঃ ৩।১৯) পুরুষ সূক্তের শ্লোকেও এইভাব।

(বা, সকল হস্তপদ- সেই বিরাটের হস্তপদ ইত্যাদি) বা যেখানে যাহা কিছু হস্তপদ মুখ বিশিষ্ট প্রাণী আছে, সবই তিনি, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি।

শঙ্কর। ক্ষেত্রজ্ঞতো ক্ষেত্র লইয়াই, অর্থাৎ অনেক হাত পা শরীর লইয়াই। উপচারে জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

Radhakrishnan As the Supreme has two aspects, one of transcendence and the other of immanence, it is described in a series of paradoxes,......He sees all, but not with physical eye. He is mutable aud immutable.

মধুসূদন। যাঁহার সত্তায় সকল জীবদেহে চক্ষুমস্তকাদি স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবিষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায় পুরুষসূক্ত--সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ, দ্রষ্টব্য অপাণি পাদো ইত্যাদি পরের শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

অরবিন্দ। আমরা যে দিকেই ফিরি না কেন. অসংখ্য রূপের মধ্যে আমরা যাঁহার শীর্ষ, চক্ষু ও মুখমণ্ডল দেখিতে পাই।...

শ্রীধর। শুধু সৎ ও অসৎ হইতে পার্থক্য হইলে, শ্রুতির বিরোধ হয়। সেই আশঙ্কা করিয়া "এই ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াশক্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা তাহার সর্ব্বাত্মতা পঞ্চ শ্লোকে দেখাইতেছেন।...... সকলকে ব্যাপিয়া আছেন, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের বৃত্তি হস্তাদি ও রূপাদি দ্বারা সর্ব্ব ব্যবহারের পাত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

রামানুজ। বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপ দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন না হওয়ায়, উহা সর্ব্বব্যাপী।

মহানামব্রত। "অ-পাণি" শ্রুতির অ-কার নিষেধার্থক নহে, অপ্রাকৃতবোধক।

(১৩) **ভূপেন্দ্রনাথ।** সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তি ও হস্তপদাদি উপাধি দ্বারা সকল ব্যবহারের আস্পদ হইয়া তিনিই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে চক্ষু; কর্ণ, পাণি পাদাদির ব্যবহার যে সিদ্ধ হইতেছে, তাহা ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই সম্ভব হয়, কারণ তাঁহার সত্তায় সত্তাবান হইয়াই, মন, ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের অনুভব করে।...তৎ স্তস্তটি যে সর্ব্বত্র পাণিপাদ চক্ষুকর্ণাদি বিশিষ্ট, তাহা বোঝা যায় যোগে। যোগী যাহা ভাবেন, তাহা চক্ষের সামনে দেখিতে পান (বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে রহিয়াছে)...তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্—সেই বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ কূটস্থ যাঁহারা সর্ব্বদা ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা দেখিতে পান; আকাশের মত চক্ষু, যাহা যোনি মুদ্রায় প্রকাশ হয়, তাহা ঐ সুরেরা সর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পান। সেই চক্ষুর মধ্যে ব্রহ্মের অণু, অণুর মধ্যে ত্রিলোক, ত্রিলোকের ভিতর মর্ত্ত্যলোক, মর্ত্ত্যলোকের ভিতর আমি, আমার মধ্যে সমুদায়—সুতরাং সব ব্রহ্ম হইয়া গেল)। এইরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্বত্র পাণিপাদাদি হইয়াও, এবং সকলকে আবৃত করিয়াও—এক হইয়া আছেন, সেই একত্বকে যে জানে সে-ও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়। সোঽহং আমি সেই, যে 'আমি' সকল 'আমির' মধ্যে এক অখণ্ড ভাবে, ঘটাকাশসমূহের মধ্যে এক মহাকাশ রূপে, বিরাজমান।…এই পরম অহংএর একাংশেই লীলাবশতঃ যখন সহস্র সহস্র অহংভাব ফুটিয়া উঠে, তখনই তাহার নাম হয় মায়া। ইহারই নাম প্রাণ-শক্তি।…ব্রহ্মের মধ্যে এই শক্তি চঞ্চল হইয়া উঠিলে, অহং অস্মি বোধ ফুটিয়া উঠে। এই অহং বোধই মন, হিরণ্যগর্ভ—হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে, বিশ্বস্য বীজ পতিরেকমাসীৎ। অহং বোধের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কোটি জীব ও ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া উঠে। তাই ভগবান বলিয়াছেন, অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

(১৪) হাত, পা আদি ইন্দ্রিয়ের অধ্যারোপে, কাহারও মনে যাহাতে শঙ্কা না হয় যে তিনি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, তাই বলিতেছেন—

১৪। সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নিগু'ণং গুণভোক্তৃ চ। ১৪।

পদচ্ছেদ। সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসং সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্ চ অসক্তম্ সর্ব্বভৃৎ চ এব নিগু'ণং গুণভোক্তৃ চ।

অন্বয়। সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্ চ অসক্তম্ নিগু'ণং এব সর্ব্বভৃৎ চ গুণভোক্তৃ।

কঠিনশব্দ। সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং=সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণাবলীর প্রকাশক এবং সেইভাবে জ্ঞাতা। তাঁহারি ভিতর সবই আছে, তিনি চক্ষুর চক্ষু। অসক্ত=সংশ্লেষ বা আসক্তিবিহীন। নিগু'ণং=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণরহিত; গুণাতীত; মায়ার পরপারে। সর্ব্বভৃৎ=সর্ব্ববস্তুর আধার, ধারক ও পোষণকর্ত্তা। গুণভোক্তৃ= গুণসমূহের ভোক্তা। গুণসমূহের গুণাদির তিনি জ্ঞাতা। গুণময়ী প্রকৃতির অধিস্বামী; মায়া অধ্যাসিত তাঁহাতেই। পূর্ব্ব শ্লোকের ভাবই আসিয়াছে এই শ্লোকে। সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসম=manifests the properties of the senses (ভক্তিপ্রদীপ)।

অনুবাদ। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক ও তাহাদের গুণসমূহের (শব্দাদির) জ্ঞাতা; তথা, তাঁহাতে যেন সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশলাভ করিয়াছে ও তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহ তিনি জ্ঞাত হইতেছেন (অথচ সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সংশ্লেষ বিহীন (অর্থাৎ কোন কিছুর সহিত যুক্ত নহেন) অথচ সর্ব্বাধার, সব কিছুকে ধরিয়া আছেন, (মাতা পিতা আশক্তিতে ধারণ পোষণ করেন, ইনি সেরূপ নহেন)। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণ রহিত; অথচ গুণময়ী প্রকৃতি তাঁহারই। সেইভাবে তিনি গুণভোক্তা, জ্ঞাতা; নির্গুণ ব্রহ্ম, অথচ ভোক্তারং যজ্ঞে তপসাং। চিদাভাস জীবাত্মা রূপেও তিনি ভোক্তা, (অথবা, ত্রিগুণময়ী মায়া তাঁহাতে নাই, তথাপি তাহার সকল কার্য্য তাঁহারই উপর অধ্যাসিত হয়। তাঁহাকে "সগুণ ব্রহ্ম" করে। তিনি সর্ব্বধারক, সর্ব্বপালক, সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা (৯।২৪) ও ঈশ্বরসমূহের ঈশ্বর (৯।২৪); ইহাই পাই আবার ১৩।২২ শ্লোকে। বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ তাঁহাতে দেখান হইয়াছে, "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্"। এই ভাব দেখান হইয়াছে "অপাণি পাদো শ্লোকে। (শ্বেঃ উঃ ৩।৯; মুঃ উঃ ৩।১।১; ২।২।১০; কঠ ৫।১৪; ২।২১; শ্বেঃ উঃ ৩।১৬, ১৭; মহাভারত ১২।২৪০, ২৯; ২২।৩০২, ১৪১; ১৪।১৯।৪৯; ১৪।৪০।৪; ঋগ্বেদ ১০।১২৯; ঈঃ উঃ ৫; নাসদীয় সূক্ত; মৈঃ উঃ ৬।১০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমেশ্বরের সামান্যমাত্র ধারণা যে কত কঠিন, তাহা দেখি আমরা ১৩.২৪-৪৯ শ্লোকে।

মধুসূদন। সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং = শ্রোত্রাদির এবং মন বুদ্ধির অধ্যবসায় সঙ্কল্প শ্রবণ বচনাদি গুণ আছে, সেইগুলির দ্বারা যেন তিনি সেই-গুলির বিষয়রূপে অবভাসিত হন, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারে (কর্ম্মে) যেন সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মও ব্যাপৃত বলিয়া মনে হয়; ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্যাদি ব্যাপারে যেন তিনিও কার্য্যাদি করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।...এই প্রসঙ্গে অধ্যারোপ ও অপবাদ এই শব্দ দুইটির, এবং মিথ্যা ও অসৎ এই শব্দ দুইটির ব্যাখ্যা মধুসূদন বিসদ ভাবে করিয়াছেন।

গুণভোক্তৃ = শব্দ স্পর্শাদিকে দ্বার করিয়া সুখ দুঃখ ও মোহাকারে পরিণত যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ তাহার ভোক্তা ও উপলব্ধা। সেই জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম এইরূপ হইতেছেন।

শ্রীধর। তিনি চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণরূপাদি বৃত্তিতে সেই সেই আকারে দীপ্তি পাইয়া থাকেন, তাহাদের প্রকাশিত করেন। "তাঁহার হস্তপদাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় না থাকিলেও, গ্রহণ ও গমনাদি করেন" (শ্রুতি)। গুণভোক্তৃ = সত্ত্বাদি গুণের পালন কর্ত্তা।

রামানুজ। ইন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারা বিষয়াদি জানিতে সমর্থ, অথচ ইন্দ্রিয় নাই।

শঙ্কর। ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়াতে তিনি ক্রিয়াবান্ প্রতীত হন। সুখ দুঃখ মোহ রূপে পরিণত এই সত্ত্বাদি তিন গুণকে শব্দাদি দ্বারা উপলব্ধ করেন।

Modi. The functions of all senses do appear in Brahman, though it is without all these senses.

ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি সত্ত্বাদি গুণ রহিত হইয়াও গুণ ভোক্তা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের পালক।...খাওয়ানও তিনি, খানও তিনি। আত্মা, দেহের মধ্যে আছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়দের বিষয়জ্ঞান হয়।...তাহারা স্বয়ং চেতন পদার্থ নহে। এক সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানই পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, স্পর্শাদিরূপে অনুভূত হয়। তাই আত্মা, গুণবিবর্জ্জিত হইয়াও গুণময়,।

Telang. Possessed of the qualities of all the senses (but) devoid of all senses (শ্বেঃ উঃ) (He has no ears but has the quality of hearing, etc.) unattached (really out of relation to everything, though seeming to be connected with other things through delusion), it supports all, is devoid of qualities, and the enyoyer of qualities (i. e. he perceives them,

মতিলাল। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভাসমান। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির যে কিছু গুণ-অধ্যবসায়, সঙ্কল্প, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় দেশে তিনিই প্রকাশমান।

জগদীশ্বরানন্দ। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের আভাসযুক্ত, অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত। তিনি নিরবয়ব বলিয়া কাহারও সহিত তাঁহার সংযোগ নাই। তথাপি তিনি সর্ব্ববস্তুর আধারভূত, এবং স্বয়ং নির্গুণ হইয়া সত্ত্বাদি গুণের পালক।

(১৫) বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।

পদচ্ছেদ। বহিঃ অন্তঃ চ ভূতানাম্ অচরম্ চরম্ এব চ, সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ম্ দূরস্থম্ চ অন্তিকে চ তৎ।

অন্বয়। ভূতানাম্ বহিঃ অন্তঃ চ চরম্ অচরম্ এব চ, তৎসূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ম্ চ অন্তিকে চ দূরস্থম্ তৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। বহিঃ অন্ত=বাহিরে এবং অন্তরে। চরম্ অচরম্=জঙ্গম এবং স্থাবর, অবিজ্ঞেয়ম্=জানা যায় না। অন্তিকে= নিকটে।

অনুবাদ। তিনি সর্ব্ববস্তুর বাহিরেও এবং অন্তরেও (transcendent and immanent, দুইই ; অথবা, সুবর্ণ যেমন কনক কুণ্ডলের বাহিরেও এবং অন্তরেও) তিনি স্থাবর ও জঙ্গম দুইই। (তিনি কি নহেন ? সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে জানা যায় না (মোটা মন বুদ্ধি কি সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম ?)। দূরেও আছেন, নিকটেও আছেন (তিনি সর্ব্বত্র) (তিনি সকলকার ভিতর অতি সূক্ষ্ম অন্তর্য্যামী ভাবে আছেন) (অজ্ঞানীর কাছে দূরে, ও জ্ঞানীর কাছে তাহার ভিতরই, আত্মারূপে) (ভক্তগণই তাঁহাকে মনশ্চক্ষে দেখিতে পায়)।

তদেজতি ইত্যাদি (ঈ ৫); বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং (মু ৩।১।৭) (মুঃ ২।১।২)।

Gandhi, Desai, God is nearer to me than I am to myself.

রামানুজ। পৃথিব্যাদি অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্ম রহিয়াছেন, আবার তাহাদের অন্তরেও বিরাজমান। অমানিত্বাদি গুণরহিত দেহে সেই আত্মা অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাহাদের ইহা না জানা থাকায় তিনি অতি দূরবর্ত্তী।

বলদেব। "তিনি চেতন ও জড় ভূতবর্গের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত…সূক্ষ্মত্ব হেতু, প্রত্যেক ধর্ম্মত্ব হেতু ও চিৎসুখমূর্ত্তিত্বহেতু অবিজ্ঞেয়। অন্য দেবতাকে যেরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে সেরূপে জানিবার উপায় নাই। এই জন্য তিনি দূরস্থ। তবে ভক্তিভাবিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধক তাঁহাকে পরিজ্ঞানে সক্ষম হন। এই জন্যই অন্তিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণানন্দ। নিষ্ক্রিয় কিন্তু সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনি।.. ব্রহ্ম চৈতন্যের প্রভাবে অচেতন মন বুদ্ধি ইত্যাদি ক্রিয়াশীল।

সন্তদাস। সমস্ত জীবের বহির্দেশে অবস্থিত অথচ অন্তরে স্থিত; সকল হইতে ভিন্ন, অথচ সকলের সহিত এক।

মধুসূদন। সূক্ষ্মত্বাৎ=রূপাদিবিহীন। অন্তিকে=অব্যবহিত, কারণ তিনি আত্মস্বরূপ। দূরস্থ—সাধনবিহীন জনের নিকট অপ্রাপ্য।

শঙ্কর। অবিদ্যা দ্বারাই দূরে। অন্তরে অন্তর্য্যামী। সমগ্র যখন তিনি, তবে কেন দৃষ্ট হন না, কারণ তিনি সূক্ষ্ম।

মহানামব্রত। জীবগণের অন্তরে আছেন আত্মারূপে, বাহিরে আছেন জগৎরূপে।

ভূপেন্দ্রনাথ। বাহ্য অন্তর ভাব হয় দেহকে লইয়া,...একটী ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য, আর একটি অব্যক্ত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যতদিন প্রকৃত জ্ঞান না হয়, ততদিন ব্যক্ত অব্যক্ত দুইটি অবস্থাই থাকে।... জ্ঞানী অনন্ত অনৈক্যের মধ্যে এক ঐক্যকে দেখিতে পায়।... তাহার নিকট স্থাবর জঙ্গম বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান, ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্থিতি, তিনি বিষ্ণুস্বরূপ, শূন্যস্বরূপ কারণবারির উপরে।...

১৬। অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।১৬।

পদচ্ছেদ। অবিভক্তম্ চ ভূতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্, ভূতভর্তৃ-চ তৎ জ্ঞেয়ম্ গ্রষিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ!

অন্বয়। অবিভক্তম্ চ ভূতেষু বিভক্তম্ ইব স্থিতম্, তৎ জ্ঞেয়ম্ ভূতভর্তৃ চ গ্রসিষ্ণু চ প্রভবিষ্ণু।

কঠিন শব্দ। অবিভক্তম্=অখণ্ডিত, অপরিচ্ছিন্ন। (আকাশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত পূর্ণ, এক) বিভক্তম্ ইব = পৃথক পৃথকের মত সর্ব্বত্র বিস্তৃত সেই এক পরমাত্মা প্রতি দেহে কূটস্থ ভাবে যেন পৃথক পৃথক ভাবে স্থিত, (অথবা প্রতি জীবের নিজ জীবাত্মা অন্য জীবের জীবাত্মা হইতে যেন পৃথক পরিদৃষ্ট হয় ; ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি. ১৩।২ : জীবাত্মা বা চিদাভাস সেই এক পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন। যেমন এক সূর্য্য হইতে বহু প্রতিবিম্বের উৎপত্তি হয়, যেন সূর্য্যই নিজেকে বহু করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়)। মহাকাশ, বহু ঘটে বহু ঘটাকাশ। ভূতভর্তৃ = ভূতসমূহের ধারণ কর্ত্তা ও পালন কর্ত্তা (বিষ্ণুরূপী ভাবে স্থিতিকালে)। গ্রসিষ্ণু = গ্রাসকর্ত্তা (রুদ্ররূপী প্রলয়-কালে)। প্রভবিষ্ণু = সৃষ্টিকর্ত্তা (ব্রহ্মারূপী সৃষ্টিকালে)। (বা একই সময়ে, কোথাও সেই জ্ঞেয় পরমাত্মার জন্ম দেওয়া কাজ চলিতেছে, কোথাও পালন কার্য্য, কোথাও সংহার কার্য্য চলিতে থাকে]।

অনুবাদ। বিভাগ রহিত (তিনি), জীবে জীবে যেন খণ্ড খণ্ড, যেন পৃথক পৃথক ভাবে রহিয়াছেন, (কারণ, জীবাত্মা বা চিদাভাস তো তাঁহারই প্রকাশ। সেই জ্ঞাতব্য যে পরমেশ্বর, পরমাত্মা, তিনিই পালনকর্ত্তা, তিনিই সংহার কর্ত্তা, এবং তিনিই সৃষ্টি কর্ত্তা। "অবিভক্তম্ বিভক্তমিব" ইহার এ অর্থও হইতে পারে :—জড় ও চেতন, ক্ষর ও অক্ষর, যাহা কিছু আমরা দেখি, সবই তিনি : নিজেকে পৃথক পৃথক্ নানাভাবে প্রতীয়মান করাই-তেছেন। দেবতারা সব তিনিই। একং সদ্-বিপ্রা বহুধা বদন্তি ॥

অগ্নির্যথৈকো…এক স্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং, রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ (কঠ ২।৩।৯) ; বৃঃ উঃ ২।৪।১৪ ; ৪।১৪ ; ৪।১।৭ দ্রষ্টব্য। ঈঃ উঃ ৫ ; মুঃ ২।১।২ ; শ্বেঃ উঃ ৩।১৬।৮)। তৎসৃষ্ট্বা, তদেবানুপ্রাবিশৎ (তৈঃ ২।৫ ; গীতা ১৮।২৩)। যতো বা ইমানি ভূতানি, ইত্যাদি (তৈঃ উঃ ৩।১। একং সান্তং বহুধা দৃশ্যমানং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জীবাত্মাসমূহ মূলতঃ পরমাত্মার বিভাব হইলেও, সব চৈতন্য সেই মহা চৈতন্যের প্রকাশ হইলেও, দেহাবৃত জীবাত্মাভাবে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ পরমাত্মা ভাবে তাহারা দৃষ্ট হইতে পারে না। অল্পজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ নহে। (উপাধি আবৃত) জীবাত্মার পৃথকত্বের ইঙ্গিত পাই, ২।২২,-১৫।৭—১১ ও অন্যান্য বহু শ্লোকে। এখানে সর্ব্বব্যাপি সেই মহাচৈতন্যের কথা হইতেছে, যিনি চিদাভাস ভাবে জ্ঞাত হইতে থাকেন। (অবশ্য আমরা মূর্খ, বিশেষ বুঝি না)।

অরবিন্দ। তিনি অবিভাজ্য এবং অদ্বিতীয়, অথচ নানারূপে নানাজীবে নিজেকে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সকল বস্তুই তাঁহার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে, আত্মার মধ্যে তাহাদের সপ্রতিষ্ঠ সত্তার অবিভাজ্য ঐক্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে।

শ্রীধর। স্থাবর, জঙ্গমাত্মক বস্তুনিচয়ে, কারণ রূপ অভিন্ন, কিন্তু কার্য্যরূপে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত যেমন ফেন ও সমুদ্র।...সৃষ্টিকালে নানারূপ পরিগ্রহ করি উৎপন্ন হন।

ব্যোমব্রহ্ম। সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম ভূতসমূহে পৃথক পৃথক আছেন, অথচ অখণ্ড চৈতন্য রূপেও আছেন।

গোয়েনকা। ভূত ভৃৎ ইত্যাদি, পুরাণের বিষ্ণুরুদ্রও ব্রহ্মার মত।

মধুসূদন ঃ—অবিভক্তম্ ভূতেষু·· প্রাণিগণের মধ্যে অভিন্ন, বস্তুতঃ তাহা প্রতি দেহে ভিন্ন নহে. কারণ তাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, তথাপি দেহতাদাত্ম্যে মনে হয় যেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত। স্বয়ং অভিন্ন হইলেও, উপাধি ভেদে ভিন্ন এবং অনেক বলিয়া প্রতীত হন।

রামানুজ। দেবতা, মনুষ্যাদি সকল প্রাণিদিগের ভিতর সর্ব্বত্র স্থিত আত্মতত্ত্ব জ্ঞাতৃত্বের জন্য একাকাকারতায় বিভাগ রহিত. কিন্তু অজ্ঞানীর বুদ্ধিতে দেব, মনুষ্যাদির মত প্রতীয়মান হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। সেই জ্ঞেয়, আকাশের মত এক ; কিন্তু শরীরে থাকেন যখন, তখন বিভক্তের মত প্রতীয়মান হন, ইত্যাদি।

ভক্তিপ্রদীপ। Though undivided yet He exists in all beings as divided.

১৬। **ভূপেন্দ্রনাথ।** ব্রহ্মের দ্বিতীয় কিছু না থাকায় তাহা বিভক্ত হইবে কিরূপে ? ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠে অগ্নিকে যেমন বিভিন্নবৎ দেখায়, সেইরূপ পরমাত্মা, ভিন্ন ভিন্ন দেহে। যতক্ষণ দেহঘটরূপ উপাধি থাকিবে ততক্ষণ আত্মার উৎপত্তি নাশ না থাকিলেও কল্পিত হয়। অব্যক্ত অবস্থার সহিত যোগ ছিন্ন করিয়া, ব্যক্তাবস্থা প্রকাশিত হইতে পারে না, তাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, জ্ঞানময়ী বিদ্যামূর্ত্তি যাঁহার, মোহময়ী অবিদ্যা ভাবও তাঁহারই... সুষুপ্তি অবস্থায়, অহং, বিশ্ব ও ভগবান সমস্ত এক হইয়া চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত হন ; সেই বিশুদ্ধ সদ্‌ভাবই শুদ্ধ চৈতন্য, দেশ কালাতীত ব্রহ্ম ভাব।... কালের অস্তিত্ব হইতেই জ্ঞেয় বস্তুর নানাত্ব পরিদৃশ্য হয, তখনই সৃজন পালন সংহার চলিতে থাকে, যাহা সত্য নহে।...ব্রহ্মে সমস্ত খণ্ড কাল কল্পিত হয় বলিয়া, ব্রহ্মকে মহাকাল বা মহাকালী বলে। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপে কালের কল্পনা নাই, কারণ ঘটনা নাই।

Telang. The various manifestations of the Brahman are really one in essence, through apparently different, like foam and water,

(১৭) তবে কি তিনি অন্ধকার যে প্রত্যক্ষ হয় না ? উত্তরে বলিতেছেন—

১৭। জ্যোতিষামপি তজ্‌জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্‌।১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ তমসঃ পরম্ উচ্যতে জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্ জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।

অন্বয়। তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ তমসঃ পরম্ উচ্যতে, জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ জ্ঞানগম্যম্ সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্। তিষ্ঠিতম্ অন্য, পাঠ।

কঠিন শব্দ। তৎজ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ=তিনি জ্যোতিঃ-সমূহের অর্থাৎ সূর্য্যাদিরও জ্যোতিঃ, সূর্য্যাদি তাহারই জ্যোতিতে প্রকাশ-মান্। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকা, নে মা বিদ্যুতো কুতোঽয়মগ্নি, তমেব ভান্তমনুভাতিসর্ব্বম্ তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। (শ্বেঃ উঃ ৬।২৪, কঠ ১৫।১২, মুঃ ২।২।২০ যদাদিত্য গতং তেজং গীতা ১৫।১২। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যপন্থাবিদ্যতেঽয়নায় (শ্বেঃ উঃ ৩।৮ ; কঠ ৫।১৫ ; মুঃ ৩।২।৫ ; বৃঃ উঃ ৪।৪।১৬ ; মুঃ ১৩।১৭ ; ঈশঃ ৫)। তিনি সকল জ্ঞানের, সকল বোধের বোধ।

তমসঃ পরম্=তমসার অর্থাৎ অজ্ঞানের পরপারে ; তিনি প্রকৃতির ঊর্দ্ধে, গুণাতীত। মায়াতীত : মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না ; অজ্ঞানের সীমানার বাহিরে, চিন্ময়, জ্ঞানময়। আদিত্য বর্ণং, তমসঃ পরস্তাৎ। জ্ঞেয়= জ্ঞাতব্য : পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত করা মনুষ্য জন্মের প্রধান কাজ। অমানিত্বাদি সাধনার দ্বারাই হউক, ভক্তি ইত্যাদির দ্বারাই হউক যাহা বর্ণিত হইতেছে, বা শাস্ত্র দ্বারাই হউক। জ্ঞান=পারমার্থিক ভাবে, বোধ, চিৎ, মহাচৈতন্য ইত্যাদি বা পরমেশ্বরের অনুভূতি ; এখানে "অমানিত্বম্" ইত্যাদি ৭-১১ শ্লোকস্থ গুণসমূহ, ইহারা জ্ঞানীত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়া "জ্ঞান" এই নাম পাইয়াছে। "জ্ঞানগম্য", নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অবাঙমনসোগোচর, কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম ভগবৎ ভক্তিতে "জ্ঞাতুম্" হন। "জ্ঞেয়" যখন বলা হইতেছে, তখন জ্ঞানগম্য নিশ্চয়ই, নতুবা জ্ঞেয় কথাটার সার্থকতা থাকে না। ভক্তির দ্বারা, বোধির দ্বারা ভগবানের একটু স্পর্শ, জ্ঞানে বা চিন্তায় পাওয়া যায় তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানগম্য। তাহা ছাড়া ২৪ ও ২৫ শ্লোকে কিভাবে জ্ঞানগম্য করা হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এখানে আরও এক অর্থ আসে, উহা "জ্ঞানে প্রবেশ পাওয়া যায়, যে জ্ঞান অমানিত্বাদি কথাগুলিতে বলা হইয়াছে"। জ্ঞান = ৫-১১ ; জ্ঞেয় = ১২, ১৮, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৪ ; পুরুষ প্রকৃতি = ১৯, ২০, ২১ জ্ঞানগম্য = ২৪-২৬।

অনুবাদ। তিনি জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ, অর্থাৎ সূর্য্যাদি তাঁহারই জ্যোতি পায়, বা সকল জ্ঞানের জ্ঞান তিনি। অজ্ঞানের বা মায়ার পরপারে তিনি অবস্থিত ; চিৎ বা বোধস্বরূপ তিনি। জ্ঞেয় অর্থাৎ মনুষ্য জীবনে পরম জ্ঞাতব্য তিনি, এবং নিশ্চয়ই জ্ঞানগম্যও, (তাহা না হইলে জ্ঞেয় কথার সার্থকতা থাকে না। (ভক্ত তাঁহাকে যে ভাবে জ্ঞানগম্য করিতে চাহে, সে ভাবে ঐ ভক্তির দ্বারা সে করিতে সমর্থ) তাঁহার কথা যাহা শোনা যায়, তাহাই জ্ঞান বলিয়া সে গ্রহণ করে, এবং নির্ব্বিশেষ অবাঙমনসোগোচরা হইলেও, ভক্তের পক্ষে ভক্তের জ্ঞানগম্য হন ; দ্রষ্টুং তিনি দৃষ্ট হন, প্রবেষ্টুং তাঁহাতে সে নিজেকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়। অথবা, জ্ঞান বলিয়া যাহা এ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, তাহা গম্য, মননের জন্য অসম্ভব নহে, এবং ঐ সাধনার দ্বারা তিনি সাধকের মনের মত ভাবে জ্ঞেয় হন। একটি কথা কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখা চাই—ভগবান নিজেকে না জানাইলে মানুষ তাঁহার কিছুমাত্র জানিতে সক্ষম হয় না ; যোগমায়া সমাবৃত (গীতা ৭।২৫) ; মহামায়া দরজা আটকে রাখেন। যমে বৈব বৃনুতে ইত্যাদি। আমাদের ব্যাখ্যাসমূহ সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

শ্রীধর। জ্ঞানগম্য = জ্ঞানসাধ্য অমানিত্বাদি বর্ণনা। জ্ঞান = বুদ্ধি-বৃত্তিতে অভিব্যক্ত তিনি অজ্ঞান হইতে পরং অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট।

শঙ্কর। জ্ঞানগম্য = জ্ঞেয়ই জানিত হইবার পর, জ্ঞানের ফল হওয়ার কারণ, প্রথমে জ্ঞানগম্য বলা হয় ; জানিত হইবার পর জ্ঞেয় বলা হয়। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনটিই সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে বিশেষরূপে স্থিত রহিয়াছে, কারণ এই তিন-ই প্রকাশিত হয়।

রামানুজ। জ্ঞানগম্য=অমানিত্বাদি জ্ঞান সাধনা দ্বারা প্রাপ্তব্য। বিষ্ঠিতম্=বিশেষ অস্খলিত ভাবে নিয়ামক রূপে স্থিতি। তমঃ=প্রকৃতি।

অরবিন্দ। যে অধ্যাত্ম অতিমানস জ্ঞান, প্রদীপ্ত মনকে পরিপ্লাবিত করে ঐ অধ্যাত্ম পুরুষই সেই জ্ঞান।...তিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি এবং আমাদের সকল অজ্ঞান অন্ধকারের অতীত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।

মধুসূদন। উচ্যতে, অর্থাৎ ইহা কথিত হয় যে "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ অর্থাৎ যিনি পরমব্রহ্ম তিনি অক্ষর কূটস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানগম্য =পূর্ব্বোক্ত অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত যে সাধনা-কলাপ জ্ঞানের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানশব্দ বাচ্য সেই সাধন-কলাপের দ্বারাই গম্য অর্থাৎ প্রাপ্য, তাহা বিনা কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি সকলের হৃদয়ে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের বুদ্ধিরূপ হৃদয় কন্দরে বিশেষরূপে স্থিত হন অর্থাৎ জীবভাবে এবং অন্তর্য্যামীরূপে অভিব্যক্ত হন। তমসঃ পরম=জড়-বর্গের পরবর্ত্তী সেই ব্রহ্ম অবিদ্যাও অবিদ্যা-কার্য্যের সহিত অসংস্পৃষ্ট।

নীলকণ্ঠ। ইহাকে তটস্থ লক্ষণ নহে, স্বরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন।

তিলক। জ্ঞানগম্য=জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাতব্য।

জ্ঞানেশ্বরী। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা সব একরূপ হয়ে যায়। বুদ্ধি দিয়ে জানা জ্ঞান নহে, মুখে খাবার ফেলে খাওয়া নয়।

কৃষ্ণানন্দ। যিনি নিজেকে জানেন, অপরকেও জানেন, তিনিই বাস্তবিক চেতন। সেই জন্য আত্মাতিরিক্ত আর সব জড়। সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশ হইলেও অনাত্ম, কারণ সে নিজেকে জানে না।...ব্রহ্ম জড়বর্গরূপ তমঃ শক্তির অতীত আদিত্যাদির প্রকাশশক্তি তিনি। জ্ঞানশক্তি তিনি; জীব তাঁহাকে জানিতে চায়, জ্ঞেয়ও তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমব্রহ্ম। তিনি জ্যোতির চরম, অন্ধকারেরও চরম, জ্ঞানজ্ঞেয় বুদ্ধিগ্রাহ্য।

মহানামব্রত। তিনি সত্ত্ব, রজঃ তমোময় প্রকৃতির অন্ধকারের পরপারে।

ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি রূপাদি আকারে জ্ঞেয়, এবং তিনি জ্ঞান-গম্য অর্থাৎ অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা প্রাপ্য। সকল প্রাণিগণের হৃদয়ে বিশেষভাবে স্থিত ;...উত্তমরূপে প্রাণায়াম করিলে প্রাণ সুষুম্নায় যায়, সেখানে যাইলে অগ্নির অপেক্ষাও প্রজ্জলিত জ্যোতিঃস্বরূপ. কূটস্থ দেখা যায়, এই জন্য উহা জ্ঞানগম্য। ভূপেন্দ্রনাথ এখানে আনুষঙ্গিক ভাবে ঈশোপনিষদের "পুষণে্ণকর্ষ" শ্লোকের আধ্যাত্মিক ভিতরের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা ; একর্ষে= একাকী গমনশীল, অর্থাৎ মন আত্মমুখী হইলে তাহার আর বহুমুখী চিন্তা থাকে না। মুণ্ডকের হিরণ্ময়ে পরে কোষেরও ভিতরের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

১৮। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে। ১৮

পদচ্ছেদ। ইতি ক্ষেত্রম্ তথা জ্ঞানম্ জ্ঞেয়ম্ চ উক্তম্ সমাসতঃ, মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ ভাবায় উপপদ্যতে।

অন্বয়। ইতি ক্ষেত্রম্ তথা জ্ঞানম্ চ জ্ঞেয়ম্ সমাসতঃ উক্তম্ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভক্তঃ মদ্ভাবায় উপপদ্যতে।

কঠিন শব্দ। সমাসতঃ=সংক্ষেপে। উপপদ্যতে=প্রাপ্ত হয়। মদ্ভাবায়=আমার ভাব ; এই কথাটি ও ইহার সমান ভাবের কথা গীতায় কয়েক স্থলে আসিয়াছে, সর্ব্বত্র একই ভিতরের তাৎপর্য্য রাখিয়া, যথা গুণাতীত ভাব পাওয়া, নির্লিপ্তভাব পাওয়া, মায়ার পরপারে নিজেকে স্থিত রাখা, আমার সারূপ্য বা সাযুজ্য রাখা, অর্থাৎ আমাতে বিলীন হওয়া, বা আমার স্বরূপতা লাভ করা, আমাতে ভাব, অর্থাৎ পরাপ্রেম, পরাভক্তি লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা ইত্যাদি। এখানে অর্থ দেওয়া যাইতে পারে আমার মত মায়ার পরপারে নিজেকে স্থিত রাখা বা আমাতে নিজেকে বিলীন করা (জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ (১২।০)। মানুষ মানুষকে অন্তরঙ্গভাবে জানিলে, তবে তাহার সহিত মিশিতে পারে। ভগবানকে সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব হইলেও, তাঁহার কাছে আত্মনিবেদনের জন্য, নদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সমুদ্রের ভাব প্রাপ্ত হয়, এখানেও সেইরূপ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। জ্ঞানগম্যের অর্থ অমানত্বাদির দ্বারা, শাস্ত্রের দ্বারা, তত্ত্বের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, তাঁহাকে জানা, কিন্তু ইহা যেন না ভোলা হয় যে সম্পূর্ণ কেন, বেশ খানিকটা জানা তাহাও অসম্ভব ; যতটুকু তিনি জানান, মাত্র ততটুকুই আমরা জানিতে পারি। এসব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইতেছে না, তিনি অবাঙ্ মনসোগোচর।

অনুবাদ। এই ভাবে, ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, আমার ভক্ত এগুলির তত্ত্ব জানিয়া, আমার স্বরূপ লাভ করিতে, অর্থাৎ নিজেকে তমসার পরপারে রাখিতে, বা আমাতে নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে বা আমাতে পরা প্রেম পাইতে, সমর্থ হয়। (বিষ্ণুস্মৃতি ৯৭, ২৭-২৯) (ভাগবত ৩।২৭।২৮)।

মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের স্বরূপ, অমানিত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত "জ্ঞানের" স্বরূপ, ও জ্ঞেয় হইতে পূর্ব্ব শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞেয়ের স্বরূপ। ইহা জ্ঞান ঘট্‌ক হইলেও ভক্তির কথা যথেষ্ট আনিয়াছেন। বেদান্তের ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার শেষ হইল, এইবার সাংখ্যের ভাব, পরের শ্লোক হইতে আনিবেন।

শঙ্কর। মদ্‌ভাব = আমার পরমাত্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ।

রামানুজ। অসংসারিত্ব।

Radhakrishnan. The devotee puts on the divine

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

nature with the characteristics of freedom, love and equality. He attains upto my state.

সচ্চিদানন্দ। মদ্‌ভক্ত অর্থাৎ কর্ম্ম-সন্ন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ। মদ্‌ভাব= ব্রহ্মভাব।

গোয়েন্‌কা। বিকাশ সহিত ক্ষেত্রের স্বরূপ, ৫ ও ৬ শ্লোকে, জ্ঞান নামে উক্ত জ্ঞানের ২০ সাধনা ৭ হইতে ১২ শ্লোকে, জ্ঞেয় ১২-১৭ শ্লোকে।

অরবিন্দ। মুক্তি, প্রেম এবং অধ্যাত্ম জ্ঞান, আমাদিগকে মর প্রকৃতি হইতে অমৃতত্ত্বের মধ্যে উত্তোলিত করে।

মধুসূদন। মদ্‌ভাব=সকল প্রকার অনর্থ সম্পর্ক সম্ভাবনা শূন্য যে পরমানন্দ স্বরূপতা, সেই মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য হন। জ্ঞান=অবিদ্যা-কালুষ্য রহিত চিত্তধাতুতে উদ্ভূত হয় যে সংবিৎ। জ্ঞেয়, যেহেতু তিনি অজ্ঞাত। জ্ঞানগম্য=অমানিত্বাদি সাধন-কলাপের দ্বারা তিনি প্রাপ্য।

শ্রীধর। আমার ভাব,—ব্রহ্মত্বলাভে যোগ্য হন।

রামানুজ। মদ্ভাব=আমার ভাব=অসংসারিতা।

মহানামব্রত। মদ্‌ভাব উপপদ্যতে=আমার ভাবেতে ভাসিত হয়; আমাকে আস্বাদন করিবার যোগ্যতা লাভ করে। আমাকে ভাবিতে ভাবিতে আমার ভাব, আমার স্বধর্ম্ম পায়।

ভক্তিপ্রদীপ। মদ্ভাব=নির্গুণ প্রেম, devotional love for me.

Telang. মদ্ভাবায়োপপদ্যতে=becomes fit for assimilation with me.

(১৯) ভগবান এইবার পরের শ্লোকগুলিতে সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করিলেন, কিন্তু অতি সুসঙ্গত ভাবে, সাংখ্যের যাহা অসঙ্গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার স্থানে সুসঙ্গতি আনিয়া করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকথনের সহিত যাহাতে গোলমাল না বাধে, সেই জন্যই ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও বড় ক্ষেত্রজ্ঞের কথা আনা হইয়াছে। বহু জীবাত্মা বলিয়া সাংখ্য বহু পুরুষ করিয়াছে; ভগবান তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। ("এক জীবাত্মাই সবকিছু, বহু জীবাত্মা বলিয়া কিছু নাই"—ভগবান একথা কোথাও বলেন নাই, এবং এখানেও বলিলেন না; এক পরমাত্মা, কিন্তু বহু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবাত্মা ভগবানের নিশ্চয় ইহাই মত ছিল, বুঝিতে হইবে)। তারপর, বহু পুরুষ এবং মাত্র এক প্রকৃতি, সাংখ্য বলিয়াছে। কি করিয়া সেই এক প্রকৃতি বহু পুরুষের সহিত একই সময়ে যুক্ত থাকে, সাংখ্য সে সম্বন্ধে কিছুই বলে নাই; কারণ সে প্রকৃতিকে সকল জীবাত্মার সকল শরীরের উপাদান সমষ্টি ভাবে লইয়াছে। প্রতি পুরুষ বা জীবাত্মা তাহার নিজের কারণাদি তিন শরীরের সহিত যুক্ত রহিয়াছে, এবং তাহাতে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাই সঠিক কথা, এবং ইহা যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রতি পুরুষের সহিত এক এক প্রকৃতি দিতে হইবে, মাত্র এক প্রকৃতি রাখিলে চলিবে না; ভগবান তাই সেরূপ রাখেন নাই। তাঁহার দেওয়া বর্ণনায়, প্রতি পুরুষের সহিত সংযুক্ত থাকে নিজ প্রকৃতি বা শরীর, যেমন প্রতি ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত থাকে তাহার নিজ ক্ষেত্র। তারপর, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী, পুরুষ প্রকৃতির সহিত আর কিছু রাখে নাই, ভগবান পুরুষ প্রকৃতির সহিত পরমেশ্বরকে রাখিয়াছেন। ইহাই ত্রিত্ব। এইরূপ ত্রিত্ব আবার পাইব আমরা ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তমে। বহু জীবাত্মা, এবং সেইরূপ বহু পুরুষ, এবং সেই অনুপাতে বহু প্রকৃতি। জীবাত্মাসমূহ বা চিদাভাসসমূহ যেমন চিৎ-এর আভাসসমূহ, প্রকৃতিও তেমনিই অপরা প্রকৃতির। জীবাত্মা বা পুরুষ অনাদি, প্রকৃতিও অনাদি। বিম্ব অনাদি ও অমর হইলে, প্রতিবিম্বও সেইরূপ হইবে। জীবাত্মার শরীরাদিতে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হওয়া এবং তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য দুঃখ পাওয়া, তাহাই চিত্রিত হইয়াছে, পুরুষের প্রকৃতিতে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় এবং তাহার জন্য দুঃখ পাওয়ায়।

পূর্ব্বে ভগবানের কথন ছিল যে তিনি আছেন এবং এক প্রকৃতি (অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভাবে কার্য্য করিবার জন্য যেন এক শক্তি বা পরিচারিকা) আছে। এই প্রকৃতি যেন জড় চেতন সব কিছুর ভাণ্ডারী, এবং ইহা তাঁহার অধ্যক্ষতায় কাজ করে। তার পর, বোধসৌকার্য্যার্থে জড় ও চেতন পৃথক করিয়া, ভগবান বলিলেন, তিনি আছেন, এবং তাঁহার আছে দুই প্রকৃতি, একটির নাম অপরা প্রকৃতি, সে ত্রিগুণময়ী, জগতের ত্রিগুণময় উপাদানসমূহের সমষ্টি (অর্থাৎ ভাণ্ডারী) এবং অন্যটির নাম পরা প্রকৃতি যে জীবাত্মা সমূহের সমষ্টি বা ভাণ্ডারী। আর অনেকস্থলেই বলা হইয়াছে, যে শ্রীকৃষ্ণ পরিমার্জ্জিত করিয়াছেন, বহু তথ্যকে। যথা এখানে, দ্বিতত্ত্বমূলক সাংখ্যকে ত্রিতত্ত্বমূলক করিয়াছেন ; সাংখ্যের পুরুষ—প্রকৃতি তত্ত্বের সহিত, পরমেশ্বরকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এক হইলেও, এই দুইটি কথনে একটা বিশেষ তফাৎ আছে তাহা এই যে সাংখ্যের যেখানে বহু পুরুষ, সেখানে দুই প্রকৃতিবাদ তত্ত্বে, আছে মাত্র এক প্রকৃতি (পরা প্রকৃতি)। তবে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে সেই "এক" ইহার অর্থ বহু জীবাত্মার সমষ্টি বা বহু জীবাত্মার ভাণ্ডারী এবং এই পরিমার্জ্জিত সাংখ্যবাদে যেখানে বহু পুরুষ ও এক প্রকৃতি ধরা হইয়াছে, দুই প্রকৃতিবাদ তত্ত্বে সেখানে আনীত হইয়াছে, দুই প্রকৃতি—পরা ও অপরা প্রকৃতি—যেন দুই ভাণ্ডারী, জীবাত্মাসমূহের ও তাহাদের আবরণের উপাদান দেহ-মনাদির। এই জীবাত্মা সমূহের ও তাহাদের নিজ নিজ দেহাদির কথার সম্বন্ধ পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্যই, আমাদের মনে হয় ভগবান ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের কথা আনিয়াছেন। ক্ষেত্র বহু, ইহাতো সর্ব্বদৃষ্ট ; ভগবান যুক্তি অনুসারে, এবং ইহার সহিত খাপ খাওয়াইতে সাংখ্যের পুরাতন পুরুষ-প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাদের প্রকৃতিকেও "বহু' করিলেন, যাহাতে কোন গোল না উঠে; এবং "দুই প্রকৃতিবাদের" অপরা প্রকৃতি, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবাদের ক্ষেত্র, এবং পুরুষ প্রকৃতিবাদের "প্রকৃতি এই ভাবে সব সমন্বয়িত ক'রলেন। সঙ্গে সঙ্গে, জীবাত্মা বহু, পুরুষ বহু, "ছোট" ক্ষেত্রজ্ঞ বহু এবং দুই প্রকৃতি-বাদের পরা প্রকৃতি, ইহারাও সব সমন্বিত হইয় গেল। জীব-জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যায় সাংখ্যের দান মূল্যবান, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী হইলেও অনেক মতবাদ এমন কি বৈদান্তিক মতবাদও ইহার কাছে ঋণী। সে সময়ে নিশ্চয়ই ইহা খুবই প্রচলিত ছিল, তাই ভগবান বলিয়াছেন, তিনিই "সিদ্ধানাম কপিলো মুনিঃ" (১০।২৬) সাংখ্যবাদের দোষগুলি শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই; আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি যেমন অনেক জিনিষকে পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন, ইহাকেও পরিমার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পরিমার্জ্জিত আকারের সংক্ষেপ, আমরা এইবার এখানে পাইব।

১৯। ভগবান বলিলেন—

১৯। প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সংভবান্।

পদচ্ছেদ। প্রকৃতিম্ পুরুষম্ চ এব বিদ্ধি অনাদী উভৌ অপি, বিকারান্ চ গুণান্ চ এব বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্।

অন্বয়। প্রকৃতিম্ চ পুরুষম্ উভৌ এব অনাদী বিদ্ধি চ বিকারান্ চ গুণান্ অপি প্রকৃতিসম্ভবান্ এব বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ। বিকারান্=রাগদ্বেষাদি যাহ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অথবা প্রকৃতিবিকৃতি ও বিকৃতিসমূহ (বুদ্ধি অহঙ্কারাদি যাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। গুনান্=সত্ত্ব, রজঃ তমঃ ত্রিগুণ, অজ্ঞান, মায়া, ইত্যাদি। প্রকৃতিসম্ভবান্=প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। অনাদি=জীবাত্মা অনাদি, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবাত্মা যাহার ভিতরে থাকে সেই কারণ শরীরাদি, তাহাদের উপাদান, তাহারাও অনাদি, অনাদি না বলিলে অনবস্থ দোষ আসিবে। তবে অনাদিই হউক আর যাহাই হউক, সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিই এইখানকার পুরুষ প্রকৃতিই। উহারা পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিই যেন কেহ ভুল করিয়া না বসেন; পুরুষ, পরা প্রকৃতির সহিত সমন্বয়িত করা হইলেও পুরুষসমূহ পরা প্রকৃতির যেন reflected images, প্রত্যক্ষতঃ ভগবানের শক্তি নহে। ব্যষ্টিভাবযুক্ত হওয়ায়, এখানকার পুরুষ যেন অনেক নীচের কথা। পুরুষ = দেহে বা পুরে যিনি শায়িত থাকেন। (অর্থাৎ জীবাত্মা) বা, স্বামীর মত স্ত্রী-প্রকৃতিতে যিনি তদাত্মকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনটি তত্ত্ব লইয়াই সব—God, Soul, Matter + Energy, God হইতেই, Soul ও Matter + Energy উদ্ভূত এবং Soul ও যেভাবে অনাদি, Matter + Energy (প্রকৃতি) সেই ভাবে অনাদি; তাহা না হইলে অনবস্থ দোষ আসে Conservation of Matter + Energy, ইহা বৈজ্ঞানিকদিগের একটি বিশেষ তত্ত্ব। এই ত্রিতত্ত্বের Parallel বড় ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রজ্ঞ, ও ক্ষেত্র। বার বার এই তিনটি এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, ক্রমবদ্ধভাবে।

অনুবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। বিকার সমূহ (পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে), ত্রিগুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) ইহারাও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে। (মহাভা ১২।২১৭।৭, গীতা ৩,৫ ; ১৮।৪৬, ১৩।২১

শ্রীধর। 'ক্ষেত্র' যাহা যেরূপ, যদ্ বিকারি ইত্যাদি। প্রকৃতি পুরুষ, সংসারের কারণ তা' বর্ণনা করিতেছেন।

শঙ্কর। কেহ কেহ এইরূপ টীকা করিয়াছেন। "যে, আদি অর্থাৎ নিত্যকারণ-নহে, তাহা অনাদি, এবং ইহা ধরিলে ঈশ্বরই জগৎ কারণ সিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, কিন্তু শঙ্কর দেখাইয়াছেন, ইহা দ্বারা বরং ঈশ্বরের অনীশ্বরতাই আসে।

রামানুজ। মোক্ষের কারণ রূপ অমানিত্বাদিগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন।

Radhakrishnan. The Purusha is not the multiple purusha of সাংখ্য but the ক্ষেত্রজ্ঞ who is in all fields. The Gita does not look upon প্রকৃতি and পুরুষ as two independent elements as the সাংখ্য does, but looks upon them as the inferior and superior forms of one and the some Supreme.

অরবিন্দ। পুরুষ ও প্রকৃতি, শাশ্বত ব্রহ্মের দুইটি দিক মাত্র; এই আভাসিক দ্বৈত ভাবই তাহার বিশ্ব লীলার ভিত্তি স্বরূপ। এখানে গীতা সাংখ্যের মত বলিয়াছেন, পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি। সাংখ্যে প্রকৃতি এক ও পুরুষ বহু। গীতার বোধ হয় এই মত যে পুরুষও এক, এবং এক পুরুষ এক প্রকৃতির আভাস ভাবে, জগতে বহু পুরুষ বহু প্রকৃতি বিদ্যমান। পুরুষ = জীবাত্মা = পরাপ্রকৃতি; প্রকৃতি ক্ষেত্র সমূহ = দেহ সমূহ। এই ভাবের প্রকৃতির যাহা আভাস, তাহা অনাদি শাশ্বত নহে।

কৃষ্ণানন্দ। ব্রহ্মচৈতন্য, সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও, জড়ে সাধারণ ভাবে এবং জীবের বুদ্ধিতে বিশেষভাবে প্রকাশিত।

সন্তদাস। কার্য্যরূপ শরীর এবং কার্য্যের কারণরূপ ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তৎ সমূহের হেতু প্রকৃতি (অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতি নাম্নী শক্তিই এই সমস্তের পরিচালক)। সুখ দুঃখ ভোগের উপলব্ধি বিষয়ে পুরুষই হেতু।

মধুসূদন। প্রকৃতি = মায়া নামে প্রসিদ্ধা ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি। প্রকৃতি অনাদি, যে হেতু তাহা সমস্ত জগতের কারণ; অনাদি না মানিলে অনবস্থা দোষ আসে। পুরুষ অনাদি যে হেতু পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম অনাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। ঈশ্বরের সৃষ্টানুকূল শক্তিই, তাঁহার প্রকৃতি, উহা ত্রিগুণময়ী, শাস্ত্রে তাহাকেই মায়া বলে। মন এই মায়ারই কার্য্য বা বিকার। কূটস্থ (পুরুষ) না থাকিলে শরীর (প্রকৃতি) হয় না যেমন নদীও ও ফেনা ; উভয়ই অনাদি।......

Telang : প্রকৃতি, পুরুষ, বিকার, গুণ=Nature spirit, development (body senses etc.), the qualities (pleasure pain).

কার্য্যকরণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাম্ ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০॥

পদচ্ছেদ। কার্য্য-করণ-কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিঃ উচ্যতে, পুরুষ সুখ-দুঃখানাম্ ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে।

অন্বয়। কার্য্য করণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিঃ উচ্যতে, পুরুষঃ সুখদুঃখা-নাম্ ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে। (পাঠান্তর, কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে)

কঠিন শব্দ। কার্য্য=শরীর ; কাহারও মতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথ্বী, শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধ। করণ=ইন্দ্রিয়াদি ; বুদ্ধি, অহংকার মন, শ্রোত্র, ত্বক রসনা নেত্র নাসিকা বাক্ হস্তপদ উপস্থ পায়ু, এই তেরটির নাম করণ ; (ইহাদিগের দ্বারা সুখদুঃখাদি ঘটে তাই করণ)। কর্ত্তৃত্বে=উৎপত্তি বিষয়ে। করণ শব্দের পরিবর্ত্তে, কারণ শব্দ লইলে কারণ শব্দের অর্থ আসিবে, মন ও ইন্দ্রিয়াদি, কারণ ইহাদিগের দ্বারা সুখদুঃখাদি প্রবৃত্তি ঘটে। ভোক্তৃত্বে=সুখদুঃখ ভোগ বিষয়ে। কাহারও মতে, কার্য্য=শরীর+১০ ইন্দ্রিয়+৫ বিষয়=১৬ বিভাব ; আর কারণ=মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার, ৫ তন্মাত্র =৭ প্রকৃতি বিকৃতি। হেতু=কারণ cause, পাত্র, আশ্রয়.

অনুবাদ। কার্য্য (উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে), ও করণ (বা কারণ) (উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, (অর্থাৎ, পুরুষ প্রকৃতিবাদের "কার্য্য কারণের" (বা, কার্য্য করণের) উৎপত্তিতে প্রকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজকর্ম্ম, "হেতু" হয় ; সে-ই চেতণিত হইয়া কর্ত্রী হয়; সেই কর্ম্ম করে, তাহার শরীর ইন্দ্রিয়াদি সেইরূপ আকার গ্রহণ করে ও সুখদুঃখরাগদ্বেষাদি তাহাতেই উৎপন্ন হয়; পুরুষ কর্ম্মও করে না এবং পুরুষে ঐগুলি উৎপন্নও হয় না)। কিন্তু পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের হেতু বা কারণ হয়, (অর্থাৎ প্রকৃতি করে কাজ, আর তাহাতে উৎপন্ন সুখ দুঃখাদি তাহার ভোগ, তদাত্মকত্ব প্রাপ্তির জন্য, জীবাত্মাকে করিতে হয়, প্রকৃত পক্ষে সে অকর্ত্তা হইয়াও ফলভোগ তাহাকে করিতে হয় ; তদাত্মকত্ব প্রাপ্তির জন্য সে ভাবিতে থাকে কাজ সে-ই করিতেছে, এবং সেই জন্য ফলভোগ তাহাকেই করিত হয়)। (ভাগবত ৭।৭।৪৭, গীতাপ্রেমী)। গীতা পঞ্চদশ অধ্যায়।

Radhakrishnan Nature is said to be the cause of effect, instrument and agentness.

ভক্তিপ্রদীপ। Prakriti is said to be source of all mundane causes and effects, and Purusha is said to be the prime principle of enjoying pleasure and pain.

শঙ্কর। মন সমেত ১০ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ১৩ কারণ, ইহাদের কর্ত্তাপনার হেতু প্রকৃতি। শরীর উৎপাদক পঞ্চভূত, ও শব্দাদিপঞ্চ বিষয় ও পূর্ব্বোক্ত দশবিকার এখানে কার্য্যের গ্রহণে গৃহীত হয় ; আর সুখ দুঃখ মোহাদির রূপে পরিণত প্রকৃতি জন্য সমস্ত গুণ বুদ্ধি আদি করণাশ্রিত হওয়ার কারণে, করণের গ্রহণে গৃহীত হয়। ঐ কার্য্য ও করণের উৎপন্ন করার ভাবকে কার্য্য-কারণ কর্তৃত্ব বলে। তাহার আরম্ভক হওয়ায় প্রকৃতিকে সংসারের কারণ বলা হয়। এই ভাবে ১৬ বিকার কার্য্য, ও সাত প্রকৃতি বিকৃতি কারণ ; এই ২৩ তত্ত্ব কার্য্য কারণ।

কৃষ্ণানন্দ। সপ্তম অধ্যায়ের অপরা প্রকৃতি এখানে প্রকৃতি……সুখ দুঃখ মোহ, সত্ত্বাদি গুণ, মায়া রূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমব্রহ্ম। কার্য্যকারণ, ইহাদের কর্তৃত্বে, নিয়ামকত্বে=কার্য্য (অর্থাৎ কোনও-কিছুর ঘটনা বা উৎপত্তি।) এবং কারণ। (অর্থাৎ যে জন্য ঘটে বা হয়) এই দুইটাকেই প্রবর্ত্তিত করা হয় বিষয়ে।

রামানুজ। শরীরের নাম কার্য্য, ও মনের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কারণ। উহাদের দ্বারা ক্রিয়া করানতে পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই কারণ। প্রকৃতি সংসর্গযুক্ত পুরুষ সুখ দুঃখের অনুভবের আশ্রয়।

রামদয়াল। বিকারের নাম কার্য্যকারণ, মহৎ কার্য্য, মহৎ কারণ; অহং কার্য্য ইত্যাদি। চৈতন্য অধিষ্ঠানে কার্য্যকারণরূপ বিকার ক্রিয়া প্রকৃতিরই হয়, এজন্য ইহার কার্য্যকারণরূপ কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। পুরুষ অনুভব কর্ত্তা বা ভোক্তা। পুরুষ, কারণরূপে পরিণতা প্রকৃতিতে 'আমি' অভিমান করিলেই, প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদিকে নিজের সুখদুঃখ বলিয়া বোধ করে।

যদি বলা যায়, যে প্রকৃতি অচেতনরূপা, সে কি করিয়া কার্য্য করিতে পারে। তাহার উত্তর, চেতন সান্নিধ্যে বা চেতনের সম্মিলনে অচেতন কাজ করে, তাহা ছাড়া স্বতঃ নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াতেও অচেতন কাজ করে, যথা অগ্নি ঊর্দ্ধে গমন করে, বৎস নিকটে আসিলে গাভী স্তন হইতে দুগ্ধ বাহির হয়।

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ, ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাম্ পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং। (ভাগবৎ তৃতীয় স্কন্ধে ২৬।৬–৮ শ্লোকে)।

অরবিন্দ। প্রকৃতির গুণসমূহের আকর্ষণ তাঁহাকে অবিরতঃ নানা জন্মের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়, সেখানে তাহাকে নানা পরিবর্ত্তন ও অবস্থাবিপর্য্যয় প্রভৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণের শুভ ও অশুভ ভোগ করিতে হয়।

বলদেব। বেদান্ত সূত্র (কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ, বেঃ সূঃ ২।৩।৩৩) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে জীবই কর্ত্তা, কারণ বুদ্ধি অচেতন। তবে ইহা এই ভাবে যে শরীরাদি ব্যাপারে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও, পুরুষই মুখ্য কর্ত্তা, তদুপরে সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীহরির কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোয়েন্‌কা। পাঁচ সূক্ষ্ম মহাভূত পাঁচ বিষয়=এই দশ কার্য্য। বুদ্ধি, অহঙ্কার মন, ১০ ইন্দ্রিয়, এই ১৩ করণ। প্রকৃতি ইহাদের উৎপন্ন করানতে হেতু। উৎপন্ন ক্রম—প্রকৃতি হইতে মহৎ তত্ত্ব ইত্যাদি (গীতায় পাঁচ তন্মাত্রের স্থলে, পাঁচ সূক্ষ্ম মহাভূত, ও পাঁচ স্থূল মহভূতের স্থলে পাঁচ ইন্দ্রিয় আসিয়াছে) কার্য্য ও কারণ পাঁচ ধরিলে, বুদ্ধি অহঙ্কার ও পাঁচ সূক্ষ্ম মহাভূত, উহারা কারণ, আর ইহাদিগ হইতে উৎপন্ন, একাদশ ইন্দ্রিয় ও মন ও পাঁচ তন্মাত্র কার্য্য। অন্তঃকরণের মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কারের, চিত্ত ও অহঙ্কার মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মধুসূদন। কার্য্য অর্থে দেহারম্ভক ভূত সকল এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়-সকলও গৃহীত হইবে। এবং করণ অর্থে সুখ দুঃখ ও মোহও গৃহীত হইবে। এই প্রকারে প্রকৃতির সংসারকারণতা ও পুরুষের সংসারকারণত্ব দেখাইতেছেন।

শ্রীধর। কার্য্য=শরীর। কারণ=সুখদুঃখের উপাদান ইন্দ্রিয়গুলি;

Telang. Nature is said to be the origin of the capacity of working in the body and the senses; spirit... ...of enjoying pleasure and pain

(২১) পুরুষের সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বের অর্থাৎ সাংসারিত্ব কি কারণে হয়, পুরুষ ইত্যাদি শ্লোকে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ, যাহা ও যৎপ্রভাব তাহার বিবৃতি দিতেছেন। এই সকল শ্লোক প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য প্রদর্শিত হইল।

২১। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ সঙ্গোঽস্য সদসদ্ যানি জন্মসু। ২১

পদচ্ছেদ। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্, কারণম্ গুণ সঙ্গঃ অস্য সৎ–অসৎ-যোনি-জন্মসু।

অন্বয়। প্রকৃতিস্থঃ হি পুরুষঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে গুণসঙ্গঃ অস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু কারণম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। প্রকৃতিজান্ গুণান্=প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রিগুণাত্মক বস্তু সকল ও ইচ্ছা ও দ্বেষ মোহাদি। ভুঙ্‌ক্তে=ভোগ করে। গুণসঙ্গঃ=এই গুণসমূহের সহিত যুক্ত হইয়া পড়ায়, তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হওয়া। অস্য=এই জীবাত্মার। সদসদ্‌যোনি কারণম্=সু ও কু শ্রেণীস্থ জীবের গর্ভে জন্মগ্রহণের কারণ হয়। সুযোনি=দেবযোনি বা ব্রাহ্মণাদি বংশ; মাঝামাঝি, মনুষ্য জন্ম, ও কুযোনি তির্য্যকযোনি, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ জন্ম। হি=যে হেতু।

অনুবাদ। যে হেতু প্রকৃতিতে অবস্থিত অর্থাৎ তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত পুরুষ প্রকৃতিতে উৎপন্ন রাগ দ্বেষ ও মোহাদি ও ত্রিগুণাত্মক বস্তু সকল ভোগ করে, (সেইজন্য) ঐ গুণ সমূহের সহিত যুক্ত হওয়া অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হওয়া, ঐ জীবের সু কু নানাবিধ জীবগর্ভে জন্ম গ্রহণের কারণ হইয়া পড়ে।

এখানে দেহে মনে বুদ্ধিতে উৎপন্ন স্বভাব ও পরিমার্জ্জিত সাংখ্যবাদের প্রকৃতি যেন এক; ইহাতে রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বারা মানুষ অর্থাৎ পুরুষ নানা ত্রিগুণাত্মক বস্তু সকল ভোগ করিতে থাকে ও নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতে থাকে, (বস্তুতঃ প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, পুরুষ মনে করে সে করিতেছে ও নানা বস্তু, নানা সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে)। কর্ম্মসমূহে নানাপ্রকারের কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়, এবং সেই সকল কর্ম্মফল, তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত জীবাত্মা ক সু কু নানাপ্রকারের জন্ম দেওয়ায় ও আবার নানাপ্রকারের স্বভাব উৎপন্ন করায় আবার সেই স্বভাব বা প্রকৃতি কর্ম্ম করে, আবার সু কু নানা-প্রকারের কর্ম্মফলের ভোগ জীবাত্মা প্রাপ্ত হয়।

যতদিন আত্মার প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে, ততদিন তাহাকে প্রকৃতি জনিত গুণের ভোক্তা হইতে হয়।

কৃষ্ণানন্দ। প্রকৃতি দেহেন্দ্রিয় ক্রিয়াশক্তির মূল; পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া রূপ অবিদ্যা গুণের আসক্তি, এই দুইটিই সংসারের কারণ; ইহাদের নিবৃত্তির সাধন, সন্ন্যাসের সহিত জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

রামানুজ। গুণ শব্দ গুণের কার্য্যের ঔপচারিক নাম।

ব্যোমব্রহ্ম। প্রকৃতিজান্ গুণান্ =প্রকৃতির মূল গুণ সমূহে এবং রূপ রসাদিতে। গুণসঙ্গ=রূপাদি ভোগে আসক্তি। পুরুষ, প্রকৃতিকে আশ্রয় করে।

দামোদর। প্রকৃতির সত্যই কর্ত্তৃত্ব আছে কি না লইয়া টীকা সমূহে অনেক বাদানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীমৎ বলদেব কিছু আলোচনা করিয়াছেন, যথা প্রকৃতেঃক্রিয়মাণানি (৩৷২৭), কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে (১৩৷২১) নান্য গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং (১৪৷১৯) ইত্যাদি শ্লোকে প্রকৃতিতেই কর্ত্তৃত্বের অরোপ হইয়াছে। অপর দিকে শ্রুতি ব.লন, পুরুষই কার্য্য সম্পাদন করে অধ্যাস হেতু প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়, যথা লৌহ অগ্নি সান্নিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দাহিকা শক্তি অগ্নির। যদি বল জল চলিতেছে, বৃক্ষ ফ লিতেছে, তাহা কিরূপে হয়, তাহার উত্তর যে তাহাদের ভিতর অন্তর্য্যামীরূপে চেতনের অধিষ্ঠান আছে। ...এই শ্লোকে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব তাহা যথার্থ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব না হইলেও, লোকে প্রকৃতিকেই কর্ত্তা বলিয়া থাকে। আবার কেহ বলেন, পুরুষ যখন প্রকৃতি বিযুক্ত অবস্থায় নিষ্ক্রিয়, তখন বস্তুতঃ প্রকৃতিই কর্ত্তা।

মধুসূদন। প্রকৃতিস্থ=মায়া নামক প্রকৃতিকে মিথ্যাভাবেই তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ মোহাত্মক গুণসকলে যে সঙ্গ অর্থাৎ অভিলাষ তাহাই সদসৎ যোনিতে জন্মাইবার কারণ সৎ অসৎ, সদসৎ=দেব মনুষ্য তির্য্যক যোনি।......সারাজীবনের সবকিছু মৃত্যুকালে পিণ্ডিত ভাবে চিত্তমধ্যে অভিব্যক্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যক্রমে অবস্থিত তজ্জনিত সুখদুঃখ অনুভব।

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রকৃতিস্থ হওয়া = প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করেন।···যাহার দৃষ্টি কূটস্থে থাকে, তাহাকে আর যোনির মধ্যে আসিতে হয় না। কূটস্থই জগন্নাথ, উত্তম পুরুষ, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক।...পুরুষোত্তম দর্শনের কালেও দ্বৈতহীন ভাব হয় না। যখন পুরুষোত্তমও ব্রহ্ম হইয়া যান, যখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, তখন পুরুষোত্তম পতির পতি পরব্যোমরূপ শিবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, এক অদ্বিতীয় হইয়া যান।

২২। উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ।২২।

পদচ্ছেদ। উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহা-ঈশ্বরঃ, পরম্-আত্মা ইতি চ অপি উক্তঃ দেহে অস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।

অন্বয়। অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরঃ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর চ পরমাত্মা ইতি অপি উক্তঃ।

কঠিন শব্দ। এই শ্লোক একটি প্রহেলিকা। টীকাকারেরা কেহ জীবাত্মাভাবে, কেহ পরমাত্মা ভাবে, কেহ ব্রহ্ম ভাবে, এবং অনেকেই সঙ্গতি হারাইয়া মিশ্রিত ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকারেরা ইহার শব্দগুলিতে নিজের নিজের অর্থ দিয়াছেন; সেই অর্থগুলি তাঁহাদের ব্যাখ্যাগুলিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া এখানে স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হইল না। আমাদের মোটাবুদ্ধিতে যে যে ব্যাখ্যা আসিয়াছে, আমরা দিলাম, সুধীজনেরা ক্ষমা করিবেন। ঐগুলির পরেই টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা দেওয়া হইল। আমরা পরমাত্মা ও জীবাত্মা ভাবের অর্থ পৃথক পৃথক করিয়া দিলাম।

(১) দেহে, পুরুষ প্রকৃতি ও পরমাত্মা আছেন, পূর্ব্বের দুই শ্লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ-প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে ; এই শ্লোকে পরমাত্মার বিষয় বোধ হয় বলা হইল। পরমাত্মা ভাবে ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে—

এই দেহে, জীবাত্মা অর্থাৎ "ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ" বা সাংখ্যের পুরুষ হইতে "পরঃ" অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা শ্রেষ্ঠ আর একটি পুরুষ আছেন, (অথবা যিনি পরঃ পরম পুরুষ) তিনি "উপদ্রষ্টা" অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, উদাসীন, সাক্ষী ইনিই বিবেক ইনিই কূটস্থ চৈতন্য (পরমাত্মারই বিভাব কূটস্থ চৈতন্য ইহা আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি)। অধ্যক্ষতার ভাব ইহার একটি বিভাব (৯।১০), এ অর্থও এখানে দেওয়া যাইতে পারে। তার পর, অনুমন্তা ; সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্ব, স্বাধীন, ইহাদের উপর কেহ নাই ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরিমার্জ্জিত সাংখ্যবাদে ইহাদের উপর পরমাত্মা ; তাহারই অনুমতি বলে প্রকৃতি কার্য্য করে ও পুরুষকে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত করায়, তাই তিনি "অনুমন্তা"। পরম পুরুষ, পর ও অপরা প্রকৃতির অধিস্বামী তাই "ভর্ত্তা", আর চিদাভাস বা জীবাত্মা হইতে তাঁহারই শক্তি প্রতিফলিত হইয়া মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়াদির ভরণ কার্য্যে থাকে, অথবা, লোকত্রয় মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর ; তাই "ভর্ত্তা", তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াও "গুণ ভোক্তা" (ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে), অথবা কূটস্থ ভাবে থাকিলেও, সাধকের যজ্ঞ তপস্যা গ্রহণ করেন (৫।২৯ ; ৯।২৪), তাই ভোক্তা। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিসমূহ নানা দেবভাবে অবস্থিত, এই সকল দেবতার অধিস্বামী তিনি, তাই "মহেশ্বর" (৫২৯); অথবা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "মায়িনম্ তু মহেশ্বরং"। প্রকৃতির ও সর্ব্ব শক্তির অধিস্বামী। এই তিনি, কে ? ইনি পুরুষোত্তম, দেহ ব্যাপারে পরমাত্মা ভাবেও ইনি উক্ত হন (১৫।১১)। ইনি ব্রহ্ম, ইনি পরমাত্মা. ইনি ভগবান।

(২) এই শ্লোকটির পূর্ব্বের শ্লোক এবং পরের, দুটিই জীবাত্মা সম্বন্ধীয়, এটিও জীবাত্মা সম্বন্ধীয় হইতে পারে। সেই ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিলে এইরূপ হইবে :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শরীর বা ক্ষেত্রে অবস্থিত যিনি ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ বা যিনি সাংখ্যের পুরুষ, তিনি ক্ষেত্র হইতে বা পরিমার্জ্জিত সাংখ্যের প্রকৃতি বা শরীরাদি হইতে পরঃ অর্থাৎ স্বতন্ত্র সত্তা ; তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমরা পাই। প্রকৃতিতে তদাত্মকত্ব পাইবার পূর্ব্বে ইহাকে দেখা যায় "উপদ্রষ্টা" বা প্রকৃতির প্রতি উদাসীন বা দর্শক ভাবে। তারপর, তদাত্মকত্ব পাইতে আরম্ভ করিলে, তিনি "অনুমন্তা" অর্থাৎ উদাসীন দর্শক মাত্র না থাকিয়া, প্রকৃতির কার্য্যের (দেহমনাদির কার্য্যের) মুগ্ধভাবে অনুমোদন-কারী হইতে থাকেন; তাহাতে দোষ দেখেন না ; কোনও কার্য্যের নিবারণ-কারী হন না। তারপর, আরও তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইলে, তিনি ক্ষেত্রের "ভর্ত্তা" বা স্বামী অর্থাৎ ক্ষেত্র বা প্রকৃতি, তাঁহারই নিজস্ব সম্পত্তি, এই বোধে মগ্ন থাকিতে আরম্ভ করেন। ভর্ত্তার অর্থ যদি ভরণপোষণকারী লওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যাখ্যা হইবে—প্রকৃতি তাঁহার প্রতিপাল্য থাকে, তিনি ক্ষেত্র বা [প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চারিত করিতে থাকেন; দেহ মন বুদ্ধিকে সচেতন রাখিতে। তিনি "ভোক্তা" অর্থাৎ ক্ষেত্রকে নানাভাবে উপভোগ করিতে থাকেন ; অথবা তদাত্মকত্বের জন্য প্রকৃতির করা কর্ম্মে উৎপন্ন সুখ দুঃখের ভোক্তা হন ; পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা হন ; অথবা, ভোক্তা অর্থে জ্ঞাতা লইলে, তাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞ নাম ঠিকই দাঁড়ায়। এই পুরুষ, ইনি "মহেশ্বরও", দেহের ভিতর ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ শক্তিদাতা ভাবে নানা দেবতা অধিষ্ঠিত, তিনি তাহাদের; সেই ঈশ্বরদের ঈশ্বর, "মহেশ্বর"। এই পুরুষ তটস্থাশক্তিরূপে দেহকে ধরিয়া রাখেন (যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ, ৭।৫), দেহকে টুকরা টুকরা ভাবে পড়িয়া যাইতে দেন না। তিনি, চক্ষুরাদির মত দেহের শুধু প্রিয় নহেন, অতি প্রিয়, "পরম আত্মীয়;" তাই "পরমাত্মা" নামেও কথিত হন। অথবা, প্রাণকে চেতনাকে, আত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে একাধিক উপনিষদে লওয়া হইয়াছে। (বৃঃ উঃ); সেই প্রাণেরও প্রাণ ইনি, কারণ তিনি উহাকে সঞ্জীবিত রাখেন, তাই আত্মারও আত্মা পরমাত্মা। অথবা আত্মা অর্থে বুদ্ধি লইলে (আত্মার বহু অর্থ হয়), এই জীবাত্মা বুদ্ধির উর্দ্ধে অবস্থিত, বুদ্ধির বুদ্ধি পরমবুদ্ধি পরমাত্মা। অথবা, এই পুরুষ যদিও পরমাত্মার "মমৈবাংশ", যদিও চিৎ নহে, চিদাভাস, তবুও কখন কখন পরমাত্মা বলিয়াও ইনি অভিহিত হন। (এইভাবে, সাংখ্যের ও বেদান্তের সমন্বয়ও হইয়া যায়। (৪) আরও এক ব্যাখ্যা এই ভাবের হইতে পারে :—আত্মা বেদান্তমতে উপদ্রষ্টা; ইনি সাংখ্যমতে শুধু উপদ্রষ্টা নহে অনুমন্তাও, এবং ন্যায় বৈশেষিক মতে ভর্ত্তা ও ভোক্তাও। ইনি শক্তির আধার, দেহ মন প্রাণের ঈশ্বর, মহেশ্বর। আর পরমাত্মা ভাবেও ইনি কথিত হন তাঁহাদের দ্বারা, যাহারা ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণা যুক্তিতে জীব ব্রহ্ম অভেদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

এইবার টীকাকারদের টীকাসমূহ লওয়া যাউক। কাহারও মতে এই শ্লোকে পুরুষের স্বরূপ ও দেহমধ্যে অবস্থিতির প্রকৃত অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাহারও মতে এই শ্লোক পুরুষ সম্বন্ধীয় শ্লোকের ভিতর পড়ায় ইহা ঈশ্বর বিষয়ক বা ঈশ্বররূপী পরমাত্মা বিষয়ক হইতে পারে না। কেহ কেহ দুইয়ের মিশ্রণ করিয়া দিয়াছেন।

শঙ্কর ও তাঁহার অনুযায়ীগণ জীব ও ঈশ্বর ঐক্য দেখাইবার জন্য পূর্ব্বশ্লোকে, প্রকৃতিগত মিথ্যার সহিত তদ্ভাবাপন্ন হওয়াতে জীবের সংসার হয়, ইহা দেখাইয়াছেন। এ শ্লোকে দেখাইলেন জীবের কি প্রকার স্বরূপ হইলে তাহার সংসার হয় না।

রামানুজ ঈশ্বর পক্ষে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া পুরুষ পক্ষেও করিয়াছেন। **শ্রীধর** জীব, **বলদেব** ঈশ্বর পক্ষই স্থাপনা করিয়াছেন।

শঙ্কর। উপদ্রষ্টা=বাহ্যদ্রষ্টা শরীর এবং দেহাদি হইতে অন্তরতম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ শরীরস্থ দ্রষ্টা আত্মা, তাই তাহাকেই উপদ্রষ্টা বলা হইয়াছে। অনুমন্তা=শরীরাদির ক্রিয়ার সন্তোষরূপ অনুমোদন কারক। অথবা কার্য-করণের প্রবৃত্তিতে স্বয়ং প্রবৃত্ত না হইয়াও তাহাদের অনুকূল ভারে প্রতীয়মান হয়, অথবা ইহাদের নিবৃত্ত করে না। ভর্তা=চৈতন্য স্বরূপ আত্মার ভোগ ও অপবর্গের নিমিত্তে সংহত হইয়া, চৈতন্যের আভাসরূপ শরীর মনাদির স্বরূপ ধারণ করাই ভরণ, আর তাহা চৈতন্যরূপ আত্মারই কথা বলিয়া আত্মাকে ভর্তা বলে। ভোক্তা=অগ্নির উষ্ণতার মত নিত্য চৈতন্য আত্মসত্তার দ্বারা সমস্ত বিষয়ে পৃথক পৃথক হইয়াছে যে বুদ্ধি তাহার সুখদুঃখ মোহাদি যে প্রতীতি হয়, তাহা চৈতন্য আত্মা দ্বারা গ্রস্ত এইরূপ মনে হয়, তাই আত্মা ভোক্তা। মহেশ্বর=সকলকার আত্মা হওয়ার জন্য এবং স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য। পরমাত্মা=অবিদ্যা দ্বারা প্রত্যক-আত্মাভাবে স্বীকৃত যে শরীর হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত আত্মশব্দবাচ্য পদার্থ, সে সকল হইতে উপদ্রষ্ট্রা লক্ষণযুক্ত আত্মা পরম বা শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য পরমাত্মা। শ্রুতিতে উক্ত 'সোঽহস্ত-পরমাত্মা'। এই আত্মা অব্যক্ত হইতে পর অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ এই শরীরেই অবস্থিত, যাহাকে বলা হইয়াছে 'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি' এবং বলা হইবে উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

মধুসূদন। পুরুষের স্বরূপটি কি? ইহার উত্তর এই শ্লোক। পর=প্রকৃতির গুণের সহিত বিজড়িত হন না, অসংসারী। উপদ্রষ্টা=যেমন ঋত্বিক ও যজমান ইঁহারা যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে অন্য একজন ব্যক্তি যদি যজ্ঞবিদ্যা কুশল হন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের সমীপে থাকিয়া নিজে কিছু না করিয়া, সমস্ত কর্ম্ম দেখিতে থাকেন, এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে তাহাতে তাহাদের কোন ত্রুটি হইতেছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন সেইরূপ এই পুরুষও কার্য্য ও করণের ব্যাপারে কেহ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির ক্রিয়ায় নিজেব্যাপৃত না হইয়া, তদ্বিপরীত অসঙ্গকূটস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাব হইয়া সেই সমস্ত ব্যাপারবিশিষ্ট কার্য্যের (দেহের) এবং করণের (ইন্দ্রিয়গণের) সমীপে থাকিয়া কেবল দ্রষ্টাই হইয়া থাকেন, কিন্তু কর্ত্তা হন না (বৃ উ ৪।৩।১৫) অথবা, উপদ্রষ্টা = দেহ, চক্ষু, মন ও বুদ্ধিরূপ দৃশ্য পদার্থ সকলের মধ্যে; বাহ্য দেহাদি অপেক্ষা অতি অব্যবহিত দ্রষ্টাস্বরূপ হইতেছেন। অনুমন্তা = অনুমোদন কর্ম্ম, কার্য্যশরীর এবং করণ ইন্দ্রিয় সকলের প্রবৃত্তিতে (ক্রিয়াসমূহে) স্বয়ং প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল মাত্র সামীপ্যবশতঃই তাহাদের অনুকূল হইয়া থাকেন। ভর্ত্তা = চৈতন্যাধ্যাসবিশিষ্ট সংঘাত প্রাপ্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিজ সত্তা এবং নিজ স্ফুরণ দ্বারা ধারণ করেন এবং পোষণও করেন। ভোক্তা = বুদ্ধিঃর যে সমস্ত সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক প্রত্যয় হয় তাহাদিগকে নিজ স্বরূপচৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকেন, এই কারণে তিনি নির্ব্বিকার থাকিয়াই সেইগুলির উপলব্ধিকর্ত্তা হইয়া থাকেন। মহেশ্বর = সর্ব্বাত্মাও স্বতন্ত্র বলিয়া মহান্ ও ঈশ্বর। পরমাত্মা = অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত যে দেহাদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত তত্ত্ব এতৎ সমুদয়েরই পরম অর্থাৎ প্রকৃষ্ট— উপদ্রষ্টৃত্ব আদি পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশিষ্ট আত্মা।

রামানুজ। শরীরে স্থিত এই পুরুষ শরীরের প্রবৃত্তি অনুসারে করা হইবে এইরূপ সংকল্পাদিরূপে শরীরের উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তাও। শরীরের ভরণ পোষণকারীও ইনি। শরীরের স্বামী হওয়ায় শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের মহেশ্বর, (১৫৮ দ্রষ্টব্য) শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের জন্য পরমাত্মা। আত্ম শব্দের প্রয়োগ, সামীপ্য (১৩।২৪।২৯)। 'অপি' অর্থে তিনি মহেশ্বরও, এবং পরমাত্মা।

শ্রীধর। প্রকৃতির বিষয়ে জ্ঞানশূন্যতা হেতু পুরুষের সংসার, স্বরূপতঃ তাহা নহে, তাই উহার স্বরূপ বলিতেছেন। প্রকৃতির কার্য্য দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ ভিন্নই, প্রকৃতির গুণের সহিত তাহার যোজনা নাই, তাহার কারণ উপদ্রষ্টা ইত্যাদি। উপদ্রষ্টা = পৃথক হইয়া সমীপে থাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টা, সাক্ষী। অনুমন্তা=নিকটে অবস্থান দ্বারাই অনুগ্রাহক; "সাক্ষী চেতা কেবলঃ নির্গুণশ্চ"। ঐশ্বর রূপের দ্বারা ভর্ত্তা, ধারক, ভোক্তা=পালক। তিনি মহান্ ও ঈশ্বর, ব্রহ্মাদির অধিপতি ও পরমাত্মা=অন্তর্যামী, 'এব সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপাল।

ব্যোমব্রহ্ম=উপদ্রষ্টা=মাত্র দ্রষ্টা, নির্লিপ্ত সাক্ষী। অনুমন্তা= অনুমাণকারী, পরোক্ষ বিষয়ের অনুভাবক। ভর্ত্তা=রক্ষক পালক। ভোক্তা=ভোগকর্ত্তা। মহেশ্বর=সর্ব্বনিয়ন্তা। পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া, পুরুষ এই দেহে থাকিয়াও দেহাতিরিক্ত বস্তু (অর্থাৎ দেহই পুরুষ নহে)।

রামদয়াল। ঈশ্বর এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও স্বতন্ত্র। কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা তিনি ভর্ত্তা, ভোক্তা। জীবরূপে সর্ব্বভূতে এক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া আছি; সমস্ত জগতের ঈশ্বর বলিয়া মহেশ্বর, সর্ব্বাত্মক বলিয়া পরমাত্মা।

প্রকৃতিতে আমি, আমার স্বরূপ আরোপ করি, তাহার সকল কার্য্য আমার দৃষ্টিপথে থাকে, তাহার সমস্ত কার্য্যে আমার অনুমোদন থাকে, কোন কার্য্যে প্রতিপক্ষভাব নাই। মন, বুদ্ধি, দেহাদি পোষণ করি (ভর্ত্তা); আমি না থাকিলে কিছুই অনুভব হয় না, ভোগও হয় না।

চিন্তামণি। আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির ধারয়িতা অর্থাৎ ভর্ত্তা বলা যাইতে পারে। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, মন প্রকৃতি সম্ভূত পদার্থের মধ্যে যে সকল সুখ, দুঃখ, ঈর্ষা, দ্বেষ, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। সেই প্রকাশের নামই অনুভূতি বা ভোগ। এই অনুভূতি আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আত্মাকে ভোক্তা বলা হয়।

অরবিন্দ। এই দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন প্রকৃতির ও আমাদের ভগবান, পরমাত্মা পরমপুরুষ, প্রকৃতির মহান ঈশ্বর, তিনি প্রকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য সাক্ষীরূপে দর্শন করেন, তাহার ক্রিয়ায় অনুমতি দেন, সে যাহা কিছু করে তাহা সমর্থন করেন, তাহার বিচিত্র সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করেন, প্রকৃতি যে তাঁহার নিজেরই সত্তায় নানারূপ সৃষ্টি করিয়া খেলা করিতেছে, নিজের বিশ্বগত আনন্দ দিয়া তিনি তাহা উপভোগ করেন।

গিরীন্দ্র। পরপুরুষ=দেহ ইন্দ্রিয়াদি হইতে পর বা পৃথক, অথবা পরম। দেহাদির কার্য্যে নির্লিপ্ত সাক্ষী বা উপদ্রষ্টা। তিনি ভাল মন্দ কোন কাজেই বাধা দেন না, অর্থাৎ এক হিসাবে তিনি সকল কার্য্যই অনুমোদন করেন (অনুমন্তা)। তিনি নির্লিপ্ত থাকিলেও, তাহার প্রকাশক সত্তার অভাবে দেহাদি পালন ও সুখ দুঃখাদির ভোগ অসম্ভব, এজন্য তিনি ভর্ত্তা ও ভোক্তা। বদ্ধাবস্থায় ভোক্তা লিপ্ত : নির্লিপ্ত অবস্থায় বোঝা যায় যে প্রকৃতিই সর্ব্বকার্য্যের হেতু। বদ্ধ পুরুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু পুরুষের সহিত পরমাত্মার ঐক্য অনুভূত হইলে মহান ঐশ্বরত্ব উপলব্ধ হয়, এজন্য তখন পুরুষ মহেশ্বর ও পরমাত্মা।

তিলক। ভর্ত্তা=প্রকৃতির গুনসমূহের পরিবর্দ্ধক।

বিনোবা। পরমাত্মার উত্তরোত্তর অনুভব এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। বিনোবা কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার চুম্বক এই :—প্রথমে প্রভু তটস্থ থাকিয়া দেখিতে থাকেন (উপদ্রষ্টা)। তারপরে আমাদের নৈতিক জীবন আরম্ভ হইলে, আমরা যেমন যেমন সৎকর্ম্ম করিতে থাকি, আমাদের মনের ভিতর থাকিয়া প্রভু বলিতে থাকেন "সাবাশ", "বেশ"। আমাদের মনের স্থূল ও সূক্ষ্ম মল প্রাণপণ প্রযত্নে ধৌত করিতে থাকি। শরীরে শক্তির অভাব যখন আমাদের বসাইয়া দিবার উপক্রম করে, যখন দ্রৌপদীর মত কাতর ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে আরম্ভ করি, তখন দৌড়াইয়া আসেন অনাথনাথ সাহায্য পরিপূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে (ভর্ত্তা)। তারপর আসে ফল ; 'প্রভু তোমার ফল তুমি নাও বলিয়া, তাহাকে সেই ফল গ্রহণ করাই। তখন তিনি হন ভোক্তা। ভর্ত্তা ভোক্তা ভাবে রুইদাস, সজন, কবীর, জনাবাই, রামপ্রসাদাদি বহু সাধক তাঁহাকে পাইয়াছে। কর্ম্ম করান তিনি, ফল চাহেনও তিনি ; আমাকে তখন তিনি নিজেতে গ্রহণ করেন, জীবনেশ্বর মহেশ্বর হন। এই যে তিনি, তিনিই সেই পরমাত্মা। দেহের ভিতর, দেহে অযুক্ত ভাবে বরাবর তিনি রহিয়াছেন। (বিনোবার ভাবা, বিনোবার ব্যাখ্যা, শতাংশও চুম্বকে প্রকাশিত করিতে পারা যাইবে না)।

Modi. Sankara takes পরপুরুষ : as the individual soul in his true nature and উপদ্রষ্টা etc as referring to the individual soul. He takes পরঃ as অব্যক্তাৎ পরঃ।

জ্ঞানেশ্বরী। ১৯ শ্লোকে পুরুষের নির্গুণত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব, ২০ শ্লোকে অকর্ত্তৃত্ব, ২১ শ্লোকে ভোক্তৃত্ব বাস্তবিক নহে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হেতুক। প্রকৃতি সত্ত্বগুণসঙ্গ জনিত বলিয়া আগন্তুত বাস্তব নহে। ২২ শ্লোকে পরত্ব।

সন্তদাস। এই দেহে পরম পুরুষ পরমেশ্বরই বর্ত্তমান আছেন। তিনি সাক্ষীস্বরূপ ও এই দেহের সর্ব্ববিধ কার্য্যের অনুমোদনকারী, অর্থাৎ তাঁহার অভিমতে হয়। তিনি ইহার ভরণ কর্ত্তা, ভোগ সাধনকারী। তিনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর ও শ্রুতিতে পরমাত্মা বলিয়া উক্ত।

গোয়েন্‌কা। এই পুরুষ দেহে থাকিলেও ত্রিগুণময়ী মায়ার অতীত (পরঃ) ব্রহ্ম, ঈশ্বরে ও জীবে কোন ভেদ নাই। এই পরম পুরুষ পরমাত্মাই ভোক্তাভাবে জীব, সৃষ্টির উৎপত্তি পালন ও সংহারের সময় ঈশ্বর, আর নির্ব্বিকার অবস্থাতে ব্রহ্ম। এই শ্লোকে ভোক্তা শব্দ জীবের, উপদ্রষ্টা অনুমন্তা শব্দ ভর্ত্তা ও মহেশ্বর শব্দ ঈশ্বরের এবং পরমাত্মা শব্দ শুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মের বাচক। এই তিন রূপের কথা, অষ্টম অধ্যায়ে, অর্জ্জুনের প্রশ্নে আসিয়াছে : অক্ষর, পরম ব্রহ্ম, স্বভাব, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ আমি ঈশ্বর।

কৃষ্ণানন্দ। এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও, তিনি সর্ব্বথা স্বতন্ত্র, কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা, তিনি ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর এবং শ্রুতিতে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত। দেহে অবস্থান কালে আত্মার তদাত্ম সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেও, স্বরূপতঃ তিনি সকল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ও নিত্য স্বতন্ত্র, স্ফটিক জবার মত। আত্মা, দর্শকের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ, এবং ইন্দ্রিয়াদি দেহে কিরূপ কার্য্য করে তাহার সাক্ষী ও উপদ্রষ্টা মাত্র। তিনি ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় কর্ত্তা নহেন। যিনি অভিসন্ধিবিহীন, নিজ অবস্থায় নিজে বিদ্যমান, অথবা কার্য্যকলাপ যাঁর দৃষ্টিপথে আপনিই আসিতেছে, তিনি উপদ্রষ্টা। তিনি দেহাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়াও নিতান্ত অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী বলিয়া অনুমন্তা, তাহার সত্তা ব্যতীত দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বা পুষ্টি হইতে পারে না, এজন্য ভর্ত্তা। তিনি নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত হইয়াও বুদ্ধি আদিতে প্রতিবিম্বিত বিষয় রাশির উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এজন্য ভোক্তা। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সকলে আত্মা, এজন্য মহান, এবং তিনি স্বতন্ত্র এজন্য ঈশ্বর। আত্মা আকাশাদি মহৎ হইতেও মহৎ, এবং বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ত্রিকালের ব্যবস্থাপক, ঈশান। জড় হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থের নাম পরমাত্মা। সর্ব্বোৎকৃষ্ট এইজন্য শ্রুতিতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের নাম পরমাত্মা। যারা চার্ব্বাকাদির ন্যায় দেহ, ইন্দ্রিয় আদিকে আত্মা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা ভোক্তা। যাহারা আত্মাকে বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত মনে করেন, তাঁহাদের চক্ষে ভর্ত্তা। যাহারা আত্মাকে সকল কার্য্যেই উদাসীনবৎ মনে করেন, তাঁহাদের চক্ষে উপদ্রষ্টা। যাঁহারা এই সমস্ত অবস্থাই ভগবানের আয়ত্ত বা অধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন মহেশ্বর, জগৎ প্রভু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিপ্রদীপ। উপদ্রষ্টা etc. = Looker on, knower, supporter enjoyer, the Lord Supreme [মহেশ্বর], The Indwelling Monitor (পরমাত্মা) পর পুরুষ = পরম পুরুষ or the supreme self.

Krishna Prem—The union of the seeing Self with forms takes place, not are at once but on five levels. (Starting from and), beyond all levels is Parambrahman. (Then) a movement of limitation takes place as a result of which the great Lord settles out and contemplates ..nn the other moment of the Parambrahman appearing as the unmanifested Matrix. This gives a process of self indentification with various aspects of Matrix...Thus the Supporter...Fourth level is sometimes. Inner Ruler, Higher Mind...On the level of the desire-life, the Light is known as Upadrasta, Overseer or Watcher (A long description, the author gives)

Radha-krishnan. Here the supreme self is different from the psycho-phyical individul who becomes the immortal self by transcending the separatist consciousness due to the entanglement in thr activities of the Prakriti.

তিলক। ভর্ত্তা = প্রকৃতির গুণসমূহের পরিবর্দ্ধক। ২২শ শ্লোকে যখন স্থির হইল যে পুরুষই দেহে আত্মা, তখন সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে পুরুষের যে উদাসীনত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব তাহাই আত্মার অকর্ত্তৃত্ব হইয়া যায়, এবং এই প্রকারে সাংখ্যের উপপত্তির সহিত বেদান্তের একবাক্যতা হইয়া যায়। কোন কোন বেদান্তী মনে করেন সাংখ্যবাদী বেদান্তের শত্রু।...গীতা এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন নাই। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারের একই বিষয়, একবার বেদান্তের দৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয় বার.. সাংখ্যের দৃষ্টিতে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। এই আত্মা প্রকৃতির সমীপস্থ বলিয়া প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষীমাত্র, কর্ত্তা নহে। নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়-সমূহকে কোন সময়ে নিবারণ করেন না বলিয়া অনুমন্তা। দেহেন্দ্রিয়কে চৈতন্যময় করিয়া তোলেন বলিয়া, ভর্ত্তা। তাঁহার নিজের কোন ভোগ হয় না, কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে আমার বলিয়া অভিমান করেন, সেইজন্য প্রকৃতিতে উৎপন্ন বিষয়সমূহের ভোক্তা হন বলিয়া ভোক্তা। মহেশ্বর, অর্থাৎ মহান ঈশ্বর, কারণ তিনি সকলের আত্মার আত্মা, এবং তিনি সর্ব্ব হইতে স্বতন্ত্র। তিনি পরমাত্ম—এই আত্মা 'পর' অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণ য উত্তম পুরুষ, তাহাই তিনি। ইনিই মূলতত্ত্ব, সকল জীবের আশ্রয়…সকল প্রতি-বিম্বের বিম্ব। তিনি মহেশ্বর; সর্ব্বব্যাপক। এই শরীরের রূপ হইতেছে ওঁকার। কূটস্থের ইচ্ছা হওয়াতে, বিম্ব স্বরূপে প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলেই, প্রাণবায়ু স্বরূপ মহাদেবের আপনা আপনি আবির্ভাব হয়। সেই শরীরের মধ্যে ওঁকার ধ্বনি স্বরূপ নাদ সর্ব্বদা হইতেছে। এই নাদের পরই বিন্দু; ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়। বিন্দু স্থির হইলেই ব্রহ্মপদ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মই জীব, আবার জীবের কর্ম্ম তাহার ফল উৎপন্ন করিতেছেন, এবং জীবরূপে তাহা ভোগ করিতেছেন।

Telang. The Supreme spirit in this body is called Supervisor, adviser (concerning the operations of the bodys and senses; though he does not interfere, he sees and may be said to sanction the operations alluded to) Supporter of body etc, in their workings, enjoyer, the Lord and the Supreme self also,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতিলাল। দুই পুরুষের কথা কথিত হইয়াছে, এক "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থ", আর এক "পুরুষঃ পরঃ" ।...দুইয়ে (কয়েকটি শ্লোক অনুযায়ী (সামান্য ও বিশেষ ভেদ আছে। এই দেহে পরঃ অর্থাৎ অন্য যে পুরুষ, তিনি মহেশ্বর, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি, সমীপস্থ হইয়া প্রকৃতির কার্য্য কারণাদি ব্যাপার সন্দর্শন করেন। কার্য্য, কারণ, প্রবৃত্তিতে সায় দিয়া বসেন, ধারণ ও পোষণ করেন। দেহেন্দ্রিয়াদি ঘটিত ব্যাপারে বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত সুখ-দুঃখের ভোক্তাও বটেন। প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে উভয় প্রকার পুরুষের পৃথকত্ব কি? উত্তর—তিনি এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও আত্মস্বাতন্ত্র রক্ষা করেন(ইত্যাদি।

রামানুজ। পরমপুরুষ পক্ষে; **শ্রীধর, জীব, বলদেব** ও বিশ্বনাথ, ঈশ্বর পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২৩। য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে।

পদচ্ছেদ। যঃ এবম্ বেত্তি পুরুষম্ প্রকৃতিম্ চ গুণৈঃ সহ, সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ন সঃ ভূয়ঃ অভিজায়তে।

অন্বয়। এবম্ পুরুষম্ চ গুণৈঃ সহ প্রকৃতিম্ য বেত্তি সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে।

কঠিক শব্দ। পুরুষম্ = জীবাত্মাকে (উপরে যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে)। বেত্তি = জানেন অর্থাৎ কিসে কি হয় এইরূপ ভাবে জানেন। সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি = সর্ব্বভাবে অবস্থিত হইয়াও, অর্থাৎ এমনকি যে কোন অবস্থাতে তিনি এ জীবনে থাকুন না কেন, অর্থাৎ প্রারব্ধ বশে এমন কি কোন মন্দ পরিস্থিতিতে থাকিয়াও বা কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলেও। ভূয়ঃ-পুনর্ব্বার। ন অভিজায়তে = জন্মলাভ করেন না। (অপি শব্দ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঙ্গিত আসে যে তিনি মন্দ কাজ করিবেনই না)। 'সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি এই বাক্য আমরা ৬।৩১ শ্লোকেও পাইয়াছি।

অনুবাদ। এইরূপ ভাবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকগুলিতে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাবে) পুরুষকে ও গুণাদি সহ প্রকৃতিকে (১৩।১৯-২১), যিনি জানেন। তিনি এমন কি যে ভাবেই অবস্থিত থাকুন না কেন (অর্থাৎ কু-পরিস্থিতিতে থাকিলেও, (মৃত্যুর পরে) আর জন্মলাভ করেন না। তাঁহার পুরুষ-প্রকৃতি বিবেক হয়, যাহা ক্রমে তাঁহাকে কৈবল্য আনিয়া দেয়। (গীতা ১৩।৩৪)।

শঙ্কর। উপরিউক্ত অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকেও, নিজবিদ্যারূপ গুণের সহিত, বিদ্যাদ্বারা নিবৃত্তকৃত যিনি জানেন...। তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মর ফল ক্ষয় হইয়া যায় (মুঃ ২।২।৮, গীতা ৩।৩৭)।...ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বা অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে কোন পাপ করে, তাহা তাঁহাতে লিপ্ত হয় না।...অগ্নি দ্বারা দগ্ধীকৃত বীজ পুনরায় উদ্গত হয় না।

রামানুজ। যেরূপ ক্লিষ্ট ভাবে থাকুক না কেন, আর জন্ম হইবে না।

শ্রীধর। যেই পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বিদ্যমান থাকিলেও পুনর্ব্বার জন্মাইবে না।

মধুসূদন। বর্ত্তমানোঽপি, এখানে 'অপি' শব্দটি থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে যিনি বিধি অতিক্রম না করিয়া কর্ত্তব্য নিরত থাকেন, তিনি যে আর জন্মাইবেন না তাহাতে আর কথা কি?

রামদয়াল। জ্ঞানলাভ হইলে, আর স্বস্থান বিচ্যুতি হয় না।

Hill. সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি = however he may be placed.

ভূপেন্দ্রনাথ। জীবন্মুক্ত পুরুষের ভূত ভবিষ্যৎ কিছুই থাকে না—সব বর্তমান। যাঁহারা কূটস্থের মধ্যে ব্রহ্মের অণু যাহা বিন্দুরূপে রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারাই যোগী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang. সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি=however living (though he may have transgessed rules).

ভূপেন্দ্রনাথ। পুরুষের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতির কর্তৃত্ব। ভোক্তৃত্ব= সুখদুঃখের অনুভব। পঞ্চতত্ত্ব ও মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইগুলি লইয়াই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর রচিত। এইগুলির নামই প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্য দিয়াই নিজকে প্রকাশ করে বলিয়াই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। প্রকৃতির অতীত কূটস্থ মহেশ্বর ভাব।...অধ্যাস হেতু ইহাকে ভোক্তা বলিয়া মনে হয়।... সুখদুঃখাদি ক্ষেত্র ধর্ম্ম; ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে আরোপিত হয়।...ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের গুণ পরস্পর অধ্যারোপিত হয়, প্রকৃতিকে প্রকাশ-শীলা বলিয়া বোধ হয় ও আত্মাতে আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ভাব আসে।

(২৪, ২৫)। বিকল্প পথ গুলি বলিতেছেন।

২৪। ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে। ২৪।

২৫। অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ। ২৫)

পদচ্ছেদ। ধ্যানেন আত্মান পশ্যন্তি কেচিৎ আত্মানাম্ আত্মনা, অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্ম-যোগেন চ অপরে। অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ শ্রুত্বা অন্যেভ্যঃ উপাসতে, তে অপি চ অতিতরন্তি এব মৃত্যুম্ শ্রুতিপরায়ণাঃ।

অন্বয়। কেচিৎ আত্মনা ধ্যানেন আত্মনি আত্মানম্ পশ্যন্তি, অন্যে সাংখ্যেন যোগেন চ অপরে কর্ম্মযোগেন পশ্যন্তি; তু অন্যে এবম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে চ তে শ্রুতি পরায়ণা অপি মৃত্যুম্ অতিতরন্তি।

কঠিন শব্দ। এই শ্লোক দুটিও ১৩।২২ শ্লোকের মত প্রহেলিকা। আত্মনা ও আত্মনি এই বাক্য দুইটির নানা অর্থ ছাড়া, প্রহেলিকা বিশেষ করিয়া রহিয়াছে আত্মানম্ শব্দে। আত্মানম্ শব্দের অর্থ জীবাত্মাও হইতে

১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, আবার পরমাত্মাও হইতে পারে। আমরা, আমাদের এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যায়, পুরুষকে (জীবাত্মাকে) ও পরমেশ্বরকে একটু পৃথক্ রাখিয়াছি। প্রাচীন উপনিষদে পরমাত্মা শব্দ মনে হয়, যেন নাই ; আত্মা শব্দের দ্বারাই পরমাত্মা বিবক্ষিত হইত। প্রকৃতি (বা ক্ষেত্র), পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ও পরমাত্মা, এ অধ্যায়ের বস্তু ; পুরুষ ও পরমেশ্বরকে মিলাইয়া দেয় নাই, পৃথক্ রাখিয়াছে। ইহার পূর্ব্বের শ্লোকে, প্রথম দুই বস্তু, প্রকৃতি পুরুষের কথা ছিল, এই শ্লোকে পরমাত্মার কথা আনা অসঙ্গত হয় না। আবার ইহার পরের শ্লোক প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয় হওয়ায়, মনে হয় এ শ্লোকটিও প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয়। আত্মানা আত্মনি ইত্যাদি শব্দের আলোচনা মনে করাইয়া দেয় ৬।৪, শ্লোক। শ্লোকের জীবাত্মা সম্বন্ধীয় আলোচনা মনে করাইয়া দেয় ২।২৯ শ্লোক। আত্মনা=নিজের দ্বারা, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধে যে স্থির চিত্ত হয় তাহার দ্বারা। আত্মনি=নিজের ভিতর, মনে। সাংখ্য যোগ= প্রকৃতি-পুরুষ' বিবেক ; সাংখ্য=জ্ঞান। কেহ কেহ সাংখ্যেন যোগেন, দুই পৃথথ শব্দ ধরিয়াছেন—সাংখ্য=সাংখ্যদর্শন, যোগ=যোগদর্শন।

অনুবাদ। প্রথমে জীবাত্মা পক্ষে অনুবাদ করা হইল। কেহ কেহ ধ্যানযোগ সহায়ে (৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) নিজের প্রযত্নের দ্বারা একাগ্র মনের দ্বারা, বা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক যে স্থির চিত্ত হয় তাহার দ্বারা (যোগদর্শন ২), সেই চিত্তে, এই আত্মাকে, তাহার স্বরূপ অবস্থায় দর্শন করেন (তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্, যোগদর্শন ৩) (অথবা গীতা ৬।২০) (অথবা সেই আত্মাতে, বা আত্মার দ্বারা কি আছে দেখিতে পান। যেন ভূতানি অশেষেণ দ্রক্ষসি আত্মনি,—৪।৩৫, অথবা ৬।২৯)। অন্যেরা সাংখ্যযোগে তাহাকে উপলব্ধি করেন (গীতা ২।১৭ হইতে ২;৩০) (অথবা সাংখ্যের আত্মানাত্ম বিবেকের দ্বারা, অর্থাৎ আলোচনা দ্বারা অনাত্ম বস্তু সকল বাদ দিতে দিতে, অনাত্ম নহে, এইরূপ ভাবে যাহা থাকিয়া যায়.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে, তাহাই আত্মা ভাবে উপলব্ধি করেন) (সাংখ্য দর্শনের পুরুষ প্রকৃতি বিবেকও এইরূপ ; পুরুষ নিজের তদাত্মকত্ব মোচন করিতে করিতে, স্বরূপে নিজেকে পায়, ইহাই কৈবল্য) ; অন্যেরা কর্ম্মযোগের দ্বারা, কর্ত্তৃত্বাভিমান, ফলাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিসর্জ্জন করিয়া মিথ্যা 'আমি' ও মিথ্যা 'আমার' ত্যাগ করিতে থাকিয়া, সত্য 'আমি' কি তাহা বুঝিতে পারে : 'বিহায় কামান্...এষা ব্রাহ্মীস্থিতি (২।৭১।৭২), আত্মায় স্থিতিলাভ ; কর্ম্ম-যোগে স্থিতপ্রজ্ঞা হইলে, তাহার প্রজ্ঞায় আত্মাই নিজেকে প্রকাশ করে। আবার অন্যেরা (অর্থাৎ যাহাদের উপরি-উক্ত পদ্ধতি সমূহের উপযোগিতা কারবার ক্ষমতা নাই তাহারা), এবং অজানন্তঃ অর্থাৎ এই প্রকারে আত্ম-জ্ঞাতা হয় না যাহারা তাহারা, অন্যের নিকট হইতে, অর্থাৎ অভিজ্ঞ আচার্য্য-দিগের নিকট হইতে শুনিয়া অর্থাৎ উপদেশসমূহ লইতে থাকিয়া, সেই প্রকার উপাসনা বা সাধনা করিতে থাকে (৪।৩৪)। সেই শ্রুতি পরায়ণেরাও অর্থাৎ যাহারা শ্রুত উপদেশকে আশ্রয় করে ও সেই অনুসারে চলে, তাহারাও (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহারা তাহারা যাহারা নিজেদের চেষ্টায় ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ বা কর্ম্মযোগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না), সেই তাহারাও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুবৎ; আত্মা সম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা অতিক্রম করে ; তাহারাও, আত্মা কি ও পুরুষ প্রকৃতির পুরুষ কি, তদাত্মকত্ব কি, তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে সমর্থ হয়, মৃত্যুবৎ শুদ্ধ বুদ্ধিতে চৈতন্য আসে। (অথবা. পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না)।

এইবার পরমাত্মাপক্ষে অনুবাদ দেওয়া যাউক। কেহ কেহ ধ্যানযোগ সহায়ে, যোগীরা যেভাবে পরমাত্মার দর্শন পায়, সেইভাবে দর্শন পায় (ভক্তির দ্বারা ভগবানকে জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং হয় (১১।৫৪), আর যোগের দ্বারাও উহা হয় (৬।১০, ২৭, ২৮, ৩০)। কেহ বা সাংখ্য যোগের দ্বারা, অর্থাৎ অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে। সাংখ্য অর্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান; তাহাই জ্ঞান যাহা পুরুষোত্তমকে, বা যাহার দ্বারা বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ এই বোধকে উপলব্ধি করায়। পুরুষোত্তমই পরমাত্মা (১৫।১৭)। অন্যেরা নিষ্কাম কর্ম্মযোগে, স্থিতপ্রজ্ঞা বা স্থিরবুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং সমদর্শী হন, ইহাই ব্রহ্মে বা পরমাত্মাতে স্থিতি (২।৭১, ৭৩, ৫।১৮—২১, ৬।৭ (পরমাত্মা সমাহিত)। আবার অন্যেরা যাহাদের উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহের উপযোগিতা করিবার ক্ষমতা নাই তাহারা অভিজ্ঞ আচার্য্যদিগের নিকট হইতে উপদেশ সমূহ লইতে থাকিয়া, পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে সেই প্রকার সাধনা করিতে থাকে। এইরূপ যাহারা শ্রুত উপদেশকে আশ্রয় করিয়া সাধনা করে তাহারাও মৃত্যু বা মায়াকে অতিক্রম করে, অমৃত লাভ করিতে বা পরমাত্মা সমাহিত হইতে পারে। (অথবা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না।

শঙ্কর। শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি সরাইয়া লইয়া, উহাদিগকে মনে আর মনকে অন্তরাত্মাতে নিরোধ করিয়া একাগ্র ভাবে চিন্তন করার নাম ধ্যান; তৈলধারার মত নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন চিন্তন=ধ্যান। সেই ধ্যান দ্বারা অনেক যোগী, আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে, আত্মাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ চেতনকে, আত্মা দ্বারা অর্থাৎ ধ্যানাভ্যাস দ্বারা শুদ্ধীকৃত অন্তঃকরণে দেখিতে পান। "সত্ত্বাদি ত্রিগুণ আমার দ্বারা দৃষ্ট হয়, আমি উহাদের হইতে ভিন্ন, উহাদের ব্যাপারের সাক্ষী; গুণ হইতে বিলক্ষণ নিত্য চেতন আত্মা" এই প্রকার চিন্তন, সাংখ্য; এই সাংখ্য যোগের দ্বারা অন্য যোগী, "আত্মাতে" "আত্মাকে দেখেন। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত চেষ্টার নাম কর্ম্ম; এই কর্ম্মযোগের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তির ক্রম অনুসারে, অন্যেরা "আত্মাতে আত্মাকে দেখেন। অন্যজন উপরিউক্ত বিকল্পের কোনটিরই দ্বারা আত্মতত্ত্ব না জানিতে সমর্থ হইয়া, অচার্য্যদিগেব নিকট প্রাপ্ত "তুমি এইরূপ করিতে থাক," এইরূপ আজ্ঞানুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ ভাবের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তন করিতে থাকে। শ্রবণ করাই মোক্ষ মার্গ সম্বন্ধী পরম গতি পরম সাধন এইরূপ আচার্য্য বাক্যে শ্রুতি-পরায়ণ লোকও মৃত্যুযুক্ত সংসার নিঃসন্দেহে পার হইয়া যায়।

ব্যোমব্রহ্ম। কেহ কেহ আপনাতেই আত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা ধ্যানযোগে (অর্থাৎ ভক্তিযোগে) দর্শন করে, কেহ কেহ বা সদসৎ বিচার দ্বারা, কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ইত্যাদি। মৃত্যুর অতীত হয়= পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে অব্যাহতি পায়।

রামানুজ। শরীরস্থিত আত্মাকে মনের দ্বারা ধ্যানে অর্থাৎ ভক্তি যোগে। জ্ঞানযোগের দ্বারা মনকে যোগের যোগ্য করিয়া। জ্ঞান যাহার অন্তর্গত এইরূপ কর্ম্মযোগের যোগ্যতা প্রাপ্তি করিয়া।...তত্ত্বদর্শীদের নিকট শুনিয়া কর্ম্মযোগাদির দ্বারা আত্মার উপাসনা।...শ্রবণনিষ্ঠ পুরুষও পাপরহিত হইয়া...মৃত্যু অতিক্রম করে।

শ্রীধর। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের অপর উপায়ও বলিতেছেন : ধ্যান অর্থাৎ আত্মাকারে বিশ্বাসের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা, আত্মায় অর্থাৎ দেহেই, আত্মা দ্বারা অর্থাৎ মন দ্বারাই কেহ কেহ আত্মাকে দেখেন। কেহ প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যের আলোচনা দ্বারা, কেহ বা অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা, কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা ইত্যাদি। ইহারা বিকল্প। তারপর নিকৃষ্ট অধিকারীর উপায়। আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসারে ধ্যান। মৃত্যু=সংসার।

মধুসূদন। ধ্যান=শ্রবণমননের ফলস্বরূপ বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহের দ্বারা অনন্তরিত যে সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহরূপ আত্মচিন্তন (নিদিধ্যাসন)। আত্মনি=বুদ্ধিমধ্যে। আত্মনা=ধ্যানের প্রভাবে সংস্কৃত যে অন্তঃকরণ তাহার দ্বারা। আত্মানং=প্রত্যক্‌চৈতন্যকে। সাংখ্যযোগ=নিদিধ্যাসনের পূর্ব্বভাবী নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিপূর্ব্বক যে শ্রবণ ও মনন—এই যে সমস্ত ত্রিগুণ পরিণাম, ইহারা সব অনাত্মা ও স্বরূপতঃ মিথ্যা. আমি কিন্তু ইহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষিস্বরূপ নিত্য বিভু নির্ব্বিকার...এই প্রকার বিচার সমুত্থিত চিন্তা, সাংখ্য যোগ। কর্ম্মযোগ=ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ক্রিয়মাণ ফলাভিসন্ধিরহিত স্বং স্বং বর্ণাশ্রমের ক্রিয়া করিতে থাকিলে সত্ত্বশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) জন্মে, তাহা হইতে শ্রবণ, মনন ও তদনন্তর নিদিধ্যাসন, ও তাহা হইতে আত্ম সাক্ষাৎকার হয়। শ্রুতিপরায়ণাঃ=নিজেরা বিচার করিতে অসমর্থ হইলেও শ্রদ্ধালুতাহেতু কেবলমাত্র গুরূপদেশ শ্রবণপরায়ণ হইয়া মৃত্যুকে অর্থাৎ সংসারকে অতিক্রম করেন। অপি শব্দের ইঙ্গিত যে যাঁহারা বিচার সমর্থ তাঁহারা যে মৃত্যু অতিক্রম করিবেন ইহা কি আর বলিতে হইবে?

কৃষ্ণানন্দ। আত্মদর্শনেচ্ছু উত্তম, মধ্যম, মন্দ, মন্দতর চার অধিকারী শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা, আত্মাতে বৃত্তি-প্রবাহ বিপরীত মার্গ ছাড়িয়া আত্মাভিমুখ হয়, সেই উত্তরাধিকারীগণ প্রগাঢ় চিন্তনরূপ ধ্যান দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করেন। যে আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা প্রমাণগত ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনা নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সাংখ্য-যোগ। মধ্যমাধিকারীগণ এই আত্মানাত্ম বিচাররূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা প্রত্যগাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষকে বিদিত হইয়া থাকেন। মন্দাধিকারীগণ ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়। ধ্যানযোগ, বিচার, কর্ম্ম, এই তিন আত্মদর্শনের সাধন।...আবার কেহ...গুরুর নিকট হইতে উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন।...মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম।

অরবিন্দ। এই আত্মজ্ঞান আইসে আভ্যন্তরীণ ধ্যানের দ্বারা, তাহার ভিতর দিয়া শাশ্বত আত্মা আমাদের আত্মসত্তার মধ্যেই আমাদের নিকট প্রকট হয়, অথবা আইসে সাংখ্যযোগের দ্বারা, পুরুষ প্রকৃতির ভেদ সাধন দ্বারা। অথবা ইহা আইসে কর্ম্মযোগের দ্বারা।...ব্যক্তিগত সঙ্কল্প লুপ্ত হইয়া যায়। প্রকৃতিতে আমাদের সঙ্কল্প লুপ্ত হইয়া যায়।...প্রকৃতিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সমুদয় কর্ম্মের ভার ভগবান গ্রহণ করেন। অথবা আমরা এই জ্ঞান সাধন করিতে পারি, অন্যের নিকট হইতে সত্যটি গ্রহণ করিয়া।...

রামদয়াল। এই শ্লোকে আত্মার কয়েক রকমের সাধনা দিয়াছেন।

তিলক। ২৪ ও ২৫ শ্লোকে পাতঞ্জল যোগ অনুসারে, সাংখ্য-মার্গানুসারে জ্ঞানোত্তর কর্ম্মসন্ন্যাস, কর্ম্মযোগ মার্গানুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরার্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করা, এবং জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধার দ্বারা আপ্তবচনের উপর বিশ্বাস রাখিয়া পরমেশ্বরে ভক্তি করা। গীতা ৪।৩১ শ্লোকে এই আত্ম-জ্ঞানের বিভিন্ন মার্গ বলিয়া দিয়াছেন। যে কোন মার্গেই যে সাধক হউন না কেন, অন্তেতাহার ভগবানে জ্ঞান হইয়া মোক্ষলাভ হয়ই। ইহাতে কিন্তু লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ ইহা খণ্ডিত হইতেছে না।

সন্তদাস। ধ্যানের দ্বারা আত্মাকে বুদ্ধিতে দর্শন করেন,...আত্মার সহিত অভেদভাবে স্থিতির চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আত্মাকে দর্শন করেন। কেহ কেহ...সাংখ্যযোগের দ্বারা...কেহ কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন।...কেহ কেহ স্বয়ং অবগত না হইয়া, অন্যের নিকট শ্রবণ করতঃ উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। তাহারাও অদ্বৈত উপদেশকে সম্যক অনুসরণ করিয়া মৃত্যুকে জয় করেন।

গিরীন্দ্র। ধ্যান=পাতঞ্জল যোগের ধ্যান; সাংখ্যযোগ=জ্ঞান-মার্গ; কর্ম্মযোগ=শ্রীকৃষ্ণ কথিত রাজাদিগের সাধনপ্রণালী। ১২।১২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সাংখ্যযোগ অপেক্ষা ধ্যান ভাল এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগ ভাল।

Modi. He quotes Das Gupta, thus "Sankara explaines this passage as meaning the reaiisation of the soul as being absolutely djfferent from the three Gunas, If this is সাংখ্য, the meaning of the word যোগ, in this paas-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sage is not explained. Sankara does not ezpound the meaning of যোগ, but says that this সাংখ্য is যোগ, which means to be an evasion. ...Though in the preceding verses, referencee is made to প্রকৃতি পুরুষ and গুণ, there is no reason to suppose that the phrase সাংখ্যেন refers to the wisdom recommended in the preceding verse...There is no proof that this word সাংখ্য in the Gita means the discernment of the difference of prakriti' aud the 'Gunas' from 'purusha', as শঙ্কর in one place suggests (13,25), or that it refers to the cosmology and ontology of প্রকৃতি, the Gunas and their evolutes of the Kapila Sankhya. ...This in contrast with Garbe's views, "It has long been well known, that the doctrines of the সাংখ্যযোগ are taken as a whole the foundation of the philosophical discussions in the Gita, and that in comparison with them, the Vedanta takes a considerably inferior places. How often are the সাংখ্য and যোগ, mentioned by name, while the word Vedanta recurs only once (বেদান্ত কৃৎ ১৫।১৫) and in the sense of the উপনিষৎ। The knowledge to be reached along the quietest way of salvation is described in several passages of the Gita (13. 13 ; 14 , 14) entirely in the sense of the সাংখ্য system.

ভক্তিপ্রদীপ। আত্মানম=the Indwelling Monitor. আত্মনি=in the mind. আত্মনা=with the help of harmonised intelligence. সাংখ্যযোগ=knowledge of Self.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিন পথে, আড়াই দণ্ড বামদিকে, আড়াই দণ্ড দক্ষিণ দিকে, আর কিঞ্চিৎকাল মধ্যভাগে, শ্বাস বহিতেছে, ইহাতেই সংসারচক্রের প্রবাহ চলিতেছে।...ক্রিয়াযোগের বহু অঙ্গ থাকে, তন্মধ্যে জপের সহিত প্রাণায়ামই সর্ব্বপ্রধান।...প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত যত চিন্তা শূণ্য হয়, ততই সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া মন অন্তর্মুখ হইয়া আত্মস্থ হয়; ইহাই ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ। বিচার যুক্ত জ্ঞানযোগই সাংখ্যযোগ।... সাধক প্রথম যোনিমুদ্রার দ্বারা শরীরস্থ আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, পরে অভ্যাসে, কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষ নারায়ণের দর্শন পান ।...কূটস্থের গুহার মধ্যে প্রবেশ করাও যাহাব পক্ষে সম্ভব হয় না, তিনি যদি কেবল গুরূপদেশ মত ক্রিয়া করেন, তিনিও আপনা আপনি ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পান।

Telang. Some by concentration see the self in the self by the self......Cross beyond death.

মতিলাল। কেহ কেহ ধ্যান যোগ দ্বারা আপনাতে আপনার দ্বারাই আত্মাকে সন্দর্শন করেন ইত্যাদি...মধুসূদন এই পথগুলিকে উত্তম, মধ্যম, মন্দ ও মন্দতর বলিয়াছেন।.:....কিন্তু শ্রুতিপরায়ণ সাধকের যুক্তিপন্থা, মন্দতর নহে, শ্রেষ্ঠতর (মতিলাল তাহার যুক্তি দিয়াছেন)।

২৬। যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ।২৬।

পদচ্ছেদ। যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বম্ স্থাবর-জঙ্গমম্ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তৎ বিদ্ধি ভরতর্ষভ।

অন্বয়। ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবর জঙ্গমম্ সত্ত্বম্ সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ। যাবৎ কিঞ্চিৎ=যত কিছু। স্থাবব জঙ্গম=অচর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চর স্বভাবের বা জড় চেতন স্বভাবের। সত্ত্বম্=সত্তা বা বস্তু। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ=প্রকৃতি পুরুষ।

অনুবাদ। ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু চরাচর-স্বভাবের বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পারস্পরিক সংযোগে উৎপন্ন হয়। (এখানে সাংখ্যের ভাব আসিয়াছে; ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি (ক্ষেত্র) ও পুরুষের (ক্ষেত্রজ্ঞের) বিদ্যমানতায়, অহঙ্কার বুদ্ধি, মন, পঞ্চভূতাদির সৃষ্টি করে। সাংখ্যে বলে না, কে এ সংযোগ ঘটাইয়া দেয়, শুধু বলে আপনা আপনি হয়। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরিমার্জ্জিত সাংখ্যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর ইহা ঘটাইয়া দেন বলে। পরের শ্লোকে তাহার একটু ইঙ্গিত আসিয়াছে, পরের অধ্যায়ে আরও পাইব)।

শঙ্কর। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের একতা বিষয়ক জ্ঞান, মোক্ষের সাধন। কেন, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ, অধ্যাস রূপ সংযোগ, অবয়ব সংযোগ নহে।......শঙ্কর ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলিয়াছেন যে এইরূপ পুরুষের সহিত জ্ঞানাত্মিকা অচেতনা প্রকৃতির প্রকৃত সংযোগ সম্ভাবিত নহে; এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন যে জবাকুসুমের সান্নিধ্য হেতু স্ফটিকে যে রূপ লাল রং আসে সেইরূপ ব্রহ্মের অধ্যাসে বিশ্বের বস্তু সকল অধ্যস্ত হয়। রজ্জুতে সর্প নাই কিন্তু মনে হয় যেন সর্প আছে, সেইরূপ মনে হয় যেন জগৎ ব্রহ্মে বা ক্ষেত্রজ্ঞে আছে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে সৃষ্ট হইয়াছে।

রামদয়াল। প্রকৃতিকে সমষ্টি দেহ বলিয়া জান। এই শরীর বা ক্ষেত্র প্রকৃতির অংশ মাত্র।

তিলক। এ শ্লোকে বেদান্তের সহিত কাপিল সাংখ্যকে মিলাইয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ। এ শ্লোকগুলি সব আত্মজ্ঞানের। অবিদ্যা ও অবিদ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যরূপ জড় অনির্ব্বচনীয় ভাব ও অভাবরূপ দৃশ্য প্রপঞ্চ সমস্তই ক্ষেত্র। ক্ষেত্রাতীত ক্ষেত্রের প্রকাশক স্বপ্রকাশ পরমার্থ সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ। সংযোগ প্রভাবে চরাচর প্রকাশ পায়।

মধুসূদন। এইবার সংসার ও সংসারের নিবর্ত্তক যে জ্ঞান তাহার বিবরণ দিতেছেন। শ্লোকের ভাবার্থ এই সংসার, আত্মার স্বরূপের অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন।......মায়া প্রভাবে পরস্পরের অবিবেক প্রযুক্ত সত্য ও অনৃতের, (সত্যস্বরূপ) চৈতন্য ও অনৃত (মিথ্যা) স্বরূপ অবিদ্যার মিথুনীকরণ অর্থাৎ পরস্পর মিলন রূপ যে তদাত্ম্যাধ্যাস তাহাই বুঝায়।

শ্রীধর। সেই বিষয়ে কর্ম্মযোগ তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে, ধ্যানাদিরও সাংখ্যজ্ঞান হইতে পৃথক আত্ম-বিষয়তা হওয়ায়, অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সাংখ্যই বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিতেছেন।......ক্ষেত্রও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ অর্থাৎ তাহাই অবিবেক জনিত আত্মার আরোপের ফল।

ভূপেন্দ্রনাথ। স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়। ঈশা-বাস্য মিদং সর্ব্বং। পুরুষোত্তম নারায়ণের ইচ্ছায় তাঁহার এই ক্ষর অক্ষর প্রকৃতির মিলন হয়, এই মিলনই জীব জগৎ...নামরূপময় জীব ও জগৎ, ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া সম্পূর্ণ অভিন্ন।...বহির্দ্দৃষ্টি থাকিতে, ঐ ঐক্যের অনুভব, কথার কথা হয়।...বহু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে এক আত্মাই বর্ত্তমান।... 'হরি ভজিলেই সর্ব্বনাশ'—অর্থাৎ সর্ব্বের প্রতীতি থাকে না, সে তখন হরির সহিত এক হইয়া যায়।

মতিলাল। শঙ্কর মায়াবাদী ; তিনি নিরাকার নির্গুণ ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ সম্ভবপর নহে, ইহা স্বীকার করিয়া এইখানে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বস্তুর সহিত বাস্তব সংযোগের অভাব দেখাইয়াছেন ...এই সংযোগ মায়া, অবিদ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২৭) পরমেশ্বরের মুখ্য চিহ্ন—তিনি সকল ক্ষেত্রে সমভাবে স্থিত, ক্ষেত্র বিনশ্বর, তিনি অবিনশ্বর।

২৭। সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।২৭।

পদচ্ছেদ। সমম্ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তম্ পরম-ঈশ্বরম্, বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তম যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।

অন্বয়। বিনশ্যৎসু সর্ব্বেষু ভূতেষু অবিনশ্যন্তম্ পরমেশ্বরম্ সমম্ তিষ্ঠন্তম্ যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।

কঠিনশব্দ। বিনশ্যৎসু সর্ব্বেষু ভূতেষু=বিনাশীল সকল ভূতে। অবিনশ্যন্তম্=নাশরহিত।

অনুবাদ। বিনাশশীল সকল ভূতে অবিনাশী পরমেশ্বর সমভাবে রহিয়াছেন, ইহা যিনি দেখেন তিনিই যথার্থ-দর্শী। (গীতা পুরুষকে ও পরমাত্মাকে মিলাইয়া দেয় নাই, আমরাও দিব না)। (শঙ্কর, ব্যাখ্যায় বলিয়া ফেলিয়াছেন, শরীর মন বুদ্ধি অব্যক্ত আত্মা অপেক্ষা যে পরম্, সেই-ই পরমেশ্বর)। পূর্ব্ব শ্লোকে পুরুষ প্রকৃতির কথা বলিবার পর, এই শ্লোকে পরমাত্মার কথা আসা ঠিকই হইয়াছে। মনুষ্য বা কৃমি কীট, বাহিরের আবরণ বিনাশশীল; কিন্তু বাহিরের আবরণ যাহাই হউক না, সে মনুষ্যই হউক বা সে কীটই হউক্ ভিতরে সেই এক পরমাত্মা থাকেন (বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে, ৫।১৮); তাঁহার অংশ জীবাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়, পরমাত্মার ঘুরিয়া বেড়াইবার স্থান নাই, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, সকল জীবে সকল স্থানে সমভাবে আছেন। জীবাত্মার কারণ-শরীর রহিত হইয়া গেলে, খণ্ড চৈতন্য মহাচৈতন্যে মিশিয়া যায়; পরমাত্মার কোথাও বিলীন হইবার স্থান নাই; তিনি নাশরহিত পূর্ণমিদং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। সকলভূতে সমভাবে, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ সংরূপে স্থিত ইত্যাদি।

শঙ্কর। শরীর, মন, বুদ্ধি, অব্যক্ত ও আত্মা হইতে যে পরম, সেই পরমেশ্বর।

রামানুজ। যে মানুষ সেই আত্মাকে, নাশশীল এই শরীরাদির জ্ঞাতারূপে সমানাকার...দেখে, ইত্যাদি।

মধুসূদন। যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, এবং বিনাশ ধর্ম্মশীল পদার্থসমূহে থাকিয়াও স্বয়ং অবিনাশী...পরমেশ্বরকে এইভাবে যিনি দেখেন, ...প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই দ্রষ্টা।

অরবিন্দ। জ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় প্রকৃতির নশ্বরতার সহিত পুরুষের পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, আমাদের ঊর্দ্ধতম আত্মাকে,...সকল বস্তু সকল জীবের ভিতর তিনি এক এবং সম...এইটিই সত্যদর্শন, আমাদের ভিতর যাহা শাশ্বত. তাহারই দর্শন।

কৃষ্ণানন্দ। বিনাশ ধর্ম্মশীল সমস্ত পদার্থে, আত্মাকে সমান ও নির্ব্বিকার ভাবে স্থিত যিনি দেখেন ইত্যাদি। স্বর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডলের আকার নষ্ট করা যায়, কিন্তু স্বর্ণ থাকে।

তিলক। ১৮।৪০ দেখ।

ভূপেন্দ্রনাথ। ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে বুদ্‌বুদ্ স্বরূপ এই বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি এবং ব্রহ্ম স্বরূপেই আবার তাহা লয় হইয়া যাইতেছে।...ক্রিয়ার পরাবস্থার বিনাশ নাই।

Telang : Supreme Lord abiding alike in all entities. and not destroyed though they are destroyed.

(২৮) আমরা পূর্ব্বেই একাধিকবার বলিয়াছি, যে এই অধ্যায়ে ত্রিত্ব আলোচিত হইয়াছে—ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং "বড় ক্ষেত্রজ্ঞ", যাহা অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষায় প্রকৃতি পুরুষ এবং পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। আলোচনা চলিয়াছে প্রকৃতি পুরুষের পরে পরমেশ্বর, এবং পরমেশ্বরের পরে আবার প্রকৃতি পুরুষের। এই ধারায়, ২৬ সংখ্যক শ্লোকে প্রকৃতি পুরুষের আলোচনার পর ২৭ ও ২৮ শ্লোকে পরমেশ্বরকে আনা হইয়াছে।

২৮। সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।

পদচ্ছেদ। সমম্ পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্, ন হিনস্তি আত্মন আত্মানাম্ ততঃ যাতি পরাম্ গতিম্।

অন্বয়। হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ সমম্ পশ্যন্ আত্মনা আত্মানম্ ন হিনস্তি ততঃ পরাম্গতি যাতি।

কঠিন শব্দ। হি=যে হেতু। সমস্থিতম্=সমভাবে অবস্থিত। আত্মনা=নিজের দ্বারা নিজের বিচারে। আত্মানাম্=নিজেকে জীবাত্মাকে। নহিনস্তি=হিংসা করেন না, দ্বেষ্য ভাবে দেখেন না, অমর্য্যাদাপ্রদর্শন করেন না।

অনুবাদ। (পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, "তিনিই সম্যগ্‌দর্শী" ; কারণ সর্ব্বত্র (সর্ব্বজীবে) সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে সমভাবে দেখাই নিজের দ্বারা নিজেকে না হিংসা করা, সেই কারণে তিনি (মৃত্যুর পর) পরম গতি প্রাপ্ত হন (যে গতি হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন গতি নাই।) (তিনি বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন, বা তাঁহাতে বিলীন হইয়া যান, বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন)। (গীতা ৬।৫, ৬)

অন্যকে হিংসা করিতে যাওয়ার অর্থ হইবে তাহার ভিতর অবস্থিত পরমেশ্বরকে হিংসা করা, তাহার অর্থ হইবে নিজের ভিতর অবস্থিত পরমেশ্বরকে হিংসা করা, (কারণ পরমাত্মা পরমেশ্বর সকল জীবে সমভাবে অবস্থিত নিজের ভিতর অবস্থিত পরমেশ্বরকে হিংসা করার অর্থ নিজেকে হিংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা। যে, ভগবানকে সর্ব্বত্র সমভাবে দেখে, তাহার আত্মপর ভেদভাব চলিয়া যায়, সে হিংসা করিবে কাহাকে? যে পরমেশ্বরকে সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিত দেখিতে সমর্থ হয়, "আমাতে ভগবান বেশী পরিমাণে আছেন, তোমাতে কম পরিমাণে আছেন, তুমি হেয়" অন্যের আত্মাকে যে এইরূপ দ্বেষ্যভাবে দেখে না, স্বামী বিবেকানন্দের মত যে বুঝিতে সমর্থ হয়—"ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময় —বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর—জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" সে জীবকে শিব ভাবে দেখিতে পায়, আর ইহার ফলে যে পরমগতি লাভ করে।

এই কথা এই ভাবেও বলা যাইতে পারে—পরমাত্মারই সনাতন মমৈবাংশ, তাঁহারই চিদাভাস, এই জীবাত্মা। পরমাত্মা পরমেশ্বর সমভাবে সকল জীবে অবস্থিত ইহা যে দেখিতে পায়, সে ইহাও দেখিতে পায়, তাঁহারই এই জীবাত্মা সকল, সমভাবে এবং তাঁহারই অংশভাবে সকল জীবে অবস্থিত (৬।২৯, ৩০, ৩১); সে আত্মনা অর্থাৎ নিজে হইতে বা মননাদির দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী, কোন জীবাত্মাকে অন্য জীবাত্মা হইতে হীন বা কম নিত্য ভাবে না, সে আত্মাকে মূল্যহীন অনাত্মার স্তরে নামায় না, আত্মা মমৈবাংশ নহে, বা আত্মা শরীরের সহিত ধ্বংস হইয়া যায়, আত্মার প্রতি এইরূপ অমর্য্যাদা, এইরূপ দ্বেষ্যভাব, সে মনেতে এক ক্ষণের জন্যও আনে না, সে 'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি (৬।৩২)—যে এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়, ভগবান নিজেই বলিয়াছেন "স যোগী পরমো মতঃ" (৬।৩২)। তাহার যে পরমগতি লাভ হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আত্মা শব্দে পরমাত্মাও লওয়া যাইতে পারে; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের মনে হয় প্রাচীন উপনিষদে পরমাত্মা শব্দ বোধ হয় নাই, আত্মা শব্দ, প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মা দুইয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমাত্মাত্মক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে : যে পরমাত্মাকে সমভাবে সর্ব্বজীবে অবস্থিত দেখে, সে তাঁহার প্রতি কোন অপবাদ-মূলক ভাব মনে আনিবেই না, সে একটু মননের দ্বারা বা নিজ হইতেই বুঝিতে পারিবে যে তিনি পক্ষপাতী নহেন, তিনি কাহাকেও বড় করিতেছেন, কাহাকেও ছোট করিতেছেন এরূপ নহেন, তিনি সুহৃদং সর্ব্বভূতানাম্ (৫।২৯, তিনি সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ (৯।২৯); যে এরূপ ভাবে সেই পরমাত্মাতে অটল বিশ্বাস রাখে, ও তিনি পক্ষপাতী, তিনি নিজের খেয়ালে চলেন, এইরূপ অপবাদমূলক দ্বেষ্যভাব যে রাখে না, সে সেই অটল বিশ্বাসে পরম গতি, তাঁহার পরম ধাম, পরম পদ লাভ করে।

সন্তদাস। তিনি সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাঁহাতেই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হন; সংসারে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে অধঃপাতিত বা বিনষ্ট করেন না।

অরবিন্দ। আমরা নিজেদিগকে আত্মার শাশ্বত ভাবের সহিত এক করিয়া দিই, আর আমাদের মানসিক ও দৈহিক অজ্ঞানতার খণ্ডতার ও দুর্দ্দশার সহিত নহে।

রামদয়াল। পরমাত্মাকে আপন আত্মা বলিয়া যাহারা জানে না তাহারাই আত্মঘাতী...এক দেহে আত্মাকে হনন করিয়া আবার অন্য দেহ ধারণ করে।

গোয়েন্‌কা। আত্মা অকর্ত্তা, অর্থাৎ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্ব্ববিকার রহিত। ৩।২৭, ২৮; ১৪।১৬; ৫।৮,৯।

কৃষ্ণানন্দ। যেহেতু বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বররূপ আত্মাকে দর্শন করেন, আত্মার দ্বারা আত্মাকে হনন করেন না. তিনি সেই নিমিত্ত পরমাগতি প্রাপ্ত হন। জ্ঞানিগণ...আমি ব্রহ্ম জানিয়া মুক্তি পান, অজ্ঞানিগণ অসূর্য্যা নামক লোক পান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। আত্মদর্শনের ফল বলিলেন। আত্মাকে আবার জন্ম দেওয়ানর অর্থ তাহাকে হিংসা করা অবিদ্যার দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলাই আত্মহিংসা।

শ্রীধর। আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না=অবিদ্যা দ্বারা সচ্চিদানন্দ রূপ আত্মাকে নিন্দা পূর্ব্বক বিনাশ করেন না।

রামানুজ। আত্মার দ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা আত্মার হিংসা করে না, ইহার অর্থ রক্ষা করা, ইহার অর্থ সংসার হইতে মুক্ত করা। গতি= প্রাপ্তি।

শঙ্কর। শরীরকে আত্মা ভাবা, আত্মার তিরস্কার করা। আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণে সেই প্রাপ্ত জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা শরীররূপ আত্মার হিংসা করা। পরমগতি অর্থাৎ উপরিউক্ত ফল প্রাপ্তি।

Modi. To degrade the soul on account of the actions done by him is to kill the soul by means of the soul.

ভক্তিপ্রদীপ। Does not degrade his self by mentally submitting to Maya Prakriti.

Krishna Prem. He who allows his mind to shirk the Light in the illumined forms, to feel "this form is me, these forms are mine" turning his back on immortality, he slays his own true self,

তিলক। আপনি আপনাকে হিংসা করে না, অর্থাৎ নিজে নিজে ভাল মার্গে লাগিয়া যায়।

ভূপেন্দ্রনাথ। যাহারা কূটস্থকে দেখে না, কূটস্থের তেজে বিশেষ বিশেষ দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত আকৃতি মাত্রকে দেখে, তাহারা আপনার বারবার জন্ম-মরণ দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ দেহান্ত দ্বারা পৃথক পৃথক উপাধির বিনাশ দেখিতে পায়। আজ্ঞা চক্রে প্রাণ স্থির হইলে মনের লয় হয়, তখন এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসত্তা ব্যতীত, আর কোন উপাধি বর্ত্তমান থাকে না, এই অবস্থার সব সমান হইয়া যায় ; নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম। এই সমতারূপ আত্মাকে কেহই হিংসা বা নাশ করিতে পারে না।...দেহে আরোপিত আত্মবোধ হেতু, প্রতি দেহ গ্রহণ ও ত্যাগের সময়, তাহারা আত্মাকে জন্ম-মরণ ধর্ম্মী বলিয়া মনে করে ও শোকগ্রস্ত হয়। ইহারা প্রকৃত পক্ষে আত্মা।

Telang. Does not destroy himself. Not to have true knowledge is equivalent to self-destruction

মতিলাল। সৃষ্টি তাহা হইতেই উদ্ভুত, তাঁহাতেই সঞ্জীবিত, তাঁহাতেই পরম আশ্রয় লাভ করে।...এই হেতু আত্মার দ্বারা আত্মার হিংসা অসম্ভব।

(২৯) যদি বল, শুভ ও অশুভ কর্ম্মের কারকরূপে বৈষম্য দৃষ্ট হইলেও, কিরূপ আত্মার তুল্যতা হইতে পারে? তাহার উত্তর—

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ
য পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি। ২৯

পদচ্ছেদ। প্রকৃত্যা এব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ, যঃ পশ্যতি তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারম্ সঃ পশ্যতি।

অন্বয়। চ যঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ প্রকৃত্যা এব ক্রিয়ামাণানি তথা আত্মানম্ অকর্ত্তায়ম্ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বশঃ প্রকৃত্যা এব ক্রিয়মাণানি=প্রকৃতি কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে কৃত হইতেছে (১৩।২৬ ; ৩।২৭ ; ৩।৩৩ ; ৫।১৩)। এই শ্লোকে প্রকৃতি পুরুষ আনা হইল, প্রকৃতিপুরুষ, তাহার পর পরমাত্মার, অবার পর-মাত্মার পর প্রকৃতি-পুরুষ, এই আবর্ত্তন ভাবে আলোচনা চলিয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে প্রকৃতির আত্মা হইতে বিলক্ষণতা দেখান হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। এবং কর্ম্ম সকল প্রকৃতি কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে কৃত হইতেছে; ও আত্মা অকর্ত্তা ইহা যিনি দেখেন, তিনিই ঠিক দেখেন (৩.৫,২৭ ; ৫।১৩)

অরবিন্দ। তখন আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির ক্রম বিবর্ত্তন। আমাদের আত্মা, সে কর্ম্মকর্ত্তা নহে, সে কর্ম্মের মুক্ত সাক্ষী ও ঈশ্বর, ও অনাসক্ত ভোক্তা।

বশিষ্ঠ গীতা। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি।

কৃষ্ণানন্দ। দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতের পরিণামরূপ ক্রিয়ামাত্রই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিশক্তি বিজৃম্ভিত। আত্মা অকর্ত্তা, স্বাক্ষীস্বরূপ।

শঙ্কর। ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই প্রকৃতি। তাহার দ্বারা সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।...আত্মাকে উপাধিরহিত ভাবে, অকর্ত্তা যে দেখে, সেই পরমার্থদর্শী।

ভূপেন্দ্রনাথ। জীবের গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হয়, (যেন) দেহ ভেদে আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন। (মনে হয়) সকল ভূতে এই আত্মা সমভাবে থাকিতে পারে না; তাহাই যদি হইত তবে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞ হইত না। এই শঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন যে, প্রকৃতি শব্দের অর্থ ভগবানের মায়া। (মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি ইত্যাদি)। এই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি ; কার্য্য ও কারণরূপে পরিণত প্রকৃতিই কর্ম্ম করিয়া থাকে ; প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না। আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, কর্ত্তা নহে, কারণ আত্মা সর্ব্বপ্রকার উপাধি পরিবর্জ্জিত... যদি বল—আত্মা কর্ত্তা নহে, প্রকৃতির দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়; ইহাতে আত্মাকে অকর্ত্তা সাজান হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতি আসিল কোথা হইতে? এবং প্রকৃতির পরিণাম অন্তঃকরণে আত্মার যে অধ্যাস হয়, এবং অধ্যাস বশতঃ আত্মাতে যে কর্ত্তৃত্ব কল্পিত হয়, সেই অধ্যাস সম্ভব হয় কিরূপে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার অকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেও, প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নহে, কারণ তুটির সংযোগই প্রয়োজন। তাহা হইলে জগতে তুইটি পৃথক পৃথক মূল তত্ত্ব রহিয়াছে বলিতে হয়।...আত্মাকে সকলের অধিষ্ঠান-ভূত ও স্বতন্ত্র স্বীকার করিলেও, "সকল" তো থাকিয়া যাইতেছে, সুতরাং দৃশ্যমান প্রকৃতিকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না।...যদি প্রকৃতিকে তাঁহারই শক্তি বল; তবে ভগবানকে বা আত্মাকে অকর্ত্তা বলা হয় কিরূপে ?

অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের নানাবিধ ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে ; সেই ঐশ্বর্য্য বশতঃ কখনও তাঁহাকে নির্গুণ নিরুপাধিক এবং কখনও সগুণ সোপাধিক বলিয়া দেখা যায়। সুতরাং উভয়ের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা। (সগুণ অর্থাৎ জীব, ঈশ্বর ও জগৎ রূপে)। নির্গুণ আত্মা প্রকৃতি যুক্ত হইয়া সগুণ হয়। এই প্রকৃতি কোন ভিন্ন সত্তা নহে, ভগবানের নিজ শক্তি বা মহিমা। ইহাকেই ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়া বলে।...প্রকৃতিকে কেহ কেহ জড় বলে, কিন্তু তিনি কাঠ পাথরের মত জড় নহেন। তিনিও আত্মার দৃশ্য পদার্থ বলিয়া তাঁহাকে জড় বলা হয়। প্রকৃতি ও আত্মা অবিনাভাবে সম্মিলিত ; উভয়েই ঈশ্বর ও ঈশ্বরী। এখন প্রশ্ন হয়, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, শ্রুতি বলিয়াছেন ; তিনি তুই বা বহু হন কিরূপে ? ইহাই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছা। ইহা কিরূপে হয়, কেন হয়, বলা যায় না।...যখন আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি নিজ মায়াকে প্রকাশ করিয়া আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করেন। এই বহুরূপে প্রকাশ করান শক্তিই মায়া।...(বলা হয় তিনি নিজের বহুরূপের সহিত) খেলা করেন, মায়া সৃষ্ট ক্রীড়নক গুলিও তিনি। যখন ইহারা মায়াচক্রের মধ্যে পৃথক রূপে খেলিতে থাকে, তখনই তাহাদিগকে বহু মনে হয়, এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবৎ প্রতীত হয়।...যেমন জল জলে মিলিয়া যায়, উহারাও তদ্রূপ ব্রহ্ম দেহে মিলিয়া যায় ; ইহাই মুক্তি।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিদের এক সম্প্রদায় নিগু'ণ ব্রহ্ম ভাবকে ছাড়িয়া, ব্রহ্মশক্তি অর্থাৎ সগুণ ভাবকে বিশ্বের আদি জননী বলিয়া পূজা করেন।...ব্রহ্মের ভিতর যে কার্য্যরূপ ভাব বা শক্তি তাহাই প্রকৃতি।...প্রথমে, এই শক্তি আত্মাতে অবিনাভাবে সম্মিলিত থাকে; পরে ব্রহ্মের নিজেকে নিজে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই এই শক্তির স্ফুরণ হইতে আরম্ভ হয়। একোঽহং বহুস্যাম্ ইচ্ছা স্ফুরণের প্রথমাবস্থায়, শক্তি ও শক্তিমান অঙ্গাঙ্গীরূপেই থাকেন; পরে শক্তি সৃষ্টির দিকে যত উন্মুখ হয়, তত পৃথকত্ব ঘটে, তত শক্তির মধ্যে চিদাভাস রূপে শক্তিমান নিজেকে প্রকাশিত করিতে থাকেন; প্রথমে প্রাণশক্তি, পরে মন, ইন্দ্রিয়, দেহাদি স্থূলতর ভাবে। আত্ম ও প্রাণ যেন পৃথক পৃথক বস্তু, এই ভাবে খেলা আরম্ভ হয়।...এই ভাবে পার্থক্য আসিলে, সে পার্থক্য যাহাতে চলিয়া যায়, সেইজন্য প্রকৃতি পুরুষে আকর্ষণ লক্ষিত হয়; ইহার বেগ জীবকে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য ত্বরান্বিত করে।

(৩০) এইবার জীবাত্মার ও পরমাত্মায় সম্পর্ক, ছোট ক্ষেত্রজ্ঞের ও বড় ক্ষেত্রজ্ঞের, পুরুষ ও পরমপুরুষের সম্পর্ক বিচার হইতেছে।

যদা ভূত পৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা। ৩০।

পদচ্ছেদ। যদা ভূত-পৃথগ্‌-ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি, ততঃ এব চ বিস্তারম্ ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা।

অন্বয়। যদা ভূত পৃথগ্‌ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি চ ততঃ এব বিস্তারম্ তদা ব্রহ্ম সংপদ্যতে;

কঠিন শব্দ। ভূত পৃথগ্‌ভাবম্=ভূত সমূহের প্রতীয়মান, অর্থাৎ ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ সমূহের প্রতীয়মান নানাত্বরূপ। একস্থম্=এক স্থানে এক হইয়াছিল। ততঃ এব বিস্তারম্=সেই একত্ব অবস্থা হইতেই বিস্তারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। ব্রহ্ম সংপদ্যতে=ব্রহ্মভাব লাভ করেন অর্থাৎ তাহার দৃষ্টি বিরাটত্ব এবং সমদর্শন করিবার সামর্থ্য লাভ করে, সে দেখে অনন্ত ভাবে বিস্তারিত এই জগতে, অনন্ত সংখ্যক জীবদেহে অনন্ত সংখ্যক জীবাত্মা যদিও প্রবিষ্ট রহিয়াছে, আসিয়াছে সেই জীবাত্মা সমুহ সেই এক পরমাত্মা হইতে, এবং রহিয়াছে তাহারা সেই এক সমত্ব ভাবের ভিতর, কারণ, "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব্বজীবে সেই এক প্রেমময়" সমভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন।

অনুবাদ। যখন কেহ, জীবসমূহের পার্থক্য বা নানাত্ব মূলতঃ একেতে এক পরমাত্মাতে একীভূত ভাবে অবস্থিত ছিল, এবং সেই একীভূত অবস্থা বাহিরে আসিয়া বিস্তারিত হইয়া যেন প্রতীয়মান নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মননশীলতার দ্বারা যখন কেহ এই ভাবের দেখেন (অনুপশ্যতি) তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্বর উপরে উঠিয়া যাইতে সমর্থ হন, সমদৃষ্টি লাভ করেন, বৃহৎ ভাবে দেখিবার ক্ষমতা পান। (কঠ ৬৷৬ ; মহাভা ১২৷১,৭৷২৩।

ইহার ভাবটা এইরূপ যে জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে, শুধু যে জমিদার ও রাজা, ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ ও বড় ক্ষেত্রজ্ঞ, মাত্র এই ভাবে অবস্থিত তাহা নহে। প্রথমে যেন জীবাত্মা সকল, এক সঙ্গে ব্রহ্মে সাযুজ্যভাবে বা অপৃথকত্ব প্রাপ্ত অংশ ভাবে ছিল, পরে অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ভাবে নির্গত হইয়া (মণ্ডুকউপঃ) বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। জীবাত্মা "মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। জীব চিদাভাস, চিৎপ্রতিবিম্ব। জীব অহং বহুস্যাম্ ; সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, নানা নামরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। পরমাত্মা পরমাত্মাই আছেন, এবং পৃথক পৃথক দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যেন নিজেকে সীমাবদ্ধ জীবাত্মা করিয়াছেন। "অগ্নির্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূবঃ, একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ। কঠ ২৷৩৷৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্র হইতে উদ্ভূত তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমুদ্রের উপর ছড়াইয়া পড়িল। পূর্ব্বের শ্লোকে প্রকৃতির কথা আছে বলিয়া, আরও এক অর্থ হইতে পারে যে, সকল বস্তুর মূল প্রকৃতি, তাহা হইতেই ইহারা বিস্তৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে, কারণ প্রলয়ে প্রকৃতি ব্রহ্মেতেই ছিল।

Pope : All are parts of one stupendous whole,
Whose body Nature is, and God the soul.

Gandhi. Quotes Schopenhaur : The Hindu Seer who experiences his own identity with regard to everything with which he comes in contact, is certain of all virtue and blessedness and is on the direct road to salvation. Diversity of beings, founded in unity, etc.

Radhakrishnan. When he sees that the manifold states of beings is centred in the One, and from just that, it spreads out, then he attains Brahman.

অরবিন্দ। বিশ্বলীলার এই যে বাহিরের দিক, এই সমস্তই হইতেছে এক শাশ্বত পুরুষের সত্তার মধ্যে ভূত সমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব, বিশ্বশক্তি সেই পুরুষের গভীরতায় নিহিত নিজ বিজ্ঞানের বীজ সমূহ হইতে এই সমুদয় বিস্তৃত করিয়াছে, কিন্তু যদিও পরমাত্মা আমাদের এই শরীরের ক্রিয়া সকল উপভোগ করেন, তথাপি ইহার নশ্বরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

বলদেব। যিনি ভূতগ্রামকে প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং প্রকৃতি হইতে তত্ত্বাবতের বিস্তার বলিয়া বুঝিয়াছেন, আত্মায় তত্ত্বাবতের অবস্থান নহে, এবং আত্মা হইতে তত্ত্বাবতের অবস্থান নহে, এবং আত্মা হইতে তত্ত্বাবতের বিস্তার নহে, এইরূপ বুঝিয়া যিনি প্রকৃতি হইতে আত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাতন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ। অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তিলক। যখন সকল ভূতের পৃথকত্ব অর্থাৎ নানাত্ব, একতা হইতেই সমস্ত বিস্তার দেখিতে থাকে, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।

Modi Quotes Bhandarkar, "The Sage sees that all the products of physical nature arise from and exist in one Cosmic Matter, which itself issues from one Absolute Spirit.

কৃষ্ণানন্দ। যখন সাধক ভূতসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, এক আত্মাতে আস্থিত, একমাত্র আত্মা হইতেই ভূত সকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন ব্রহ্মস্বরূপ হন। ইতিমধ্যে ভগবান পৃথকত্ব দেখাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞের সর্ব্বদা একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ক্ষেত্রেরও যে পৃথকত্ব নাই তাহাও বলিয়াছেন। সর্ব্বভূতে সাধকের নিজ আত্মারূপে প্রতীতি হইলে, শোক মোহ কোথা হইতে আসিবে? আত্মচৈতন্যের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই সাধক সমস্ত চরাচর জগৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া ধারণ করিতে পারেন।

সন্তদাস। যখন ভিন্নরূপে অবস্থিত ভূতগ্রামকে এক পরমাত্মাতে অবস্থিত বলিয়া এবং ইহারা তাহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তৃত (প্রকাশিত) হইয়াছে বলিয়া সাধক দর্শন করেন......তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কেহ. কেহ একত্বকে প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহা ঠিব নহে। প্রকৃতির জ্ঞান হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান (মোক্ষ) হয় না, ইত্যাদি।

ব্যোমব্রহ্ম। যখন মানুষ ভূতগণের পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্যকে এক চৈতন্যভূত অনুভব করেন, এবং সেই এক চৈতন্য হইতেই সমস্ত ভূতচৈতন্যের বিস্তার হইয়াছে বুঝিতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মলাভ করেন।

মধুসূদন। এইপ্রকারে আপাততঃ ক্ষেত্রের (প্রকৃতির) ভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন অনুমোদন করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার ভেদদর্শন নিরাস করা হইল। এক্ষণে আবার ক্ষেত্রের সেই যে ভেদ দর্শন তাহাও মায়াকল্পিত এই বলিয়া সেই ক্ষেত্র ভেদ দর্শনও নিরাস করিতেছেন। যে সময় ভূতগণের অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জড়বর্গের যে পরস্পর ভিন্নত্ব, তাহাকে একস্থ অর্থাৎ সৎস্বরূপ এক আত্মার উপর কল্পিত (অর্থাৎ সেই আত্মার স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত রূপে) অনুদর্শন করিতে থাকেন (অর্থাৎ আচার্য্যাদির উপদেশ অনুসারে এই সমস্ত প্রপঞ্চ আত্মা ছাড়া আর কিছুই নহে, এই প্রকার আলোচনা করিতে থাকেন), এই ভূতগণের যে বিস্তার অর্থাৎ পৃথগভাব তাহা সেই অদ্বিতীয় আত্মা হইতেই মায়া রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা ইন্দ্রজাল এইরূপ যিনি দেখেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মসম্পন্ন হন, অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদদর্শন না থাকায় তিনি সর্ব্বপ্রকার অনন্ত পরিহীন ব্রহ্মই হইয়া যান।

শ্রীধর। যখন স্থাবর জঙ্গম ভূতসমূহের পৃথগভাব একস্থ অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর শক্তি প্রকৃতিতে প্রলয় কালে অবস্থিত বলিয়া দেখেন অর্থাৎ আলোচনা করেন, অতএব সেই প্রকৃতির নিকট হইতে ভূতসমূহের বিস্তার সৃষ্টি সময়ে চিন্তা করেন, তখন কেবল প্রকৃতিরূপে ভূতসমূহেরও অভেদ দর্শন করিয়া পরিপূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তিনি ব্রহ্মই হন।

রামানুজ। যখন মানুষ প্রকৃতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন সকল প্রাণীতে দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব একতত্ত্বে অর্থাৎ প্রকৃতিতে স্থিত দেখে আত্মাতে নহে। আর প্রকৃতি হইতেই উত্তরোত্তর পুত্র পৌত্রাদির ভেদের বিস্তার দেখে, সেই তখন সে ব্রহ্ম পায়, অর্থাৎ অবিভক্ত একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে পায়।

শঙ্কর। যখন কেহ ভূতসমূহের পৃথকতাকে এক আত্মাতে স্থিত দেখে, অর্থাৎ সব কিছুই আত্মা এইরূপ দেখে, অর্থাৎ আত্মা হইতেই সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপত্তি বিকাশ দেখে, অর্থাৎ আত্মা হইতেই প্রাণ, আশা, কামনা, আকাশ তেজ, জল, প্রকটন ও লীন হওয়া, সব আত্মা হইতেই হইতেছে দেখে, তখন সে ব্রহ্মরূপই হইয়া যায়।

Modi : This verse refers to verse 26 in which all beings are traced to the two aspects of the Reality which is one (একস্থম্) Bhandarkar remarks :—The sage sees all the products of physical nature arise from and exist in one cosmic Matter, which itself issues from one Absolute Spirit.

ভক্তিপ্রদীপ। He reaches the Supreme Goal Brahmam who does really perceive that all beings have their roots in Prakriti and that from that Prakriti have proceeded all the emanations of the world.

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রাণই আত্মার প্রকৃতি ; এই প্রাণে মন দিতে দিতে চঞ্চল প্রাণ স্থির হয়।...আত্মদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভূতসমূহকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখা যায়। যেমন মণিগণ মধ্যে সূত্র প্রোত থাকে। তদ্রূপ ব্রহ্ম সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে আছেন। মায়ার প্রধান বিকাশ দেশ ও কাল।......যিনি আত্মস্থ হইতে পারেন, তাঁহার নিকট দেশ কাল জনিত পদার্থসমূহের পার্থক্য কিছুই থাকে না।

Telang. When a man sees all the varieties of entities as existing in one (i. e. absorbed at the time of the deluge, in Nature,...and-emanating from that at creation, then he becomes one with the Brahman.

মতিলাল। ভূতগণের ভেদভাব অর্থাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্য একাত্মাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থিত, অথচ সেই আত্মা হইতেই উহা বিস্তৃত হইয়া নানারূপে, নানাছন্দে লীলায়িত হইয়াছে।

জগদীশ্বরানন্দ। যখন যোগী ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাব বা নানাত্ব, এক আমাতে অবস্থিত দেখেন, এবং এক আত্মা হইতেই নানাত্বের উদ্ভব উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব সম্পন্ন হন।

৩১। অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি লিপ্যতে।

পদচ্ছেদ। অনাদিত্বাৎ, নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মা অয়ম্ অব্যয়ঃ, শরবস্থঃ অপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।

অন্বয়। কৌন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা শরীরস্থঃ অপি ন করোতি ন লিপ্যতে।

অনুবাদ। অনাদি ও গুণাতীত হওয়ায় এই ক্ষয় রহিত বিকার রহিত পরমাত্মা শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না, এবং কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। (৫।১৮) (কর্ম্মই করেন না, কাজেই কর্ম্মফলও নাই)।

সেই পরমাত্মাকে বুদ্ধি বিচারেও অনাদি বলিতে হইবে, না বলিলে শুধু যে অনবস্থ দোষ হয় তাহা নহে, তাহাকে দেশে কালে সীমাবদ্ধ করা হয়। তিনি গুণাতীত, মায়াতীত। কাজ, দেহ মনও বুদ্ধির দ্বারা কৃত হইতেছে ; দেহে বা ক্ষেত্র সমূহে কত পরিবর্ত্তন কত অদল বদল হইতেছে, কত ক্ষেত্র বিনষ্ট হইতেছে, অন্য ক্ষেত্র উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু সেই পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্য্যামী ভাবে আছেন। ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ কোন কোন সময়ে কর্ত্তা ভোক্তা হন, কিন্তু বড় ক্ষেত্রজ্ঞ, শুধু সাক্ষী থাকেন। পরমাত্মা হইতে কোটি কোটী স্ফুলিঙ্গের মত জীবাত্মাসমূহের উদ্ভব হইতেছে, কিন্তু তিনি পূর্ণই রহিয়াছেন (পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ) নানা বিভাবে ভগবান থাকিলেও ভগবান সেই পূর্ণই থাকেন, তাই অক্ষর অব্যয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। অনাদি হওয়ার অব্যয়, কারণ আদিমান হইলেই ক্ষীণ হয়। প্রশ্ন—ঈশ্বর যদি কিছু করেন না তো করে কে? উত্তর—স্বভাব, প্রকৃতি।

রামদয়াল। শরীরে তাঁহার উপলব্ধি হয়, এই জন্য শরীরস্থ বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ। আত্মা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে।

সন্তদাস। আত্মা অনাদি, এবং স্বরূপতঃ ঈশ্বরের চিদ্রূপ নির্গুণ অব্যয় ইত্যাদি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ পূর্ণমদ পূর্ণামিদং।

মধুসূদন। অব্যয়। ব্যয় দুই প্রকারের হয়, যথা মৃৎপিণ্ড হইতে ঘটাদি ধর্ম্মী উৎপন্ন হওয়া মৃৎ পিণ্ডের ব্যয়, (ধর্ম্মীর ব্যয়; আবার, অবস্থান্তর প্রাপ্তি, যথা পুরাতন ঘটে ভঙ্গুরত্ব আসা, ইহা ধর্ম্মীর ব্যয় নহে অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং তাহা ব্যয়। অনাদিত্বাৎ ও নির্গুণত্বাৎ এই দুই প্রকার ব্যয়ের নিরাসবাচক ..ন করোতি বলিয়া, কর্ম্মফলে ন লিপ্যতে।

রামানুজ। শরীরের স্বভাবে লিপ্ত হন না।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সমস্তই ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন আর তাহাতে গুণ আসে কি প্রকারে? যে বস্তু সগুণ, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ হয়। আত্মা নির্গুণ, সুতরাং আত্মার বিনাশ হইতে পারে না। 'আমাকে সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে', কিন্তু যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক কেহ দেহী না থাকে, তাহা হইলে দেহের মধ্যে কে কাজ করে? ভগবান একস্থানে বলিয়াছেন 'স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে'—অবিদ্যাই কর্ম্ম করে, এবং কর্ম্মফলে, অবিদ্যা লিপ্ত জীবের মন লিপ্ত হয়। যখন সত্য নহে মিথ্যা, তখন এ সব ব্যবহার মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। …জীবের বন্ধন ও মোক্ষ ভ্রম জনিত মনঃ ব্যাপার মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Telang. This inexhaustible Supreme Self, being without beginning and without qualities, does not act and is not tainted, though stationed in the body.

মতিলাল। দেহে আত্মা থাকেন, তাহা হইলে আত্মাতেও বিকৃতি থাকিতে পাবে ; এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ এই শ্লোক।

৩২। যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২

পদচ্ছেদ। যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ আকাশম্ ন উপলিপ্যতে সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ দেহে তথা আত্মা ন উপলিপ্যতে।

অন্বয়। যথা সর্ব্বগতম্ আকাশম্ সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে, তথা দেহে সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বগতম্=সর্ব্বত্র অবস্থিত। সৌক্ষ্ম্যাৎ=সূক্ষ্মতাব জন্য ; অসঙ্গস্বভাবতার জন্য (মধুসূদন) সত্বাহীনতা বা আকারহীনতার জন্য। সকল=সকল প্রকার বা দেহের সর্ব্ব স্থানে। আমরা আত্মা অর্থে পরমাত্মা লইলাম।

অনুবাদ। যেমন সর্ব্বত্র অবস্থিত আকাশ, সূক্ষ্মতার জন্য, অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ায় পড়ে না, সত্বা এইরূপ হওয়ার জন্য, কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ, সকল প্রকার দেহে, বা দেহের সর্ব্বস্থানে অবস্থিত আত্মাও (নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মী হওয়ায়) দেহের বা দেহ ব্যাপারের কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না। বাতাস হইতে আকাশ সূক্ষ্ম হওয়ায়, আকাশ, বাতাসে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে থাকে, সুগন্ধপূর্ণ বাতাসেও আকাশ থাকে, দুর্গন্ধপূর্ণ বাতাসেও আকাশ থাকে, কিন্তু আকাশ সুগন্ধে বা দুর্গন্ধে লিপ্ত হয় না। আত্মাও (পরমাত্মাও) সেইরূপ দেহে ওতপ্রোতঃ ভাবে থাকে কিন্তু দেহের দোষ গুণে লিপ্ত হয় না। (২৩।২৫) (কঠ ৫।৯-১১, অগ্নির্যথৈকো, ইত্যাদি, ইহা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে) গীতা ৯।৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দ। যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ বহুরূপ পরিগ্রহ করিয়াও, তাহাদের দ্বারা বিকৃত হয় না, ইত্যাদি।

ব্যোমব্রহ্ম। শরীর আত্মা হইয়া যায় না, বা শরীর ও আত্মা মিশিয়া এক হইয়া যায় না।

সন্তদাস। আকাশ সূক্ষ্ম বলিয়া লিপ্ত হয় না। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাও অতি সূক্ষ্ম।

শ্রীধর। উত্তম মধ্যম ও অধম দেহে থাকিয়াও, আত্মা দেহ সম্বন্ধীয় দোষ ও গুণের সহিত যুক্ত হন না,

রামানুজ। আকাশ, সকল বস্তুর সহিত সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সূক্ষ্মতার জন্য লিপ্ত হয় না, ইত্যাদি।

শঙ্কর। আত্মা অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় শরীরের গুণ দোষের সহিত লিপ্ত হয় না।

ভূপেন্দ্রনাথ। সীমাবদ্ধ কালই মায়ার রূপ।...সুষুম্নায় প্রাণের গতিকে গতি শূন্যই বলে, কারণ সে গতিতে কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে না।...গতি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নাই। এই গতি রোধ করিতে হইবে। ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি—এই পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে।

মতিলাল। যথা সর্ব্বগত আকাশ সূক্ষ্মত্ব-হেতু উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বদেহে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা লিপ্ত হন না।

৩৩। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।

পদচ্ছেদ। যথা প্রকাশয়তি একঃ কৃৎস্নম্ লোকম্ ইমম্ রবিঃ, ক্ষেত্রম্ ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নম্ প্রকাশয়তি ভারত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। ভারত, যথা একঃ রবিঃ ইমম্ কৃৎস্নম্ লোকম্ প্রকাশয়তি। তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রম্ প্রকাশয়তি।

কঠিনশব্দ। কৃৎস্নং = সমগ্র ; লোক = ব্রহ্মাণ্ড। প্রকাশয়তি = উদ্ভাসিত, প্রকটিত, চৈতন্যশীল করেন।

অনুবাদ। হে ভারত যেমন এক সূর্য্য, এই সমগ্র (সৌর জগৎ) আলোকিত করেন: সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ "বড় মালিক", Over Lord পরমাত্মা, জগৎকে ও সকল দেহকে প্রকাশ বা চৈতন্যান্বিত করেন। পরমাত্মার চৈতন্যেই সব চৈতন্যময়, তাঁহারই শক্তিতে সব ক্রিয়াশীল। তিনিই জগৎকে প্রকাশ ও সম্বরণ করেন।

এখানে যদিও মুখ্যভাবে পরমাত্মাই বিরক্ষিত, তবুও ক্ষেত্রী অর্থে, জীবাত্মাকে আনিতে পারা যায়। জীবাত্ম দেহকে জীবিত রাখে, জীবাত্মা নামেই তাহা প্রকাশ। সব কিছুর প্রকাশ বা বোধ, জীবাত্মা দেহে থাকিতেই পাওয়া হয়। আজ যদি সূর্য্য নিভিয়া যায়, সৌর জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ; জীবাত্মা চলিয়া গেলেও জীবদেহেরও তাহাই হয়, ছোট ক্ষেত্রজ্ঞই ক্ষেত্রে নানা ফসল ফলায়, ক্ষেত্রকে প্রকাশ অর্থাৎ ফলবতী করে।

মতিলাল। সূর্য্য যেমন বিশ্ববস্তুকে প্রকাশিত করিয়াও তাহার সহিত সংলিপ্ত নহে, আর সকল সময়ে একই থাকেন, সেইরূপ অত্মাও ইত্যাদি।

অরবিন্দ। আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মার দিকে যখন আমরা ফিরি, তখন তাহার জ্যোতির্ম্ময় সত্যের দ্বারা প্রকৃতির সম্যক ক্ষেত্রটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।

রামদয়াল। সেইরূপ এক পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণানন্দ। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সকল দেহের প্রকাশক হইলেও, কাহারও দুঃখ শোকাদিতে লিপ্ত হন না ; কোন কর্ম্মের ফলভাগী হন না।

সন্তদাস। যেমন সূর্য্য একস্থানে স্থিত হইয়াও জগৎকে প্রকাশ করে, ইত্যাদি।

মধুসূদন। কেবল অসঙ্গ-স্বভাবতা হেতুই যে আত্মা লিপ্ত হন না তাহা নহে, কিন্তু তিনি প্রকাশক বলিয়াও প্রকাশ্য পদার্থের ধর্ম্মে লিপ্ত হন না।

শ্রীধর। স্বয়ং প্রকাশক হওয়ায় প্রকাশযোগ্য পদার্থের ধর্ম্মের সহিত সংযোগ নাই।

রামানুজ। যেরূপ সূর্য্য ইত্যাদি, সেইরূপ ক্ষেত্রী (আত্মা) "ইহা আমার শরীর এইরূপ" এই প্রকারে ভিতর বাহির, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর নিজ জ্ঞানে প্রকাশিত করে।...জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সর্ব্বথাই ভিন্ন।

শঙ্কর। মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত সব, একাকী সেই পরমাত্মা, প্রকাশ করে।

ভূপেন্দ্রনাথ। সর্ব্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেমন বাহ্যপদার্থসমূহের দোষে দূষিত হয় না, সেইরূপ, সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা সর্ব্বদেহের প্রকাশক হইলেও, দেহের সুখ দুঃখ আত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না।......ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি আলোকিত করিতেছেন, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ তুমিই।

Telang. As the Sun singly lights up on this world so the ক্ষেত্রজ্ঞ lights up the whole ক্ষেত্র।

৩৪। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব মন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা,
ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ।৩৪।

পদচ্ছেদ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরম্ জ্ঞান-চক্ষুষা, ভূত-প্রকৃতি মোক্ষম্ চ যে বিদুঃ যান্তি তে পরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। এবম্ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরম্ চ ভূত প্রকৃতিম্ মোক্ষম্ যে জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ তে পরম্ যান্তি।

কঠিন শব্দ। এবম্=এই প্রকারে। অন্তরম্=ভেদ, যাহা পূর্ব্বে এবং বিশেষ করিয়া এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। ভূত প্রকৃতিম্ মোক্ষম্ ভূতে অর্থাৎ জীব শরীরে বর্ত্তমান যে প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব বা সংস্কার যাহা পুরুষকে তদাত্মকত্ব পাওয়ায়, সেই স্বভাব বা সংস্কারের কবল হইতে মুক্তি। এই মুক্তির উপায় পরের অধ্যায়ে এবং বিশেষ করিয়া পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কবল হইতে মুক্তি। জ্ঞানচক্ষু=জ্ঞান-দৃষ্টিতে; যে জ্ঞানদৃষ্টি তত্ত্ববেত্তারা পান, যাহা বহু স্থানে এবং এই অধ্যায়ে ১৩।২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৯ এবং পরের অনেক শ্লোকে বিবক্ষিত হইয়াছে। বিদুঃ=ভাল করিয়া জানেন। পরমযান্তি=পরমপদ প্রাপ্ত হন; প্রকৃতির কবল হইতে মুক্তি পাওয়াই; সাংখ্য মতে কৈবল্য। প্রকৃতিই জীবে জীবে অহংতা ও মমতা আনে, সেই অহংতা মমতার আশ্রয়ে না যাওয়াই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তি। জ্ঞানচক্ষু ও দিব্যচক্ষু সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু; কি প্রকারের ইহারা, কি ভাবে পাওয়া, স্থায়ীত্ব কিরূপ ইত্যাদি এই শ্লোক ও একাদশ অধ্যায় হইতে জ্ঞাতব্য। কেহ কেহ প্রকৃতি মোক্ষের অর্থ করেন, পঞ্চ মহাভূত ও প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ মায়াত্মক কর্ম্ম হইতে আত্মার মোক্ষ। তিলক অর্থ করেন, সর্ব্বভূতের মূল যে প্রকৃতি তাহার মোক্ষ; আত্মানাত্ম বিবেক হইলেই প্রকৃতি পুরুষকে ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। ইহাই প্রকৃতির মোক্ষ। নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যার অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষে জানা যায়; একাদশে বিশ্বরূপ দর্শন দিব্যচক্ষুরই গোচর হয়, এবং এই অধ্যায়ের ব্যাপার মাত্র জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হয়; এই প্রভেদ মনে রাখা উচিত। এই শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের দুই অর্থই আসে, বড় ও ছোট ক্ষেত্রজ্ঞ। আরও একটি তত্ত্বের পরিষ্কার ইঙ্গিত পাই, তাহা প্রকৃতি পুরুষ-বিবেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ইঙ্গিত বিশেষ মুল্যবান, সাংখ্য দর্শনের কেন্দ্রীয় কথা। ভূত প্রকৃতির অর্থ, আমাদের মনে হয়, জন্মান্তরের সংস্কারে উদ্ভূত আমাদের যে প্রকৃতি বা স্বভাব। জ্ঞানচক্ষু=অমানিত্বাদি আশ্রয় প্রাপ্ত যে চক্ষু, এ অর্থও হয়।

অনুবাদ। যাঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এই প্রকার (অর্থাৎ এই অধ্যায়ে কথিত) প্রভেদ, ও ভূতসমূহে অবস্থিত বা সংস্কারে উদ্ভূত যে প্রকৃতি তাহার হাত হইতে মুক্তির উপায় (অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতিতে যে তদাত্মকতা হয়, তাহা হইতে মুক্তির উপায়, জ্ঞান দৃষ্টিতে জানিতে (ও কাজে লাগাইতে সক্ষম হন, তাঁহারা পরম পদ, বা কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হন।

Radhakrishnan : Deliverance of beings from nature. ভূত প্রকৃতি=Material nature of beings.

ব্যোমব্রহ্ম। ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ=জীব প্রকৃতি হইতে মোক্ষ।

তিলক। ভূতপ্রকৃতির মোক্ষ=সর্ব্বভূতের মূল প্রকৃতির মোক্ষ, যে জানে সে পরব্রহ্মকে পায়; মোক্ষ পাওয়া না পাওয়া আত্মার অবস্থা নহে, কারণ উহাতো সর্ব্বাদাই অসঙ্গ, অকর্ত্তা। যখন উহার প্রকৃতির সহিত তদাত্মকতা নষ্ট হইয়া যায়, তখন উহার সহিত সংলগ্ন প্রকৃতি ছাড়িয়া যায়, অথাৎ উহারই মোক্ষ হইয়া যায়, উহার পুরুষের সম্মুখে নাচা বন্ধ হইয়া যায়। সাংখ্য মতবাদে, বন্ধ ও মোক্ষ এই দুই অবস্থা প্রকৃতিরই হইতেছে।

গিরীন্দ্র। শঙ্কর মতে ভূত প্রকৃতি শব্দের অর্থ অবিদ্যা লক্ষণা অব্যক্ত। এই শব্দের অর্থ সর্ব্বভূতাত্মক অধিবাসীদের ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতি এরূপও হইতে পারে, অথবা ভূত এবং প্রকৃতি, অর্থং দেহরূপ ক্ষেত্র এবং জগৎপ্রসবিনী প্রকৃতি এরূপ অর্থও সঙ্গত।

Gandhi : The release of the beings from Prakrity.

সচ্চিদানন্দ। জ্ঞানচক্ষুবা বলাতে জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ হয়, একথা সূচিত হইল। ভূত প্রকৃতি অর্থাৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাভিমান, ইহা দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রয়োজন বলা হইল। গুণই কর্ম্মের কারণ বলিয়া আগামী অধ্যায়ের বিষয়ও সূচিত হইল।

সন্তদাস। প্রাণীসকলের প্রকৃতি হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি।

কৃষ্ণনন্দ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিভিন্ন রূপে জানিতে পারেন, এবং ভূতসমূহের কারণরূপ মায়ার অত্যন্তাভাব বুঝিতে পারেন। এই ভাবে কৈবল্য পান। যিনি ক্ষেত্রকে জড়, কার্য্যের কর্ত্তা বিকার যুক্ত পরিচ্ছিন্ন এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে চেতন অকর্ত্তা অধিকারী অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন, এবং যিনি আত্মতত্ত্ব বিদ্যা দ্বারা ভূত প্রকৃতি অবিদ্যা মায়ার সম্পূর্ণ উপশম করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অনর্থের বিনিবৃত্তি হয় ও পরমপদ প্রাপ্তি হয়......পরমার্থতঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ এক হইয়া ভিন্ন নহে।

মধুসূদন। জ্ঞানচক্ষু=শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষু। ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ=ভূতগণের মায়া নামক প্রসিদ্ধ যে প্রকৃতি (অবিদ্যা) পরমার্থ আত্মবিদ্যার প্রভাবে তাহার যে মোক্ষ অর্থাৎ অভাব জানা অর্থাৎ অবিদ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানা। পরং=পরমার্থ আত্মবস্তুর স্বরূপ কৈবল্য।

শ্রীধর। বিবেক জ্ঞানরূপ চক্ষু।...ভূতসকলের প্রকৃতি কবল হইতে মুক্তি।

রামানুজ। মুক্ত করে বলিয়া অমানিত্বাদি সাধন মোক্ষ। যে সাধক, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধী বিবেক বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উহাদের ভেদ জানিয়া, ভূতের আকারে পরিণত প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইবার উপায়রূপ অমানিত্বাদি গুণ সকলের আচরণ করে সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপে স্থিত অবিভক্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত করে।

শঙ্কর। অব্যক্ত নামক অবিদ্যারূপ ভূতপ্রকৃতির মোক্ষ, অর্থাৎ তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাব করাইয়া দেওয়া জানে, সে পরমার্থতত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মকে পায়. আর জন্ম হয় না।

আশুদাস। ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ=ভূত কাহারা বা তাহাদের স্বরূপ, কিরূপ, কিরূপে উৎপন্ন? আর প্রকৃতি কি, তাহার স্বরূপ কি, কার্য্য কি, সে কিরূপে পুরুষকে বদ্ধ করে? এবং কিরূপে সেই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়,? এই সকল তত্ত্ব।

Modi. ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ=Liberation of beings from প্রকৃতি (Deussen). The release from Nature. the cause of beings (Hill). The release of beings from Matter. (Garbe),

ভক্তি প্রদীপ। Deliverance of Prakriti from Guna-Maya. Those that visuahise with the eyes ef spiritual knowledge this difference between ক্ষেত্র (body or প্রকৃতি) and ক্ষেত্রজ্ঞ etc.

ভূপেন্দ্রনাথ। প্রকৃতি পুরুষের বিবিক্ত ভাবকেও দেখা যাইতে পারে, সদ্গুরু কৃপায় যোনি মুদ্রার সাহায্যে।...পঞ্চভূতময় দেহে, মূলাধারাদি পঞ্চস্থানে, পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, ইহারাই পঞ্চপ্রাণরূপে দেহে বর্ত্তমান। যখন প্রাণের দ্বারা প্রাণকে মন্থন করা যায়, যাহাকে মৈথুন বলে, সেই মৈথুনের ফলে মন স্থির হইয়া যায়, সেই স্থিরতায় বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থির বুদ্ধিতে বা পরাবুদ্ধিতে প্রকাশিত যে আত্মভাব, তাহাই পুরুষ, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই "আমি"। প্রথমে প্রকৃতি বলবতী তাই কালিকারূপিণী প্রথমা মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ইহাই সংসার মূর্ত্তি, জন্মমৃত্যুরূপা ঘোরা বিভীষণা মূর্ত্তি, স্থির শূন্য ব্যোম বা মহেশ্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত।...ক্রিয়ার পরাবস্থা, ইহাই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ, এবং ভূত প্রকৃতিরও মুক্তি লাভ...সমাধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনে যাঁহারা দৃঢ় অভ্যস্ত, সমাধি ভঙ্গের পরও, তাহারা আত্মাকে আর প্রকৃতি কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া মনে করেন না।

মতিলাল। জীবচৈতন্য প্রকৃতগত হইয়া বিমূঢ় অবস্থায় দ্বন্দ্বও বৈষম্যে নিজেকে বিপর্য্যস্ত মনে করিতেছিল, জ্ঞানোদয়ে সেই ক্ষেত্র ধর্ম্ম ভোগী আত্মা তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে।

Telang. Those who, with the eye of knowledge, thus understand the difference between ক্ষেত্র and ক্ষেত্রজ্ঞ and the distinction of the nature of all entities, go to the Supreme Nature which is the material cause from which all entities are produced; the destinction of it results from true knowledge of the soul.

মধ্বাচার্য্যের গীতা ভাষ্যের Subba Rau কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত।

This chapter is devoted to summarising what has been taught in the first twelve chapters. The information thus scattered in different corners is collected.

13/1 ক্ষীয়তে=is being dwelt in; ক্ষেত্র=that In which He is present. শরীর :—শর=pain, from the root শ্রি, and ইর=that which gives. 2. Is জীব ক্ষেত্রজ্ঞ? Answer. "Know Me alone as ক্ষেত্রজ্ঞ in all ক্ষেত্র ও.

6. ভাষ্য gives the presiding deities thus :–Ether=বিঘ্নেশ; air=মরীচি born of মুখ্য বায়ু; অগ্নি=বহ্নি; অপ=বরুণ; ভূমি=ধরা; অহঙ্কার=শিব; অহংতত্ত্ব=ব্রহ্মা; বুদ্ধি=উমা, অব্যক্ত=শ্রী, লক্ষ্মী; mind=স্কন্দ; ear=moon; touch=মরুৎ, the son of বায়ু;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

eye=সূর্য্য ; touch=another form of বরুণ ; nose=দুই Aswins. etc. etc. ধৃতি বা firmness=সরস্বতী etc.

11. অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং=to be always bent upon the knowledge of the Truth of Atman, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম=to enquire into Shastras leading to direct realisations. 13. অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম=Perfect Brahman, destitute of all that has beginning, destitute of non-intelligent body. To indicate that Brahman is not ক্ষেত্র, it is said that it is not সৎ, or manifested effects of প্রকৃতি composing the world ; nor অসৎ, or unmanifested cause, namely প্রকৃতি। That is, Brahman is entirely different from the subtle material causes namely প্রকৃতি, in its causal state as well as from the manifested or gross things of the world. সৎ and অসৎ may also be taken in the sense of মূর্ত্ত and অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত is that product of material principle which is capable of being perceived or subjected to the states of motion and rest ; that is, the grosser products limited in space and time. অমূর্ত্ত=subtler germinal principle of matter, neither perceptible nor fit to be affected by the forces which limited bodies may communicate for either motion or rest. Both these forms of matter are unintelligent and powerless. আদি=হেতু, cause ; অনাদি=which is not a cause. অনাদিমৎ removes the doubt that Brahman might Himself be no cause, at all ; it will convey the idea that

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

which is not one that has a beginning or a cause. 13 :—At every point of space which Brahman peruades, "it has hands and feet", it has power to accomplish what hands and feet can. 14. It illuminates the powers of all the sense, etc. If enjoys everything (devours everything). 15. Moving=all pervading. 16. Undivided, it is in all. 17. তমসঃ পরম্=(1) not subject to the influence of অব্যক্ত or প্রকৃতি (2) not subjcect to মৃত্যু etc. জ্ঞানগম্য=the thing to be realised by অপরোক্ষ জ্ঞান। হৃদি সর্ব্বস্য তিষ্ঠিতম্=for the sake of facilitating contemplation. প্রকৃতি=is declared to be the cause, the effect (body), the instrument (organs), the agentship is in the soul (that is, the pow er which the soul has in making use of the body. Another interpretation :—প্রকৃতি is the cause in medifying itself into the body and the organs.

22. উপদ্রষ্টা, i-e, উপ=exalted above all others. দ্রষ্টা= witness. Paramatman, the omnipotent Lord is the Providence that impels enjoying the good essence of all Action. So He is called Purusha and He is even declared to be in this body and is far different from it. ক্ষেত্র derives its impulse or activity from the Supreme Being. 24. By means of contemplation, some see Atman through বুদ্ধি in their body ; those that are unable to contemplate at once, first try to obtain knowledge of the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Lord from tha Vedas (which knowledge is here denoted by the term সাংখ্য) and then resort to contemplation. Thirdly that have no study whatever, perform duties. thereby acquire knowledge and ability to contemplate.

28. Indeed, seeing the Lord well seated everywhere to be the same, he docs not ruin his own self with his own self.

29 প্রকৃত্যা is an indeclinable past participle from প্র-কৃ to begin. The idea is : The Lord has under his control both জীব and কর্ম্ম At particular times, He brings into play some past Karmas of the soul, and makes him act according to its force, Or—he who sees all actions are brought about by the Lord through the instrumentality of প্রকৃতি etc.

30 When he properly perceives the separateness of souls from each other, and from Hari and the soul's abiding in the One (i. e. in Hari alone) and from Him alone the origination of all beings, he then attains to Brahman.

32. Just as আকাশ being subtle...is not affected wherever it may be, so পরমাত্মা may be present is the body of a superior or of an inferior being ; that being has no influence on Him.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

34, Those who perceive by the eye ef wisdom, such difference between ক্ষেত্র and ক্ষেত্রজ্ঞ, and who understand "That" from which the souls obtain release from the Bhutas and Prakriti—those attain to the Highest. Or ভূত প্রকৃতি মোক্ষ may also be taken to mean that by which release is granted to the Bhutas (Jivas) from প্রকৃতি (mundane bondage).

রামকণ্ঠ। ডাঃ অধিকারী দ্বারা ব্যাখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

পরমেশ্বর রূপহীন হইয়াও, নিজ ক্রীড়া মাত্র প্রয়োজনে, এক-স্বভাব হইয়াও বেদ্যবেদক বিভাগ পরিকল্পনায়, দুই শাখায় যে মায়াময় মহাবাগুরা বিস্তার করিয়াছেন, তাহাই বিষয় ও বিষয়ী বিভাগে, শরীর ও শরীরী ভাগে, সমস্ত সংসার চক্রকে নিবিড় ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া আছে। নিজ ইচ্ছায়, অনুগ্রহযোগ্যজনের প্রয়োজনে জ্ঞানও তিনি উপদেশ করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে সেই জ্ঞান প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, জড় চেতন বিভাগে, স্থূলা ও সূক্ষ্মা প্রকৃতির বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষণা পরতরা প্রকৃতির দ্বারা পর ও অপর প্রকৃতিদ্বয়ের পরমার্থিক অভেদই নির্ণীত হইয়াছে। ইদানীং শরীর ও শরীরী ভাবে বিভক্ত করিয়া সেই জ্ঞান নির্ণয়ের জন্য অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে।...

১। সকল প্রমাতৃগণ যাহা নিঃসন্দেহে জ্ঞাত আছেন, এমন দেহকে ক্ষেত্র সংজ্ঞা দিতেছেন, কেননা, ইহার কৃষিক্ষেত্রের সহিত সমান ধর্ম্মতা আছে। যেমন ধানের গোলায় রক্ষিত ধান্য বীজের প্রসবে অভিব্যক্ত ধানে ডাঁটা, শীর্ষ, শাখা ইত্যাদির অধিকরণ স্থানকে ক্ষেত্র বলা হয়, সেইরূপই কামবীজ প্রসূত কর্ম্মনিচয়ে জাতি আয়ু ভাগ লক্ষণ বিপাকগুলির অভিব্যক্তির অধিকরণভূত এই শরীরকেও ক্ষেত্র বলিলেন। কর্ম্মবিপাকের ভোগাবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শরীরেই অনুভূত হয়। এমন ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহাতে বলা হইল, শরীরে দুই প্রকার উপলব্ধি বর্ত্তমান, তাহা দেহীর অহংতা ও ইদন্তা। অহং ব্রাহ্মণো দেবদত্তঃ এই প্রকার দেহকে অহন্তায় উপলব্ধ হয়। কখনও কখনও 'মম ইদং শরীরং', এমন ইদন্তায়ও নিশ্চিত জ্ঞান হয়। এই নিশ্চয়রূপে জ্ঞাতা ও ব্যবসায়িতা প্রমাতা সেই শরীরেই আছেন, তাঁহারই অংশ প্রমাতৃত্বে প্রতীত হয়। তাহাকেই জীব ক্ষেত্রজ্ঞ বা চেতন বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই অংশই বেদক, ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা। সেই সংবেদক (অর্থাৎ শরীর শুধু বেদ্য মাত্র, আর কিছু নহে) সম্ভব হয় না, মায়া নিমীলিত দৃষ্টিতে, যতক্ষণ না ঈশ্বরানুগ্রহ শক্তিতে তত্ত্ব দৃষ্টি উন্মীলিত হয়। তাহার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া, তাহা জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই জ্ঞান যাহার উদিত হইয়াছে, সেই যোগীই সে বিষয়ে জ্ঞাতা "তদ্বিদঃ" ২ঃ—দেহগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল দেহের বেদক বা প্রমাতা একই। তাঁহাব নানাত্ব বা ভিন্নত্ব নাই। বিপর্য্যয় জ্ঞান, অচিন্ত্য ঈশ্বর মায়াশক্তির বিলাসেই উৎপন্ন হয়।......কেবলমাত্র শরীর ও শরীরীর বিবেক, জ্ঞান ; সাংখ্য-প্রতিপাদিত জ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞান নহে।

৫, ৬ ঃ—মহাভূত শব্দে তন্মাত্রাগুলিকে বুঝিতে হইবে, কেন না তাহাদের ব্যাপকত্ব অত্যধিক। গুণাত্মিকা প্রকৃতির অব্যক্ত পৃথিবী আদি ভূত সকলের তন্মাত্রাগুলিই কারণ। অহঙ্কারও ত্রিবিধ—তৈজসত্ব হেতু মনের কারণ, বৈকারিত্বে ইন্দ্রিয়াদির কারণ। ভূতাত্মক বলিয়া তন্মাত্রাগুলির কারণ।

। ৬। ন্যায়মতে ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখাদি আত্মার ধর্ম্ম বলা হয়। শরীরেন্দ্রিয়াদি সমুদায়কে একত্রে সংঘাত বলা হয়। চেতনা, যাহাব দ্বারা প্রাণিবর্গ চেতিত হয়, তাহাই সহজ কথায় জ্ঞান বা বুদ্ধি ধৃতি। এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান বা বোধজ্ঞান। প্রাণাদি ধারণে যে অহংপ্রত্যয় তাহাই ধৃতি বা বীর্য্য। এগুলির কোনটিই বেদ্যত্ব অতিক্রান্ত নহে, সুতরাং ক্ষেত্র পর্য্যায়ভুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা অপ্রমেয়; ৯। পরিপক্কাবস্থায় জ্ঞানের ফল-স্থানীয় "ময়ি ভক্তি" উদিত হয়। এই ভক্তি কিরূপ? অব্যভিচারিণী, তাহার কদাচ অপায় হয় না, কেন না সে ভক্তিতে মৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর সম্বন্ধ বা যোগ নাই। (অনন্য যোগেন)। সকল ভাবজাত বস্তুতে মৎস্বরূপাভিন্নত্ব দর্শন, তাহাই জ্ঞানতরুর ফলভূতা মুখ্যা মদ্ভক্তি, ইহাই জ্ঞানিত্ব স্বরূপা চতুর্থা ভক্তির অবস্থা, (৭।১৮) (জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্)। তখন পরমাত্মা সং বেদনরূপ আত্মজ্ঞান কখনও ব্যভিচারিত হয় না, সেই ভাব প্রাপ্তি অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং; এই অবস্থা হইলে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বা স্বসংবেদন-রূপ অনুভব হয়। তত্ত্বার্থের দর্শন বা সাক্ষাৎকারই নিরুত্তরা সিদ্ধি।

২২। পরম তত্ত্বের দেহে অবস্থিতিও দ্বিপ্রকারে উপপাদন করিতেছেন। মহেশ্বর (পরব্রহ্ম) স্বমায়ায় উদ্ভাবিত পুরুষ ভাবে দেহে উপদ্রষ্টা ভর্ত্তা, ভোক্তারূপে ব্যবস্থিত আছেন; যেহেতু প্রকৃত্যাদি সহ অহঙ্কারাত্মিক দৃশ্যরূপে উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে পুরুষ দর্শন করেন, দৃশ্যত্বরূপে তিনি উপদ্রষ্টা। যথা শরীরাদি দৃশ্যবর্গকে অহন্তা দ্বারা পরামর্শ করেন; সেই অহন্তার ধারকরূপে তিনি ভর্ত্তা। প্রকৃতির দ্বারা মত বা জ্ঞাতা বেদ্যত্ব রূপে প্রতীত সুখাদি বস্তু সর্ব্বতোভাবে মনন করেন, তখন তিনি অনুমন্তা। এইরূপে তিনি ভোক্তাও। পুরুষে বিষয়িত্ব শরীরিত্ব আরোপ যাহা সাংখ্যেরা বলেন, তাহা শুধু মায়া নিবন্ধন। বিদ্যার উদয়ে, বিবেক জ্ঞানের আবির্ভাবে সেই পুরুষকেই জানিতে হইবে; তিনি অদ্বয়, চিদেক স্বভাব, ব্রহ্মস্বরূপ।

২৫।২৫ :···যদিও আত্মদর্শনে জ্ঞানই মুখ্য উপায়, তথাপি গৌণ উপায়েও আত্মপ্রাপ্তি হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপ্রশ্নমালা

০—৬ এই অধ্যায়ের আরম্ভ কি ভাবে হইয়াছে? অর্জ্জুন ভগবানের নিকট হইতে কোন্ কোন্ বিষয় জানিতে চাহিলেন? ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, ইহাদের অর্থই বা কি? সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞই বা কাহাকে বলে? ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভগবান যাহা বলিলেন তাহা বিশদ ভাবে বল। ব্রহ্মসূত্রাদিতে ইহার কিরূপ আলোচনা হইয়াছে? প্রতি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, ইঁহারা এক কি ভিন্ন, ইহা আলোচনা কর। পারস্পারিক কি সম্বন্ধে ইহারা সম্বন্ধিত, তাহার ব্যাখ্যা দাও।

৭ ১৮ জ্ঞান শব্দ এখানে কি অর্থে, এবং কেন সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই অর্থে যে যে গুণগুলির নাম করা হইয়াছে তাহার তালিকা দাও। 'জ্ঞেয়' শব্দের দ্বারা কি বিবক্ষিত হইয়াছে? ভগবানে পরস্পর বিরোধী বহু গুণ বর্ত্তমান, তাহা কি ভাবে এখানে দেখান হইয়াছে? 'জ্ঞানগম্য' ইহার অর্থ কি ও কোন্ কোন্ জ্ঞানকে সহায় করা হয়? জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য. এগুলি জানিলে, ভক্তের কি লাভ হয়।

১৯–৩৪ ক্ষেত্র, প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি, ইহারা কি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু? প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবান এই পর্যন্ত যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া, কি ভাবে এই পুরুষ প্রকৃতির প্রকৃতিতে আসিলেন? সাংখ্যদর্শনের পুরুষ প্রকৃতিতে ও ভগবানের পুরুষ প্রকৃতিতে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা দেখাও। ভগবান—কথিত প্রকৃতি পুরুষ ও ক্ষেত্র ক্রেত্রজ্ঞ, তাৎপর্য্যে পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রকৃতিই ক্ষেত্র, তাহা দেখাও। ভগবান পুরুষ সম্বন্ধে ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কি কি কথা বলিলেন, ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ ও তাহাতে পুরুষের পক্ষে কি ফল উৎপন্ন হয়? "উপদ্রষ্টা অনুমন্তা" শ্লোকটির ব্যাখ্যা কর। জীবাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও পরমাত্মা, দুইভাবে এ শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতে পারে তাহা দেখাও ও অন্য কোন্ কোন্ শ্লোক এইভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে দেখাও। কোন্ কোন্ মার্গে সাধনার দ্বারা জীবাত্মা বা পুরুষ উপলব্ধব্য হয়? ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে সবকিছুর উৎপত্তি, কি ভাবে ইহা এইরূপ, তাহা দেখাও। পরমেশ্বরই কি সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ? ইঁহার সম্বন্ধে কি কি কথা বলা হইয়াছে? ইনি দেবতাতে ও কৃমিকীটেও সমভাবে অবস্থিত? যে ইঁহাকে সমভাবে অবস্থিত দেখে, যে আত্মনা আত্মানম্ হিংসা করে না, ইহার অর্থ কি? জীবাত্মাই সব কিছু করে, প্রকৃতি কিছুই করে না, ইহা যদি না ঠিক হয় তো কোন তত্ত্ব ঠিক? পরমাত্মা হইতে সব কিছুর বিস্তার, যে ইহা বুঝে সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহার ব্যাখ্যা কর। পরমাত্মা সকল দেহ ছাইয়া আছেন, কিন্তু তাহাদের দোষ গুণে লিপ্ত হন না, উদাহরণ সহ ইহার ব্যাখ্যা কর। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক প্রাপ্তি হইলে পুরুষের মহান কি লাভ হয়?

ইহাদের অর্থ বল—সংঘাত, চেতনা, ধৃতি, অধ্যাত্ম-জ্ঞান নিত্যত্বং, তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ দর্শনম্ ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ, অনভিষঙ্গ, ন সত্তন্নাসদুচ্যতে, অনাদিমৎ-পরং ব্রহ্ম, সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং, সর্ব্বভৃৎ, জ্ঞানগম্য, তমসঃ পরম্, বিকার, কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, মৃত্যুম্ অতি তরন্তি. ন হিনস্তি, একস্থম্

ভক্তি-ব্যঞ্জক শ্লোক—১০, ১৮, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৪। "ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞেয়" ১২–১৮। সাধনা, যাহাকে "জ্ঞান" বলা হইয়াছে—৭–১১ এই তালিকাতে কুড়িটি "জ্ঞান" আসিয়াছে।

আত্মদর্শনের সাধনা—২৪, ২৫

পরমেশ্বর সম্বন্ধে—২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩।

ক্ষেত্র সম্বন্ধে—৫, ৬, ২৬, ৩৩, ৩৪, ১, ২, ৩, ৪

প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে—১৯, ২৫, ২৯, ৩৪

মনে রাখিবার মত শ্লোক—২, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮; ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
LIBRARY
No.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi